الصحيح المسلم

মুসলিম শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

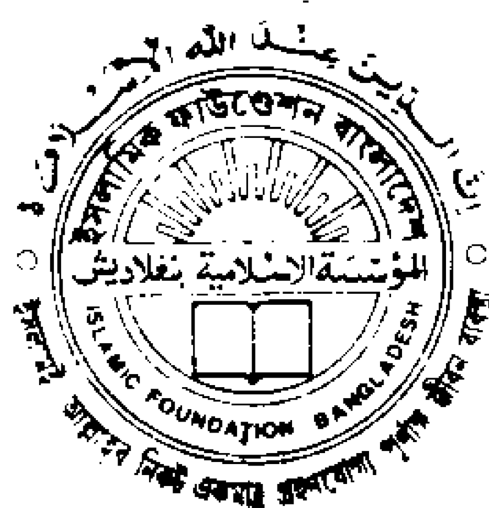
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৪১
ইফা প্রকাশনা : ১৮৫৯/১
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0344-2

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় প্রকাশ
মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০১০
আষাঢ় ১৪১৭
জমাদিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোহাম্মদ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২৩৫.০০ (দুইশত পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

MUSLIM SHARIF (4th Part) Arabic Hadith Compilation by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri (Rh.) translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.

June 2010

E-mail : info@islamicfoundation-bd.ord
Website : WWW. islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 235.00; US Dollar : 7.75

মহাপরিচালকের কথা

মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের এই সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীআতের মৌলিক দুটি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলেমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করেন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



প্রকাশকের কথা

মহানবী ﷺ-এর হাদীস মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, শরীয়তের অপরিহার্য উৎস। ইসলামী জীবন বিধানের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন। হাসীস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মানব জীবনে কুরআনের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের কর্মপন্থা। এক কথায় বলা যেতে পারে, কুরআন হচ্ছে প্রদীপ আর হাদীস হচ্ছে তার বিচ্ছুরিত আলো।

কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্ বা হাদীস। বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে সিহাহ্ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মুসলিম শরীফে'র স্থান অনন্য। মুসলিম শরীফের সংকলক ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাচাই করে পুনরাবৃত্তি ছাড়া চার হাজার হাদীস 'মুসলিম শরীফে' সংকলন করেন। এই কিতাবের বিন্যাস ও সংকলনে তিনি অপরিসীম সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি এই অমূল্য কিতাব সংকলনকালে স্থির করেন যে, তিনি শুধু সেই সমস্ত হাদীসই মুসলিম শরীফে অন্তভর্ভূক্ত করবেন যেগুলো দু'জন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ দু'জন নির্ভরযোগ্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

যুগ যুগ ধরে মুসলিম শরীফ সমগ্র বিশ্বে একটি অত্যন্ত উঁচুমানের নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাভাষী পাঠকগণ যাতে এই অমূল্য কিতাবখানা মাতৃভাষায় অধ্যায়ন করে সমৃদ্ধ হতে পারেন, এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের বিশিষ্ট অনুবাদক দ্বারা অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই এর সকল খণ্ড নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়, ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকল খণ্ড পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত সকল খণ্ডের কলেবরের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে এটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে পুনঃবিন্যাস করে প্রকাশ করা হলো। বর্তমান সংস্করণকালে সবগুলো খণ্ডই পুনঃসম্পাদনা করোনো হয়েছে।

আশাকরি, এ সংস্করণটি আগের চেয়ে মানসম্পন্ন ও পাঠকমহলে আরো অধিক সমাদৃত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী ﷺ-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জানার ও সে অনুযায়ী আমল করে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা এ. কে. এম আবদুস সালাম	সদস্য
মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন

২. মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন

৩. মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী



সূচিপত্র

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
মুলামাসা ও মুনাবাযা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল	১৭
পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় বাতিল	১৯
হাবালুল হাবালা বিক্রয় হারাম	১৯
কোন ভাইয়ের ক্রয়ের সময় তার দামের চাইতে বেশি দাম বলা, কেউ কোন বস্তু কেনার জন্য দরাদরি করছে তার উপরে দরাদরি করা, খরিদ করার ইচ্ছা ছাড়াই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য দাম বলা এবং বেশি দেখানোর জন্যে ওলানে দুধ জমা করা হারাম	২০
পণ্যদ্রব্য (বাজারে পৌঁছার পূর্বে) এগিয়ে গিয়ে খরিদ করা হারাম	২২
শহরবাসী লোকের জন্যে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করা হরাম	২৩
দুধ আবদ্ধ করে ওলান ফুলিয়ে দুধের পশু বিক্রির হুকুম	২৫
ক্রয় করা বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করলে বিক্রি বাতিল হবে	২৬
পরিমাণ না জানা স্তূপীকৃত খুরমা নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম	৩০
ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে খিয়ারে মজলিস থাকবে	৩০
ক্রয়-বিক্রয়ে সত্যবাদিতা ও বর্ণনা করে দেয়া	৩২
কেনা-বেচায় ধোঁকা খাওয়া	৩৩
ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ	৩৪
শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম কিন্তু আয়ারা হারাম নয়	৩৬
ফলযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করা	৪৩
মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা, খাবার উপযোগী হওয়ার আগেই ফল বিক্রি ও মু'আওমা অর্থাৎ কয়েক বছরের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ	৪৪
জমি বর্গা দেওয়া	৪৭
খাদ্যের (গমের) বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া	৫৪

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত	৬২
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছেড়ে দেওয়া	৬৫
ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করা মুস্তাহাব	৬৬
বিক্রিত মাল দেউলিয়া ঘোষিত ক্রেতার নিকট পাওয়া গেলে বিক্রেতা তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে	৬৮
গরীবকে সময় দেওয়ার ফযীলত এবং ধনী ও গরীব দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন	৭০

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা হারাম। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্যের উপর দেওয়া বৈধ এবং কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব	৭৩
মাঠে অবস্থিত পানি যা চারণ ভূমির কাজে লাগে এ পানির প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা অবৈধ এবং তা ব্যবহারে বাধা দেওয়া অন্যায়। আর ষাড় দ্বারা পাল দিয়ে মজুরী গ্রহণ করা হারাম	৭৪
কুকুরের মূল্য, গণকের গণনা কাজের মজুরী ও ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ	৭৫
কুকুর হত্যার আদেশ ও তা রহিত হওয়ার বর্ণনা এবং শিকার করা অথবা ক্ষেত পাহারা বা জীবজন্তু পাহারা ও এ জাতীয়	
কোন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কুকুর পালন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা	৭৬
শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল	৮২
মদ বিক্রি করা হারাম	৮৩
মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম	৮৫
সুদ	৮৭
সুদখোর ও সুদদাতার প্রতি অভিসম্পাদ	১০১
হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক সবকিছু বর্জন করা	১০১
উট বিক্রি করা ও (বিক্রেতা) তাতে আরোহণের শর্ত করা	১০৩
জীবজন্তু ধার লওয়া বৈধ এবং তার কাছে প্রাপ্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট (জন্তু) দ্বারা ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব	১০৭
একই শ্রেণীর পশু কম-বেশি করে বিনিময় (বিক্রয়) করা বৈধ	১০৯
বন্ধক রাখা এবং প্রবাসের ন্যায় আবাসেও তার বৈধ	১০৯
আগাম (সালাম) ক্রয় প্রসঙ্গে	১০৯
খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা হারাম	১১০
বেচাকেনায় কসম খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	১১১
শুফ্‘আ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)	১১২
প্রতিবেশীর প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করা	১১৩
যুলুম করা ও জমি ইত্যাদি জোরপূর্বক দখল করা হারাম	১১৪
রাস্তার পরিমাণ, যখন তাতে মতবিরোধ হয়	১১৬

অধ্যায় : ফারাইয (উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান)

অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ তাদের দিয়ে দাও, তারপর যা থাকবে তা নিকটতম পুরুষদের	১১৭
কালালার উত্তরাধিকার	১১৮
কালালা সম্পর্কিত আয়াতই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত	১২১
যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য	১২২

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
অধ্যায় : হিবা	
কাউকে কিছু দান করার পর তার থেকে সেই বস্তু ক্রয় করা মাকরূহ্	১২৪
দান দখলে চলে যাওয়ার পর ফিরিয়ে আনা হারাম। কিন্তু আপন সন্তান সন্ততিকে দিলে তা ফিরিয়ে নেওয়া হারাম নয়	১২৬
দানে সন্তানদের কাউকে প্রাধান্য দেওয়া মাকরূহ্	১২৭
'উমরা অর্থাৎ জীবনকালের জন্য দান করা	১৩১
অধ্যায় : ওসিয়াত	
এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত	১৩৭
সাদাকার সাওয়াব মৃতব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে	১৪১
মানুষের মৃত্যুর পর যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে	১৪২
ওয়াক্ফ	১৪২
যার কাছে ওসিয়্যাতযোগ্য কিছু নেই তার ওসিয়্যাত না করা	১৪৪
অধ্যায় : মানত	
মানত পূর্ণ করার আদেশ	১৪৮
মানতের নিষেধাজ্ঞা আর তা কিছুইত ফিরে দেয় না	১৪৯
আল্লাহ্র নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাবে না এবং বান্দাহ্ যার মালিক নয় তাতেও (মানত সাব্যস্ত হবে না)	১৫০
যিনি হেঁটে কা'বায় যাবেন বলে মানত করেন	১৫২
মানতের কাফ্ফারা	১৫৪
অধ্যায় : কসম	
আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ	১৫৫
যে ব্যক্তি লা'ত ও উয্যা এর নামে কসম করে তাকে (অবশ্যই তদস্থলে) لا إله إلا الله বলে	১৫৭
যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে পরে এর বিপরীত বিষয়কে তারচেয়ে উত্তম মনে করে তবে তার জন্য উত্তমটিই করে তবে তার কসমের কাফ্ফারা দেওয়া মুস্তাহাব	১৫৮
কসম হবে কসম গ্রহণকারীর নিয়্যাত অনুযায়ী	১৬৬
কসম ও অন্যান্য ব্যাপারে 'ইন্শা আল্লাহ্' বলা	১৬৬
আল্লাহ্র নামে এমন শপথের ব্যাপারে অনমনীয়তা নিষিদ্ধ, যাতে শপথকারীর পরিবার কষ্ট পায় অথচ (বাস্তবে) তা হারাম নয়	১৬৮
ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থায় মানতের ব্যাপারে করণীয়	১৬৯

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ক্রীতদাসদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং দাসকে চপোটাঘাতের কাফ্‌ফারা	১৭১
দাসীর প্রতি যিনার অপবাদদাতার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী	১৭৫
নিজে যা খাবে ও পরবে দাস-দাসীকেও তা খেতে ও পরতে দেয়া এবং তাদের সাধ্যাতীত কাজের ভার না দেয়া	১৭৬
আন্তরিকতার সাথে মনিবের সেবা ও উত্তমরূপে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী দাস-দাসীর সাওয়াব	১৭৮
শরীকী গোলাম আযাদ করা	১৮০
মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা বৈধ	১৮৪

অধ্যায় : কাসামা, মুহারিবীন, কিসাস এবং দিয়াত

কাসামা-খুনের ব্যাপারে হলফ করা	১৮৬
শত্রু সৈন্য এবং মুরতাদদের বিচার	১৯২
পাথর ও অন্যান্য ধারাল ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করার দায়ে 'কিসাস' সাব্যস্ত হওয়া এবং নারীর বিনিময়ে (হত্যাকারী) পুরুষকে হত্যার বিধান প্রসঙ্গে	১৯৫
কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জীবন অথবা অঙ্গের উপর আক্রমণ করলে তখন যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তা প্রতিহত করে এবং প্রতিহত করার সময় যদি আক্রমণকারীর জীবন অথবা অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে, তবে এর জন্য তাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না	১৯৭
দাঁত এবং এর অনুরূপ ব্যাপারে কিসাস আরোপ করা	১৯৯
মুসলামনের হত্যা কি কারণে বৈধ হয়	২০০
যে ব্যক্তি (সর্বপ্রথম) খুনের প্রচলন ঘটাল, তার গুনাহ্‌র বর্ণনা	২০১
আখিরাতে খুনের শাস্তি, কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে	২০২
রক্ত (জীবন) মান সম্ভ্রম এবং মালের হক বিনষ্ট করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী	২০২
হত্যার স্বীকারোক্তি করা এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাসের দাবী করার অবকাশ বৈধ। হত্যাকারী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট ক্ষমার আবেদন করা মুস্তাহাব	২০৫
গর্ভের সন্তানের 'দিয়াত' এবং ভুলবশত হত্যা ও সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত (রক্তপণ), অপরাধীর 'আকিলা' (আত্মীয়-স্বজনের) উপর সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে	২০৭

অধ্যায় : হুদূদ— নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় দণ্ডবিধি

চুরির 'নেসাব' (শাস্তি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ) ও তার নির্ধারিত দণ্ড	২১১
অভিজাত চোর এবং অন্যান্যদের হাত কাটা এবং 'হুদূদ' (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি)-এর ব্যাপারে সুপারিশ নিষিদ্ধ	২১৪
ব্যভিচারের শাস্তি	২১৬
ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতকে রজম করা	২১৭

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে	২১৮
প্রসূতিদের 'হদ্দ' বিলম্বিত করা	২৩২
মদ্যপানের শাস্তি	২৩৩
তাযীর এর অপরাধে বেত্রাঘাতের পরিমাণ	২৩৬
'হুদূদ' শরীআত কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট শাস্তি, অপরাধীর জন্য 'কাফ্ফারা' পাপ ক্ষমা হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	২৩৬
কোন পশুর আঘাতে কেউ আহত বা নিহত হলে, কিংবা খনি বা কূপে নিপতিত হয়ে আহত বা নিহত হলে এতে কোন 'দিয়্যাত' বা ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যকীয় হবে না	২৩৮

অধ্যায় : বিচার-বিধান

শপথ বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য	২৪০
হিন্দা (রা)-এর ঘটনা	২৪০
বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, প্রাপ্য হক না দেওয়া এবং না-হক কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ	২৪৪
বিচারকের প্রতিদান, প্রচেষ্টার পর সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুক বা ভুল করুক	২৪৫
ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা নিষিদ্ধ	২৪৬
বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদআতী কার্যকলাপ উচ্ছেদ	২৪৭
উত্তম সাক্ষিগণ	২৪৮
মুজাহিদগণের মতভেদ সম্পর্কে	২৪৮
বিচারক কর্তৃক বিবদমান দু'দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়া উত্তম	২৪৯

অধ্যায় : হারানো বস্তু প্রাপ্তি

হারানো বস্তু পেলে কি করতে হবে	২৫০
হাজিগণের হারানো বস্তু প্রাপ্তি	২৫৫
মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন পশুর দুধ দোহন করা হারাম	২৫৫
মেহমানদারী ও অনুরূপ বিষয়	২৫৬
নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা অন্যের সহায়তা করা মুসতাহাব	২৫৮
যখন খাদ্য সামগ্রী (পাথেয়) অল্প থাকে তখন সমস্ত পাথেয় একত্রে মিলিয়ে ফেলা এবং তদ্দারা পরস্পর সহমর্মিতা করা মুস্তাহাব	২৫৮

অধ্যায় : জিহাদ ও এর নীতিমালা

যে সকল বিধর্মীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা বৈধ	২৬০

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
খলীফা কর্তৃক সেনাদলের জন্য আমীর নির্বাচন ও যুদ্ধের আচরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের উপদেশ	২৬১
সহজ পন্থা অবলম্বন ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না করার নির্দেশ	২৬৩
চুক্তিভঙ্গ করা হারাম	২৬৪
যুদ্ধে শত্রুকে প্রতারণার শিকার করা বৈধ	২৬৬
দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা মাকরূহ; আর সম্মুখীন হয়ে গেলে সবরের নির্দেশ	২৬৭
শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলার সময় আল্লাহ্‌র কাছে বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা মুস্তাহাব	২৬৮
যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম	২৬৯
রাতের অতর্কিত আক্রমণে অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই	২৬৯
(যুদ্ধ পরিস্থিতিতে) কাফিরদের বৃক্ষাদি কাটা ও জ্বালান বৈধ	২৭০
'বিশেষভাবে এই উম্মাত' এর জন্য মালে গনীমত হালাল	২৭১
গনীমতের মাল	২৭২
নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সম্পদ ('সালাব') হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য	২৭৫
'নফল' (বিশেষ পুরস্কার ও অনুদান) হিসাবে কিছু দেওয়া এবং বন্দীদের বিনিময়ে (আটকে পড়া) মুসলমানদের মুক্ত করা	২৭৯
'ফায়'-এর হুকুম	২৮০
নবী (সা)-এর বাণী : আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টন হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই সাদাকা	২৮৪
উপস্থিত মুজাহিদের মাঝে গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) সম্পদের বণ্টন পদ্ধতি	২৮৯
বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা এবং গনীমত বৈধ হওয়া	২৮৯
যুদ্ধবন্দীকে বেঁধে রাখা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা মুক্তিপণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া বৈধ	২৯২
ইয়াহূদীদেরকে হিজায অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা	২৯৪
ইয়াহূদী ও নাসারাদের আরব উপ-দ্বীপ থেকে বহিষ্কার	২৯৫
যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়া এবং দূর্গের অধিবাসীদের কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারকের ফায়সালার উপরে আত্মসমর্পণ বৈধ	২৯৬
যুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতা এবং দু'টি বিরোধপূর্ণ কাজের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণটিকে অগ্রাধিকার দেয়া	২৯৯
মুহাজিরগণ বিজয় সম্পদ দ্বারা অভাবমুক্ত হওয়ায় আনসারদের দেয়া গাছপালা ও ফলের বাগানসমূহ তাঁদেরকে ফেরত প্রদান	২৯৯
'দারুল হারবে' (বিধর্মী শত্রু রাজ্য) প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ (আহার) করা	৩০১
বাদশাহ্ হিরাক্‌ল (হিরোক্লেয়াস)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে নবী (সা)-এর পত্র	৩০২
মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিধর্মী শাসকদের নিকট নবী (সা)-এর পত্রাবলী	৩০৬
হুনায়নের যুদ্ধ	৩০৭
তায়েফের যুদ্ধ	৩১২
বদর যুদ্ধ	৩১২
মক্কা বিজয়	৩১৪

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
কা'বার চারপাশ থেকে মুর্তি অপসারণ	৩১৮
বিজয়ের পর কুরায়শদের গ্রেফতার করে হত্যা করা হবে না	৩১৯
হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে	৩১৯
ওয়াদা পূর্ণ করা	৩২৪
আহযাবের (খন্দক ও পরিখার) যুদ্ধ	৩২৫
উহুদ যুদ্ধ	৩২৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ	৩২৮
মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে নবী (সা)-এর দুঃখ কষ্ট ভোগ	৩২৯
মুনাফিকদের অত্যাচারে আল্লাহ্র নিকট নবী (সা)-এর দু'আ ও ধৈর্যধারণ	৩৩৪
আবূ জাহলের নিধন	৩৩৬
ইয়াহূদী দুর্ধর্ষ নেতা কা'ব ইব্ন আশরাফের নিধন	৩৩৭
খায়বর যুদ্ধ	৩৩৮
খন্দকের যুদ্ধ	৩৪৩
যু-কারদ ও অন্যান্য যুদ্ধ	৩৪৫
মহান আল্লাহ্র বাণী : তিনি সেই সত্তা, যিনি তাদের হাতকে তোমাদের উপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত রেখেছেন	৩৫৫
পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী লোকের যুদ্ধযাত্রা	৩৫৬
জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের অনুদান রূপে কিছু দেয়া যাবে। তাদের জন্য গনীমতের নির্ধারিত অংশ নেই। শত্রুপক্ষের (অযোদ্ধা) শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ	৩৫৭
নবী (সা)-এর যুদ্ধসমূহের সংখ্যা	৩৬১
যাতুর-রিকা যুদ্ধ অভিযান	৩৬৩
যুদ্ধ অভিযানে কোন কাফিরের সাহায্য গ্রহণ মাকরূহ্	৩৬৪

অধ্যায় : রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন

জনগণ কুরায়শ-এর অনুগামী এবং খিলাফত কুরায়শ-এর জন্য	৩৬৫
খলীফা মনোনয়ন করা এবং না করা	৩৬৮
নেতৃত্ব প্রার্থনা ও ক্ষমতার প্রতি লোভে নিষেধাজ্ঞা	৩৭০
বিনা প্রয়োজন ক্ষমতা গ্রহণ করা অনভিপ্রেত	৩৭২
ন্যায়পরায়ণ শাসকের ফযীলত ও যালিম শাসকের শাস্তি। শাসিতদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন ও কঠোরতা বর্জন	৩৭৩
গনীমতের মাল আত্মসাৎ হারাম হওয়ার কঠোরতা	৩৭৭
কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ হারাম	৩৭৯
পাপের কাজ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। পাপের কাজে আনুগত্য হারাম	৩৮২

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
শাসক যখন আল্লাহ্ ভীতি ও ন্যায়ের আদেশ দেন তখন তার জন্য প্রতিদান রয়েছে	৩৮৯
বায়আত গ্রহণকৃত খলীফা পরম্পরায় তাদের বায়আতের (আনুগত্যের) শপথ অবশ্য পালনীয়	৩৮৯
শাসকের অত্যাচার অবিচার ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের সময় ধৈর্যধারণ	৩৯২
প্রাপ্য অধিকার না দিলেও শাসকদের অনুগত থাকা	৩৯৩
ফিৎনাকালে (দাংগা ও দুর্যোক অবস্থায়) মুসলমানদের জামাআত আঁকড়ে থাকা অপরিহার্য।	
আনুগত্য প্রত্যাখান করা ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষিদ্ধ	৩৯৪
মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী সম্পর্কে বিধান	৩৯৮
দুই খলীফার বায়আত গ্রহণ করা হলে	৩৯৯
শরীয়ত গর্হিত কাজে আমীরের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব, তবে যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না (ও অনুরূপ প্রসঙ্গ)	৪০০
উত্তম শাসক ও অধম শাসক	৪০১
ইমাম কর্তৃক যুদ্ধের অভিপ্রায়কালে সেনাদলের বায়আত গ্রহণ উত্তম এবং (বাবলা) বৃক্ষতলে বায়আতে (হুদায়বিয়ার) রিযওয়ান প্রসঙ্গ	৪০৩
মুহাজিরের জন্য স্বদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ফিরে আসা হারাম	৪০৭
মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের বায়আত এবং বিজয়ের পর হিজরত নেই কথাটির মর্ম	৪০৭
মহিলাদের বায়আত গ্রহণ পদ্ধতি	৪০৯
সাধ্যানুসারে আনুগত্য করার শর্তে বায়আত	৪১০
বালিগ হওয়ার বয়স	৪১১
কাফির জনপদে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, যদি তা তাদের হাতে পড়ার (এবং অমর্যাদা হওয়ার) আশংকা থাকে	৪১১
ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়াকে (প্রশিক্ষণ দিয়ে) প্রস্তুত করা	৪১২
ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত	৪১৩
কোন ধরনের ঘোড়া অপসন্দনীয়	৪১৬
জিহাদে ও আল্লাহ্র রাহে বের হওয়ার ফযীলত	৪১৭
আল্লাহ্র পথে শাহাদতের ফযীলত	৪২০
আল্লাহ্র রাস্তায় সকাল সন্ধ্যায় বের হওয়া	৪২২
জান্নাতে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ যে মর্যাদার স্তর রেখেছেন	৪২৩
ঋণ ছাড়া শহীদদের সকল গুনাহ্ মাফ	৪২৪
শহীদদের রূহ জান্নাতে আর তাঁরা জীবিত, তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হন	৪২৫
জিহাদ ও রিবাত এর (শত্রুর মুকাবিলায় বিনিদ্রতা ও সীমান্ত প্রহরী)-এর ফযীলত	৪২৬
হত্যাকারী ও নিহত দু'ব্যক্তি (এক সাথে) জান্নাতে প্রবেশ	৪২৮
যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, তারপর সে নিজে সঠিক পথে চলেছে	৪২৯
আল্লাহ্র রাহে দানের ফযীলত ও তা ক্রমবর্ধিত হওয়া	৪৩০

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র রাহের মুজাহিদগণকে বাহন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গকে দেখা-শুনা করার ফযীলত	৪৩০
মুজাহিদদের পরিবারের মর্যাদা এবং তাদের ব্যাপারে খিয়ানতকারীদের গুনাহ্‌	৪৩৩
ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য জিহাদের ফরয রহিত	৪৩৫
শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার প্রমাণ	৪৩৫
যে আল্লাহ্‌র কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে সে-ই আল্লাহ্‌র রাহে (-র) যোদ্ধা	৪৩৮
লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়	৪৪০
যুদ্ধ করে যারা গনীমত লাভ করেছেন আর যারা গনীমত লাভ করেননি তাঁদের সওয়াবের পরিমাণ সম্পর্কে	৪৪১
নিয়্যাত অনুসারে আমলের সাওয়াব, জিহাদ প্রভৃতি আমলও এর অন্তর্ভুক্ত	৪৪২
আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদাত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব	৪৪৩
আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ না করে, এমন কি মনের মধ্যে জিহাদের বাসনাও পোষণ না করে যে মারা যায় তার পরিণাম অশুভ	৪৪৩
অসুখ-বিসুখ ও ওজরের জন্যে যে জিহাদে যেতে পারলো না, তার সাওয়াব	৪৪৪
সাগরের বুকে জিহাদের (নৌযুদ্ধের) ফযীলত	৪৪৪
আল্লাহ্‌র রাহে প্রহরায় থাকার ফযীলত	৪৪৬
শহীদের বর্ণনা	৪৪৭
তীরন্দাযীর ফযীলত এবং এতে উৎসাহ প্রদান এবং তা শিক্ষা করে ভুলে যাওয়ার নিন্দা	৪৪৯
নবী (সা)-এর বাণী : আমার উম্মতর একদল লোক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের বিরোধীরা তাঁদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না	৪৫০
ভ্রমণকালে বাহনের সুবিধাদির প্রতি খেয়াল রাখা এবং রাস্তার উপর রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ হওয়া	৪৫৩
সফর ক্লেশের অংশ বিশেষ প্রয়োজন সেরে মুসাফিরের তাড়াতাড়ি পরিজনদের কাছে ফিরে আসা মুস্তাহাব	৪৫৪
ব্র থেকে রাতে অতর্কিতে ঘরে ফেরা মাকরূহ্‌	৪৫৪

অধ্যায় : শিকার ও যবেহ্‌কৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার	৪৫৭
হারিয়ে যাওয়া শিকার পাওয়া গেলে	৪৬২
হিংস্র পশু ও নখরওয়ালা পাখি খাওয়া হারাম	৪৬২
সাগরের মৃত প্রাণী (মাছ) হালাল	৪৬৫
গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম	৪৬৮
ঘোড়ার গোশত আহার করা	৪৭২

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
গুঁই সাপ (শণ্ডা) হালাল	৪৭৩
টিড্ডি খাওয়ার বৈধতা	৪৮০
খরগোশ খাওয়া বৈধতা	৪৮১
যা দ্বারা শিকার করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সহায়তা লাভ করা যায় তার বৈধতা এবং কংকর (ও ঢেলা) নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া	৪৮১
যবাহ্ ও হত্যা উত্তম পন্থায় করা ও ছুরি ধার করার নির্দেশ	৪৮৩
কোন প্রাণী বেঁধে তাকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা	৪৮৩

অধ্যায় : কুরবানী

কুরবানীর নির্ধারিত সময়	৪৮৬
কুরবানীর পশুর বয়স	৪৯২
কুরবানীর পসন্দনীয় পশু, অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই যবাহ্ করা এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা মুস্তাহাব	৪৯৩
যা রক্ত ঝরায় তা দিয়েই যবাহ্ করা বৈধ। তবে দাঁত ও সকল হাড়-এর বহির্ভূত	৪৯৪
ইসলামের সূচনালগ্নে তিনদিনের পরে কুরবানীর গোশত খাওয়া সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল তার বর্ণনা এবং তা রহিত হওয়া ও যতদিন ইচ্ছা ততদিন পর্যন্ত খাওয়া বৈধ হওয়ার বর্ণনা	৪৯৬
ফারা' ও আতীরা	৫০২
যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে প্রবেশ করলো এবং কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করলো তার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ.	৫০২
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবাহ্ করা হারাম। যে এরূপ করে তার প্রতি লা'নত	৫০৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

١- بَابُ اِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

১. পরিচ্ছেদ : মুলামাসা ও মুনাবাযা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল

٣٦٥٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

৩৬৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুলামাসা ও মুনাবাযা (শ্রেণীর) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٣٦٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৬০. আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٦٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬৬১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٦٦٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৬২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٦٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ اَمَّا الْمُلاَمَسَةُ فَاَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَنْبِذَ كُلٌّ وَاَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

৩৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুলামাসা ও মুনাবাযা এ দু'প্রকার কেনা-বেচা নিষেধ করা হয়েছে। 'মুলামাসা' মানে চিন্তা ভাবনা না করেই (ক্রেতা ও বিক্রেতা) দু'জনের প্রত্যেক অপরের কাপড় স্পর্শ করা। আর 'মুনাবাযা' মানে (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে একে অন্যের প্রতি কাপড় ছুঁড়ে দেওয়া এবং কারো নিক্ষিপ্ত কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা।

٣٦٦٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا وَهْبٌ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الاٰخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يَقْلِبُهُ اِلاَّ بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الاٰخَرُ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ -

৩৬৬৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দু'ধরনের কেনা-বেচা করতে ও দু'ধরনের কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন। কেনা-বেচার মধ্যে তিনি ' মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হল। (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) একজন অপরজনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা রাতে হোক কিংবা দিনে হোক। এরূপ করা ছাড়া (মাল) উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখা হয় না। আর 'মুনাবাযা' হল, পরস্পর একজনের প্রতি অপরজনের কাপড় ছুঁড়ে মারা এবং এরূপ করলেই ভালরূপে দেখে শুনে রাযী হওয়া ছাড়াই উভয়ের মধ্যে কেনা-বেচা সম্পন্ন হয়ে যেত।

٣٦٦٥- وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ -

৩৬৬৫. আমর আন্ নাকিদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে একই সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

٢- بَابُ بُطْلاَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِىْ فِيْهِ غَرَرٌ

২. পরিচ্ছেদ : পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় বাতিল

٣٦٦٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ -

৩৬৬৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٣- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ حَبَلُ الْحَبَلَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : হাবালুল হাবালা বিক্রয় হারাম

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ -

৩৬৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি "হাবালুল হাবালা" পদ্ধতির কেনা- বেচা নিষেধ করেছেন।

٣٦٦٨- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لَحْمَ الْجَزُوْرِ اِلٰى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِىْ نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ -

৩৬৬৮. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা 'হাবালুল হাবালা' পন্থায় উটের গোশত কেনা-বেচা করত। "হাবালুল হাবালা" হল (এ শর্তে খরিদ করা) যে, উটনীর বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চা গর্ভধারণ করলে মূল্য পরিশোধ করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٤ـ بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَسَوْمِهِ عَلٰى سَوْمِهِ وَتَحْرِيْمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيْمِ التَّصْرِيَةِ ـ

৪. পরিচ্ছেদ : কোন ভাইয়ের ক্রয়ের সময় তার দামের উপরে (বেশি) দাম বলা, কেউ কোন বস্তু কেনার জন্য দরাদরি করছে তার উপরে দরাদরি করা, খরিদ করার ইচ্ছা ছাড়াই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম বলা এবং বেশি দেখানোর জন্যে ওলানে দুধ জমা করা হারাম

٣٦٦٩ـ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ ـ

৩৬৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের দামের উপর দাম চড়িয়ে কোন বস্তু ক্রয় না করে।

٣٦٧٠ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَبِعِ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلاَّ اَنْ يَأْذَنَ لَهُ ـ

৩৬৭০. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক যেন তার অপর ভাইয়ের খরিদ করার সময় বেশি দাম বলে ক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপরে তার অনুমতি ছাড়া প্রস্তাব না পাঠায়।

٣٦٧١ـ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ ـ

৩৬৭১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "কোন মুসলমান যেন অপর মুসলমানের দামের উপর দাম না বলে।"

٣٦٧٢ـ وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَفِىْ رِوَايَةِ الدَّوْرَقِىِّ عَلٰى سِيْمَةِ اَخِيْهِ ـ

৩৬৭২. আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ভাইয়ের দরদাম করার সময় কেউ যেন দরদাম না করে। দাওরকীর রিওয়ায়াতে عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ এর স্থলে عَلٰى سِيْمَةِ اَخِيْهِ বলা হয়েছে।

٣٦٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوْا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৭৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেনার উদ্দেশ্যে কাফিলার সাথে আগেই গিয়ে সাক্ষাৎ করা যাবে না।[১] তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্যে ছাড়া মালের দাম বলে বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীবাসীর জন্য বিক্রয় না করে। আর উট ও বকরীর ওলানে দুধ জমা করে রেখ না। এ অবস্থায় কেউ তা খরিদ করলে তার জন্য দোহন করার পর দুই অধিকারের মধ্যে উত্তমটি গ্রহণের সুযোগ থাকবে। পসন্দ হলে সে তা রেখে দিবে, অসম্মত হলে সে তা ফেরৎ দিবে এক সা' খেজুরসহ।[২]

٣٦٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقِّى لِلرُّكْبَانِ وَاَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَاَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ -

৩৬৭৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন– পণ্য দ্রব্য নিয়ে আগমনকারীদের (আমদানীকারকদের) সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে খরিদ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে, শহুরে লোকদেরকে বা গ্রাম্য লোকের বিক্রয় করতে, কোন নারীর তার বোনের তালাক দাবী করতে, মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে, বিক্রয়ের পূর্বে দোহন না করে ওলানে দুধ জমা করে রাখতে এবং অপর ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম করতে।

٣٦٧٥- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نُهِىَ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ -

---

১. গ্রামের উৎপাদনকারীরা মালামাল নিয়ে যখন শহরের দিকে যাত্রা করে সে মাল সরাসরি শহরে পৌঁছলে দাম কমে যাবে এই আশংকায় শহর থেকে গিয়ে ঐ মাল কিনে নেওয়া। এতে সরবরাহ কমে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়– এজন্য এ ধরনের ক্রয় নিষেধ করা হয়েছে।

২. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেওয়ার কারন এই যে, যেহেতু ক্রেতা ফেরৎ দেওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত উক্ত জন্তুর দুধ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এ বিষয়টিতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

৩৬৭৫. আবূ বকর ইব্ন না'ফি, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস্ সামাদ (র) সকলে শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে গুনদুর ও ওয়াহব এর হাদীসে আছে, "নিষেধ করা হয়েছে"। আর আবদুস সামাদ (র)-এর হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, যেমনটি আছে শু'বা থেকে মু'আয বর্ণিত হাদীসে।

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجْشِ -

৩৬৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। খরিদ করার ইচ্ছা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।[১]

٥- بَابُ تَحْرِيْمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

৫. পরিচ্ছেদ : পণ্যদ্রব্য (বাজারে পৌঁছার পূর্বে) এগিয়ে গিয়ে খরিদ করা হারাম

٣٦٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتّٰى تَبْلُغَ الاَسْوَاقَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الاٰخَرَانِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقِّيْ -

৩৬৭৭. আবূ বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন নুমায়র (রা) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে ক্রয়ের জন্যে যেতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। এ হল ইব্ন নুমায়রের বর্ণনা। আর অপর দু'জন বলেছেন, নবী ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে (পণ্য বহনকারী) কাফিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٧٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

৩৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ্ (র) হতে ইব্ন নুমায়র (র.)-এর বর্ণনার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ -

৩৬৭৯. আবূ বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি পণ্যদ্রব্য আসার পথে এগিয়ে গিয়ে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষে নেপথ্য দালালী করতে।

٣٦٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ -

৩৬৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পণ্য বহনকারীদের সাথে অগ্রগামী হয়ে সাক্ষাৎ করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٣٦٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ الْقُرْدُوْسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -

৩৬৮১. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয়ো না। যদি কেউ এরূপ অনুগামী হয়ে সাক্ষাত করে এবং তার থেকে (কোন বস্তু) খরিদ করে তবে মালিক (বিক্রেতা) বাজারে পৌঁছার পর (বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার ব্যাপারে) তার ইখতিয়ার থাকবে।

٦- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيِّ -

৬. পরিচ্ছেদ : শহরবাসী লোকের জন্যে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করা হারাম[১]

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৩৬৮২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শহুরে লোক যেন পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে। যুহায়র বর্ণনা (র) করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শহুরে লোককে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٨٣- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا -

১. কেননা এরূপ বিক্রয়ে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে জায়েয বলেছেন, কেউ মাকরূহ বলেছেন, কেউ এ হাদীস মানসূখ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৬৮৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অগ্রগামী হয়ে পণ্যবহনকারী কাফিলার সাথে মিলিত হতে এবং শহরবাসীকে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী (তাউস) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করার অর্থ কি? তিনি বললেন, সে তার দালাল হবে না।

٣٦٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقِ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى يُرْزَقُ -

৩৬৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শহরের লোক গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় করতে পারবে না। লোকেদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিযকের যে সুবিধা আল্লাহ্ সৃষ্টি করে রেখেছেন সে ব্যবস্থা চালু থাকতে দাও। তবে ইয়াহইয়ার রিওয়ায়াতে يَرْزُقُ স্থলে يُرْزَقُ আছে।

٣٦٨٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬৮৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٦٨٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ -

৩৬৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে শহরের লোকের বিক্রয় থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে, সে তার ভাই হোক বা তার পিতা।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِيْنَا عَنْ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৩৬৮৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, শহরের লোক যেন গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে।

٧ـ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

৭. পরিচ্ছেদ : দুধ আবদ্ধ করে ওলান ফুলিয়ে দুধের পশু বিক্রির হুকুম

٣٦٨٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ـ

৩৬৮৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি অদোহিত ফুলান ওলান বিশিষ্ট বকরী খরিদ করে, তবে বাড়ি নিয়ে দোহনের পরে সে ইচ্ছা করলে রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারে। ফেরত দিলে এক সা' খেজুর ও সাথে দিবে।

٣٦٨٩ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ـ

৩৬৮৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুধ আটকিয়ে ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্যে অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারে। যদি ফেরত দেয় তবে সে সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

٣٦٩٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ ـ

৩৬৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুধ আটকিয়ে ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। সে যদি উক্ত বক্‌রী ফেরত দেয় তবে তার সাথে এক সা' খাদ্য বস্তুও দিবে। (এজন্য) উৎকৃষ্ট গম (দেওয়া জরুরী) নয়।

٣٦٩١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَسَمْرَاءَ ـ

৩৬৯১. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলানে দুধ ফুলান বক্‌রী কিনবে তার জন্যে দুই অবকাশের উত্তমটি থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয় বহাল রাখবে আর ইচ্ছা করলে এক সা' খেজুরসহ ফেরৎ দিবে– (এজন্য) উৎকৃষ্ট গম (দেওয়া জরুরী) নয়।

٣٦٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ بِهذَا الْاِسْنَادَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -

৩৬৯২. ইব্‌ন আবূ উমর (র) উপরে উল্লিখিত হাদীসটি আবদুল ওয়াহ্‌হাব থেকে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন। অবশ্য আবদুল ওয়াহহাবের বর্ণনায় شَاةٌ এর স্থলে غَنَمٌ আছে।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَا اَحَدُكُمْ اشْتَرٰى لِقْحَةً مُصَرَّاةً اَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا اِمَّا هِيَ وَاِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (হাম্মাম) (র) বলেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি দুধে ওলান ফুলান উষ্ট্রী বা বকরী খরিদ করে তবে দুধ দোহনের পরে তার দু' অবকাশের উত্তমটি থাকবে। হয় তা রেখে দিবে অথবা এক সা' খুরমাসহ ফেরত দিবে।

٨- بَابُ بُطْلاَنِ بَيْعِ الْمُبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

৮. পরিচ্ছেদ : ক্রয় করা বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করলে বিক্রি বাতিল হবে

٣٦٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَيَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ -

৩৬৯৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবুর রাবী আতাকী ও কুতায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে সে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি সকল বস্তুর বেলায় এই একই হুকুম।

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৬৯৫. ইব্‌ন আবূ উমর, আহমাদ ইব্‌ন আবদা, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَايَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ -

৩৬৯৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রি করতে পারবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার ধারণা, খাদ্য দ্রব্যের যে নির্দেশ, অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ও এই একই নির্দেশ।

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَايَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ اَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًا وَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُرْجًا -

৩৬৯৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে, সে তা পরিমাপ করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী তাউস (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, লোকজন স্বর্ণ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে? আবূ কুরায়ব 'বাকী' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

٣٦٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ -

৩৬৯৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ খাদ্য দ্রব্য খরিদ করলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে।

٣٦٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَاْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ اِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ -

৩৬৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতাম। তখন তিনি এই মর্মে আদেশ দিয়ে আমাদের কাছে লোক পাঠাতেন যে, এ মাল বিক্রি করার পূর্বেই যেন ক্রয়ের স্থান হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

٣٧٠٠ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَايَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ـ

৩৭০০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করবে সে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, আমরা কাফিলা থেকে পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করতাম। এরপর তা স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন।

٣٧٠١ـ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ ـ

৩৭০১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা পূর্ণ উসূল করে ও হস্তগত করে।

٣٧٠٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَايَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ ـ

৩৭০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে লোক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে সে তা হস্তগত করার আগে বিক্রি করবে না।

٣٧٠٣ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِ حَتّٰى يُحَوِّلُوْهُ ـ

৩৭০৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করার পরে তা স্থানান্তর করার পূর্বে বিক্রি করলে লোকদের শাস্তি দেওয়া হত।

٣٧٠٤- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ -

৩৭০৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলে লোকেরা পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করত এবং নিজেদের স্থানে (বাড়িতে ব্যবসা কেন্দ্রে) না নিয়েই ক্রয় স্থলে তা বিক্রি করে দিত। এ কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হত। ইব্‌ন শিহাব (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য বস্তু ক্রয় করার পর তা বাড়ি নিয়ে আসতেন।

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنِ ابْتَاعَ -

৩৭০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে তা পরিমাপ করার আগে বিক্রি করতে পারবে না। আবূ বকরের বর্ণনায় مَنِ اشْتَرَى -এর স্থলে مَنِ ابْتَاعَ রয়েছে।

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ -

৩৭০৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বললেন, আপনি তো সুদী কেনাবেচা বৈধ করে দিয়েছেন। মারওয়ান বললেন : না, আমি তা করি নি। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি তো 'চেক' (সরকারী ভাতা রূপে জারীকৃত) রেশন কার্ড বিক্রি বৈধ করে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ রূপে বুঝে পাওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর মারওয়ান এক বক্তৃতায় তা বিক্রি করতে লোকদের নিষেধ করে দেন। রাবী সুলায়মান (র) বলেন : আমি দেখলাম যে, মানুষের কাছ থেকে সরকারী কর্মচারিগণ রেশন কার্ড ফিরিয়ে নিচ্ছে।

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَتَبِعْهُ حَتّٰى تَسْتَوْفِيَهُ ـ

৩৭০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন জুরায়জ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ তুমি যখন কোন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে, তখন তা পুরোপুরি বুঝে পাওয়ার আগে বিক্রি করবে না।

٩- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ صَبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُوْلَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ ـ

৯. পরিচ্ছেদ : পরিমাণ না জানা স্তূপীকৃত খুরমা নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম

٣٧٠٨- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ ـ

৩৭০৮. আবূ তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন স্তূপীকৃত খুরমা যার পরিমাপ তার জানা নাই।

٣٧٠٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

৩৭০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন– অনুরূপ হাদীস। তবে বর্ণনাকারী রাওহ (র) হাদীসের শেষ অংশের مِنَ التَّمْرِ উল্লেখ করেন নি।

١٠- بَابُ ثُبُوْتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

১০. পরিচ্ছেদ : ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে খিয়ারে মজলিস থাকবে

٣٧١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ـ

৩৭১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই অপরের উপর (ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করার) ইখ্তিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে ইখ্তিয়ারের শর্তে (অথবা ইখ্তিয়ার না থাকার শর্তে) ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

٢٧١١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ -

৩৭১১. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইবনল মুসান্না, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র এবং আবূর রাবী ও আবূ কামিল (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে, ইব্‌নুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর এবং ইব্‌ন রাফি‘ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরে উল্লিখিত নাফি‘ (র) থেকে মালিক (র) এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণন করেন।

٢٧١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَ الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ -

৩৭১২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনাবেচা করলে যতক্ষণ তারা একে অন্যের থেকে আলাদা না হয় বরং একত্রিত থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রত্যেকেরই কেনাবেচা বাতিল করার ইখ্‌তিয়ার থাকবে। তবে যদি একজন অপরজনকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করে সুতরাং যদি একজন অপরজনকে ইখ্‌তিয়ার সমর্পণ করে এবং এরূপ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় তবে এ ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পর তারা একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং উভয়ের কেউ-ই ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান না করে থাকে তবে বিক্রয় বহাল থাকবে।

٢٧١٣- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَمْلٰى عَلَىَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا

عَنْ خِيَارٍ فَاِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ اِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَاَرَادَ اَنْ لاَ يُقِيْلَهُ قَامَ فَمَشٰى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ ـ

৩৭১৩. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত করে তখন তাদের প্রত্যেকেরই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে অবকাশ থাকে.যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অন্যের থেকে আলাদা না হয়ে যায়। অথবা যদি ক্রয় বিক্রয় খিয়ার সমর্পণের শর্তে হয়। সুতরাং যদি তাদের ক্রয়-বিক্রয় খিয়ার সমর্পণের শর্তে হয়ে থাকে তখনও তা কার্যকর হবে।

ইব্ন আবূ উমর (র)-এর রিওয়াতে আরো আছে, নাফি' (র) বলেন, এ কারণে তিনি (ইব্ন উমর) কারো সংগে বেচা-কেনা করলে এবং ক্রয় ভংগ করার ইচ্ছা না থাকলে তিনি উঠে যেতেন এবং কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ফিরে আসতেন।

٢٧١٤ـ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَيَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ـ

৩৭১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্‌র (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কেনা-বেচা চূড়ান্ত হবে না যতক্ষণ না তারা পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে; (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও খিয়ার বহাল থাকবে)।

١١ـ بَابُ الصِّدْقِ فِى الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

১১. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে সত্যবাদিতা ও বর্ণনা করে দেয়া

٢٧١٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ـ

৩৭১৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আমর ইব্ন আলী (র) ..... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে পরস্পর আলাদা হবার পূর্ব পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নষ্ট করে দেয়া হবে।

٣٧١٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ فِىْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً -

৩৭১৬. আমর ইব্ন আলী (র) ..... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র) বলেন, হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) কা'বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন ও একশ' বিশ বছর জীবিত থাকেন।

١٢- بَابُ مَنْ يُّخْدَعُ فِى الْبَيْعِ

১২. পরিচ্ছেদ : কেনা-বেচায় ধোঁকা খাওয়া

٣٧١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَيَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْىَ بْنُ يَحْىَ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لَا خِيَابَةَ -

৩৭১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জানাল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তখন তিনি বললেন : তুমি যার সাথে কেনা-বেচা করবে তাকে বলে দিও, 'কোন প্রকার ধোঁকা থাকবে না।' এরপর থেকে যখনই সে কিছু খরিদ করত, তখনই বলে দিত কোন প্রকার ধোঁকা থাকবে না।[১]

٣٧١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا فَكَانَ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لَاخِيَابَةَ -

৩৭১৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এদের বর্ণিত হাদীসে শেষাংশ অর্থাৎ সে বেচা-কেনার সময় لاخيابة বলত এ কথাটি নেই।

---

১. এ ব্যক্তি জিহ্বায় সমস্যা (তোতলামী) থাকার কারণে لاخلابة স্থলে لاخيابة বলত।

١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ

٣٧١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ -

৩৭১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে।

٣٧٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৭২০. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٧٢١- وَحَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ -

৩৭২১. আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী ও যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে এবং সাদা হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত হওয়ার পূর্বে ছড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে।

٣٧٢٢- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الاٰفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ -

৩৭২২. যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উপযোগী হওয়ার আগে ও প্রকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পূর্বে তোমরা ফল খরিদ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উপযোগী হওয়ার অর্থ লাল বর্ণ ও হল্‌দে ধারণ করা।

٣٧٢٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৩৭২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন, যতক্ষণ না তা উপযোগী হয়। এর পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নি।

٣٧٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ -

৩৭২৪. ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবদুল ওয়াহ্‌হাব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٧٢٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ -

৩৭২৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক ও উবায়দুল্লাহ্ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٧٢٦- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَيَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ -

৩৭২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উপযোগী হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রি করো না।

٣٧٢٧- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ -

৩৭২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) সুফিয়ান (র)-এর সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না (র) শু'বা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য শু'বার বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে যে, ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে উপযোগী হওয়ার অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়া।

٣٧٢٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى اَوْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ -

৩৭২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আহ্মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন অথবা তিনি বলেন, আমাদের নিষেধ করেছেন ফল পরিপক্কতা লাভের পূর্বে তা বিক্রি করতে।

٣٧٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ -

৩৭২৯. আহমাদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফল উপযোগী হওয়ার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٣٧٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَاْكُلَ مِنْهُ اَوْ يُؤْكَلَ وَحَتّٰى يُوْزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَايُوْزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْزَرَ -

৩৭৩০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবুল বাখ্‌তারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট (গাছের) খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (গাছের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তা থেকে খেতে পারে বা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং ওযন করা যায়। রাবী বলেন, আমি (ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে) জিজ্ঞাসা করলাম ওযন করা যায় অর্থ কি? তখন তার পাশেই অবস্থানকারী জনৈক ব্যক্তি বলল,– পরিমাপ অনুমান করবে।

٣٧٣١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبْتَاعُوْا الثِّمَارَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا -

৩৭৩১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফল উপযোগী হওয়ার আগে তোমরা খরিদ করো না।

١٤- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ اِلاَّ فِى الْعَرَايَا

১৪. পরিচ্ছেদ : শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম কিন্তু 'আরায়া' হারাম নয়

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُبْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ اَنْ تُبَاعَ -

৩৭৩২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ...। ভিন্ন সনদে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং শুক্‌না খেজুরের বিনিময়ে

তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' ধরনের কেনা-বেচার অনুমতি দান করেছেন। ইব্‌ন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় اَنْ تُبَاعُ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

٣٧٣٣- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَتَبْتَاعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً -

২৭৩৩. আবূ তাহির ও হারমালা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা উপযোগী হওয়ার আগে ফল খরিদ করো না এবং খুরমার বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করো না । ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি সম্পূর্ণ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٣٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْاَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَتَبْتَاعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَتَبْتَاعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ وَقَالَ سَالِمُ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ -

৩৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি'(র) ..... ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হল, গাছের খেজুর (ঘরের) খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মুহাকালা হল, ক্ষেতের শস্য অনুমান করে (ঘরে বিদ্যমান) গমের (শস্যের) বিনিময়ে বিক্রি করা এবং প্রস্তুত করা গমের পরিবর্তে জমি বর্গা দেওয়া। ইব্‌ন শিহাব (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফল উপযোগী হওয়ার আগে ক্রয় করো না। আর খুরমার বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করো না।

সালিম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর 'আরায়া' শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তাজা অথবা শুকনা খেজুরের ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দান করেছেন। এ ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে তিনি অনুমতি দেন নি।

٣٧٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ -

৩৭৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়ার' মালিককে এ অনুমতি দিয়েছেন যে, সে আরায়াকৃত গাছের তাজা খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে।

٣٧٣٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا اَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا -

৩৭৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' পদ্ধতির অনুমতি প্রদান করেছেন। বাড়ির মালিক তাজা (রসযুক্ত) খেজুর খাওয়ার জন্যে 'আরায়া' (রূপে দানকৃত গাছের খেজুর) অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে রাখতে পারে।

٣٧٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... নাফি' (র) থেকে একই সূত্রে উক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٧٣٨- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيْعُوْنَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৩৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে একই সূত্রে উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (কিছু অতিরিক্ত) বলেছেন যে, খেজুর গাছের 'আরায়া' হল– কিছু খেজুর গাছ কোন কাওমকে দান করা। এরপর তারা ঐ গাছগুলোর খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।

٣٧٣٩- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُبْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ اَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاَتِ لِطَعَامِ اَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৩৯. মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

ইয়াহ্ইয়া বলেন, 'আরায়া' হল কারো পরিবারবর্গকে তাজা (রসাল) খেজুর খাওয়াবার জন্যে গাছে বিদ্যমান খেজুর অনুমান দ্বারা পরিমাণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে খরিদ করা।

٣٧٤٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً -

৩৭৪০. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দানকৃত খেজুর অনুমানে পরিমাপ করে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

٣٧٤١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا -

৩৭৪১. ইবনুল মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ্‌র সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, তা অনুমান করে গ্রহণ করা।

٣٧٤٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ الرَّبِيْعِ وَأَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا -

৩৭৪২. আবুর রাবী, আবূ কামিল ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, অনুমানের ভিত্তিতে 'আরায়া' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি প্রদান করেছেন।

٣٧٤٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِيْ ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذٰلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا -

৩৭৪৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছ্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুক্‌না খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটাই সুদ, এটাই 'মুযাবানা'। অবশ্য তিনি 'আরায়া'কৃত বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ একটি, দু'টি (বা অধিক) খেজুর গাছ ('আরায়া' রূপে দান করার পরে) বাড়ির মালিক এর পরিমাণ অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে রেখে দিবে এবং তাজা খেজুর খাবে।

٣٧٤٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়াকৃত' খেজুর গাছের ফল অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

٣٧٤٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا مَكَانَ الرِّبَا الزَّبْنَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرِّبَا -

৩৭৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে তার মহল্লায় বসবাসকারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন– রাবী সাকাফী (র) সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইসহাক ও ইব্‌ন মুসান্না 'সুদ' এর স্থলে 'মুযাবানা' (اَلْمُزَبَنُ) বলেছেন। আর ইব্‌ন আবূ উমর 'সুদ' (الرِّبَا) বলেছেন।

٣٧٤٦- وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৭৪৬. আমর্ আন-নাকিদ ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমার সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত বর্ণনর অনুরূপ (অর্থযুক্ত) হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ -

৩৭৪৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও হাসান হুলওয়ানী (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ ও সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' অর্থাৎ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু 'আরায়ার' মালিকগণ ব্যতীত। কেননা তাদেরকে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيْمَادُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ ـ

৩৭৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ে ফলের পরিমাণ অনুমানের ভিত্তিতে পাঁচ ওয়াসকের কম বা পাঁচ ওয়াসকের মধ্যে করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন, দাউদের এ ব্যাপারে সন্দেহ যে, কথা এভাবে বলেছেন– পাঁচ বা পাঁচের কম? তখন মালিক বললেন, হাঁ।

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً ـ

৩৭৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন তামীমী (র) ..... ইব্‌ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হল গাছের তাজা খেজুর পরিমাপকৃত (ঘরের) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং গাছের তাজা আঙ্গুর পরিমাপকৃত (ঘরের) কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা।

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً ـ

৩৭৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ 'মুযাবানা' করতে নিষেধ করেছেন। (আর মুযাবানা হল) গাছের (তাজা) খেজুর (অনুমান করে) পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা ও তাজা আঙ্গুর অনুমান করে পরিমাপকৃত কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং ক্ষেতের গম অনুমানে পরিমাপকৃত ঘরে বিদ্যমান গমের বিনিময়ে বিক্রি করা।

٣٧٥١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৩৭৫১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٧٥٢- حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحُسَيْنُ ابْنُ عِيْسٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ـ

৩৭৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাঈন, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল গাছের খেজুর (অনুমানের ভিত্তিতে) পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং তাজা আঙ্গুর (অনুমানের ভিত্তিতে) পরিমাপকৃত কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর যে কোন ফল অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

٢٧٥٣- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُبَاعَ مَافِيْ رُؤُسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى اِنْ زَادَ فَلِيْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -

৩৭৫৩. আলী ইব্‌ন হুজর ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল গাছের মাথায় যে খেজুর আছে তার পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারিত পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা– এই শর্তে যে, যদি বেশী হয় তবে তা আমার থাকবে। আর যদি কম হয় তবে সে ক্ষতি আমার উপরই বর্তাবে।

٢٧٥٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৭৫৪. আবূর রাবী ও আবূ কামিল (র) ..... আয়্যূব (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ (অর্থযুক্ত) হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٧٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَفِيْ رِوَايَةِ اَوْكَانَ زَرْعًا -

৩৭৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খেজুর হয় তবে (তার কাঁচা খেজুর) পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি আঙ্গুর হয় তবে তা পরিমাপকৃত কিশমিশের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি তা ক্ষেতের ফসল হয় তবে তা পরিমাণকৃত গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা– এ সব থেকে তিনি নিষেধ করেছেন।

٢٧٥٦- حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِيْ الضَّحَّاكُ ح وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৩৭৫৬. আবূ তাহির, ইব্‌ন রাফি' ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে নাফি' (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি অন্যান্যের অনুরূপ (অর্থযুক্ত রূপে) বর্ণনা করেন।

١٥- بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهِ تَمْرٌ

১৫. পরিচ্ছেদ : ফলযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করা

٣٧٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

৩৭৫৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট করান (মাদী) খেজুর গাছ বিক্রি করে তবে ঐ গাছের ফল বিক্রেতার। অবশ্য ক্রেতা যদি (খেজুরসহ ক্রয়ের শর্ত করে তবে তা তার হবে)।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِىَ أُصُوْلُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَانَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِىْ أَبَّرَهَا اِلاَّ يَشْتَرِطَ الَّذِى اشْتَرَاهَا ـ

৩৭৫৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন তা'বীরকৃত[১] খেজুর গাছ যদি মূলসহ ক্রয় করা হয় তবে তার ফল তা'বীরকারীরই প্রাপ্য, তবে যদি বিক্রেতার শর্ত করে।

٣٧٥٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِىْ أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ اِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

৩৭৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে তা'বীর করার পর মূল গাছটি বিক্রি করে দিলে ঐ গাছের খেজুর তা'বীরকারী পাবে, তবে যদি ক্রেতা ফল পাওয়ার শর্ত করে থাকে।

٣٧٦٠- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ الرَّبِيْعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

---

১. অধিক ফলনের জন্য পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে মাখিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াকে 'তা'বীর" (التابير) বলে।

৩৭৬০. আবুর রাবী, আবূ কামিল ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ...... নাফি'র সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত রূপ (অর্থযুক্ত) হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٧٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِىْ بَاعَهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তা'বীরকৃত খেজুর গাছ খরিদ করবে, তবে ঐ গাছের ফল বিক্রেতার প্রাপ্য তবে যদি উক্ত গাছের ফল পাওয়ার শর্ত করে থাকে এবং কেউ যদি গোলাম খরিদ করে তবে তার মাল বিক্রেতারই প্রাপ্য তবে যদি গোলামের মাল পাওয়ার শর্ত করে থাকে।

٣٧٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এই হাদীস অনুরূপ (অর্থযুক্ত রূপে বর্ণনা করেন।

٣٧٦٣- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ -

৩৭৬৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুলাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ... অনুরূপ (শব্দের) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِيْنَ -

১৬. পরিচ্ছেদ : মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা, উপযোগী হওয়ার আগেই ফল বিক্রি ও মু'আওমা অর্থাৎ কয়েক বছরের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَيُبَاعُ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا -

৩৭৬৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও উপযোগী হওয়ার আগে ফল ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। আর দীনারও দিরহামের বিনিময় ব্যতীত ফল বিক্রি করা যাবে না। তবে 'আরায়া-(র হুকুম ভিন্ন)।

٣٧٦٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৩৭৬৫. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন – অতঃপর তিনি উপরের হাদীসের অনুরূপ (শব্দযুক্ত হাদীস) বর্ণনা করেন।

٣٧٦٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُبْنُ يَزِيْدَ الْجَزَرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تُطْعَمَ وَلَاتُبَاعُ اِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ اِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ اَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْاَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيْهَا ثُمَّ يَاْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ وَزَعَمَ اَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِىْ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِى الزَّرْعِ عَلٰى نَحْوِ ذٰلِكَ يَبِيْعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا -

৩৭৬৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানজালী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখাবারা, মুহাকালা, মুযাবানা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ছাড়া ফল বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু আরায়া'(র বিনিময়ে যাবে)।

আতা (র) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ ধরনগুলো সম্পর্কে জাবির (রা) আমাদেরকে ব্যাখ্যা দান করেছেন; মুখাবারা হল– এক ব্যক্তিকে শস্যহীন শূন্য ক্ষেত প্রদান করে। এরপর সে তাতে ব্যয় করে (ফসল উৎপন্ন করে) এবং উৎপন্ন ফসলে অংশগ্রহণ করে। আর মুযাবানা হল– গাছের উপরিস্থিত তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ কৃত (ঘরের) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর মুহাকালা ফসলের মধ্যে অনুরূপ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে অর্থাৎ– ক্ষেতে বিদ্যমান শস্যকে অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ কৃত (ঘরের) শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা।

٣٧٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى خَلَفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الْمَكِّىُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَاَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتّٰى تُشْقِهَ وَالْاِشْقَاهُ اَنْ يَحْمَرَّ اَوْ يَصْفَرَّ اَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَىْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُوْمٍ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُبَاعَ

النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ـ

৩৭৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ খালফ্ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা এবং খেজুর লাল বা মেটে লাল অথবা খাদ্যোপযোগী হওয়ার পূর্বে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। মুহাকালা হল–ক্ষেতের শস্য নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। মুযাবান হচ্ছে– গাছের খেজুর কয়েক ওয়াসক খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। মুখাবারা বলা হয়– এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা এইরূপ নির্দিষ্ট কোন অংশকে।

যায়দ (র) বলেন, আমি আতা ইব্‌ন আবু রাবাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম– আপনি কি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এইরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٣٧٦٨ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تُشْقِحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيْدٍ مَاتُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا ـ

৩৭৬৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা, মুহাকালা, মুখাবারা এবং ফল পাকার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম পাকার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল বর্ণ বা মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা এবং তা থেকে খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

٣٧٦٩ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِيْنَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ـ

৩৭৬৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা, মু'আওমা ও মুখাবারা ধরনের লেনদেন নিষেধ করেছেন। তাদের একজনে বলেন, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করা হল মু'আওমা এবং (তিনি নিষেধ করেছেন) কিছু অংশ (নির্ধারিত পরিমাণ) বাদ দেওয়া হতে আর অনুমতি দিয়েছেন 'আরায়া' করতে।

٣٧٧٠ـ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَيَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِيْنَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ ـ

৩৭৭০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করা হল মু'আওমা'— এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

١٧- بَابُ كِرَاءِ الْاَرْضِ

১৭. পরিচ্ছেদ ঃ জমি বর্গা[১] দেওয়া

٣٧٧١- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ اَبِى مَعْرُوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِيْنَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ -

৩৭৭১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করতে এবং ফল পরিপক্কতা লাভ করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٧٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ -

৩৭৭২. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٧٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ اَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوْسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا اَخَاهُ -

৩৭৭৩. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা (নিজে) চাষাবাদ করে। যদি সে (নিজে) চাষাবাদ না করে তবে যেন তার কোন (মুসলমান) ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়।

---

১. এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের মর্মে জমি বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ বুঝা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক গৃহীত খায়বারের ভূমি ব্যবস্থা দ্বারা বর্গা দেওয়া জায়েজ প্রমাণিত। জমির মালিক জমি চাষাবাদ না করলে তা কৃষককে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া উত্তম বিধায়, বর্গা দেওয়া মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিষেধ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ নিষেধাজ্ঞা প্রথম পর্যায়ে ছিল, তবে এই নিষেধ মানে মাকরূহ তানজিহ্। আর বর্গা দেওয়াও বৈধ। তবে এই পরিমাণ ফসল দিতে হবে বা এই অংশের ফসল দিতে হবে — এরূপ শর্ত করে বর্গা দেওয়া না জায়েয।

٣٧٧٤- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِقْلُ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ اَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ -

৩৭৭৪. হাকাম ইব্‌ন মূসা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার (মুসলমান) ভাইকে দান করে (অর্থাৎ চাষাবাদ করতে) দেয়। আর যদি সে তা অস্বীকার করে তাহলে তার জমি সে আটকিয়ে রাখুক।

٣٧٧٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ اَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُؤْخَذَ لِلْاَرْضِ اَجْرٌ اَوْحَظٌّ -

৩৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমির জন্য বিনিময় বা ফসলের অংশ গ্রহণ (করে বর্গা প্রদান) করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا اِيَّاهُ -

৩৭৭৬. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে। যদি সে চাষাবাদ করতে না পারে এবং তাতে অক্ষম হয়, তাহলে সে যেন তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে (চাষাবাদ করতে) দেয়। কিন্তু বর্গা দিবে না।

٣٧٧٧- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَطَاءً فَقَالَ اَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ -

৩৭৭৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র) আতা-কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নিকট জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) কি এ কথা (হাদীস) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'যার জমি আছে সে যেন তা চাষবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে চাষ করার জন্যে প্রদান করে তা বর্গা দিবে না।' তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٧٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ -

৩৭৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'মুখাবারা' থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٧٧٩- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ اَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ تَبِيْعُوْهَا فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ مَا قَوْلُهُ وَلاَتَبِيْعُوْهَا يَعْنِى الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ -

৩৭৭৯. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা আবাদ করার জন্যে তার ভাইকে দেয়। তোমরা তা বিক্রি করো না। (রাবী বলেন) আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিক্রি করো না, এ কথার অর্থ কি বর্গা দেয়া? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٧٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُصِيْبُ مِنَ الْقِصْرِىِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ فَلْيُحْرِثْهَا اَخَاهُ وَاِلاَّ فَلْيَدَعْهَا -

৩৭৮০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে জমি বর্গায় নিতাম এবং প্রাপ্য হিসেবে শস্য মাড়াই করার পর ছড়ায় যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা এবং এ ধরনের নগণ্য কিছু ভাগ পেতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার জমি আছে সে তা নিজে চাষাবাদ করবে অথবা তার অপর ভাইকে দিয়ে আবাদ করাবে অন্যথায় তা (চাষবিহীন) রেখে দিবে।

٢٧٨١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاْخُذُ الْاَرْضَ بِالثُّلُثِ اَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا -

৩৭৮১. আবূ তাহির (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে আমরা তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে (এবং) নালার পাশের ফসলের বিনিময়ে জমি বর্গা নিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, যার জমি আছে সে (নিজেই) তা চাষ করবে। আর যদি সে চাষ না করে তবে যেন তার ভাইকে আবাদ করতে দেয়। যদি তার ভাইকে তা না দেয়, তবে সে যেন তা আটকিয়ে রাখে।

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا اَوْ لِيُعِرْهَا -

৩৭৮২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– যার জমি আছে সে যেন তা দান (হিবা) করে অথবা সে যেন তা ধার (স্বরূপ চাষ করতে) দেয়।

٣٧٨٣- وَحَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلاً -

৩৭৮৩. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ..... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন যে, সে যেন তা চাষ করে অথবা অন্য লোককে চাষ করতে দেয়।

٣٧٨٤- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِيْ نَافِعٌ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُكْرِى اَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذٰلِكَ حِيْنَ سَمِعْنَا حَدِيْثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ -

৩৭৮৪. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। বুকায়র (র) নাফি'র সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি বর্গায় দিতাম। এরপর রাফি' ইব্‌ন খাদীজের হাদীস শুনে তা পরিত্যাগ করি।

٣٧٨٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا -

৩৭৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি জমি দুই বা তিন বছরের জন্যে বিক্রি করতে (বর্গা দিতে) নিষেধ করেছেন।

٣٧٨٦- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِيْنَ -

৩৭৮৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব্ন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণনায় আছে– কয়েক বছরের জন্যে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ ـ

৩৭৮৭. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার ভাইকে তা আবাদ করতে দেয়। এতে যদি সে অসম্মত হয়, তা হলে তার জমি যেন সে আটকিয়ে রাখে।

٣٧٨٨- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ نُعَيْمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُوْلِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُوْلُ كِرَاءُ الْاَرْضِ ـ

৩৭৮৮. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুযাবানা ও হুকূল নিষেধ করতে শুনেছেন। তখন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, মুযাবানা হল তাজা খেজুর খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর হুকূল হল জমি বর্গা দেওয়া।

٣٧٨٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ـ

৩৭৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

٣٧٩٠- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ مَوْلٰى ابْنِ اَبِيْ اَحْمَدَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِيْ رُؤُسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْاَرْضِ ـ

৩৭৯০. আবূ তাহির (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার ঝুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকালা হল জমি ইজারা (বর্গা) দেওয়া।

٣٧٩١- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا لاَ نَرٰى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتّٰى كَانَ عَامُ اَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ -

৩৭৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবরূ রাবী আতাকী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'মুখাবারা' করায় (বর্গাচাষে) কোন দোষ মনে করতাম না। এভাবে যখন প্রথম বছর গত হল, তখন রাফি' (রা) বললেন, নবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন।

٣٧٩٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ اَجْلِهِ -

৩৭৯২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আলী ইব্ন হুজ্র, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইব্ন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীসে বেশি আছে যে- (এরপর) এ কারণে আমরা তা পরিত্যাগ করি।

٣٧٩٣- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ الْخَلِيْلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ اَرْضِنَا -

৩৭৯৩. আলী ইব্ন হুজ্র (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফি' (র) আমাদেরকে আমাদের ভূমির লাভে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

٣٧٩٤- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ اِمَارَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ حَتّٰى بَلَغَهُ فِىْ اٰخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ فِيْهَا بِنَهْىٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاَنَا مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا -

৩৭৯৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) তাঁর জমি ইজারা (বর্গা) দিতেন নবী ﷺ-এর যুগে এবং আবূ বকর,উমর, উসমান ও মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালের প্রথম যুগ পর্যন্ত। এরপর মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর কাছে এ সংবাদ গেল যে, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) নবী

ﷺ থেকে এ সংক্রান্ত নিষেধসূচক হাদীস বর্ণনা করছেন। ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি ইজারা (বর্গা) দিতে নিষেধ করতেন। এরপরে ইব্ন উমর (রা) তা ত্যাগ করেন। এরপর হতে যখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি বলতেন– ইব্ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষেধ করেছেন।

٣٧٩٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلاَهُمَ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَكَانَ لاَ يُكْرِيهَا -

৩৭৯৫. আবূর রাবী, আবূ কামিল ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) ..... আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন উলায়্যার বর্ণনায় আয়্যুব (র) বেশি বলেছেন যে, এরপর ইব্ন উমর (রা) তা পরিত্যাগ করেন এবং আর কখনও জমি ইজারা দেন নি।

٣٧٩٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتّٰى أَتَاهُ بِالْبَلاَطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ -

৩৭৯৬. ইব্ন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর নিকট গেলাম। বালাত নামক স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফসলী জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٩٧- وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتٰى رَافِعًا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৯৭. ইব্ন আবূ খালফ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার রাফি'র নিকট আসেন। এরপর নবী ﷺ-এর এই হাদীস উল্লেখ করেন।

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ قَالَ فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِيْ مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ ذَكَرَ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ -

৩৭৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) জমি বর্গা দিতেন। নাফি' বলেন, এরপর রাফি' বর্ণিত একটি হাদীস তাকে জানান হল। রাবী বলেন, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে তাঁর নিকট

গেলেন। তিনি তাঁর জনৈক চাচার সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন। এ মর্মে যে, তিনি ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, এরপর থেকে ইব্‌ন উমর (রা)-এ কাজ ত্যাগ করেন এবং আর কখনও তা বর্গা দেন নি।

٣٧٩٩- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আওন থেকে উক্ত সনদে ...। রাবী বলেন, তিনি তার চাচার সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বলে শোনান।

٣٨٠٠- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِيْ اَرَضِيْهِ حَتّٰى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ الْاَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّ (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا) يُحَدِّثَانِ اَهْلَ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثَ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ -

৩৮০০. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর জমি বর্গা দিতেন। পরে তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আনসারী জমি বর্গা দিতে নিষেধ করে থাকেন। আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে ইব্‌ন খাদীজ! জমি বর্গার ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন? রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন, আমি আমার দুইজন চাচার নিকট শুনেছি– যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা পরিবারবর্গের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে আমি তো জানতাম যে, জমি বর্গা দেওয়া যায়। এরপর আবদুল্লাহ্ শংকিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হয়ত কোন নতুন বিধান দিয়েছেন, যা তিনি জানতে পারেন নি। সুতরাং তিনি জমি বর্গা দেওয়া ত্যাগ করেন।

١٨. بَابُ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالطَّعَامِ -

১৮. পরিচ্ছেদ : খাদ্যের (গমের) বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া

٣٨٠١- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ

الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُوْمَتِيْ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ ـ

৩৮০১. আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... রাফি' খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে জমির মুহাকালা করতাম এবং (মূল অর্থাৎ) এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের (গমের) বিনিময়ে ইজারা (বর্গা) দিতাম। এরপর একদিন আমার এক চাচা আমাদের নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন একটি বিষয় নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করা আমাদের জন্যে অধিক লাভজনক। তিনি আমাদেরকে জমি মুহাকালা করতে এবং তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আর জমির মালিককে নিজে চাষ করতে বা অপরের দ্বারা চাষ করাতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইজারা (বর্গা) ইত্যাদি অপসন্দ করেছেন।

٣٨٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيْهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ

৩৮০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমির মুহাকালা করতাম এবং এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের উপর ইজারা (বর্গা) দিতাম। এরপর ইব্‌ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٠٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৩৮০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব, আম্‌র ইব্‌ন আলী ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইয়া'লা ইব্‌ন হাকীম (রা)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٠٤- وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ ـ

৩৮০৪. আবূ তাহির (র) ..... রাফি' সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাতে তার জনৈক চাচা হতে কথাটি ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন নি।

٣٨٠٥- حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعٍ اَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ (وَهُوَ عَمُّهُ) قَالَ اَتَانِىْ ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَاذَاكَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَاَلَنِىْ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الرَّبِيْعِ اَوِ الْاَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ اَوِ الشَّعِيْرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا اِزْرَعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا -

৩৮০৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুহায়র ইব্‌ন রাফি' (র) যিনি তাঁর চাচা হন; রাফি' বলেন, যুহায়র আমার নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন একটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। আমি বললাম, তা কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তাই তো সঠিক। তিনি বললেন, আমার নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে তোমরা তোমাদের ক্ষেত খামার কিরূপে কি কর? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা নালার পাশের জমির ফসলের শর্তে কিংবা খুরমা বা যবের কয়েক ওয়াসক প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, আর এরূপ করো না। তোমরা নিজেরা চাষ কর অথবা অপরকে দিয়ে চাষ করাও, তা না হলে ফেলে রাখ।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ -

৩৮০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ...... রাফি' (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। কিন্তু এতে তার চাচা যুহায় (র)-এর নাম উল্লেখ নেই।

١٩- بَابُ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

১৯. পরিচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَافِعَ ابْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ اَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ اَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَابَاْسَ بِهِ -

৩৮০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হানযালা ইব্‌ন কায়স (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও (কি নিষেধ)? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হলে কোন দোষ নাই।

٣٨٠٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ حَدَّثَنِيْ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الاَنْصَارِيُّ قَالَ سَاَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الاَرْضِ فَقَالَ لاَبَاْسَ بِهِ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَاَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلاَّ هٰذَا فَلِذَالِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَاَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلاَبَاْسَ بِهِ -

৩৮০৮. ইসহাক (রা) ..... হানযালা ইব্‌ন কায়স আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফি' ইব্‌ন খাদীজকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলে লোকেরা পানির ধারার পার্শ্ববর্তী অংশ, খালের অগ্রভাগের সিক্ত অংশ ও ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধার শর্তে জমি বর্গা দিত। এতে কখনও এ অংশ বিনষ্ট হতো ও অপর অংশ ভাল থাকত। আবার কখনও এ অংশ ভাল থাকত আর অপর অংশ বিনষ্ট হত। আর এ ধরনের বর্গায় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হত না। এ কারণে তিনি এ থেকে নিষেধ করেন। আর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।

٣٨٠٩- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا اَكْثَرَ الاَنْصَارِ حَقْلاً قَالَ كُنَّا نُكْرِى الاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هٰذِهِ وَلَهُمْ هٰذِهِ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا -

৩৮০৯. আমর আন-নাকিদ (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পরিমাণ জমির মালিক ছিলাম। এই শর্তে আমরা জমির ইজারা (বর্গা) দিতাম যে, এই অংশ (এর ফসল) আমাদের আর ঐ অংশ তাদের। এরপর অনেক সময় এই অংশে ফসল উৎপন্ন হত আর ঐ অংশে কিছুই হত না। এরপর নবী ﷺ এ কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেন। আর রৌপ্যের বিনিময়ে (ইজারা দিতে) তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নি।

٣٨١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৮১০. আবূর রাবী' ও ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

٣٨١١- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ نَهٰى عَنْهَا وَقَالَ سَاَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللّٰهِ -

৩৮১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'কিলের নিকট মুযারা'আ (বর্গাচাষ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, সাবিত ইব্ন যাহহাক (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযারা'আ থেকে নিষেধ করেছেন।

ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণনায় কথাটি এরূপ আছে যে, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন– আমি ইব্ন মা'কিলের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি আবদুল্লাহ্র নাম উল্লেখ করেন নি।

٣٨١٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَاَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَاَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لاَ بَاْسَ بِهَا -

৩৮১২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাইব (র)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিলের নিকট উপস্থিত হই এবং মুযারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি জানান, সাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযারা'আ করতে নিষেধ করেছেন এবং ইজারা দিতে আদেশ করেছেন আর বলেছেন– এতে কোন দোষ নেই।

٣٨١٣- حَدَّثَنَا يَحيَ بْنُ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو اَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاؤُسٍ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِيْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا -

৩৮১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, মুজাহিদ তাঊসকে বললেন ঃ আপনি আমাদের সাথে ইব্ন রাফি' ইব্ন খাদীজের নিকট চলুন এবং তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি শ্রবণ করুন। রাবী আমর (রা) বলেন, তখন রাবী তাউস (র) মুজাহিদকে তিরস্কার করেন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন– তবে আমি তা করতাম না। কিন্তু তাঁদের (সাহাবীদের) মধ্যে যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পক্ষে তার কোন জমি অপর ভাইকে চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে (বিনিময় ব্যতীত) দেয়া তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।

٣٨١٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ طَاؤُسٍ اَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ اَيْ عَمْرُو اَخْبَرَنِيْ اَعْلَمُهُمْ بِذَالِكَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا اِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا -

৩৮১৪. ইব্ন আবূ উমর (রা) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুখাবারা করতেন। আমর বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আপনি যদি এই মুখাবারা করা ছেড়ে দিতেন (তবে তা উত্তম হত)। কেননা লোকেরা বলে থাকে যে, নবী ﷺ মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, হে আমর! তাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা), তিনি আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, তোমাদের কোন ভাইকে জমি চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে দেয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।

٣٨١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৩৮১৫. ইব্ন আবূ উমর, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨١٦- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُوْمٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الاَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ -

৩৮১৬. আব্‌দ ইব্ন হুমায়দ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি‘ (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কারো জমি তার অপর ভাইকে চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে দেয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন : একেই বলা হয় ‘হাক্‌ল’ আর আনসারীদের পরিভাষায় বলা হয় ‘মুহাকালা’।

٣٨١٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَاِنَّهُ اَنْ يَمْنَحَهَا اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ -

৩৮১৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার জমি আছে সে যদি তা অপর ভাইকে চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে দেয় তবে তা তার জন্যে উত্তম।

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা‘আত

(বাগান ও ফসলী জমির বর্গাচাষ)

٣٨١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ -

৩৮১৮. আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও যুহায়র ইব্ন হারব.(র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উৎপাদিত ফসল বা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খায়বরবাসীদের সংগে বর্গা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

٣٨١٩- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِىْ اَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِأَةَ وَسْقٍ ثَمَانِيْنَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الاَرْضَ وَالْمَاءَ اَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الاَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الاَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الاَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الاَرْضَ وَالْمَاءَ -

৩৮১৯. আলী ইব্ন হুজর সা‘দী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি উৎপন্ন ফল বা শস্যের অর্ধেকের শর্তে প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর বিবিদেরকে প্রতি বছর একশ’ ওয়াসক প্রদান করতেন। আশি ওয়াসক খুরমা আর বিশ ওয়াসক যব। উমর (রা) যখন খলীফা হন তখন খায়বারের জমি তিনি বণ্টন করে দেন। তিনি নবী সহধর্মিণীদেরকে ইখতিয়ার দেন যে, তাঁদের ভূমি ও পানি(র হিস্সা) বন্দোবস্ত রূপে দিবেন। (অর্থাৎ নিজেদের দায়িত্বে চাষাবাদের ব্যবস্থা করবেন) অথবা উমর (রা) বার্ষিক হারে তাদের ওয়াসাক

প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাঁরা এ ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ভূমি ও পানি নিলেন আর কেউ বার্ষিক হারে ওয়াসাক গ্রহণ করলেন। আয়েশা ও হাফসা (রা) ভূমি ও পানি নিয়েছিলেন।

٣٨٢٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ اَوْ ثَمَرٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْاَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْاَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ-

৩৮২০. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (খায়বারের জমি) খায়বরবাসীদের উৎপাদিত শস্য ও ফলের অর্ধেকের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। এরপর হাদীসটি আলী ইব্‌ন মুসহিরের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে এ কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি যে, আয়েশা ও হাফ্‌সা (রা) ভূমি ও পানি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ কথা বলেছেন যে, উমর (রা) নবী সহধর্মিনীদের ইখ্‌তিয়ার দেন জমি নিতে, তবে এ হাদীসে তিনি পানির উল্লেখ করেন নি।

٣٨٢١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ زَيْدِ اللَّيْثِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقِرَّهُمْ فِيْهَا عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْا عَلٰى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَزَادَ فِيْهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخُمُسَ-

৩৮২১. আবূ তাহির (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাদের শ্রম বিনিয়োগের বিনিময়ে তাদেরকে তথায় থাকতে দেওয়ার জন্যে আবেদন জানায় এই শর্তে যে, উৎপন্ন ফসল ও ফলের অর্ধেক তারা পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উপরোক্ত শর্তে যতদিন আমরা চাই ততদিনের জন্যে থাকার অনুমতি দিলাম। এরপরে আবদুল্লাহ্ থেকে ইব্‌ন নুমায়র ও ইব্‌ন মুসহিরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে এতটুকু বেশি আছে যে, খায়বারের প্রাপ্ত ফল (যোদ্ধাদের) প্রাপ্য অংশ অনুসারে অর্ধেক খায়বারের উৎপন্ন ফল কয়েক ভাগে ভাগ করা হত। আর তা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন।

٣٨٢٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ دَفَعَ اِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلٰى اَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا-



৩৮২২. ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, খায়বারের খেজুর বাগান ও যমীন খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে এই শর্তে প্রদান করেন যে, তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফলের অর্ধেক পাবেন।

٣٨٢٣- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الأَرْضُ حِيْنَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوْا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ.

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে হিজাজের মাটি থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার জয় করেন তখন তিনি তাদের সেখান হতে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। খায়বার যখন বিজয় হয় তখন তা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাই তিনি সেখান থেকে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করার ইচ্ছা করেন। পরে ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাদের সেখানে থাকতে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করে এই শর্তে যে, তারা শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক পাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতদিন আমাদের ইচ্ছা এই শর্তে থাকার অনুমতি দিলাম। এরপর তারা তথায় রয়ে গেল। পরে উমর (রা) তাদেরকে ‘তায়মা’ ও ‘আরীহায়’ নির্বাসিত করেন।

١- بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

১. পরিচ্ছেদ : বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

৩৮২৪. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলমান (ফলবান) গাছ লাগাবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে তা তার জন্যে দান (সাদাকা) স্বরূপ, যা কিছু চুরি হবে তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খাবে তাও দান স্বরূপ। পাখি যা খাবে তাও দান স্বরূপ। আর কেউ যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ।

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ مُبَشِّرٍ الاَنْصَارِيَّةِ فِىْ نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ مَنْ غَرَسَ هٰذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ اَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ -

৩৮২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উম্মু মুবাশ্‌শির (রা) নাম্নী জনৈকা আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এই খেজুর গাছ কি কোন মুসলমান লাগিয়েছেন; না কোন কাফির? সে বলল দিল মুসলমান। তিনি বললেন, "যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে মানুষ কিংবা জীব জন্তু অথবা অন্য কিছুতে খায় তবে তা তার পক্ষে দান স্বরূপ।"

٣٨٢٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ اَوْ طَائِرٌ اَوْ شَيْئٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِيْهِ اَجْرٌ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ طَائِرٌ شَىْءٌ كَذَا -

৩৮২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন আবূ খালাফ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় করে বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে কোন হিংস্র জন্তু কিংবা পাখি অথবা অন্য কিছুতে খায় তবে এর জন্যে সে সাওয়াব পাবে। ইব্‌ন আবূ খালাফ (র) বলেছেন– পাখি, এমন কিছু।

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا اُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هٰذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ اَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৮২৭. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু মা'বাদ (রা)-এর বাগানে প্রবেশ করেন। তখন তিনি বললেন হে উম্মু মা'বাদ! এ গাছ কে লাগিয়েছে? কোন মুসলমান না কোন কাফির? সে বলল, মুসলমান। তিনি বললেন, কোন মুসলমান যদি কোন গাছ লাগায়, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা পাখি ভক্ষণ করে, তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তা তার জন্যে দান স্বরূপ থাকবে।

٣٨٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ زَادَ عَمْرٌو فِىْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ فِىْ رِوَايَتِهِ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَا عَنْ اُمِّ مُبَشِّرٍ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِىْ رِوَايَةِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ اُمِّ مُبَشِّرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوْا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ -

৩৮২৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আমররু আন-নাকিদ (র) হাফস ইব্ন গিয়াস (র) থেকে , আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) একত্রে আবূ মু'আবিয়া (রা) থেকে, আমরু আন-নাকিদ (র) আম্মার ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে এবং আবূ বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ইব্ন ফুযায়ল.(র) থেকে এবং এরা প্রত্যেকেই আ'মাশ-এর সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তবে আম্মার (র) থেকে আমরের বর্ণনায় ও মু'আবিয়ার থেকে আবূ বকরের বর্ণনায় উম্মু মুবাশ্‌শির (রা)-এর নাম (অতিরিক্ত) এসেছে। আর ইব্ন ফুযায়লের বর্ণনায় যায়িদ ইব্ন হারিসার স্ত্রী থেকে বলা হয়েছে। আর মু'আবিয়া থেকে ইসহাকের যে বর্ণনা তাতে তিনি কখনও উম্মু মুবাশ্‌শির (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...... থেকে আবার কখনোও তার নাম ছাড়াই বর্ণনা করেন। আর এরা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঐ রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেরূপ বর্ণনা করেছেন 'আতা' (র), আবূ যুবায়র ও আমর ইব্ন দীনার (র)।

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْىٰ قَا يَحْىَ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا وَيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৩৮২৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দান স্বরূপ হবে।

٣٨٣٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لِاُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَرَسَ هٰذَا النَّخْلَ اَمُسْلِمٌ اَمْ كَافِرٌ قَالُوْا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৩৮৩০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদা উম্মু মুবাশ্‌শির নাম্নি এক আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন এ খেজুর গাছ কে লাগিয়েছে, কোন মুসলমান না কোন কাফির? তারা বলল, একজন মুসলমান। এরপর উপরে উল্লিখিত রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢- بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ

২. পরিচ্ছেদ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছাড় দেয়া

٣٨٣١- حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ -

৩৮৩১. আবূ তাহির ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি যদি তোমার ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্যে বৈধ নয়। তোমার ভাইয়ের অর্থ বিনা অধিকারে (অন্যায়ভাবে) কিভাবে গ্রহণ করবে?

٣٨٣٢- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৩২. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ -

৩৮৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খেজুরের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। আমরা আনাস (রা)-কে বললাম, রং পরিবর্তন হওয়া (زهو) বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, লাল রং বা হলদে রং ধারণ করা। বল তো দেখি, আল্লাহ্ যদি ফল নষ্ট করে দেন তবে কি সূত্রে তোমার ভাইয়ের মাল তুমি হালাল মনে করবে?

٣٨٣٤- حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تُزْهِيَ قَالُوْا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُّ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ -

৩৮৩৪. আবূ তাহির (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফলের রং পরিবর্তন হওয়ার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। তারা বলল, রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল রং ধারণ করা। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ যদি ফল বিনষ্ট করে দেন তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ হালাল সাব্যস্ত করবে?

٣٨٣٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللّٰهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ -

৩৮৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যদি তাতে ফল উৎপাদন না করেন তাহলে কিভাবে তোমাদের একজন অপর ভাইয়ের অর্থ বৈধ করবে?

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ اِبْرَاهِيْم حَدثَنَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا -

৩৮৩৬. বিশ্র ইবনুল হাকাম, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার ও আবদুল জব্বার ইব্ন আ'লা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূলে ছাড় প্রদান করতে আদেশ দিয়েছেন।
ইবরাহীম (র) সুফিয়ানের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

৩. পরিচ্ছেদ : ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করা মুস্তাহাব

٣٨٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَامَائِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ -

৩৮৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তির খরিদকৃত ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক ঋণী হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে সাহায্য কর। লোকজন তাকে সাহায্য করল, কিন্তু ধার পরিশোধের পরিমাণ হল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পাওনাদারদের বললেন, যা তোমরা পেয়েছ তা গ্রহণ কর; এর বেশি তোমরা আর পাবে না।

٣٨٣٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَشَجِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৩৮৩৮. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٣٩ـ وَحَدَّثَنِيْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِنَا قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُمَا وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمَا فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَاَلِّيْ عَلَى اللّٰهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ قَالَ اَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَهُ اَيُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ ـ

৩৮৩৯. আমাদের একাধিক সাথী আমার নিকট ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উয়ায়স (র) সূত্রে ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দরজার নিকটে প্রতিপক্ষদের উচ্চ কণ্ঠে ঝগড়া শুনতে পান। তাদের একজন অন্যজনের নিকট কোন এক বিষয়ে কমিয়ে দেওয়ার ও অনুগ্রহ করার আবেদন করল। আর অপরজন বলছি যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তা করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনের কাছে বৈধ হয়ে গেলেন এবং বললেন, পুণ্যের কাজ না করার জন্যে আল্লাহ্‌র নামে শপথকারী কোথায়? যে একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি। (ঠিক আছে) সে যা পসন্দ করে তার জন্য তা-ই (হবে)।

٣٨٤٠ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ ـ

৩৮৪০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে একদিন মসজিদের মধ্যে ইব্‌ন আবূ হাদরাদ (রা)-এর নিকট তার প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করেন। উভয়ের আওয়ায উচ্চ হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তার ঘরে থেকে শুনতে পান এবং ঘরের পর্দা উঠিয়ে বাইরে তাদের নিকট চলে আসেন। তিনি কা'বকে ডাক দিলেন, হে কা'ব! তিনি বললেন, লাব্বায়িক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমি উপস্থিত আছি।) তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতের ইশারায় তাকে তার প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক ক্ষমা করে দিতে

বললেন। কা'ব (রা) বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাই করলাম। রাসূলুল্লাহ্ তাকে ﷺ তাকে (অন্য জনকে) তাকেবললেন, যাও (তার অবশিষ্ট পাওনা) পরিশোধ কর।

٣٨٤١- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضٰى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا -

৩৮৪১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... কাব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন আলী ইব্ন আবূ হাদরাদ (রা)-এর নিকট তার প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করেন। এরপর তিনি ইব্ন ওয়াহ্বের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, লায়স ইব্ন সা'দ (র) ..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামীর নিকট কিছু মাল পেতেন। তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সংগে (অবিরাম) লেগে থাকেন। তারা পরস্পর কথাবার্তা বলেন এবং এক পর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অদ্ধ্যের কাছে এলেন এবং কা'বকে ডেকে হাতের ইশারায় বললেন, অর্ধেক। সুতরাং কা'ব (রা) (ঋণের) অর্ধেক গ্রহণ করেন এবং অর্ধেক পরিত্যাগ করেন।

٤- بَابُ مَنْ اَدْرَكَ مَابَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِىْ وَقَدْ اَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوْعُ فِيْهِ

৪. পরিচ্ছেদ : বিক্রিত মাল দেউলিয়া ঘোষিত ক্রেতার নিকট পাওয়া গেলে বিক্রেতা তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ اَفْلَسَ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ -

৩৮৪২. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন অথবা (তিনি বলেছেন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত কোন লোকের কাছে কিংবা (বলেছেন) কোন মানুষের নিকট পায় যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে তার মাল অবিকলভাবে পায় তবে সে তার মাল ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি হকদার।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ -

৩৮৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ..... আবূ রাবী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ..... আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ..... ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে যুহায়র বর্ণিত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাদের মধ্যে কেবল ইব্ন রুমহ্ (র) তার বর্ণনায় বলেছেন– যে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে .....।

٣٨٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ -

৩৮৪৪. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, দেউলিয়া লোকের নিকট যদি কোন বস্তু পাওয়া যায় যা সে স্থানান্তরিত করেনি তবে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর প্রাপক।

٣٨٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

৩৮৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন লোককে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় আর কোন ব্যক্তি তার সম্পদ অবিকলভাবে তার কাছে পায়, তবে সে ব্যক্তিই তার অধিক দাবীদার।

٣٨٤٦- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالاَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ -

৩৮৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) দুই সূত্রে ..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য এ বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে সে ব্যক্তিই অন্যান্য সকল পাওনাদারদের চেয়ে বেশি হকদার।

٣٨٤٧- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِىُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ خَيْثَمَ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا -

৩৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ খাল্‌ফ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন লোক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, আর তার নিকট কোন ব্যক্তি তার পণ্য (বিক্রিত মাল) অপরিবর্তিত অবস্থায় পায় তখন সে-ই তার অধিক দাবীদার।

٥- بَابُ فَضْلِ اِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ فِى الْاِقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوْسِرِ وَالْمُعْسِرِ

৫. পরিচ্ছেদ : গরীবকে সময় দেওয়ার ফযীলত এবং ধনীও গরীব দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالُوْا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ اُدَايِنُ النَّاسَ فَامُرُ فِتْيَانِىْ اَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوْا عَنْهُ -

৩৮৪৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ করে (অর্থাৎ তার মৃত্যুকালে) জিজ্ঞাসা করলেন, (বিশেষ) কোন সৎকাজ তুমি করেছ কি? সে বলল, না। তারা বললেন, স্মরণ করে দেখ। সে বলল, আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম। তারপর অসচ্ছল ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিতাম। নবী ﷺ বলেন, এরপর মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : "তাকে দায়মুক্ত করে দাও।"

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِىَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ اِلاَّ اِنِّىْ كُنْتُ رَجُلاً ذَا مَالٍ فَكُنْتُ

أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُوْرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُوْرِ فَقَالَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ـ

৩৮৪৯. আলী ইব্ন হুজ্‌র ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... রিবঈ ইব্ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হুযায়ফা (রা) ও আবূ মাসউদ (রা) একত্রে মিলিত হন। হুযায়ফা (রা) বললেন, এক ব্যক্তি তার পালন কর্তার (আল্লাহ্‌র) সাথে মিলিত হয়। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কি সৎকাজ করেছ? সে বলল, আমি তেমন কোন সৎকাজ করিনি; তবে আমি একজন ধনী লোক ছিলাম। আমি মানুষের সাথে লেন-দেন করতাম। আমি সচ্ছলদের আপত্তি গ্রহণ করতাম। আর গরীবদেরকে মাফ করে দিতাম। এরপর আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন : আমার বান্দাকে মাফ করে দাও। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এরূপই বলতে শুনেছি।

٣٨٥٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيْلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَامَّا ذَكَرَ وَامَّا ذُكِّرَ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ اُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَاَتَجَوَّزُ فِى السِّكَّةِ اَوْ فِى النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَاَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৮৫০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কোন ধরনের আমল করতে? রাবী বলেন, এরপর সে স্মরণ করে বা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সে বলল, আমি মানুষের সাথে কেনা-বেচা করতাম। দরিদ্র লোকদেরকে আমি সময় দিতাম এবং মুদ্রা বা অর্থ মাফ করে দিতাম। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।
এরপর আবূ মাসউদ (রা) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি শুনেছি।

٣٨٥١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اُتِىَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِى الدُّنْيَا قَالَ وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا قَالَ يَا رَبِّ اٰتَيْتَنِىْ مَالَكَ فَكُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِى الْجَوَازُ فَكُنْتُ اَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّٰهُ اَنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِىُّ وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىُّ هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৮৫১. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হয়, যাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট তারা কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। সে বলল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ আমাকে দান করেছিলেন। আমি মানুষের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। সুতরাং সচ্ছল ব্যক্তির

সহিত আমি সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম আর গরীবকে সময় দিতাম। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিকযোগ্য। তোমরা আমার বান্দাকে মা'ফ করে দাও।

উকবা ইব্ন আমির জুহানী ও আবূ মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এরূপই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছি।

٣٨٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ يَحيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ -

৩৮৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হল, তখন তার মধ্যে কোন প্রকার ভাল আমল পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। সে দরিদ্র লোকদের মাফ করে দেওয়ার জন্যে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ বললেন : এ ব্যাপারে আমরা তার চেয়ে অধিকযোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ أَبِيْ مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُوْرُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

৩৮৫৩. মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম ও মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ইব্ন যিয়াদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক লোক মানুষের সাথে লেন-দেন করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবগ্রস্তের কাছে (পাওনা আদায়ের জন্য) যাবে তখন তাকে (কিছু) ক্ষমা করে দিবে। হয়ত আল্লাহ্ আমাদেরও ক্ষমা করে দিবেন। এরপর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হল। আর আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিলেন।

٣٨٥٤- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ -

৩৮৫৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٣٨٥٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ فَتَوَارٰى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ اِنِّىْ مُعْسِرٌ فَقَالَ آللّٰهِ قَالَ آللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ -

৩৮৫৫. আবুল হায়ছাম খালিদ ইব্‌ন খিদাশ ইব্‌ন আজলান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ কাতাদা (রা) একবার তার এক পাওনাদারকে খোঁজ করেন। সে আত্মগোপন করল। পরে তিনি তাকে পেয়ে যান। সে বলল, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! সে বলল, আল্লাহর শপথ। তিনি বললেন, তাহলে যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন সে যেন (ঋণগ্রস্ত) অসচ্ছল লোকের সহজ ব্যবস্থা করে কিংবা ঋণ মওকূফ করে দেয়।

٦- بَابُ تَحْرِيْمِ مَطْلِ الْغَنِىِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُوْلِهَا اِذَا اُحِيْلَ عَلٰى مَلِىٍّ

৬. পরিচ্ছেদ : সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা হারাম। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্যের উপর দেওয়া (হাওয়ালা করা) বৈধ এবং কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ -

৩৮৫৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা অত্যাচারের শামিল। তোমাদের কাউকে (ঋণ পরিশোধের) ব্যাপারে কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তা গ্রহণ করে।

٣٨٥٧- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৮৫৭. আবূ তাহির (র) ..... আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٥٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٧- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِىْ يَكُوْنُ بِالْفَلاَةِ وَيُحْتَاجُ اِلَيْهِ لِرَعْىِ الْكَلاَءِ وَتَحْرِيْمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيْمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

৭. পরিচ্ছেদ : মাঠে অবস্থিত পানি যা চারণ ভূমির কাজে লাগে এ পানির প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা অবৈধ এবং তা ব্যবহারে বাধা দেওয়া অন্যায়। আর ষাড় দ্বারা পালা দিয়ে মজুরী গ্রহণ করা হারাম

٣٨٥٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ -

৩৮৫৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুলাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٦٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذٰلِكَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ -

৩৮৬০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন; উট দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে এবং চাষের জন্য জমির (ইজারা প্রদান) পানি বিক্রি করতে। এগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

٣٨٦١- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَءُ -

৩৮৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহারে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না, যার উদ্দেশ্য যার (মূল) উদ্দেশ্য (পশুকে চারণভূমির) ঘাস খেতে বাধা দেয়া।

٣٨٦٢- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ الْكَلاَءُ -

৩৮৬২. আবূ তাহির ও হারমালা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে বাধা দিবে না, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ঘাস খেতে বাধা সৃষ্টি করা।

٣٨٦٣- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُسَامَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلاَءُ -

৩৮৬৩. আহমাদ ইব্‌ন উসমান নাওফলী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (আত্মজন্ম) ঘাস বিক্রির (অবৈধ্য উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না।

٨- بَابُ تَحْرِيْمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

৮. পরিচ্ছেদ : কুকুরের মূল্য, গণকের গণনা কাজের মজুরী ও ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ

٣٨٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

৩৮৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٦٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَسْعُوْدٍ -

৩৮৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে এবং তাঁরা উভয়ে যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে লায়স (র) থেকে ... ইব্‌ন রুমহের বর্ণনায় আবূ মাসঊদ (রা) থেকে প্রত্যক্ষ শ্রবণের উল্লেখ আছে।

٣٨٦٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ -

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিকৃষ্ট উপার্জন বেশ্যা বৃত্তির উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য আর রক্ত (শিংগা দ্বারা) মোক্ষণকারীর আয়।[১]

---

১. এর মধ্যে প্রথম দু'টির আয় হারাম এবং শেষোক্তটির আয় মাকরূহ।

٣٨٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ -

৩৮৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারের আয় নিকৃষ্ট এবং রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন নিকৃষ্ট।

٣٨٦٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাসীর (র) সূত্রে এ সনদে এই হাদীস উক্ত রূপে বর্ণনা করেন।

٣٨٦٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٧٠- حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ -

৩৮৭০. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)..... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) -এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।

٩- بَابُ الْاَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيْمِ اقْتِنَائِهَا اِلَّا لِصَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

৯. পরিচ্ছেদ : কুকুর হত্যার আদেশ ও তা রহিত হওয়ার বর্ণনা এবং শিকার করা অথবা ক্ষেত পাহারা বা জীবজন্তু পাহারা ও এ জাতীয় কোন কাজের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পালন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা

٣٨٧١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ -

৩৮৭১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে আদেশ করেছেন।

٣٨٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَاَرْسَلَ فِىْ اَقْطَارِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُقْتَلَ ـ

৩৮৭২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি মদীনার চারপাশে লোক প্রেরণ করলেন যে, কুকুর হত্যা করা হোক।

٣٨٧٣- وَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ اُمَيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَتَتَبَّعْتُ فِى الْمَدِيْنَةِ وَاَطْرَافِهَا فَلاَ نَدَعُ كَلْبًا اِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتّٰى اِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرِيَّةِ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا ـ

৩৮৭৩. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে হুকুম দিতেন। অতঃপর আমি মদীনার অভ্যন্তরে ও তার চারপাশের কুকুর ধাওয়া করতাম। আর কোন কুকুরই আমরা না মেরে ছেড়ে দিতাম না। এমন কি বেদুঈনদের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সাথে যে কুকুর থাকত তাও আমরা হত্যা করতাম।

٣٨٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِنَّ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ زَرْعًا ـ

৩৮৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করতে হুকুম দিয়েছেন। তবে শিকারী কুকুর, বকরী (পাহারা দানের কুকুর) অথবা অন্য জীবজন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত। এখন ইব্ন উমর (রা)-কে বলা হল যে, আবূ হুরায়রা (রা) তো ক্ষেত পাহারার কুকুরের কথাও বলে থাকেন। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর ক্ষেত আছে।

٣٨٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتّٰى اِنَّ الْمَرْاَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِى النُّقْطَتَيْنِ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ ـ

৩৮৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবূ খালাফ ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর

কোন বেদুঈন নারী কুকুরসহ আগমণ করলে আমরা তাও হত্যা করে ফেলতাম। পরে নবী ﷺ তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, চোখের উপর সাদা দুই টিকা বিশিষ্ট ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কুকুর তোমরা হত্যা কর, কেননা তা হল শয়তান।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَوَّنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ثُمَّ رَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ -

৩৮৭৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। পরে তিনি বলেছেন, এদের এবং কুকুরের কি অবস্থা হল! অতঃপর শিকারী কুকুর ও বকরীর (পাল পাহারার) ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেন।

٣٨٧٧- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْىَ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ يَحْىٰ وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ -

৩৮৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব , মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... শু'বা (র) থেকে উক্তরূপে বর্ণনা করেন এবং ইব্‌ন হাতিম ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলেন, "এবং তিনি অনুমতি দিয়েছেন বকরী (র পাল পাহারার), শিকারী এবং ক্ষেত্রে পাহারার কুকুরের ক্ষেত্রে।"

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৩৮৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা গৃহপালিত জীব জন্তু পাহারা দানের জন্যেও নয় কিংবা শিকার করার জন্যেও নয় তাহলে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত কমতে থাকবে।

٣٨٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৩৮৭৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গৃহপালিত পশুর পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে।

٣٨٨٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ ضَارِيَةٍ اَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ـ

৩৮৮০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জীবজন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে প্রতিদিন তার আমল থেকে দু'কিরাত করে কম হতে থাকবে।

٣٨٨١ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ـ

৩৮৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (রা)..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারার কুকুর বা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমে যাবে। আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, "কিংবা ক্ষেত পাহারার কুকুর"।

٣٨٨٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ ضَارِى اَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ ـ

৩৮৮২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... সালিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা গৃহপালিত পশু পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দু'কিরাত করে কমতে থাকবে। সালিম (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন-"কিংবা ক্ষেত পাহারার কুকুর "। আর তিনি ছিলেন ক্ষেতের মালিক।

٣٨٨٣ـ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كَلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ـ

৩৮৮৩. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র) .... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ঘরের মালিক জীবজন্তু পাহারার কুকুর বা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে প্রতিদিন তার আমল থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে।

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ -

৩৮৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .....ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষেত কিংবা বকরীর পাল পাহারার কুকুর অথবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর রাখবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে এক কিরাত করে কমতে থাকবে।

٣٨٨٥- وَحَدَّثَنِىْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَأَرْضٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ أَبِى الطَّاهِرِ وَلاَأَرْضٍ -

৩৮৮৫. আবূ তাহির ও হারমালা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা শিকারী কিংবা জীবজন্তু কিংবা জমি (ক্ষেত) পাহারার জন্যে নয়, তবে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে। আর আবূ তাহিরের বর্ণনায় "ক্ষেত পাহারার জন্যে" কথাটি নেই।

٣٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَذُكِرَ لاِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ -

৩৮৮৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারার অথবা শিকারী অথবা ক্ষেত পাহারার কুকুর ভিন্ন অন্য কুকুর রাখবে, তার সাওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমে যাবে।

যুহরী (র) বলেন, ইব্ন উমরের নিকট আবূ হুরায়রার কথাটি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আবূ হুরায়রার প্রতি রহমত করুন! তিনি ক্ষেত ফসলের মালিক ছিলেন।

٣٨٨٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ -

৩৮৮৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমতে থাকবে, তবে ক্ষেত পাহারার কিংবা জীবজন্তু পাহারার কুকুর ব্যতীত।

٣٨٨٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৮৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুনযির (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِيْ ابْنَ زِيَادٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَزِيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ -

৩৮৯০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর রাখবে যা শিকারী অথবা বকরীর পাল পাহারা দানের জন্য নয় তা হলে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কিরাত করে কমতে থাকবে।

٣٨٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ اَبِيْ زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوْءَةَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَا يُغْنِيْ عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ -

৩৮৯১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... সুফিয়ান ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন শানু'আহ গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করবে যা তাঁর ক্ষেতের বা জীবজন্তুর পাহারার কাজে লাগে না, তবে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কি'রাত পরিমাণ কমতে থাকে। রাবী বললেন, আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই মসজিদের মালিকের শপথ।

٣٨٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ اَخْبَرَنِىْ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ اَبِىْ زُهَيْرٍ الشَّنَئِىُّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র) ....সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাদের নিকট একবার সুফিয়ান ইব্ন আবূ যুহায়র আশ্-শানাঈ প্রতিনিধি হয়ে আগমন করেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উপরের অনুরূপ।

١٠- بَابُ حِلِّ اُجْرَةِ الْحِجَامَةِ -

১০. পরিচ্ছেদ : শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল

٣٨٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ اَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ اَوْ هُوَ مِنْ اَمْثَلِ دَوَائِكُمْ -

৩৮৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) ..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট শিংগাবৃত্তির উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা (নিজ শরীরে) লাগিয়েছেন। আবূ তায়বা (রা) তাকে শিংগা দিয়েছেন। তিনি তাকে দুই ﷺ খাদ্য বস্তু দেওয়ার আদেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে আলোচনা করলে তারা তার উপর ধার্যকৃত 'খারাজ' (দৈনিক প্রদেয় উপার্জন) কমিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন : তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিংগা তার মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) এটি তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।

٣٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِىُّ وَلَا تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ -

৩৮৯৪. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... হুমায়দ (র)- সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট শিংগা বৃত্তির মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। অতঃপর তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তাছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিংগা লাগানো এবং 'কুসতুল বাহরী'[১] ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। আর তোমরা তোমাদের শিশুদের সজোরে কণ্ঠনালী দাবিয়ে দিয়ে চিকিৎসা কর না (কষ্ট দিও না)।

১. এক প্রকারের কাষ্ঠ খণ্ড, (অগির কাঠ/জেষ্ঠ মধু) যা তৎকালীন ভারতবর্ষ হতে নীত হত ও শিশুদের গলার বেদনায় উহা ব্যবহার করা হত।

٣٨٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلاَمًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ مُدٍّ اَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيْبَتِهِ -

৩৮৯৫. আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খিরাশ (র) ..... হুমায়দ (র)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ আমাদের একজন শিংগাবৃত্তিজীবী গোলামকে ডেকে পাঠান। সে তাঁকে (শরীরে) শিংগা লাগায়। অতঃপর তিনি তাকে এক সা' অথবা এক মুদ বা বা দু' মুদ পরিমাণ মজুরী প্রদান করতে আদেশ করেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তার উপর থেকে দৈনিক প্রদেয় রূপে ধার্যকৃত পরিমাণ হ্রাস করে দেয়া হয়।

٣٨٩٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ -

৩৮৯৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার মজুরী প্রদান করেছেন এবং তিনি নাকে ঔষধ (ফোঁটা) ঢেলে ব্যবহার করেছেন।

٣٨٩٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِيْ بَيَاضَةَ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ اَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৩৮৯৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ বায়াদা এর একটি গোলাম নবী ﷺ-কে শিংগা লাগায়। নবী ﷺ তাকে মজুরী প্রদান করেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করেন। এত সে (মালিক) তার উপর থেকে ধার্যকৃত দৈনিক মজুরীর হার হ্রাস করে দেয়। যদি তা হারাম হতো তা হলে নবী ﷺ তাকে দিতেন না।

١١- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

১১. পরিচ্ছেদ : মদ বিক্রি করা হারাম

٣٨٩٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى اَبُوْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللّٰهَ سَيُنْزِلُ فِيْهَا اَمْرًا فَمَنْ

كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِىْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَسَفَكُوْهَا ـ

৩৮৯৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারিরী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মদীনায় খুত্‌বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা মদের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত (নিষেধাজ্ঞার) দিচ্ছেন। হয়তো এ ব্যাপারে তিনি শীঘ্রই কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করবেন। সুতরাং কারো নিকট এর কিছু থাকলে সে যেন তা বিক্রি করে দেয় এবং কাজে লাগায়। রাবী বলেন, অল্প কয়েক দিন পরেই নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌঁছবে এবং তার নিকট এর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রি না করে। রাবী বলেন, তখন যাদের নিকট তা ছিল, তা নিয়ে তারা মদীনার রাস্তায় নেমে আসল এবং ঢেলে দিল।

٣٨٩٩ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ اَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِىِّ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَجُلاً اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لاَ فَسَارَّ اِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ اَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتّٰى ذَهَبَ مَا فِيْهَا ـ

৩৮৯৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ তাহির (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়ালা আস-সাবাঈ মিসরী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আঙ্গুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক মশক শরাব (মদ) হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে গোপনে কী বললে? সে বলল, আমি তাকে তা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন। তিনি এর বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, এরপর সে মশ্‌কের মুখ খুলে দিল এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল।

٣٩٠٠ـ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৯০০. আবূ তাহির (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٠١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهٰى عَنِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ -

৩৯০১. যুহায়র ইব্ন হারব্ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে আসেন এবং তা লোকদের পড়ে শোনান। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

٣٩٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَتْ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ -

৩৯০২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের দিকে বের হয়ে আসেন এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

١٢- بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ

১২. পরিচ্ছেদ : মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম

٣٩٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ -

৩৯০৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল! মৃতজন্তুর চর্বি সম্পর্কে নির্দেশ কি? কেননা এ দ্বারা নৌকায় প্রলেপ লাগান হয়, চামড়ায় মালিশ করা হয় এবং মানুষ ইহা দ্বারা আলো (প্রদীপ) জ্বালায়। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তা হারাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ ইয়াহূদী জাতিকে ধ্বংস করুন, যখন আল্লাহ্ তাদের উপর (মৃত পশুর) চর্বি হারাম করেন আর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করেছে এবং তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

٣٩٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِىْ اَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ -

৩৯০৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর লায়ছের হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٣٩٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا -

৩৯০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল যে, সামুরা (রা) মদ বিক্রি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ সামুরার সর্বনাশ করুক। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ ইয়াহূদী জাতির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (এ কারণে যে) তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। এরপর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

٣٩٠٦- حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯০৬. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত রূপ বর্ণিত।

٣٩٠٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا -

৩৯০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন! তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন, তারপর তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

٣٩٠٨- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوْهُ وَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ -

৩৯০৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হল, তারপর তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

١٣- بَابُ الرِّبَا

১৩. পরিচ্ছেদ : সুদ

٣٩٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ -

৩৯০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, তার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশি করো না। আর রূপার বিনিময় রূপা সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করো না এবং তার এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা বেশি করো না। আর এ গুলোর কোনটিকেই নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।

٣٩١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ لَيْثٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَخْبَرَنِيْ اَنَّكَ تُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَاَشَارَ اَبُوْ سَعِيْدٍ بِاِصْبَعَيْهِ اِلَى عَيْنَيْهِ وَاُذُنَيْهِ فَقَالَ اَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ اُذُنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ اِلاَّ يَدًا بِيَدٍ -



৩৯১০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... নাফি' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, লায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলল যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন : কুতায়বার বর্ণনা অনুযায়ী এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নাফি' (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। আর ইব্‌ন রুমহ্'র বর্ণনা মতে নাফি' (র) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রা) চলে গেলেন এবং আমিও লায়সী গোত্রের লোকটি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি (আবদুল্লাহ্ (রা) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে পৌঁছে বললেন, এ (লায়সী) লোকটি আমাকে জানিয়েছে যে, আপনি এ হাদীস অবহিত করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার বিনিময়ে রূপা সমতার পরিমাণ ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তদ্রূপ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণের সমতা ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন আবূ সাঈদ (রা) তার আঙ্গুলি দ্বারা তাঁর দুই চোখ ও দুই কানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার দুই চোখ দেখেছে ও দুই কান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছে যে, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না, সমান সমান পরিমাণ ব্যতীত। আর তোমরা এর এক অংশকে অন্য অংশ অপেক্ষা বেশি করো না এবং হাতে হাতে ব্যতীত নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।

٣٩١١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৯১১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ -থেকে নাফি' (রা) থেকে লায়স (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٩١٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ -

৩৯১২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ওযন ও পরিমাণ সমান সমান হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না।

٣٩١٣- حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ اَبِىْ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ -

৩৯১৩. আবূ তাহির, হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা এক দীনার দুই দীনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না।

٣٩١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ اَقُوْلُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا اِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ اَوْ لَتَرُدَّنَّ اِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ -

৩৯১৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুমহ্ (র) ..... মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা বলতে বলতে অগ্রসর হলাম যে, কে আছে যে দিরহাম বিনিময় (কেনা-বেচা) করতে পারে? তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) যিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নিকটে ছিলেন– তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদেরকে দেখাও এবং তুমি পরে এসো। আমাদের খাদিম যখন আসবে তখন তোমার রৌপ্য দিয়ে দিব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ কখনও নয়; আল্লাহ্র শপথ, হয় তুমি তার দিরহাম এখনই প্রদান কর অন্যথায় তার স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দাও। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ (হাতে হাতে বিক্রি) না হলে সুদ হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে (বিক্রি) না হলে সুদ হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ না হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদই (বিক্রি) না হলে সূদে পরিণত হবে।

٣٩١٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৩৯১৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক (র) ..... যুহ্রী (র) থেকে উক্ত সনদে (উক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে)।

٣٩١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ اَبُوْ الْاَشْعَثِ قَالَ قَالُوْا اَبُو الْاَشْعَثِ قُلْتُ اَبُو الْاَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ اَخَانَا حَدِيْثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَكَانَ فِيْمَا غَنِمْنَا اٰنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَاَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً اَنْ يَبِيْعَهَا فِىْ اَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ اِنِّىْ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ الاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى فَرَدَّ النَّاسُ مَا اَخَذُوْا فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ اَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَادِيْثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَاَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ اَوْ قَالَ وَاِنْ رَغِمَ مَا اُبَالِىْ اَنْ لاَ اَصْحَبَهُ فِىْ جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا اَوْ نَحْوَهُ ـ

৩৯১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র) ..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, শামে সিরিয়ায় এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তথায় মুসলিম ইব্ন ইয়াসার (রা)ও ছিলেন। এমন সময় আবুল আশ'আহ আগমন করলেন। তাঁরা বলল, আবুল আশ'আহ, আমি বললাম,আবুল আশ'আহ (এসেছেন)। অতঃপর তিনি বসলেন: আমি তাঁকে বললাম, আমাদের ভাইদের নিকট উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর হাদীসটি শোনান। তিনি বললেন, আচ্ছা; আমরা একবার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। মু'আবিয়া (রা) ছিলেন সেনাপতি। প্রচুর পরিমাণ গনীমত আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের এই গনীমতের মধ্যে রূপার এটা পাত্রও ছিল। মু'আবিয়া (রা) সেটি লোকদের বেতন–ভাতার বিনিময়ে বিক্রি করার জন্যে একজনকে আদেশ করেন। লোকজন এ ব্যাপারে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করল। উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি (ভাষণে) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নিষেধ করতে শুনেছি– স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করতে, পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ ব্যতিরেকে। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের কাজ কারবার করল। এরপর লোকজন যা কিছু নিয়েছিল তা ফেরত দিল। মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, মানুষের একি আবস্থা হল, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেন যা আমরা তাঁর থেকে শুনিনি অথচ আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতাম এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতাম। এরপর উবাদা (রা) দাঁড়ালেন এবং বর্ণনার পুনারাবৃত্তি করে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব, যদিও মু'আবিয়া (রা) তা অপসন্দ করেন অথবা বলেছেন যে, যদিও মু'আবিয়া তাতে অপমাণিত বোধ করেন। আমি পরোয়া করি না যে, তাঁর বাহিনীতে এক কালো রাত না থাকি। হাম্মাদ (র) বলেন, তিনি এ কথাই বলেছেন কিংবা এর অনুরূপ কিছু।

٣٩١٧ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৩৯১৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র) ...... আয়্যূব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩١٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ

قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ـ

৩৯১৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুআন নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবন লবনের বিনিময়ে সমান সমান সমপরিমাণ ও হাতে হাতে হত (নগদ) হবে। অবশ্য এই দ্রব্যগুলো যদি একটা অপরটার সাথে বিনিময় হয় (অর্থাৎ পণ্য এক জাতীয় না হয়) তোমরা যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়।

٣٩١٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبَى الاٰخِذُ وَالْمُعْطِىُ فِيْهِ سَوَاءٌ ـ

৩৯১৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে। এরপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রদান করে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তবে তা সূদে পরিণত হবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে সমপর্যায়ভুক্ত হবে।

٣٩٢٠ـ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبْعِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ـ

৩৯২০. আমরুআন নাকিদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান হতে হবে। অতঃপর উপরের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٢١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَوَاصِلُ ابْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبَى اِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ اَلْوَانُهُ ـ

৩৯২১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ও ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব ও লবণের বিনিময়ে লবণ সম পরিমাণ ও হাতে হাতে হতে হবে। কেউ যদি বেশি দেয় বা বেশি নেয় তবে সুদ হবে। তবে যদি এর প্রকার (পণ্য) পরিবর্তন হয়। (তবে কম বেশি জায়েয হবে)।

٣٩٢٢- حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ -

৩৯২২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ফুযায়ল ইব্‌ন গায্‌ওয়ান (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত। তবে তিনি "হাতে হাতে" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

٣٩٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا -

৩৯২৩. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমওযনে ও সমপরিমাণে এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমওযনে ও সমপরিমাণ (সমান সমান) করতে হবে। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে, তা সূদ হবে।

٣٩٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ تَمِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا -

৩৯২৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার, উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশি হতে পারবে না এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশি হতে পারবে না।

٣٩٢٥- حَدَّثَنِيْهِ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ اَبِىْ تَمِيْمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯২৫. আবূ তাহির (র) ...... মূসা ইব্‌ন আবূ তামীম (র) এর সনদে উপরোক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِىْ وَرِقًا بِنَسِيْئَةٍ اِلَى الْمَوْسِمِ اَوْ اِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ اِلَىَّ فَاَخْبَرَنِىْ فَقُلْتُ هٰذَا اَمْرٌ

لاَ يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِى السُّوْقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ فَاَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَبِيْعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسْيِئَةً فَهُوَ رِبًا وَأْتِ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّىْ فَاَتَيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

৩৯২৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) ..... আবুল মিনহাল (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক শরীক মওসূম পর্যন্ত বা হজ্জ পর্যন্ত কিছু রূপা বাকীতে বিক্রি করে। অতঃপর সে আমার কাছে আসে এবং আমাকে জানায়। আমি বললাম, এ কাজটি ঠিক হয় নি। সে বলল, আমি তা বাজারের মধ্যে বিক্রি করেছি এবং কেউ আমাকে এ থেকে নিষেধ করে নি। এরপর আমি বারা ইব্ন আযিব (রা) নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমরা এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তিনি বললেন, যদি নগদ নগদ হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই, আর যদি বাকীতে হয় তবে সুদ হবে। তুমি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর নিকট যাও, যেহেতু তিনি আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন।

٣٩٢٧ـ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَهُوَ اَعْلَمُ فَسَاَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَاِنَّهُ اَعْلَمُ ثُمَّ قَالاَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا ـ

৩৯২৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র) ..... আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে সারফ্ (মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যায়েদ ইব্ন আরকামকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তিনি অধিক বিজ্ঞলোক। সুতরাং আমি যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন বারা (রা) কে জিজ্ঞাসা কর। তিনি অধিক বিজ্ঞ, আর দু'জনেই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٨ـ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَشْتَرِىَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِىَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ ـ

৩৯২৮. আবূর রাবী আতাকী (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ও স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে নিষেধ করেছেন এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন, যে ভাবে (পরিমাণ কম বেশি করে) আমরা চাই এবং রৌপের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় করতে যেরূপে আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। যে বলল, হাতে হাতে? তিনি বললেন, এরূপই আমি শুনেছি।

٣٩٢٩- حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৯২৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, অতঃপর উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٣٠- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِىَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِىْ فِى الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ -

৩৯৩০. আবূ তাহির, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ..... ফাযালা ইব্‌ন উবাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরে আবস্থানকালে তাঁর নিকট গনীমতের একটা হার উপস্থিত করা হয়। তাতে পুঁতি ও স্বর্ণ লাগান ছিল। হারটি বিক্রি হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারের সাথে লাগান স্বর্ণের ব্যাপারে আদেশ দান করেন। অতঃপর তা তুলে আলাদা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওযনে বিক্রি করতে হবে।

٣٩٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ اَبِىْ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ -

৩৯৩১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার দিবসে বার দীনার এর বিনিময়ে একটি হার ক্রয় করি। তাতে স্বর্ণ ও পুঁতি ছিল। এরপর আমি তা আলাদা করলাম এবং বার দীনারের চেয়ে অধিক পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে বিষয়টি আমি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, (স্বর্ণ) আলাদা না করে বিক্রি করা যাবে না।

٣٩٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯৩২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে উক্ত সনদে উক্ত রূপ বর্ণিত।

٣٩٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْجُلاَحِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ حَنَشُ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُوْدَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّيْنَارَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ -

৩৯৩৩. কুতায়বা (র) ..... ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। ইয়াহূদীদের সাথে এক উকিয়া স্বর্ণ দুই বা তিন দীনারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : স্বর্ণের সম ওযন ব্যতিরেকে বিক্রি করো না।

٣٩٣٤- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَعَافِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا اَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ اَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشٍ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِيْ غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِيْ وَلاَصْحَابِيْ قِلاَدَةٌ فِيْهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهَا فَسَاَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِيْ كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِيْ كِفَّةٍ ثُمَّ لاَ تَاْخُذَنَّ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَاْخُذَنَّ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ -

৩৯৩৪. আবূ তাহির (র) ..... হানাশ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে ফাযালা ইব্‌ন উবায়দের সঙ্গে ছিলাম। আমার ও আমার সাথীদের অংশে একটি হার আসে যার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও জাওহার (মুক্তা) খচিত ছিল। আমি তা খরিদ করে রাখতে ইচ্ছা করলাম। তাই ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এর স্বর্ণ আলাদা করে এক পাল্লায় রাখ আর তোমার স্বর্ণ অন্য পাল্লায় রাখ এবং সমপরিমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন সমপরিমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ না করে।

٣٩٣٥- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِبِهِ شَعِيْرًا فَذَهَبَ الْغُلاَمُ فَاَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا اَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَاْخُذَنَّ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَاِنِّيْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرَ قِيْلَ لَهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُضَارِعَ -

৩৯৩৫. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও আবূ তাহির (র) ..... মা'মার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সা' গমসহ তার গোলামকে পাঠিয়ে দেন এবং বলে দেন যে, তা বিক্রি করে তা দিয়ে যব কিনে আন। গোলাম চলে যায়

এবং এক সা' ও সা'য়ের কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করে। যখন সে মা'মার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল এবং যখন তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলো তখন মা'মার (র) তাকে বললেন, তুমি এরূপ কেন করেছ? পুনরায় যাও ও তাকে ফেরৎ দাও, সমপরিমাণ ব্যতীত কিছুতেই গ্রহণ করবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান হতে হবে। আর ঐ সময়ে যব ছিল আমাদের খাদ্য। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল এবং তো ওটার অনুরূপ নয় (ভিন্ন পণ্য)। তিনি বললেন, অনুরূপ হওয়ার আশংকাবোধ করছি।

٣٩٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَخَابَنِىْ عَدِيٍّ الْاَنْصَارِىَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلٰى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ اَوْ بِيْعُوْا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيْزَانُ -

৩৯৩৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, আনসারদের আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারে আমিল (তহশীলদার) নিযুক্ত করেন। সে উন্নত জাতের খেজুর নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সমস্ত খেজুরেই কি এই ধরনের? সে বলল, না; আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মিশ্রিত খেজুরের দুই সা'-এর বিনিময়ে-এর এক সা' খরিদ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ করো না, বরং সমান সমানভাবে করে অথবা একটা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে অন্যটা খরিদ করবে, অনুরূপভাবে ওযনের ক্ষেত্রেও।

٣٩٣٧- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا -

৩৯৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বরের আমিল নিযুক্ত করেন। সে উন্নতমাণের খেজুর নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : খায়বারের সমস্ত খেজুর কি এই ধরনের? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, এরূপ নয়। আমরা এই শ্রেণীর এক সা' দুই সা'র বিনিময়ে এবং দুই সা' তিন সা'র বিনিময়ে খরিদ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ করো না। মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো। তারপর দিরহামের বিনিময়ে উন্নতমানের খরিদ করো।

٣٩٣٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ جَاءَ بِلاَلٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا فَقَالَ بِلاَلٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِئٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اَشْتَرِبِهِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِيْ حَدِيْثِهِ عِنْدَ ذٰلِكَ -

৩৯৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহল তামীমী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বারনী' জাতীয় খেজুর নিয়ে বিলাল (রা) আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোত্থেকে এনেছ? বিলাল (রা) বলল, আমাদের নিকট নিম্ন শ্রেণীর খেজুর ছিল আমি তা থেকে দু'সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি, নবী ﷺ-কে খাওয়ানোর জন্যে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন : ওহ্হো (হায় আফসোস!) এতো প্রত্যক্ষ সুদ, এরূপ করো না, বরং যখন তুমি খেজুর ক্রয় করতে চাও, তখন এটাকে বিক্রি কর, তারপর এর মূল্য দ্বারা খরিদ করো। ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) তাঁর বর্ণনায় عِنْدَ ذٰلِكَ 'তখন' শব্দটি উল্লেখ করেন নিই।

٣٩٣٩- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِيْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هٰذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الرِّبَا فَرُدُّوْهُ ثُمَّ بِيْعُوْا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوْا لَنَا مِنْ هٰذَا -

৩৯৩৯. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু খেজুর আনা হয়। তিনি বললেন, আমাদের খেজুরে এ খেজুর কী রূপে এলো? এ খেজুর তো খুবই উত্তম। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের দু'সা' খেজুর এর এক সা' এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ তো সুদ। এ ফেরৎ দাও, তারপর আমাদের খেজুর বিক্রি কর এবং এই জাতীয় খেজুর আমাদের জন্যে খরিদ কর।

٣٩٤٠- حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ -

৩৯৪০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলে সাদাকা রূপে) সংগৃহীত খেজুর আমাদের দেওয়া হত আর তা হচ্ছে মিশ্রিত খেজুর। আমরা এর দু'সা' এক সা'র বিনিময়ে বিক্রি করতাম, এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। তিনি বললেন, দু'সা' খেজুর এক সা'র বিনিময়ে, দু'সা' গম এক সা'র বিনিময়ে এবং দু' দিরহাম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নয়।

٣٩٤١- حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلاَبَأْسَ بِهِ فَاَخْبَرْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ اَوْ قَالَ ذٰلِكَ اِنَّا سَنَكْتُبُ اِلَيْهِ فَلاَ يُفْتِيكُمُوْهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَاَنْكَرَهُ فَقَالَ كَاَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ اَرْضِنَا قَالَ كَانَ فِىْ تَمْرِ اَرْضِنَا اَوْ فِىْ تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَاَخَذْتُ هٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ اَضْعَفْتَ اَرْبَيْتَ لاَ تَقْرَبَنَّ هٰذَا اِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِىْ تُرِيْدُ مِنَ التَّمْرِ -

৩৯৪১. আমরু আন-নাকিদ (র) ..... আবূ নাদরা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে 'সারফ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, নগদ নগদ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এতে কোন আপত্তি নেই। অতঃপর আমি সাঈদকে জানালাম এবং বললাম, আমি ইব্ন আব্বাসের নিকট সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, নগদ নগদ? আমি বলেছি, হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, কোন অসুবিধা (অবৈধতা) নেই। অথবা এ ধরনের কিছু বলেছেন, তিনি (যায়দ রা) আমি শ্রীঘ্রই তাকে লিখে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি আর তোমাদেরকে এ ফাত্ওয়া দিবেন না। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন কর্মচারী কিছু খেজুর নিয়ে আসে। তিনি ﷺ তা ভিন্ন প্রকার দেখে বললেন, মনে হচ্ছে এ খেজুর আমাদের দেশের খেজুর নয়। সে বলল, আমাদের দেশের খেজুরর মধ্যে অথবা আমাদের এ বছরের খেজুরের মধ্যে কিছুটা সমস্যা ছিল। সুতরাং আমি এটা গ্রহণ করেছি এবং (বিনিময়ে) কিছু বাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, বেশি দিয়েছ তো সুদ প্রদান করেছ, এর কাছেও যেয়ো না। যখন তোমার খেজুরের মধ্যে কোন সমস্যা (খেজুর খারাপ) পরিলক্ষিত হবে তখন তা বিক্রি করে দিবে, পরে যে খেজুর পছন্দ করো তা খরিদ করবে।

٣٩٤٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَابِهِ بَأْسًا فَاِنِّىْ لَقَاعِدٌ عِنْدَ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَازَادَ فَهُوَ رِبًا فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنّٰى لَكَ هٰذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هٰذَا الصَّاعَ فَاِنَّ سِعْرَ هٰذَا فِى

السُّوْقِ كَذَا وَسِعْرَ هٰذَا كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكَ اَرْبَيْتَ اِذَا اَرَدْتَ ذٰلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اَشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ اَىَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ اَحَقُّ اَنْ يَكُوْنَ رِبًا اَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِىْ وَلَمْ اٰتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِى اَبُو الصَّهْبَاءِ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ ـ

৩৯৪২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ নাদরা (রা)-এ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট সারফ্ (মুদ্রা ও স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তারা এতে কোন দোষ মনে করেন নি। পরবর্তীকালে একবার আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার নিকট সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যা অতিরিক্ত হবে তা সুদ। কিন্তু তাদের দু'জনের মতের কারণে আমি এর প্রতিবাদ করলাম। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছি তাই তোমার কাছে বর্ণনা করছি। একদিন তাঁর নিকট তার খেজুরের বাগানের দায়িত্বশীল এক সা' উৎকৃষ্ট খেজুর নিয়ে আসে। নবী ﷺ-এর খেজুর সাধারণ শ্রেণীর ছিল। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ তুমি কোথায় পেলে? সে বলল, আমি দু'সা' নিয়ে (বাজারে) যাই এবং তার বিনিময়ে এই এক সা' ক্রয় করি। কেননা বাজারে এটার মূল্য এতো এবং ওটার মূল্য এতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার মন্দ কপাল!, তুমি সুদের কারবার করেছ। যখন তুমি এরূপ করতে ইচ্ছা, তখন তোমার খেজুর কোন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। পরে তোমার যে পণ্যের বিনিময়ে যে প্রকার খেজুর চাও কিনে নিবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সুদ হওয়ার বিষয়টি অধিক প্রজোয্য নাকি রৌপ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত রৌপ্য সুদ হওয়ার বিষয়টি। রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসেছি এবং তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন। আর আমি ইব্‌ন আব্বাসের কাছে যায় নি। রাবী বলেন, আবুস সাহ্‌বা (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কায় এ ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাসের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি তা অপসন্দ করেছেন।

٣٩٤٣ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلاً بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبَى فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ غَيْرَ هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَرَأَيْتَ هٰذَا الَّذِىْ تَقُوْلُ اَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَجِدْهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ ـ

৩৯৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম সমান সমান হতে হবে। যে অধিক

দিবে বা অধিক নিবে সে সুদের লেনদেন করল। আমি তাকে বললাম, ইব্ন আব্বাস (রা) তো অন্য কিছু বলে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি এই যা বলছেন, তা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন, না কি আল্লাহ্র কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তা শুনি নি এবং আল্লাহ্র কিতাবেও পাইনি বরং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : সুদ হয় বাকী বিক্রয়ে।

٣٩٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُوا النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاَخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ -

৩৯৪৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুআন নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) জানিয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : সুদ কেবল বাকীতে (বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) হয়।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُفَّانُ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَرِبَا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ -

৩৯৪৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও মাহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নগদ বিক্রিতে সুদ নেই।

٣٩٤٦- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِقْلٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ لَقِىَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِى الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلاَّ لاَ اَقُوْلُ اَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِهِ وَاَمَّا كِتَابُ اللّٰهِ فَلاَ اَعْلَمُهُ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ -

৩৯৪৬. হাকাম ইব্ন মূসা (র) ..... আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন, 'সারফ্' সম্পর্কে আপনার যে মত, তা কি এমন কিছু আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন, না কি আল্লাহ্র কুরআনে পেয়েছেন? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, কোনটিই আমি বলছি না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তথা হাদীস) সম্পর্কে তো আপনারা অধিক অবগত এবং আল্লাহ্র কিতাবেও তা আমি জানি না। বরং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আমর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সুদ বাকীতেই হয়।

١٤- بَابُ لَعْنِ اكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : সুদখোর ও সুদদাতার প্রতি অভিসম্পাত

٣٩٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكٌ اِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ اِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا -

৩৯৪৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদখোর প্রতিও সুদ প্রদানকারীকে লা'নত করেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম : এর লেখকের প্রতি ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রতিও। তিনি বললেন, আমরা কেবল তাই বর্ণনা করি যা আমরা শুনেছি।

٣٩٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -

৩৯৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ, যুহায়র ইব্‌ন হারব্ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন, সুদ গ্রহীতার উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান।

١٥- بَابُ اَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

১৫. পরিচ্ছেদ : হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক সবকিছু বর্জন করা

٣٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاَهْوَى النُّعْمَانُ بِاِصْبَعَيْهِ اِلٰى اُذُنَيْهِ اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ -

৩৯৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র হামদানী (র) ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি ঃ (অর্থাৎ তিনি বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন ঃ এ সময় নু'মান তাঁর

দুই আংগুল দ্বারা কানের দিকে ইঙ্গিত করেন, (নিশ্চয়) হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এ সব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকবে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখবে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত (শরকরী) চারণভূমির আশ-পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার অভ্যন্তরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান! আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এক টুক্‌রা গোশ্‌ত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হল 'কাল্‌ব' (হৃদয়)।

٣٩٥٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শাইবা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... যাকারিয়্যা (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٥١- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَاَبِىْ فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ زَكَرِيَّاءَ اَتَمُّ مِنْ حَدِيْثِهِمْ وَاَكْثَرُ -

৩৯৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও কুতায়বা (র) ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য যাকারিয়্যা (র) বর্ণিত হাদীস তাদের হাদীস থেকে পরিপূর্ণ ও অধিক বর্ণনা সম্পন্ন।

٣٩٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيْرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اِلَى قَوْلِهِ يُوْشِكُ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ -

৩৯৫২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত– যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী। তিনি হিম্‌সে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। অতঃপর তিনি শা'বী (র) থেকে যাকারিয়্যা (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন তার উক্তি ঃ "উহার অভ্যন্তরে চলে যাওয়ার আশকা রয়েছে" পর্যন্ত।

١٥- بَابُ بَيْعِ الْبَعِيْرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوْبِهِ

১৫. পরিচ্ছেদ : উট বিক্রি করা ও (বিক্রেতা) তাতে আরোহণের শর্ত করা

٣٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْيَا فَاَرَادَ اَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِى النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِيْ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ اِلٰى اَهْلِيْ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاَرْسَلَ فِيْ اَثَرِيْ فَقَالَ اَتُرَانِيْ مَا كَسْتُكَ لاٰخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ -

৩৯৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার উটের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করছিলেন যেটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি উটটি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন, এরপর আমার সাথে নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার জন্য দু'আ করেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন। এরপর উট এমনভাবে চলতে থাকে যে, তেমন আর কখনও চলে নি। তিনি বলেন, এটি আমার নিকট এক "উকিয়ার" বিনিময়ে বিক্রি কর। আমি বললাম, না। তিনি পুনরায় বললেন, আমার নিকট এটাকে বিক্রি করে দাও। অতঃপর আমি এক উকিয়ার বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলাম এবং আমার বাড়ি পর্যন্ত তাতে আরোহণ করার শর্ত করলাম। যখন আমি (মদীনায়) পৌঁছলাম তখন তাঁর নিকট উট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে তার মূল্য পরিশোধ করলেন। পরে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি কি তোমার উট নেওয়ার জন্য মূল্য কম বলেছিলাম ? তোমার উট এবং তোমার দিরহাম নিয়ে যাও। তা তোমার জন্যই।

٣٩٥٤- وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِىْ ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৯৫৪. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٥٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَلاَحَقَ بِيْ وَتَحْتِيْ نَاضِحٌ لِيْ قَدْ اَعْيَا وَلاَ يَكَادُ يَسِيْرُ قَالَ فَقَالَ لِيْ مَا لِبَعِيْرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيْلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَالَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْاِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ قَالَ فَقَالَ لِيْ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ اَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيْعُنِيْهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ عَلٰى اَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتّٰى اَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ

حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِى خَالِى فَسَأَلَنِى عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِى فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِى حِيْنَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُوُفِّيَ وَالِدِىْ اَوِسْتُشْهِدَ وَلِىْ اَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ اِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِى ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ -

৩৯৫৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গমন করি। পথিমধ্যে তিনি আমাকে পেয়ে বললেন, আমি একটি মন্থরগতির উটের পিঠে চলছিলাম, যে চলতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। তিনি আমাকে বললেন : তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, অসুখ হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পশ্চাতে গেলেন এবং উটকে ধমক দিলেন ও দু'আ করলেন। এরপর তা সকল উটের অগ্রভাবে চলতে থাকে। তিনি বললেন, এখন তোমার উটের অবস্থা কি? আমি বললাম, ভালই; আপনার বরকতের পরশ লেগেছে। তিনি বললেন, এটা আমার নিকট বিক্রি করবে কি? আমি লজ্জিত হলাম। কারণ ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন পানি বহনকারী উট ছিল না। অবশেষে বললাম, হাঁ। সুতরাং তাঁর নিকট ইহা এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পর্যন্ত তার পিঠ আমার অধিকারে থাকবে। তিনি বললেন, এরপর আমি আরয করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সদ্য বিবাহিত। তাই আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং অন্যান্য লোকের আগেই আমি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। যখন শেষ সীমায় পৌঁছলাম তখন আমার মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমার কাছে উটের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সে সব কথা জানালাম যা এ ব্যাপারে আমি করেছি। তিনি এ জন্যে আমাকে তিরস্কার করলেন। জাবির (রা) বললেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কুমারী না পূর্ব বিবাহিতা বিবাহ করেছ? বললাম, আমি পূর্ব বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, কেন কুমারী বিবাহ কর নাই? যার সাথে তুমি আমোদ প্রমোদ করতে আর সে ও তোমার সাথে আমোদ প্রমোদ করত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রেখে আমার পিতা ইন্তিকাল করেন অথবা (বলেন) শাহাদাত বরণ করেন। তাই আমি অপসন্দ করি তাদের নিকট তাদেরই অনুরূপ আর একজনকে বিবাহ করে আনতে যে তাদের সুশিক্ষা দিতে ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। এ কারণে আমি পূর্ব বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি, যাতে সে তাদের লালন পালন করে ও সুশিক্ষা দিতে পারে। জাবির (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পৌঁছলেন, আমি প্রত্যূষে উটসহ তাঁর নিকট হাযির হলাম। তিনি তার মূল্য আমাকে প্রদান করেন এবং উটও ফেরত দেন।

٣٩٥٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَلَّ جَمَلِى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِىْ بِعْنِى جَمَلَكَ هٰذَا قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لاَ بَلْ بِعْنِيْهِ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَبَلْ بِعْنِيْهِ قَالَ قُلْتُ فَاِنَّ لِرَجُلٍ عَلَىَّ اُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قَدْ اَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلاَلٍ اَعْطِهِ اُوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ قَالَ فَاَعْطَانِىْ اُوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِىْ قِيْرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ تُفَارِقُنِىْ زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ فِىْ كِيْسٍ لِىْ فَاَخَذَهُ اَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ـ

৩৯৫৬. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাগমন করি। আমার উট অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পূর্ণ ঘটনাসহ তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ বর্ণনায় আছে যে. তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট তোমার এ উট বিক্রি কর। আমি বললাম, না বরং এটা (বিনামূল্যে) আপনারই। তিনি বললেন, না বরং আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, না বরং এটা আপনারই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন না, বরং এটা আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, তাহলে আমার কাছে এক ব্যক্তির এক উকিয়া স্বর্ণ পাওনা আছে তার বিনিময়ে এটা আপনার। তিনি বললেন, আমি এটা গ্রহণ করলাম। তুমি এতে আরোহণ করে মদীনা পর্যন্ত যেতে পারবে। জাবির (রা) বললেন, যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলালকে বললেন, একে এক উকিয়া স্বর্ণ দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দাও। অতঃপর তিনি আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ দিলেন এবং এক কীরাত অতিরিক্ত দিলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদত্ত (বরকতময়) অতিরিক্ত টুকু কখনও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। রাবী বলেন, অতঃপর তা আমার নিকট একটি থলির মধ্যে থাকত। হার্‌রা (দুর্যোগের) ঘটনায় সিরীয়রা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

٣٩٥٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِىْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَنَخَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِىْ ارْكَبْ بِاسْمِ اللّٰهِ وَزَادَ اَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِىْ وَيَقُوْلُ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ ـ

৩৯৫৭. আবূ কামিল জাহদারী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উট পিছনে থেকে যায় এবং ..... হাদীসটি পূর্ণ বর্ণনা করেন। আর তার মধ্যে বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটটিকে খোঁচা দিলেন। আরেজা বলেন .. সর্বদা আমাকে বাড়িয়ে দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন 'আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন'।

٣٩٥٨ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اَتَى عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ اَعْيَا بَعِيْرِىْ قَالَ فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَحْبِسُ خِطَامَهُ لاَسْمَعَ حَدِيْثَهُ فَمَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ بِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ اَوَاقٍ قَالَ قُلْتُ اَنَّ

لِیْ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ اَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِىْ وُقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِىْ -

৩৯৫৮. আবূর রাবী আতাকী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার নিকট নবী ﷺ আসলেন তখন আমার উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, তিনি উটটিকে খোঁচা দিলেন। এতে সে দৌড়াতে আরম্ভ করল। পরে আমি তাঁর কথা শোনার জন্যে, তার লাগাম টেনে রাখছিলাম, কিন্তু তা আমি পেরে উঠছিলাম না। অবশেষে নবী ﷺ আমার সহিত মিলিত হন এবং বলেন, আমার নিকট একে বিক্রি কর। সেটি পাঁচ উকিয়ার বিনিময়ে আমি বিক্রি করি। জাবির (রা) বলেন, আমি এই শর্ত করলাম যে, মদীনা পর্যন্ত আমি এতে আরোহণ করব। তিনি বলেন, মদীনা পর্যন্ত তুমি আরোহণ করতে পারবে। জাবির (রা) বলেন, যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম তখন উটসহ আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে আরো এক উকিয়া অতিরিক্ত দেন এবং পরে উটটিও আমাকে দান করে দেন।

٣٩٥٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ اَظُنُّهُ قَالَ غَازِيًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ يَاجَابِرُ اَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ -

৩৯৫৯. উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম 'আম্মী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক সফরে তার সফর সঙ্গী ছিলাম। রাবী বলেন, আমার বিশ্বাস তিনি জিহাদের সফরের কথা বলেছেন এবং পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, তিনি বললেন : হে জাবির! তুমি পূর্ণ মূল্য বুঝে পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য তোমার, উটও তোমার; মূল্য তোমার, উটও তোমার।

٣٩٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اشْتَرٰى مِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ اَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِىْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ فَاَرْجَحَ لِىْ -

৩৯৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার থেকে একটি উট দুই উকিয়া ও এক দিরহাম বা দুই দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন। যখন তিনি সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যবাহ্ করার জন্যে আদেশ করেন। সুতরাং তা যবাহ্ করা হল। তারা সকলেই তা খেলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছেন তখন আমাকে মসজিদে আসার ও দু'রাক'আত সালাত আদায়ের হুকুম করেন। তিনি আমাকে উটের মূল্য ওযন করে দেন এবং কিছু বেশি দেন।

٣٩٦١- حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّىْ بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا -

৩৯৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ সম্পর্কে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। অবশ্য এতে তিনি বলেন যে, তিনি আমার থেকে একটি দামে উহা খরিদ করেন যার পরিমাণ তিনি (জাবের) উল্লেখ করেছেন তবে দুই উকিয়া ও এক দিরহাম এবং দুই দিরহামের কথা (নির্দিষ্ট করে) উল্লেখ করেন নি। আর তিনি বলেন যে, গাভী যবাহ্র জন্যে আদেশ দেন। সুতরাং তা নহর করা হয় ও পরে তার গোশত বণ্টন করেন।

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ قَدْ اَخَذْتُ جَمَلَكَ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

৩৯৬২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি চার দীনারের বিনিময়ে তোমার উট নিলাম, আর এর পিঠে চড়ে তুমি মদীনায় যেতে পারবে।

١٦- بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيْوَانِ وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ

১৬. পরিচ্ছেদ : জীবজন্তু ধার লওয়া বৈধ এবং তার কাছে প্রাপ্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট (জন্তু) দ্বারা ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৩. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র) ..... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির থেকে একটি যুব বয়সের উট ধার নেন। এরপর তাঁর নিকট সাদাকার উট আসে। তিনি আবূ রাফি'কে সে ব্যক্তির উট পরিশোধ করার আদেশ দান করেন। আবূ রাফি' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানালেন যে, সাদাকার উটের মধ্যে আমি সেরূপ উট পাই না, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট (পূর্ণ যুবা বয়সের) উট আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ওইই তাকে দাও। মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে তাদের মধ্যে ধার পরিশোধে উত্তম।

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللّٰهِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৪. আবূ কুরায়ব (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবা বয়সের একটি উট ধার করেন, এরপর উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে তাদের মধ্যে যে দেনা পরিশোধে উত্তম।

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فَقَالَ لَهُمُ اشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَقَالُوْا اِنَّا لاَ نَجِدُ اِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَوْ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর এক ব্যক্তির ঋণ ছিল। সে তাঁর সাথে রূঢ় ব্যবহার করে। এতে নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ তাকে (শাসন করতে) উদ্যত হন। নবী ﷺ বললেন : পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা তার জন্যে একটি উট খরিদ কর এবং তা তাকে দিয়ে দাও। তারা বললেন, আমরা এমন (বয়সের) উট পাচ্ছি যা তার উটের (বয়সের) চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ বলেন : ওটা খরিদ কর ও তাকে দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মধ্য হতে (বললেন) বা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে দেনা পরিশোধ করার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে উত্তম।

٣٩٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِنًّا فَاَعْطٰى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৬. আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি (বিশেষ বয়সের) উট ধার করে আনেন। অতঃপর এর চেয়ে বড় একটি উট তাকে দেন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমভাবে ধার পরিশোধ করে।

٣٩٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا فَقَالَ اَعْطُوْهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তার পাওনা উট দাবী করতে থাকে। তিনি বললেন, তার উটের চেয়ে উৎকৃষ্ট (বয়সের) উট তাকে দাও এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে ধার পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম।

١٧- بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً

১৭. পরিচ্ছেদ : একই শ্রেণীর পশু কম-বেশি করে বিনিময় (বিক্রয়) করা বৈধ

٣٩٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ -

৩৯৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) একজন গোলাম এসে নবী ﷺ-এর নিকট হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করে। নবী ﷺ বুঝতে পারেন নি যে, সে লোকটি গোলাম। অতঃপর তার মুনিব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আগমন করে। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ আমার কাছে একে বিক্রি করে দাও। তারপর তিনি দু'জন কালো গোলামের বিনিময়ে একে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি গোলাম কি না? তা জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তিনি কারো বায়'আত নিতেন না।

١٨- بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

১৮. পরিচ্ছেদ : বন্ধক রাখা এবং প্রবাসের ন্যায় আবাসেও তার বৈধতা

٣٩٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا -

৩৯৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করেন এবং তাঁর বর্মটি তাকে বন্ধক হিসাবে প্রদান করেন।

٣٩٧٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম হানযালী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করেন এবং একটি লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

٣٩٧١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

৩৯৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা এক ইয়াহূদী থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (বাকীতে) কিছু খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার একটি লৌহ বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

٣٩٧٢- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى الاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيْدٍ -

৩৯৭২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে লৌহের কথা উল্লেখ নাই।

١٩- بَابُ السَّلَمِ

১৯. পরিচ্ছেদ ঃ আগাম ক্রয় 'সালাম' প্রসঙ্গে

٣٩٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ -

৩৯৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আমরু আন-নাকিদ (র) ..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মদীনায় আগমনকালে মদীনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে ফল ফলাদি দাদন দিয়ে অগ্রিম ক্রয় করত। তিনি বলেন, যে কেউ খেজুরে দাদন দিবে (খেজুর অগ্রিম ক্রয় করবে,) সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওযনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে অগ্রিম ক্রয় করে।

٣٩٧٤- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ اِلاَّ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ -

৩৯৭৪. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন কালে (মদীনার) লোকজন খেজুর অগ্রিম ক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন : যে অগ্রিম ক্রয় করতে চায়, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওযন ব্যতীত ক্রয় না করে।

٣٩٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ سَالِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ نَجِيْحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ -

৩৯৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র) সকলেই ইব্ন উয়ায়নার সূত্রে ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) থেকে উপরোক্ত সনদে আবদুল ওয়ারিস (র)-এর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইব্ন উয়ায়না (র) 'নির্ধারিত সময়ের' কথা উল্লেখ করেন নি।

٣٩٧٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيْهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ -

৩৯৭৬. আবূ কুরায়ব ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... সুফিয়ান সূত্রে ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) থেকে তাদের (পূর্ববর্তীদের) সনদে ইব্ন উয়ায়নার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং সুফয়ান (র) এতে নির্ধারিত সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

٢٠- بَابُ تَحْرِيْمِ الْاِحْتِكَارِ فِى الْأَقْوَاتِ

২০. পরিচ্ছেদ : খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা হারাম

٣٩٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيْلَ لِسَعِيْدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيْدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ كَانَ يَحْتَكِرُ -

৩৯৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (রা) ..... মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে অপরাধী। তখন (মধ্যবর্তী রাবী) সাঈদকে বলা হল, আপনি তো গুদামজাত করেন। সাঈদ (র) বললেন যে, মা'মার (রা) যিনি এ হাদীস বর্ণনা করছেন– তিনিও গুদামজাত করতেন।[১]

٣٩٧٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ -

৩৯৭৮. সাঈদ ইব্ন আমর আল্ আশ'আসী (র) ..... মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অপরাধী লোক ব্যতীত কেউ গুদামজাত করে না।

---

১. এঁরা নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ গুদামজাত করতেন, যা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে না।

٣٩٧٩- قَالَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِى بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ يَحْىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِىْ مَعْمَرٍ اَحَدِ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْىٰ -

৩৯৭৯. (ইবরাহীম বলেন, মুসলিম বলেছেন,) আমাদের জনৈক সাথী (মুহাদ্দিস) আমর ইব্ন আওনের সূত্রে ..... আদী ইব্ন কা'ব গোত্রের মা'মার ইব্ন আবূ মা'মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অতঃপর ইয়াহ্ইয়া থেকে সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٢١- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ

২১. পরিচ্ছেদ : বেচাকেনায় কসম খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٣٩٨٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ الْاُمَوِىُّ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ -

৩৯৮০. যুহায়র ইব্ন হারব, আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কসম পণ্যদ্রব্য পরিচালনকারী বিক্রয় বর্ধিতকারী ও মুনাফা বিলোপকারী।

٣٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِىْ الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ -

৩৯৮১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা বিক্রয়ের জন্য অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, তা পণ্য বেশি বিক্রয়ে সহায়তা করে কিন্তু (বরকত) মিটিয়ে দেয়।

٢٢- بَابُ الشُّفْعَةِ

২২. পরিচ্ছেদ ঃ শুফ্'আ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)

٣٩٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِىْ رَبْعَةٍ اَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ رَضِىَ اَخَذَ وَاِنْ كَرِهَ تَرَكَ -

৩৯৮২. আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জমি অথবা, (খেজুর) বাগানে যদি কারও কোন শরীক থাকে, তবে ঐ শরীকের অনুমতি না নিয়ে সে (অংশ) বিক্রি করতে পারবে না। তার পসন্দ হলে গ্রহণ করবে আর অপসন্দ হলে ছেড়ে দিবে।

٣٩٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ قَالَ اسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ فَاِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ -

৩৯৮৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই সব শরিকী বিষয়ে শুফ্'আর পক্ষে হুকুম দিয়েছেন যা বণ্টন করা হয়নি, জমি হোক বা বাগান। শরীককে অবগত করা ব্যতীত তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে ইচ্ছা করলে (শরীক) নিবে আর ইচ্ছা করলে ত্যাগ করবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করায় তবে সে তাতে অগ্রাধিকারী হবে

٣٩٨٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوالطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شِرْكٍ فِىْ اَرْضٍ اَوْ رَبْعٍ اَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يَعْرِضَ عَلٰى شَرِيْكِهِ فَيَاْخُذَ اَوْ يَدَعَ فَاِنْ اَبٰى فَشَرِيْكُهُ اَحَقُّ بِهِ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ -

৩৯৮৪. আবূ তাহির (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি শরিকী বিষয়ে শুফ্'আর অধিকার আছে– জমি হোক বা বাড়ি অথবা বাগান। শরীকের নিকট প্রস্তাব করা ব্যতীত বিক্রি করা তার পক্ষে বৈধ হবে না। অতঃপর হয়ত সে গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। যদি সে তাতে অস্বীকৃত হয়ে (না জানিয়ে বিক্রি করে) তবে তার শরীকই বেশি অধিকারী, যতদিন তাকে অবহিত না করা হবে।

٢٣- بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِىْ جِدَارِ الْجَارِ

২৩. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করা

٣٩٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعْ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ -

৩৯৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার প্রাচীর গাত্রে (কড়ি) কাঠ স্থাপন করতে যেন তার প্রতিবেশীকে নিষেধ না করে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা)

বলেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে অনীহাসম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কসম আমি অবশ্যই তোমাদের ঘাড়ে ছুঁড়ে মারবো (অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দ হলেও প্রকাশ্য বর্ণনা করবে)।

٣٩٨٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯৮৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٤- بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْاَرْضِ وَغَيْرِهَا

২৪. পরিচ্ছেদ : যুলুম করা ও জমি ইত্যাদি জোরপূর্বক দখল করা হারাম

٣٩٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

৩৯৮৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) .... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমি জোর দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার গলায় সাত স্তর যমীন হতে বেড়িরূপে পরিয়ে দেবেন।

٣٩٨٨- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّ اَرْوٰى خَاصَمَتْهُ فِيْ بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوْهَا وَاِيَّاهَا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِيْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِيْ دَارِهَا قَالَ فَرَاَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُوْلُ اَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلٰى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيْهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا -

৩৯৮৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। আরওয়া (নামক এক মহিলা) বাড়ির কিছু অংশ নিয়ে তার সহিত বিবাদ করে। তিনি বললেন, তোমরা ওকে ছেড়ে দাও এবং জমির দাবীও ত্যাগ কর। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি জবর দখল করবে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ পরিমাণে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। হে আল্লাহ্! যে

(আরওয়া) যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার চোখ অন্ধ করে দিন এবং তার ঘরেই তার কবর (দাফন) করুন। রাবী বলেন, (পরবর্তীকালে) আমি তাকে (আরওয়াকে) অন্ধ অবস্থায় দেখেছি, প্রাচীর খুঁজে খুঁজে চলত। সে বলত, সাঈদ ইব্‌ন যায়িদের বদ্‌ দু'আ আমায় লেগেছে। একদিন সে বাড়ির মধ্যে হাঁটাহাটি করছিল। বাড়ির মধ্যে এক কূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তাতে পড়ে যায় এবং কূপই তার কবর হয়।

٣٩٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَرْوٰى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلٰى سَبْعِ أَرَضِيْنَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ -

৩৯৮৯. আবূর রাবী আতাকী (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আরওয়া বিনত উয়ায়স সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা) -এর বিরুদ্ধে দাবী করেন যে, তিনি তার জমির কিছু অংশ জবর দখল করেছেন। সে মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের নিকট এর বিচার দাবী করে। সাঈদ বললেন : আমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর থেকে ঐ কথা শোনার পরে তার জমির কিছু অংশ জবর দখল করতে পারি? তিনি বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাপ জমি জোর পূর্বক দখল করবে ঐ পরিমাণে তাকে সাত স্তর পর্যন্ত জমির বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। মারওয়ান বললেন, অতঃপর আপনার নিকট আর সাক্ষী-প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করব না। এরপর সাঈদ বললেন, হে আল্লাহ্! সে যদি মিথ্যাবাদিনী হয় তবে তার দুই চোখ অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতে তাকে মৃত্যু দান করুন। রাবী বলেন, এরপর সে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নি। পরে তার জমিতে চলার সময় অকস্মাৎ এক গর্তে পড়ে মারা যায়।

٣٩٩٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ -

৩৯৯০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জোরপূর্বক এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ পরিমাণে সাত স্তর যমীনের বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

٣٩٩١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللّٰهُ إِلٰى سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৯৯১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যে এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে (জবর) দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দিবেন।

٣٩٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُوْمَةٌ فِىْ اَرْضٍ وَاَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اَجْتَنِبِ الاَرْضَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

৩৯৯২. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবূ সালামা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তার ও তার গোত্রের মধ্যে একটি জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে সে বিষয়ে জানান। আয়েশা (রা) বললেন, হে আবূ সালামা! জমি থেকে বেঁচে থাক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে নিবে তাকে ঐ পরিমাণে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরান হবে।

٣٩٩٣- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ اَخْبَرَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৯৯৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবূ সালামা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

٢٥- بَابُ قَدْرِ الطَّرِيْقِ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

২৫. পরিচ্ছেদ : রাস্তার পরিমাণ, যখন তাতে মতবিরোধ হয়

٣٩٩٤- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ اَذْرُعٍ -

৩৯৯৪. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তখন তা সাত হাত প্রশস্ত সাব্যস্ত করা হবে।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

অধ্যায় : ফারাইয (উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান)

٣٩٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَايَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ۔

৩৯৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফিরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

١- بَابُ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ

১. পরিচ্ছেদ : অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও, তারপর যা থাকবে তা নিকটতম পুরুষদের

٣٩٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ۔

৩৯৯৬. আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ নারসী (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা বেঁচে থাকে তা নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য।

٣٩٩٧- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ۔

৩৯৯৭. উমাইয়া ইব্‌ন বিসতাম আল-আয়শী (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অংশীদারদের (ফারাইযের) অংশ প্রদান কর। ফারাইয (দেয়ার পর) যা অবশিষ্ট রাখবে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য।

٣٩٩٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ) قَالَ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الاٰخِرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৩৯৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্পদ অংশীদারদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বণ্টন কর। তারপর ফারাইয যা অবশিষ্ট রাখবে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য।

٣٩٩٩- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ-

৩৯৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা আবূ কুরায়ব হামদানী (র).....ইব্‌ন তাউস (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস, ওহায়ব ও রাওহ্ ইব্‌ন কাসিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢- بَابُ مِيْرَاثِ الْكَلاَلَةِ

২. পরিচ্ছেদ : কালালার[১] উত্তরাধিকার

٤٠٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرِضْتُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَعُوْدَانِيْ مَاشِيَيْنِ فَاُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَاَفَقْتُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ-

৪০০০. আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র নাকিদ (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার পীড়িত হই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) পায়ে হেঁটে আমাকে দেখতে আসেন। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিরূপে বণ্টন করবো? তিনি আমাকে কোন উত্তর দেন নি। অবশেষে মীরাস সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল—(অর্থ : লোকে আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়, বলুন, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন.....)।

٤٠٠١- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَادَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَاَبُوْبَكْرٍ فِيْ بَنِيْ سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِيْ لاَاَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَتْ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

১. সন্তান ও পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় মারা গেলে তাকে 'কালালা' বলা হয়।

৪০০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা) পায়ে হেঁটে বনূ সালামায় আমায় দেখতে আসেন। তাঁরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনতে বলেন। এরপর তিনি উযূ করেন এবং তা থেকে কিছু পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বণ্টন করবো? তখন নাযিল হয় ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের সমান.....।

٤٠٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَالْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِىْ قَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَاَفَقْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِىْ مَالِىْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ-

৪০০২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার কাওয়ারীরী (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখতে আসেন। আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। তাঁর সংগে ছিলেন আবূ বাক্‌র (রা)। তাঁরা দু'জন পায়ে হেঁটে আসেন। তিনি আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় দেখতে পান। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেন এবং তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানির কিছু আমার উপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বণ্টন করবো? আমাকে তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না। পরে মীরাসের আয়াত নাযিল হয়।

٤٠٠٣- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ لاَ اَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوْا عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَرِثُنِىْ كَلاَلَةٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ قَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ-

৪০০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আগমন করেন। আমি তখন রোগে বেহুঁশ ছিলাম। তিনি উযূ করেন। তাঁর উযূর পানির কিছু অংশ লোকেরা আমার উপর ছিটিয়ে দেয়। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'কালালা' আমার মীরাস পাবে। এরপর মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরকে বললাম, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ (আয়াত)। তিনি বললেন, এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে।

٤٠٠٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَاَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ حَدِيْثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيْرٍ

فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ وَفِىْ حَدِيْثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِىِّ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرْضِ وَلَيْسَ فِىْ رِوَايَةِ اَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ۔

৪০০৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) নযর ইব্‌ন শুমায়ল ও আবূ আমির আকাদী (র) থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন জারীর (র) থেকে এবং তাঁরা সকলেই শু'বা (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন জারীর এর হাদীসে আছে 'ফারাইয এর আয়াত নাযিল হলো'। আর নযর ও আকাদীর বর্ণনায় আছে 'ফারয এর আয়াত নাযিল হলো'। কিন্তু তাদের কারও বর্ণনায়ই একথা নেই যে, শু'বা ইব্‌ন মুনকাদিরকে বলেছেন।

٤٠٠٥۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ اَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لاَ اَدَعُ بَعْدِىْ شَيْئًا اَهَمَّ عِنْدِىْ مِنَ الْكَلاَلَةِ مَارَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَىْءٍ مَارَاجَعْتُهُ فِى الْكَلاَلَةِ وَمَا اَغْلَظَ لِىْ فِىْ شَىْءٍ مَا اَغْلَظَ لِىْ فِيْهِ حَتّٰى طَعَنَ بِاِصْبَعِهِ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ يَا عُمَرُ اَلاَ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ وَاِنِّىْ اِنْ اَعِشْ اَقْضِ فِيْهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِىْ بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ۔

৪০০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এক জুমুআর দিনে খুত্‌বা দেন। তিনি নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা) এর উল্লেখ করেন। এরপর বলেন, আমি আমার পরে এমন কোন বিষয় রেখে যাচ্ছি না, যা আমার নিকট 'কালালা'র চেয়ে বেশি জটিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আর কোন বিষয় নিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করিনি, যেমন 'কালালা' সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি। আর তিনিও অন্য কোন বিষয়ে আমাকে এমন কঠোরতা দেখাননি যেরূপ কঠোরতা এ বিষয়ে দেখিয়েছেন। এমন কি তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা আমার বুকের উপর খোঁচা দেন এবং বলেন, 'হে উমার! গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার শেষের আয়াত কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?' আর আমি যদি জীবিত থাকি তবে এ ব্যাপারে এমন ফয়সালা করবো যে অনুযায়ী ফয়সালা করবে সেই ব্যক্তি যে কুরআন পড়ে আর যে কুরআন পড়ে না উভয়ে।

٤٠٠٦۔ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ۔

৪০০৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন রাফি' (র).....কাতাদা (র)-র সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣- بَابُ اٰخِرُ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلاَلَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : কালালা সম্পর্কিত আয়াতই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত

٤٠٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اٰخِرُاٰيَةٍ اُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ -

৪০০৭. আলী ইব্ন খাশরাম (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ

٤٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍقَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اٰخِرُ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلاَلَةِ وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ بَرَاءَةُ -

৪০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' ইব্ন আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত কালালার আয়াত এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা বারাআত (তাওবা)।

٤٠٠٩- حَدَّثَنَااِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى (وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ اٰخِرَ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ تَامَّةً سُوْرَةُ التَّوْبَةِ وَاَنَّ اٰخِرَ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلاَلَةِ -

৪০০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা, সূরা তাওবা আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 'কালালা'র আয়াত।

٤٠١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِيْ ابْنَ اٰدَمَ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ (وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ) عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ كَامِلَةً -

৪০১০. আবূ কুরায়ব (র).....বারা' (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (تَامَّةً স্থলে) كَامِلَةً (পূর্ণাঙ্গ সূরা) বলেন।

٤٠١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَامَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ اَبِيْ السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ -

৪০১১. আমর নাকিদ (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত يَسْتَفْتُوْنَكَ

٤۔ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ

৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য

٤٠١٢۔ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ الْاُمَوِىُّ عَنْ يُوْنُسَ الْاَيْلِىِّ ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ وَاِلاَّ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهٖ۔

৪০১২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যদি এমন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হত যার উপর ঋণ থাকতো, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে কি তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে (যা দ্বারা ঋণ পুরা হতে পারে) ? যদি বলা হতো যে, সে ঋণ পূর্ণ করার পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে, তবে তিনি তার জানাযা পড়াতেন। অন্যথা বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। যখন আল্লাহ্ তাঁকে বিজয়সমূহ দান করেন (এবং সম্পদের প্রাচুর্যের পথ খুলে দেন), তখন তিনি বলেন যে, আমি মু'মিনদের জন্যে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য।

٤٠١٣۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثَ۔

৪০১৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র).....যুহরী (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠١٤۔ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِى وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنْ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهٖ فَاَيُّكُمْ مَاتَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَاَنَا مَوْلاَهُ وَاَيُّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَاِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ۔

৪০১৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, পৃথিবীর উপর এমন কোন মু'মিন নাই, যার সবচেয়ে নিকটতম লোক আমি নই। সুতরাং যে লোক ঋণ অথবা নিঃস্ব নিঃসম্বল সন্তান রেখে যাবে, আমি হবো তার অভিভাবক। আর তোমাদের কেউ যদি সম্পদ রেখে যায় তবে সে মাল পাবে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; সে যেই হোক না কেন।

٤٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيْعَةً فَادْعُوْنِيْ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ-

৪০১৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগুলো আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহান মহীয়ান আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী অন্য সব লোক অপেক্ষা আমি মু'মিনদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঋণ অথবা নিঃসম্বল পরিজন রেখে যায় আমাকে ডাকবে, আমি তার অভিভাবক। আর তোমাদের মধ্যে যে সম্পদ রেখে যায়, তার সম্পদের অধিকারী হবে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সে যেই হোক।

٤٠١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا -

৪০১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদ ছেড়ে যায়, তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর যে অসহায় পরিজন রেখে যায় তারা আমাদের দায়িত্বে।

٤٠١٧- وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِيْ ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ وَلِيْتُهُ-

৪০১৭. আবূ বাক্র ইব্ন নাফি' (র) এবং যুহায়র ইব্ন হারব্ (র) ...... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। অবশ্য গুনদুর বর্ণিত হাদীসে আছে, আর যে ব্যক্তি অসহায় পরিজন রেখে যায়, আমি তাদের অভিভাবক হবো।



كِتَابُ الْـهِبَاتِ

অধ্যায় : হিবা

١ـ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْاِنْسَانِ مَاتَصَدَّقَ بِهٖ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ

১. পরিচ্ছেদ : কাউকে কিছু দান করার পর তার থেকে সেই বস্তু ক্রয় করা মাকরূহ

٤٠١٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ عَتِيْقٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَاتَبْتَعْهُ وَلَاتَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ ـ

৪০১৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র).....উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি উত্তম ঘোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় দান করি। কিন্তু সে ব্যক্তি ঘোড়াটির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে অক্ষম থাকে। আমার ধারণা হলো, সে তা সস্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ ব্যাপারে রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা খরিদ করবে না এবং তোমার দানকে ফিরিয়ে আনবে না। কেননা, যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার খায়।

٤٠١٩ـ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِىْ اِبْنَ مَهْدِىٍّ) عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ لَاتَبْتَعْهُ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ـ

৪০১৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .....মালিক ইব্ন আনাস (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এতে তিনি আরো বলেছেন যে, তুমি তা খরিদ করবে না, যদি এক দিরহামের বিনিময়েও সে তোমাকে তা দিয়ে দেয়।

٤٠٢٠ـ حَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى اِبْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ اِبْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ اَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيْلَ الْمَالِ فَاَرَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَاتَشْتَرِهِ وَاِنْ اُعْطِيْتَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِىْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ ـ

৪০২০. উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেন। পরে তিনি তার মালিকের নিকট ঘোড়াটি দেখতে পান যে, সে তাকে নষ্ট (কাবু) করে ফেলেছে। সে লোকটি ছিল দরিদ্র। তাই তিনি তা কিনে নেওয়ার ইচ্ছা করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয়টি তাঁকে বললেন। তিনি বললেন, তুমি তা খরিদ করবে না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দেয়। কেননা, যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার খায়।

٤٠٢١- وَحَدَّثَنَاهُ اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَالِكٍ وَ رَوْحٍ اَتَمُّ وَ اَكْثَرُ -

৪০২১. ইব্‌ন আবূ উমর (র).....যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তবে মালিক ও রাওহ (র)-এর হাদীস পূর্ণাঙ্গ ও অধিক প্রসিদ্ধ।

٤٠٢٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَتَبْتَعْهُ وَلاَتَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ -

৪০২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেন। পরে তিনি তা বিক্রি হতে দেখেন। তখন তিনি তা খরিদ করতে চাইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা খরিদ করো না এবং তোমার দান ফিরিয়ে নিও না।

٤٠٢٣- حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَ حَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ -

৪০২৩. কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে এবং মুকাদ্দামী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উভয়ে বর্ণনা করেন নাফি' সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ رَاٰهَا تُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ يَاعُمَرُ -

৪০২৪. ইব্‌ন আবূ উমর ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).....ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেন। এরপর তিনি তাকে বিক্রি হতে দেখেন। তখন তিনি তা খরিদ করার ইচ্ছা করেন এবং নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর! তোমার দান ফিরিয়ে নিও না।

٢ـ بَابُ تَحرِيمُ الرجوعِ فِى الصَّدَقَةِ والهبةِ بعدَ القَبْضِ إلا ماوَهَبَه لِوَلَدِه وَاِن سَفَل

২. পরিচ্ছেদ : দান (গ্রহীতার) দখলে চলে যাওয়ার পর ফিরিয়ে আনা হারাম। কিন্তু নিজের সন্তান সন্ততিকে দিলে তা ভিন্ন বিষয়।

٤٠٢٥ـ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَرْجِعُ فِىْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ فَيَاْكُلُهُ ـ

৪০২৫. ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা রাযী ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এবং পুনরায় তার বমি খেয়ে ফেলে।

٤٠٢٦ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৪০২৬. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা (র)..... আওযাঈ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-কে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٤٠٢٧ـ وَحَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ اِبْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ) حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ ـ

৪০২৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)..... আবদুর রাহ্‌মান ইব্‌ন আম্‌র (র) এর সূত্রে বর্ণিত যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত সনদে হাদীসটি তাঁদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٢٨ـ وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ) عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ الَّذِىْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَاْكُلُ قَيْئَهُ ـ

৪০২৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী এবং আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে দান করে তা ফিরিয়ে আনে ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পরে তার বমি খেয়ে ফেলে।

٤٠٢٩- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ-

৪০২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিজের দান প্রত্যাহারকারী নিজের বমি পুনরায় ভক্ষণকারীর ন্যায়।

٤٠٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪০৩০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....কাতাদা (র)-এর সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٣١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ-

৪০৩১ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিজের দান প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে ও পরে সে তার বমি পুনরায় ভক্ষণ করে।

٣- بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيْلِ بَعْضِ الْأَوْلاَدِ فِى الْهِبَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : দানে সন্তানদের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া মাকরূহ

٤٠٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ نَحَلْتُ اِبْنِيْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ-

৪০৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসেন। তারপর বলেন যে, আমি আমার এ পুত্রকে আমার একটি গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার সকল সন্তানকে কি এভাবে দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

٤٠٣٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِبْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَتَى بِىْ اَبِىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيْكَ نَحَلْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ-

৪০৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বলেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তিনি বললেন, তোমার সকল পুত্রকে দান করেছ কী? তিনি বললেন, না। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা.) বললেন, তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।

٤٠٣٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِىْ حَدِيْثِهِمَا اَكُلَّ بَنِيْكَ وَفِىْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ اَكُلَّ وَلَدِكَ وَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ اَنَّ بَشِيْرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ-

৪০৩৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমার (র) ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে এবং কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ্, (র) লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ইউনুস (র) থেকে, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) মা'মার (র) থেকে, তাঁরা সকলেই যুহরী (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস ও মা'মার (র)-এর বর্ণনায় "اَكُلَّ بَنِيْكَ" (তোমার সকল পুত্রকে) এবং লায়স ও ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর বর্ণনায় "اَكُلَّ وَلَدِكَ" (তোমার সকল সন্তানকে) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন নু'মান ও হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে লায়স এর বর্ণনায় 'বাশীর নু'মানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন' বলা হয়েছে।

٤٠٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ وَقَدْ اَعْطَاهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَاهٰذَا الْغُلاَمُ قَالَ اَعْطَانِيْهِ اَبِىْ قَالَ فَكُلَّ اِخْوَتِهِ اَعْطَيْتَهُ كَمَا اَعْطَيْتَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَرُدَّهُ-

৪০৩৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে তাঁর পিতা একটি গোলাম দান করেছিলেন। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এ গোলামটি কিসের? তিনি বললেন, এটি আমার পিতা আমাকে দান করেছেন। নবী ﷺ বললেন, তাঁর সকল ভাইদেরকে তুমি দান করেছ কী, যেভাবে একে দান করেছ? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।

٤٠٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمَّارُبْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ اَبِىْ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ اُمِّىْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَ اَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلٰى صَدَقَتِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لاَ قَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِىْ اَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ اَبِىْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ -

৪০৩৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা তার সম্পদ থেকে কিছু দান করেন। আমার মা আমরা বিন্‌ত রাওয়াহা (র) বললেন, আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না, যতক্ষণ না আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাক্ষী রাখেন। এরপর আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসেন, আমার দানের ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষী রাখার জন্যে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, এরূপ কাজ কি তুমি তোমার অন্য সন্তানদের সঙ্গে করেছ ? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। তখন আমার পিতা চলে আসেন এবং সে দান ফিরিয়ে নেন।

٤٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِىْ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ اَنَّ اُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ اَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَافَالْتَوٰى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَهُ فَقَالَتْ لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَاوَهَبْتَ لاِبْنِىْ فَاَخَذَ اَبِىْ بِيَدِىْ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّ هٰذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ اَعْجَبَهَا اَنْ اُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِىْ وَهَبْتُ لاِبْنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابَشِيْرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوٰى هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِىْ اِذًا فَاِنِّىْ لاَاَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

৪০৩৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর মা বিন্‌ত রাওয়াহা (রা) তাঁর পিতার নিকট তার পুত্রের জন্যে তাঁর সম্পদ থেকে কিছু দান করার আবদার করলেন। এক বছর যাবত তিনি বিষয়টি মুলতবী করে রাখেন। পরে তার ইচ্ছা হলো। বিন্‌ত রাওয়াহা (রা) বললেন, আমার পুত্রকে যা দান করলাম সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। তখন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলেন। সে সময় আমি বালক ছিলাম। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর মা বিন্‌ত রাওয়াহার আগ্রহ হয়েছে যে, আমি তাঁর পুত্রকে যা দান করেছি আপনাকে তার সাক্ষী রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে বাশীর! এ ছাড়া তোমার কি আর কোন সন্তান আছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের সকলকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ, আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হই না।

٤٠٣٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ ـ

৪০৩৮. ইব্‌ন নুমায়র (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ ছাড়া কি তোমার আরও পুত্র আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাদের সবাইকে কি এভাবে দান করেছ? বললেন, না। তিনি বললেন : তা হলে আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হবো না।

٤٠٣٩ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَبِيْهِ لاَتُشْهِدْنِيْ عَلٰى جَوْرٍ ـ

৪০৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পিতাকে বললেন, আমাকে জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী রেখো না।

٤٠٤٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوْب) قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِيْ اَبِيْ يَحْمِلُنِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اشْهَدْ اَنِّيْ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِيْ فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيْكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَانَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِيْ ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلٰى قَالَ فَلاَ اِذًا ـ

৪০৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে (কোলে) তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নু'মানকে আমার সম্পদ থেকে অমুক অমুক বস্তু দান করেছি। তিনি বললেন, তোমার সকল পুত্রকেও কি তুমি তা দান করেছ, যেরূপ নু'মানকে দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখো। তারপর বললেন, তুমি কি চাও যে, তারা সবাই তোমার প্রতি সমান সদাচরণ করুক ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে এরূপ করো না।

٤٠٤١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ نَحَلَنِيْ اَبِيْ نَحْلاً ثُمَّ اَتٰى بِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ اَعْطَيْتَهُ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ أَلَيْسَ تُرِيْدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيْدُ مِنْ ذَا قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنِّيْ لاَاَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ اِنَّمَا تُحُدِّثْنَا اَنَّهُ قَالَ قَارِبُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ ـ

৪০৪১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী (র).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কোন কিছু দান করেন। পরে তিনি আমাকে সহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গমন করেন,

তাঁকে সাক্ষী করার জন্যে। তিনি বললেন, তোমার সকল সন্তানকে কি এভাবে দান করেছ? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের থেকে সদ্ব্যবহার আশা করো না, যেমন আশা করো এর থেকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমি সাক্ষী হবো না। ইব্‌ন আওন বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলছেন তোমরা তোমাদের পুত্রদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো।

٤٠٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيْرٍ انْحَلِ ابْنِىْ غُلاَمَكَ وَاَشْهِدْ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَاَلَتْنِىْ اَنْ اَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِىْ وَقَالَتْ اَشْهِدْ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَلَهُ اِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَكُلَّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَاِنِّىْ لاَ اَشْهَدُ اِلاَّ عَلَى حَقٍّ -

৪০৪২. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশীরের স্ত্রী তাকে বলেন, আমার পুত্রকে আপনার গোলামটি দান করে দিন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার জন্য সাক্ষী রাখুন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, অমুকের কন্যা (আমার স্ত্রী) আমার কাছে আবদার করেছে, যেন আমি তার পুত্রকে আমার গোলামটি দান করে দেই। আর সে বলেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার জন্য সাক্ষী করুন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি আরও ভাই আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি ﷺ বললেন, যেরূপ ওকে দান করেছ, তাদের সকলকে সেরূপ কি দান করেছ ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে এটি ঠিক হবে না। আর ন্যায়ের উপর ব্যতীত আমি সাক্ষী হই না।

٤- بَابُ الْعُمْرٰى

৪. পরিচ্ছেদ : 'উমরা' অর্থাৎ 'জীবনকালের জন্য' দান করা

٤٠٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ اُعْطِيَهَا لاَتَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ -

৪০৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে এবং তার উত্তরসূরীদেরকে কিছু দান করা হলো, তবে তাকে যা দান করা হয়েছে তা তারই হয়ে যাবে। এরপরে যে দান করেছে তা তার কাছে ফিরে আসবে না। কেননা, সে এমন দান করেছে, যার মধ্যে মীরাস (এর অধিকার) প্রবর্তিত হয়েছে।

٤٠٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ

اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا وَهِىَ لِمَنْ اُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ اَنَّ يَحْيٰى قَالَ فِىْ اَوَّلِ حَدِيْثِهِ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَعُمْرٰى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقْبِهِ ـ

৪০৪৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ ও কুতায়বা (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শোনেছি, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি এবং উত্তরসূরীদেরকে জীবনকালের জন্য দান করে, তাহলে তার কথা তার মধ্যে তার অধিকার কেটে দিল এবং সে বস্তু তারই হবে যার জন্যে দান করা হয়েছে এবং তার উত্তরসূরিদের জন্যেও। অবশ্য ইয়াহ্ইয়া তাঁর হাদীসের প্রথম অংশে বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে জীবিতকালের জন্য দান করা হয় তবে তা তার জন্য ও উত্তরসূরীদের জন্য হয়ে যাবে।

٤٠٤٥ـ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِالْعَبْدِىُّ اَخْبَرَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرٰى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيْثِ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ اَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَابَقِىَ مِنْكُمْ اَحَدٌ فَاِنَّهَا لِمَنْ اُعْطِيَهَا وَاِنَّهَالاَتَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ ـ

৪০৪৫. আবদুর রাহ্মান ইব্ন বিশ্র আবদী (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি কাউকে তার জীবনকালের জন্য এবং তার আওলাদদের জন্য দান করবে, এরূপ বলে যে, "আমি তোমাকে তা দিলাম এবং তোমার আওলাদদের যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকে, তবে তারই হয়ে যাবে যাকে দান করা হলো। তা তার মালিকের নিকট আর ফিরে আসবে না। কারণ, সে এমন দান করেছে যার মধ্যে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হয়ে গেছে।

٤٠٤٦ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِنَّمَا الْعُمْرٰى الَّتِىْ اَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقُوْلَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا اِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَاعِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُفْتِىْ بِهٖ ـ

৪০৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদ্ ইব্ন হুমায়দ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে 'জীবনকালের দান' (উমরা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কার্যকরী বলে গণ্য করেছেন, তা হলো এই যে, সে বলে, "এ তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য।" কিন্তু সে যদি বলে যে, এ তোমার জন্য, যতদিন তুমি জীবিত আছ, তবে তা তার মালিকের নিকট ফিরে আসবে। মা'মার বলেন, যুহ্রী এ ফাত্ওয়াই দিতেন।

٤٠٤٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْمَنْ اُعْمِرَ عُمْرٰى

لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَيَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيْهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا قَالَ اَبُوْسَلَمَةَ لاَنَّهُ اَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيْثُ شَرْطَهُ ـ

৪০৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে ব্যক্তির জন্য যার জীবনকালের জন্য ও তার উত্তরসূরীর জন্য দান করা হয়, ফয়সালা দিয়েছেন যে, তা তার জন্য সুনিশ্চিত (চিরস্থায়ী) হবে। তাতে দাতার পক্ষ থেকে কোন শর্ত বা ব্যতিক্রম আরোপ করা জায়েয নয়। রাবী আবূ সালামা (রা) বলেন, কারণ হলো, সে এমন দান করেছে যার মধ্যে উত্তরাধিকার প্রযোজ্য হয়েছে। তাই মীরাস (বিধান) দ্বারা তার শর্তকে খণ্ডিত করেছে।

٤٠٤٨ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِاللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرٰى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ ـ

৪০৪৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার কাওয়ারীরী (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জীবিৎকালের জন্য দান তারই জন্য যাকে তা দান করা হয়েছে।

٤٠٤٩ـ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ ـ

৪০৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র নবী ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠٥٠ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ وَلاَتُفْسِدُوْهَا فَاِنَّهُ مَنْ اَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِيَ لِلَّذِيْ اُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ ـ

৪০৫০. আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে নষ্ট করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি চির জীবনের জন্যে দান করে তবে তা তারই হয়ে যাবে যাকে দান করা হলো, তার জীবিত অবস্থায় ও মৃত অবস্থায় এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

٤٠٥١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ خَيْثَمَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْاَنْصَارُ يُعْمِرُوْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ۔

৪০৫১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র).....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, উপরোক্ত আবূ খায়সামার হাদীসের মর্মানুসারে। তবে আইউব (র)-এর বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত আছে। তিনি বলেছেন, আনসারগণ মুহাজিরদেরকে জীবৎকালের জন্য দান করতে শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত রাখো।

٤٠٥٢۔ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْمَرَتِ امْرَاَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّىَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ اِخْوَةٌ بَنُوْنَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ اِلَيْنَا وَقَالَ بَنُوْ الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِاَبِيْنَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى طَارِقٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرٰى لِصَاحِبِهَا فَقَضٰى بِذٰلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاَخْبَرَهُ ذٰلِكَ وَاَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَاَمْضٰى ذٰلِكَ طَارِقٌ فَاِنَّ ذٰلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِى الْمُعْمَرِ حَتّٰى الْيَوْمِ۔

৪০৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার জনৈক মহিলা তার একটা বাগান তার এক পুত্রকে জীবৎকালের জন্য দান করেন। পরে পুত্র মারা যায় এবং তারপরে মহিলাও মারা যায়। পুত্র তার সন্তান রেখে যায়। আর তার ছিল কয়েকজন ভাই, যারা দানকারীনীর পুত্র। তারপর দানকারীনীর পুত্ররা বললো, বাগানটি আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। আর যাকে দান করা হয়েছিল তার পুত্ররা বললো বরং এ ছিল আমার পিতার, তার জীবদ্দশায় ও মৃত অবস্থায়। এরপর তারা উসমান (রা) এর আযাদকৃত গোলাম (শাসনকর্তা) তারিক (র) এর নিকট বিচার চাইল। তিনি জাবির (রা)-কে ডেকে আনালেন। জাবির (রা) সাক্ষ্য দেন, জীবৎকালীন দান তারই প্রাপ্য যাকে দান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন। তারিক তদনুযায়ী ফয়সালা দেন। তারপর তিনি (খলীফা) আবদুল মালিককে এ ঘটনা লিখে জানান এবং জাবিরের সাক্ষ্য দান সম্পর্কেও তাঁকে অবগত করেন। আবদুল মালিক বলেন, জাবির (রা) সত্যই বলেছেন। পরে তারিক (র) এ হুকুম জারি করেন। কাজেই বাগানটি আজ পর্যন্ত দানকৃত ব্যক্তির বংশধরদের অধিকারে রয়েছে।

٤٠٥٣۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ طَارِقًا قَضٰى بِالْعُمْرٰى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔



৪০৫৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জাবির (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে তারিক (র) 'জীবৎকালের জন্য দান' (দানকৃত ব্যক্তির) ওয়ারিসদের জন্য হওয়ার ফয়সালা দেন।

٤٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍحَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ -

৪০৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, জীবৎকালের জন্য দান বৈধ (কার্যকর)।

٤٠٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْعُمْرٰى مِيْرَاثٌ لاَهْلِهَا -

৪০৫৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র).....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জীবৎকালের জন্য দান' দানকৃত ব্যক্তির পরিজনের মীরাসে পরিগণিত।

٤٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍقَالاَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ -

৪০৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জীবৎকালের জন্য দান' বৈধ (কার্যকর)।

٤٠٥٧- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَاخَالِدٌ (يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مِيْرَاثٌ لاَهْلِهَااَوْقَالَ جَائِزَةٌ -

৪০৫৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র).....সাঈদ সূত্রে কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে সাঈদ বলেছেন, তার পরিজনদের মীরাসে পরিগণিত অথবা বলেছেন জায়েয (কার্যকর)।

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

অধ্যায় : ওয়াসিয়্যাত

٤٠٥٨- حَدَّثَنِي اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى العَنَزِيُّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَحَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّوَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ-

৪০৫৮. আবূ খায়সামা যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তির এমন কিছু অর্থ সম্পদ রয়েছে, যার এ সম্পর্কে সে ওসিয়্যাত করতে চায়, সে ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয় যে, সে দু'রাত অতিবাহিত করবে অথচ তার কাছে ওসিয়্যাত লিখিত থাকবে না।

٤٠٥٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَاابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُمَا قَالاَ وَلَهُ شَئٌ يُوْصِيْ فِيْهِ وَلَمْ يَقُوْلاَ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ-

৪০৫৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) উবায়দুল্লাহ্ থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে আছে তাঁরা বলেছেন, তার কাছে এমন কিছু আছে, যাতে সে ওসিয়্যাত করবে। তাঁরা এ কথা বলেননি যে, সে তাতে ওসিয়্যাত করতে 'চায়'।

٤٠٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَاحَمَّادُ(يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ) كِلاَهُمَاعَنْ اَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنَ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ (يَعْنِيْ ابْنُ سَعْدٍ) كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَالُوْا جَمِيْعًا لَهُ شَئٌ يُوْصِيْ فِيْهِ اِلاَّ فِيْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ فَاِنَّهُ قَالَ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ كَرِوَايَةِ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ-

৪০৬০. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র), যুহায়ের ইব্‌ন আরব (র), আবূ তাহির (র), হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লা (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ভিন্ন ভিন্ন সনদে নাফি' (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ..... উবায়দুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তাঁরা সবাই (এভাবে) বলেছেন যে, তার কাছে এমন সম্পদ আছে, যাতে সে ওসিয়্যাত করবে। কিন্তু আইউব (র) এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সে তাতে সে ওসিয়্যাত করতে 'চায়' উবায়দুল্লাহ্ থেকে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনার মতই।

٤٠٦١- حَدَّثَنَا هٰرُوْنَ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوٌ (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ اُمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَئٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ اِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ اِلاَّ وَعِنْدِىْ وَصِيَّتِىْ-

৪০৬১. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ (র)..... সালিম (র) এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সংগত নয় যে, তার কাছে এমন সম্পদ আছে যাতে সে ওসিয়্যাত করবে তিন রাত অতিবাহিত করবে। অথচ তার ওসিয়্যাত তার কাছে লিখিত থাকবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শোনার পর আমার এক রাতও এমন অতিবাহিত হয়নি যে, আমার ওসিয়্যাত আমার কাছে (লিখিত) ছিল না।

٤٠٦٢- حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَاالْاِسْنَادِنَحْوَ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ-

৪০৬২. আবূ তাহির ও হারমালা, আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব, ইব্‌ন লায়স, ইব্‌ন আবূ উমার ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) সকলেই যুহ্‌রী (র) সূত্রে উক্ত সনদে আমর ইব্‌ন হারিছ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

১. পরিচ্ছেদ : এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়্যাত

٤٠٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَنِىْ مَاتَرٰى مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ أَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قُلْتُ أَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ

تَذَرْهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ الاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِيْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ الاَّ ازْدَدْتَ بِهٖ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْفَعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَتَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَثّٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ ـ

৪০৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র).....সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে আসেন; এমন রোগের সময় যাতে আমি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রোগের কারণে আমার কি অবস্থা হয়েছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, অথচ একটি মাত্র কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিস নাই। সুতরাং আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক মাল সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। বরং এক-তত্বীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও বেশি। তোমার ওয়ারিসদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য উত্তম, এই অবস্থা থেকে যে, তাদের তুমি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে যাবে যে, তারা মানুষের নিকট হাত পাতবে। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তুমি যা কিছুই খরচ কর তাতে তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমন কি, সে লোকমাটির বিনিময়েও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো আমার সাথীদের থেকে পিছনে রয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যখনই পিছনে থেকে (বেঁচে থেকে) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করবে তখনই তার দ্বারা তোমার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে। আর সম্ভবত তুমি পরবর্তীতেও থাকবে (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ করবে।) এমনকি বহু সম্প্রদায় তোমার দ্বারা লাভবান হবে এবং বহু লোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (নবীজী দু'আ করলেন।) ইয়া আল্লাহ্! আমার সাথীদের হিজরত অক্ষুণ্ন রাখুন এবং তাদেরকে পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু সা'দ ইব্‌ন খাওলার জন্য আফসোস! রাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। কারণ, তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

٤٠٦٤ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৪০৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ তাহির, হারমালা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... সহ সকলেই যুহ্‌রী (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٦٥ـ وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَااَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَهِيْمَ عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍقَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ يَعُوْدُنِيْ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَعْدِبْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُوْتَ بِالاَرْضِ الَّتِيْ هَاجَرَمِنْهَا ـ

৪০৬৫. ইস্হাক ইব্ন মানসূর (র).....সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার রোগের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে আমার নিকট আগমন করেন। তারপর যুহরীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে সা'দ ইব্ন খাওলার প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর উক্তি উল্লেখ করেননি। তবে এতে একথা রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করেছে তথায় মৃত্যুবরণ করুক, এটা তিনি নবী (সা) পসন্দ করতেন না।

٤٠٦٦- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى قُلْتُ فَالنِّصْفُ فَأَبَى قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا ـ

৪০৬৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).....মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার পীড়িত হয়ে পড়ি এবং নবী ﷺ-এর নিকট সংবাদ পাঠাই। (তিনি আসলেন) আমি বললাম, আমার সম্পত্তি যে রূপে ইচ্ছা বণ্টন করার অনুমতি দান করুন। তিনি অসম্মতি জানালেন। আমি বললাম, তা হলে অর্ধেক? তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? রাবী বলেন, এক-তৃতীয়াংশ বলার পর নবী ﷺ নীরব থাকেন। রাবী বলেন, এরপর থেকে এক-তৃতীয়াংশ বৈধ সাব্যস্ত হয়।

٤٠٦٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا ـ

৪০৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....সিমাক (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি "এরপর থেকে এক-তৃতীয়াংশ বৈধ সাব্যস্ত নয়" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٤٠٦٨- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنِّصْفُ قَالَ لاَ فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ـ

৪০৬৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র).....মুস'আব ইব্ন সা'দ (রা) এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার অসুস্থতায় আমাকে দেখতে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়্যাত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং বললেন এক-তৃতীয়াংশও অনেক।

٤٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلاَثَ

مِرَارٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَاِنَّمَا يَرِثُنِىْ بِنْتِىْ اَفَاُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهٖ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّ نَفَقَتَكَ عَلٰى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّ مَاتَاْكُلُ امْرَاَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّكَ اَنْ تَدَعَ اَهْلَكَ بِخَيْرٍ (اَوْ قَالَ بِعَيْشٍ) خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهٖ -

৪০৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমার মাক্কী (র).....সা'দ (রা) এর তিন পুত্র তাঁদের পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় নবী ﷺ সা'দের অসুখ দেখার জন্যে তাঁর কাছে আসেন। সা'দ (রা) কেঁদে ফেলেন। নবী ﷺ বললেন, তুমি কাঁদছ কেন ? তিনি বললেন, আমি ভয় পাচ্ছি, যে স্থান থেকে হিজরত করেছি, সেথায় না আমি মারা যাই; যেমনিভাবে সা'দ ইব্ন খাওলা (রা) মারা গিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ্! সা''কে শিফা দান করুন। ইয়া আল্লাহ্ সা'দকে শিফা দান করুন। তিনবার বললেন, সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রচুর সম্পদ আছে। আর একমাত্র কন্যাই আমার ওয়ারিস। তবে কি আমার সমুদয় সম্পদ ওসিয়্যাত করতে পারি? তিনি বললেন, না। সা'দ (রা) বললেন, তবে কি দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, না। সা'দ (রা) বললেন, তা হলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। সা'দ বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার সম্পদ থেকে তুমি যা সাদাকা কর তা তো সাদাকা-ই। এবং তোমার পরিবারের জন্যে যা খরচ কর তাও সাদাকা আর তোমার মাল থেকে তোমার স্ত্রী যা খায় তাও সাদাকা। তোমার পরিবার-পরিজনকে যদি তুমি সম্পদশালী রেখে যাও, (অথবা বলেছেন স্বচ্ছন্দে রেখে যাও) তবে তা তাদের মানুষের নিকট হাতপাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। একথা বলার সময় তিনি তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

٤٠٧٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِّنْ وَلَدِسَعْدٍ قَالُوْا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهٗ بِنَحْوِ حَدِيْثِ الثَّقَفِىِّ -

৪০৭০. আবূ রাবী' আতাকী (র).....সা'দ (র) এর তিন পুত্র থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, সা'দ (রা) মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অসুস্থতার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে তাঁর নিকট আসেন। পরবর্তী অংশ ছাকাফীর হাদীসের অনুরূপ।

٤٠٧١- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُالْاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ ثَلاَثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيْهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ صَاحِبِهٖ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِالْحِمْيَرِىِّ -

৪০৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সা'দ ইব্ন মালিকের তিন পুত্র বর্ণনা করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার নিকট (তার সাথীর অনুরূপ (অর্থাৎ অভিন্ন রূপে) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অসুস্থতার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে তার নিকট গমন করেন। পরবর্তী অংশ আমর ইব্ন সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হুমায়দ হিময়ারীর (র) হাদীসের অনুরূপ।

٤٠٧٢- حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى (يَعْنِيْ ابْنَ يُوْنُس)ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ اِلَى الرُّبُعِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ وَ فِيْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ كَبِيْرٌ اَوْ كَثِيْرٌ-

৪০৭২. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা রাযী, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়! লোকজন যদি এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ করতো। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ ও বেশি। ওকী'র হাদীসে আছে 'বড়' বা 'বেশি।

٢- بَابُ وُصُوْلِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ اِلَى الْمَيِّتِ

২. পরিচ্ছেদ : সাদাকার সাওয়াব মৃতব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে

٤٠٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اَبِيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ-

৪০৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো, আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু ওসিয়্যাত করেননি। তার পক্ষ থেকে সাদাকা করা হলে কি তার গুনাহ্ মাফ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٤٠٧٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ افْتُلِتَتْ فَلِيْ اَجْرُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ-

৪০৭৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে সাদাকা করতেন। আমি যদি তাঁর পক্ষে সাদাকা করি, তবে কি আমার এ কাজের কোন বিনিময় (সাওয়াব) হবে? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, হ্যাঁ।

٤٠٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ افْتُتِلَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَلَهَا اَجْرُ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَاقَالَ نَعَمْ-

৪০৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (রা).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা অকস্মাৎ মারা গেছেন এবং কোন ওসিয়্যাত করেননি। তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস যে, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তবে সাদাকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষে সাদাকা করি, তবে কি তিনি সওয়ার পাবেন? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

٤٠٧٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ (وَهُوابْنُ الْقَاسِمِ) ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اَمَّا اَبُوْ أُسَامَةَ وَرَوْحُ فَفِىْ حَدِيْثِهِمَا فَهَلْ لِىْ اَجْرُ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاَمَّا شُعَيْبُ وَجَعْفَرُ فَفِىْ حَدِيْثِهِمَا اَفَلَهَا اَجْرُ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ-

৪০৭৬. আবূ কুরায়ব, হাকাম ইব্‌ন মূসা, উমাইয়া ইব্‌ন বিসতাম ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....এ সকল সূত্রে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে উসামা ও রাওহ (র) বর্ণিত হাদীসে আছে, 'আমার' কি সাওয়াব হবে? যেমন বলেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ। আর শুআয়ব ও জা'ফর (র) এর বর্ণনায় আছে, 'তাঁর' কি সাওয়াব হবে? যেমন রয়েছে ইব্‌ন বিশ্‌রের রিওয়ায়াতে।

٣- بَاب مَايَلْحَقُ الاِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

৩. পরিচ্ছেদ : মানুষের মৃত্যুর পরে যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে

٤٠٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ) وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍصَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ-

৪০৭৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব ও কুতায়বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : যখন মানুষ মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া অথবা ২. এমন ইল্‌ম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা ৩. নেক্‌কার সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।

٤- بَابُ الْوَقْفِ

৪. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফ

٤٠٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىّ أُخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَاتَأْمُرُنِىْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ

اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَيُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَيُبْتَاعُ وَلاَيُوْرَثُ وَلاَيُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبٰى وَ فِى الرِّقَابِ وَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَاَنْبَانِى مَنْ قَرَاَهٰذَا الْكِتَابَ اَنَّ فِيْهِ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً ـ

৪০৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র).....ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খায়বারে একখণ্ড জমি লাভ করেন। তখন এ সম্পর্কে পরামর্শের জন্যে তিনি নবী ﷺ -এর নিকট আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি খায়বারে এমন একখণ্ড জমি লাভ করেছি যে, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ আমি কখনও লাভ করিনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও, তবে তার মূল (মালিকানা) আবদ্ধ রেখে তার আয় সাদাকা করতে পার। রাবী বলেন, তারপর উমর (রা) তা সাদাকা করে দেন এই শর্তে যে, এর মূলসত্বা বিক্রি করা যাবে না, খরিদ করা যাবে না, উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যাবে না এবং দান (হিবা)-ও করা যাবে না। সুতরাং উমর (রা)-এর আয় দরিদ্র, আত্মীয়, দাস মুক্তি, জিহাদ, পথিক ও মেহমানের উদ্দেশ্যে সাদাকা করে দেন। অবশ্য যে ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধায়ক হবে তার জন্যে এর থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ খাওয়া বা কোন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো দূষণীয় হবে না, যদি সে এর থেকে সঞ্চয়কারী না হয়। রাবী বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ (র)-এর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে যখন এ স্থানে পৌঁছি, "غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ" (যদি সে এর থেকে সঞ্চয়কারী না হয়,) তখন মুহাম্মদ (র) বললেন "غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً" (সম্পদ সঞ্চয়কারী হবে না।)" ইব্ন আওন (র) বলেন, এই কিতাব যিনি পড়েছেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এ স্থলে "غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ" "مَالاً" রয়েছে।

٤٠٧٩ـ حَدَّثَنَاه اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ وَاَزْهَرَ اِنْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًاغَيْرَمُتَمَوِّلٍ فِيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيْثُ ابْنِ اَبِىْ عَدِىٍّ فِيْهِ مَاذَكَرَ سُلَيْمُ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مُحَمَّدًااِلٰى اٰخِرِهِ ـ

৪০৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....সূত্রে ইব্ন আওন (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন আবূ যায়দ ও আযহার (র)-এর হাদীস এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে যে, "অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ায় এতে সঞ্চয়কারী না হয়ে", পরের অংশ তিনি উল্লেখ করেননি। আর ইব্ন আদী (র) এর হাদীসে তাই আছে, যা সুলায়ম (র) উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ "অতঃপর আমি এই হাদীসটি মুহাম্মদ (র) এর নিকট বর্ণনা করি.....শেষ পর্যন্ত।"

٤٠٨٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا مِنْ اَرْضِ خَيْبَرَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً اَحَبَّ اِلَيَّ وَلاَ اَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ-

৪০৮০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বারের এলাকায় একখণ্ড জমি লাভ করি। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলি, আমি এমন একখণ্ড জমি লাভ করেছি, আমার কাছে তার চেয়ে অধিক প্রিয় এবং উৎকৃষ্ট কোন মাল আর পাইনি। রাবী এ হাদীসের পরবর্তী অংশ অন্যান্যের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অতঃপর আমি মুহামদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করি এবং এর পরেরটুকু উল্লেখ করেননি।

٥- بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْئٌ يُوْصِيْ فِيْهِ

৫. পরিচ্ছেদ : যার কাছে ওসিয়্যাতযোগ্য কিছু নেই, তার ওসিয়্যাত না করা

٤٠٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى هَلْ اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْوَصِيَّةُ اَوْ فَلِمَ اُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৪০৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র).....তালহা ইব্‌ন মুসার্‌রিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) কে জিজ্ঞাস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ওসিয়্যাত করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কেন মুসলমানদের উপর ওসিয়্যাত ফরয করা হলো? অথবা বললেন, কিভাবে তাদেরকে ওসিয়্যাতের হুকুম দেয়া হলো? তিনি বললেন, নবী ﷺ ওসিয়্যাত করেছেন, মহান আল্লাহ্‌র মহিয়ান কিতাব সম্পর্কে (আমল করতে)।

٤٠٨٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبُوْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ كِلاَهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ اُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْوَصِيَّةُ-

৪০৮২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র).....মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ওকী' (র)-এর বর্ণনায় আছে ..... আমি (তালহা) বললাম, "তা হলে কি করে মানুষকে ওসিয়্যাতের হুকুম করা হলো"? আর ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর বর্ণনায় আছে, ... আমি (তালহা) বললাম, কিভাবে মুসলমানের উপর ওসিয়্যাত ফরয করা হলো?

٤٠٨٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلاَدِرْهَمًا وَلاَشَاةً وَلاَبَعِيْرًا وَلاَ اَوْصٰى بِشَىْءٍ۔

৪০৮৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দীনার, দিরহাম, বকরী বা উট রেখে যাননি এবং কোন কিছুর ওসিয়্যাত করেননি।

٤٠٨٤ـ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيْرٍ ح قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى (وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ) جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৪০৮৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র).....আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٨٥ـ حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَقَالَ ذَكَرُوْاعِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّاكَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِىْ (اَوقَالَتْ حَجْرِىْ) فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِىْ حَجْرِىْ مَاشَعَرْتُ اَنَّهُ مَاتَ فَمَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ۔

৪০৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা আয়েশা (রা) এর কাছে উল্লেখ করেন যে, আলী (রা) তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওসী ছিলেন। তিনি বললেন, কখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ওসিয়্যাত করেছেন? আমি তো তাঁকে (নবী ﷺ-কে) আমার বুকে ভর দিয়ে রেখেছিলাম, অথবা বলেছেন, আমার কোলে তখন তিনি একটি রেকাব চাইলেন, এরপর আমার কোলে ঢলে পড়েন। আমি বুঝতেও পারিনি যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। তিনি কখন তাকে ওসিয়্যাত করলেন?

٣٠٨٦ـ حَدَّثَنَاسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ (وَاللَفظُ لِسَعِيْدٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍقَالَ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى فَقُلْتُ يَاابْنَ عَبَّاسٍ وَمَايَوْمُ الْخَمِيْسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِى اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَتَضِلُّوْا بَعْدِى فَتَنَازَعُوْا وَمَا يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ وَقَالُوْا مَاشَأْنُهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ قَال دَعُوْنِى فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ اُوْصِيْكُمْ بِثَلاَثٍ اَخْرِجُوْاالْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَبِنَحْوِ مَاكُنْتُ اُجِيْزُهُمْ قَالَ

وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَهَا فَاُنْسِيْتُهَا قَالَ اَبُوْ اِسْحَقَ اِبْرهِيْمُ حَدَّثَنَاالْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَاالْحَدِيْثِ۔

৪০৮৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র).....সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বৃহস্পতিবার দিন, হায়রে বৃহস্পতিবার দিন! এই বলে তিনি কেঁদে ফেলেন, এমনকি তার অশ্রু ধারা কংকর ভিজিয়ে দেয়। আমি বললাম, হে আবূ আব্বাস! বৃহস্পতিবারের দিনের ব্যাপার কী? তিনি বললেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পীড়া বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট এসো, আমি তোমাদের এমন একটি লিপি লিখে দিই, যাতে আমার পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না। তখন তাঁরা (উপস্থিত সাহাবীগণ) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হলেন। অথচ নবী ﷺ-এর কাছে তর্কবিতর্ক করা উচিত নয়। তারা বললেন, নবী ﷺ -এর অবস্থা কী হলো? তিনিও কি অর্থহীন কথা বলেছেন? কখনও নয়। তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা (করে তাঁর কথা বুঝার চেষ্টা) কর। রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে (বিতর্ক থেকে) মুক্ত থাকতে দাও। কেননা আমি যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে ওসিয়্যাত করছি, মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবে। প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দিবে, যেমন আমি তাদেরকে উপঢৌকন দিতাম। রাবী বলেন, (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) তৃতীয়টা থেকে নীরব থাকেন অথবা তিনি বলেছেন, কিন্তু তা আমি ভুলে গিয়েছি। আবূ ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন বিশ্‌র (র) সুফিয়ান (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٨٧۔ حَدَثَنَااِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَالٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيْلُ دُمُوْعُهُ حَتّٰى رَأَيْتُ عَلٰى خَدَّيْهِ كَاَنَّهَانِظَامُ اللُّؤْلُؤِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِئْتُوْنِىْ بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ (اَوِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ) اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَقَالُوْا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَهْجُرُ۔

৪০৮৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বললেন, বৃহস্পতিবার দিন, আর কি সে বৃহস্পতিবার দিন! এরপর তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। এমন কি, আমি দেখলাম যে, তাঁর দু'গণ্ডের উপরে যেন মুক্তার লহরী। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নিকট হাড় ও দোয়াত নিয়ে আস, অথবা বলেছেন, কাষ্ঠফলক ও দোয়াত। আমি তোমাদের এমন একটা কিতাব লিখে (পত্র) দিব যে, এরপর আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। অতঃপর তারা বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অর্থহীন কথা বলছেন?

٤٠٨٨۔ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلُمَّ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَتَضِلُّوْنَ بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ حَسْبُنَا

كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَاحَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ -

৪০৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যুশয্যায় ছিলেন এবং ঘরে বেশ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমর ইব্ন খাত্তাবও ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন এসো, আমি তোমাদের এক কিতাব (পত্র) লিখে দিই। এরপরে আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তোমাদের কাছে কুরআন বর্তমান আছে। আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন ঘরের লোকজনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয় এবং তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তোমরা (কাগজ) কাছে নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের এমন এক কিতাবই লিখে দিবেন, যারপরে আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর কেউ কেউ সে কথাই বলেন, যা উমর (রা) বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যখন তাদের এ ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি বৃদ্ধি পায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা উঠে যাও। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, এরপর থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) আক্ষেপ করে বলতেন, বিপদ কত বড় বিপদ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাদের জন্য সেই কিতাব লিখে দেওয়ার মাঝখানে তাদের মতবিরোধ ও ঝগড়া যে অন্তরায় হয়ে পড়ল।

كِتَابُ النَّذْرِ

অধ্যায় : মানত

١- بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

১. পরিচ্ছেদ : মানত পূর্ণ করার আদেশ

٤٠٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِهِ عَنْهَا -

৪০৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সে মানতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যা তাঁর মায়ের যিম্মায় ছিল, কিন্তু তিনি তা পূর্ণ করার আগেই মারা যান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তা আদায় কর।

٤٠٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ -

৪০৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) বিভিন্ন সনদে .... সবাই যুহরী (র)-এর সূত্রে লায়স (র)-এর বর্ণিত সনদের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَاَنَّه لاَيَرُدُّ شَيْئًا

২. পরিচ্ছেদ : মানতের নিষেধাজ্ঞা আর তা কিছুই ফিরিয়ে দেয় না

٤٠٩١- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُوْلُ اَنَّهُ لاَيَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَايُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ-

৪০৯১. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদেরকে মানত করা থেকে নিষেধ করতে লাগলেন এবং বললেন যে, তা (তাকদীরের) কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। তবে এর মাধ্যমে কৃপণের কাছ থেকে কিছু বের করা হয়।

٤٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ النَّذْرُلاَيُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَيُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৪০৯২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানত (তাকদীরের) কোন কিছুকে না এগিয়ে আনতে পারে, আর না পিছিয়ে দিতে পারে। তবে এর মাধ্যমে কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।

٤٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرَ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيَاْتِىْ بِخَيْرٍ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৪০৯৩. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি মানত নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, তা কোন রকম কল্যাণ বয়ে আনে না। তবে এর মাধ্যমে কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।

٤٠٩٤- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ-

৪০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি‘, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা).....উক্ত সনদে জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٠٩٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَنْذُرُوْا فَاِنَّ النَّذْرَ لاَيُغْنِىْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ -

৪০৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা মানত করো না। কারণ, মানত তাকদীরের বিপরীতে কোন কাজে আসে না। তার মাধ্যমে কেবল কৃপণের মালই বের করা হয়।

٤٠٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ -

৪০৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তা তাকদীরের কিছু ফিরাতে পারে না। এর মাধ্যমে কেবলমাত্র কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।

٤٠٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَمْرٍو (وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عَمْرٍو) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّذْرَ لاَيُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلٰكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذٰلِكَ مِنَ الْبَخِيْلِ مَالَمْ يَكُنِ الْبَخِيْلُ يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَ -

৪০৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মানত এমন কোন বস্তুকে মানুষের নিকটে এনে দেয় না, যা আল্লাহ্ তার তাকদীরে রাখেননি। কিন্তু মানত তাকদীরের অনুকূলে হয়ে এর দ্বারা কৃপণের সেই মাল বের করা হয়, যা বের করতে সে ইচ্ছুক ছিল না।

٤٠٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ) وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِىْ الدَّرَاوَرْدِىَّ) كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪০৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...আমর ইব্‌ন আবূ আমর (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣- بَابُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ

৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাবে না এবং বান্দা যার মালিক নয় তাতেও (মানত সাব্যস্ত হবে না)

٤٠٩٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيْفُ

حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ (إِعْظَامًا لِذَلِكَ) أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

৪০৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র).....ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্র ছিল বনূ উকায়ল গোত্রের মিত্র। সাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীরা বনূ উকায়ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে এবং তার সাথে আযবা (নাম্নী উষ্ট্রী)কেও আটক করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে আসলেন। তখন সে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে ডাক দিল, ইয়া মুহাম্মদ! তিনি তার নিকট এলেন এবং বললেন, তোমার কী অবস্থা? সে বললো, আমাকে কী কারণে বন্দী করেছেন? আর কেনই বা হাজ্জীদের অগ্রগামী উষ্ট্রীটিকে আটক করেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (বিরাট কারণে)। তোমার মিত্র সাকীফ গোত্রের অপরাধের জন্য (তোমাকে বন্দী করেছি)। এরপর তিনি তার কাছ থেকে ফিরলেন। সে আবার তাঁকে ডেকে বললো, ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন বড়ই দয়ালু এবং নম্র স্বভাবের। তাই তিনি তার কাছে আবার এলেন, এবং বললেন, তোমার কী অবস্থা ? সে বললো, আমি একজন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যদি এ কথা তখন বলতে, যখন তোমার ব্যাপার তোমার অধিকারে ছিল, তবে তুমি পুরোপুরি সফল হতে। এরপর তিনি ফিরলেন। সে আবারও তাঁকে ডাক দিয়ে বললো, ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! তিনি আবার তার কাছে এলেন এবং বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বললো, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দিন, এবং তৃষ্ণার্ত, আমাকে পান করান। নবী ﷺ বললেন, এটা তোমার (স্বীকার্য) প্রয়োজন? অতঃপর তাকে সেই দু'ব্যক্তির বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

রাবী বলেন, একবার এক আনসারী মহিলা বন্দী হয় এবং আযবা নাম্নী উষ্ট্রী (তাদের হাতে) ধরা পড়ে। মহিলাটি বাঁধা অবস্থায় ছিল। গোত্রের লোকদের নিয়ম ছিল বিকালে তারা তাদের পশু তাদের বাড়ি ঘরের সামনে রাখত। এক রাতে সে মহিলা বন্ধন মুক্ত হয়ে পলায়ন করে এবং উটের কাছে আসে। সে যখনই কোন উটের

কাছে আসতো, উট আওয়ায করতো এবং তখন সে তাকে পরিত্যাগ করতো। অবশেষে সে 'আযবার' কাছে এসে পৌঁছে। 'আযবা' কোন আওয়ায করলো না। এ ছিল বড়ই বাধ্যগত উটনী। সে তার পিঠের উপর বসে এবং তাকে হাঁকা দিলে সে চলতে থাকে। তখন তারা তার পলায়ন টের পেয়ে গেল এবং তার অন্বেষণে ছুটল। কিন্তু 'আযবা' তাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়। রাবী বলেন, মহিলাও আল্লাহ্র নামে মানত করে যে, আল্লাহ্ যদি এ উষ্ট্রীর সাহায্যে তাকে মুক্তি দেন, তবে সে অবশ্যই উষ্ট্রীকে কুরবানী করবে। যখন সে মদীনায় পৌঁছে, তখন লোকজন তাকে দেখে বললো, এতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উষ্ট্রী আযবা। তখন সে বলল যে, সে মানত করেছে যে, আল্লাহ্ যদি তাকে এ উষ্ট্রীর উপর রক্ষা করেন, তবে সে অবশ্যই তাকে কুরবানী দিবে। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনাটি তাঁকে বললো। তিনি বললেন, 'সুবাহানাল্লাহ্' কি মন্দ প্রতিদান, যা সে তাকে দিয়েছে। সে আল্লাহ্র নামে মানত করেছে যে, যদি আল্লাহ্ তাকে এ উষ্ট্রীর উপর রক্ষা করেন তবে সে তাকেই কুরবানী করে দিবে। (জেনে রাখ) পাপের ব্যাপারে মানত করলে সে মানত পূরণ করতে নেই। আর বান্দা যার মালিক সে বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নয়। ইব্ন হুজর (র) এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্র নাফরমানীর বিষয়ে মানত কার্যকর হয় না।

٤١٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِيْ حَدِيْثِهِ اَيْضًا فَاَتَتْ عَلٰى نَاقَةٍ ذَلُوْلٍ مُجَرَّسَةٍ وَفِيْ حَدِيْثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ -

৪১০০. আবু রাবী' আল আতাকী, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমার (র).....আইউব (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, 'আযবা' ছিল উকায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির এবং হাজীদের উটের মধ্যে অগ্রগামী। তার হাদীসে আরও আছে যে, মহিলাটি একটি উষ্ট্রীর নিকট আসে, যা ছিল বাধ্যগত ও সাওয়ারীতে অভ্যস্ত। আর সাকাফীর হাদীসে আছে যে, তা ছিল একটি প্রশিক্ষিত উষ্ট্রী।

٤- بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَّمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ

৪. পরিচ্ছেদ : যিনি হেঁটে কা'বায় যাবেন বলে মানত করেন

٤١٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى شَيْخًا يُهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَابَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَاَمَرَهُ اَنْ يَرْكَبَ -

৪১০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও ইব্ন আবূ উমার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ একবার এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে তার দুই পুত্রের উপর ভর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, এর অবস্থা কি? তারা বললো, সে হেঁটে (হজ্জে) যাওয়ার মানত করেছে। তিনি বললেন, তার এ ভাবে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি তাকে সাওয়ার হতে আদেশ করলেন।

٤١٠٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَمْرٍو (وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ عَمْرٍو) عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِيْ بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاشَأْنُ هٰذَا قَالَ ابْنَاهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ)-

৪১০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এক বৃদ্ধকে দেখতে পান সে তার দুই পুত্রের মাঝে তাদের উপর ভর দিয়ে চলেছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির কী ব্যাপার? তার দুই পুত্র বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর উপর (হেঁটে যাওয়ার) মানত ছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ ওহে বৃদ্ধ! তুমি আরোহণ কর। কেননা আল্লাহ্ তোমার ও তোমার মানতের মুখাপেক্ষী নন। (এ শব্দ-ভাষ্য হল কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) এর।)

٤١٠٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِيْ الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ عَمْرٍو وَبْنِ أَبِيْ عَمْرٍو بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪১০৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আম্‌র ইব্‌ন আবূ আম্‌র (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤١٠٤- وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ) حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ-

৪১০৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সালিহ্ মিস্‌রী (র).....উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন খালি পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ যাওয়ার মানত করে। সে আমাকে তার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ফাত্ওয়া জানার জন্যে আদেশ করে। আমি তাঁর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সে পায়ে হেঁটে ও আরোহণ করে যাক।

٤١٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِيْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ الْحَدِيْثِ حَافِيَةً وَزَادَ وَكَانَ أَبُوْ الْخَيْرِ لَايُفَارِقُ عُقْبَةَ-

৪১০৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....উক্‌বা ইব্ন আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন মানত করে, পরবর্তী অংশ মুফাজ্জাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ হাদীসে তিনি "حافية" (নগ্ন পায়ে) শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং অতিরিক্ত বলেছেন যে, "আবুল খায়ের (র) উক্‌বা (রা) থেকে পৃথক হতেন না।"

٤١٠٦- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ-

৪১০৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইব্ন আবূ খালাফ (র).....ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে আবদুর রায্‌যাক (র) এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥- بَابُ فِيْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ

৫. পরিচ্ছেদ : মানতের কাফ্‌ফারা

٤١٠٧- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ يُوْنُسُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ-

৪১০৭ হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও আহ্‌মাদ ইব্ন ঈসা (র).....উক্‌বা ইব্ন আমির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : মানতের কাফ্‌ফারা কসমের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।

كِتَابُ الْاَيْمَانِ

অধ্যায় : কসম

١- بَابُ النَّهِيِ عَنِ الْحَلَفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالى

১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ

٤١٠٨- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهٰكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا اٰثِرًا -

৪১০৮. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ মহিয়ান তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করছেন। উমার (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ থেকে নিষেধ করতে শুনেছি, তখন থেকে আর কখনও সে নামে কসম করিনি, নিজের পক্ষ থেকেও নয়, আর (অপরের) উদ্ধৃতি দিয়েও নয়।

٤١٠٩- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا اٰثِرًا -

৪১০৯. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).....যুহরী (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য উকায়ল (র) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আমি আর সে নামে কসম করিনি যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। আর ঐ নামের কসমের উচ্চারণও করিনি। তবে তিনি "নিজের পক্ষ থেকে এবং উদ্ধৃতি দিয়েও" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٤١١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَالنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُوْنُسَ وَمَعْمَرٍ-

৪১১০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র).....সালিম (র) তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একদা উমার (রা) কে তাঁর পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। পরবর্তী অংশ ইউনুস ও মা'মার (র)-এর বর্ণনার অনুসারে বর্ণনা করেন।

٤١١١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِىْ رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ-

৪১১১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ (র) ....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা এক কাফেলায় উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) কে পেলেন। উমার (রা) তখন তাঁর পিতার নামে শপথ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ডেকে বললেন ঃ সাবধান! মহান আল্লাহ্ মহিয়ান তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে তোমাদের নিষেধ করছেন। সুতরাং যে কেউ কসম করতে চায়. সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা সে যেন চুপ থাকে।

٤١١٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ-

৪১১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইয়াহ্ইয়া, বিশর ইব্ন হিলাল, আবূ কুরায়ব, ইব্ন আবূ উমার, ইব্ন রাফি, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন রাফি (র).....তারা সকলেই ইব্ন উমার (র) সূত্রে অনুরূপ ঘটনা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

٤١١٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ لاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًافَلاَيَحْلِفْ اِلاَّبِاللّٰهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِاٰبَائِهَا فَقَالَ لاَتَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ

৪১১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নাম ব্যতীত শপথ না করে। কুরায়শরা তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতো। কাজেই তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٢ـ بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লা'ত ও উয্যা এর নামে কসম করে সে যেন لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ বলে

٤١١٤ـ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهْبٌ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ـ

৪১১৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কসম করে এবং সে কসম করতে গিয়ে বলে, 'লা'তের কসম', সে যেন (এর পরপরই) বলে لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন (এর সাথে সাথেই) কিছু সাদাকা করে দেয়।

٤١١٥ـ وَحَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَحَدِيْثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيْثِ يُونُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ وَفِيْ حَدِيْثِ الأَوْزَاعِيِّ مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى قَالَ اَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هٰذَا الْحَرْفُ (يَعْنِيْ قَوْلَهُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ) لاَيَرْوِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ مِنْ تِسْعِيْنَ حَدِيْثًا يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَيُشَارِكُهُ فِيْهِ اَحَدٌ بِأَسَانِيْدَ جِيَادٍ ـ

৪১১৫. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....যুহ্রী (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। আর মা'মার (র) এর হাদীস ইউনুস (র) এর হাদীসের অনুরূপ। তবে মা'মার বলেছেন, "সে যেন কোন কিছু সাদাকা করে দেয়"। আর আওযাঈর হাদীসে আছে, 'যে 'লাত' ও 'মানাত' এর শপথ করবে। আবুল হুসায়ন (ইমাম) মুসলিম (র) বলেন, এ কথাটি অর্থাৎ তার কথা "তুমি এসো, তোমার সাথে আমি জুয়া খেলি, তবে সে যেন সাদাকা দেয়" যুহ্রী ব্যতীত অন্য কেউই বর্ণনা করেনি। ইমাম মুসলিম (র) আরো বলেন, যুহ্রীর নিকট উত্তম সনদের প্রায় নব্বইটি হাদীস আছে, যা তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যাতে আর কেউ শরীক নেই।

٤١١٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِىْ وَلَابِاٰبَائِكُمْ ـ

৪১১৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দেবতার নামে ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না।

٣ـ بَابُ نَدْبُ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنًا فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اَنْ يَّاْتِىَ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ

৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে এর বিপরীত বিষয়কে তার চেয়ে উত্তম মনে করে তবে তার জন্য উত্তমটিই করা এবং তার কসমের কাফ্‌ফারা দেয়া মুস্তাহাব।

٤١١٧ـ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ (وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُتِىَ بِاِبِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا (اَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ) لَايُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لَايَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَاَتَوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ اَرٰى خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ـ

৪১১৭. খালাফ ইব্‌ন হিশাম, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র) .... আবূ মূসা আশ্-আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আশআরী গোত্রের কয়েকজন লোককে নিয়ে সাওয়ারী চাওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর নিকট আসি। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না। আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে আমি তোমাদের সাওয়ার করাতে পারি। আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা অপেক্ষা করলাম, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। তারপর তাঁর কাছে কিছু উট আসে। তিনি আমাদেরকে তিনটি সাদা কুঁজ বিশিষ্ট উট দেওয়ার হুকুম করেন। যখন আমরা (তা নিয়ে) চলে আসি। তখন আমরা বললাম, (রাবী বলেন অথবা বলেছেন, আমাদের একে অপরকে বলল) (এতে) আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বরকত দিবেন না। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে এসেছিলাম। তখন তিনি কসম করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। এরপর সাওয়ারী আমাদের দিলেন। (অর্থাৎ তিনি আমাদের কারণে অজ্ঞাতসারে কসম ভঙ্গ করলেন। এরপর তারা নবী ﷺ-এর নিকট এসে (তাঁর কসমের কথা) অবগত করালেন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি; বরং আল্লাহ্ তোমাদের সাওয়ারী দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র কসম! ইনশা আল্লাহ্ আমি যখনই কোন বিষয়ের উপর কসম করি এরপর যদি এর তুলনায় (বিপরতীটিকে) উত্তম মনে করি, তবে আমি আমার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দিব এবং যা উত্তম তাই করবো।

٤١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ (وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ) قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَصْحَابِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ اِذْهُمْ مَعَهُ فِىْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ (وَهِىَ غَزْوَةُ تَبُوْكَ) فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابِىْ اَرْسَلُوْنِىْ اِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَااَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَىْءٍ وَّوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا اَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِيْنًا مِنْ مَنْعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِن مَخَافَةِ اَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ وَجَدَ فِى نَفْسِهٖ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ اِلٰى اَصْحَابِى فَاَخْبَرْتُهُمُ الَّذِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ اَلْبَثْ الْأُسَيْعَةً اِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِىْ اَىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَاَجَبْتُهُ فَقَالَ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْكَ فَلَمَّا اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ (لِسِتَّةِ اَبْعِرَةٍ اِبْتَاعَهُنَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ) فَانْطَلِقْ بِهِنَّ اِلٰى اَصْحَابِكَ فَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ (اَوْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ) يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ فَارْكَبُوْهُنَّ قَالَ اَبُوْا مُوْسٰى فَانْطَلَقْتُ اِلٰى اَصْحَابِىْ بِهِنَّ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَااَدَعُكُمْ حَتّٰى يَنْطَلِقَ مَعِى بَعْضُكُمْ اِلٰى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ اِعْطَاءَهُ اِيَّاىَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَاتَظُنُّوْا اَنِّىْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوْا لِىْ وَاللّٰهِ اِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا اَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ مُوْسٰى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتّٰى اَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْعَهُ اِيَّاهُمْ ثُمَّ اِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوْهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهٖ اَبُوْ مُوْسٰى سَوَاءً-

৪১১৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা হামদানী (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা তাদের জন্য সাওয়ারী চাইতে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠায়, যখন তারা নবী ﷺ-এর সঙ্গে 'জায়শুল উসরা' (সংকারকালীন বাহিনী) (অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে) তাঁর সঙ্গে ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমার সঙ্গীরা আমাকে আপনার নিকট তাদেরকে সাওয়ারী দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কোন বাহন দিব না। আর যখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন, অথচ আমি বুঝতে পারিনি। আমি চিন্তিত মনে ফিরে আসি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসম্মতির কারণে এবং এই ভয়ে যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উপর মনে মনে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট চলে আসি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা তাদের জানাই। অল্পক্ষণ অতিবাহিত না করতেই হঠাৎ শুনতে পাই যে, বিলাল (রা) ডাক দিচ্ছেন হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স! আমি উত্তর দিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিন। তিনি আপনাকে ডাকছেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসি, তখন তিনি বললেন : এ জোড়া নাও, এ জোড়া নাও এবং এ জোড়া নাও। ছয়টি উট সম্পর্কে বললেন, (যা তিনি তখনই সা'দ (র)-এর কাছ থেকে কিনেছিলেন) এবং এগুলো নিয়ে তোমার সাথীদের কাছে যাও আর বলো যে, আল্লাহ্ অথবা বলেন, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের এগুলো বাহনের জন্যে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর উপর আরোহণ করো। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি এগুলি

নিয়ে আমার সাথীদের নিকট আসি এবং বলি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের ছাড়বো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ আমার সাথে সেই ব্যক্তির নিকট না যায়, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা শুনেছে, যখন আমি তাঁর নিকট তোমাদের জন্যে (বাহন) চেয়েছিলাম এবং তিনি প্রথমবারে নিষেধ করেন এবং পরে আমাকে তা প্রদান করেন। তোমরা ধারণা করোনা যে, আমি তোমাদের এমন কথা বলেছি যা তিনি বলেননি। তারা আমাকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমাদের নিকট অবশ্যই সত্যবাদী। আর আপনি যা চাইছেন তাও আমরা অবশ্যই করবো। তারপর আবূ মূসা (রা) তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ঐসব লোকের নিকটে এলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা এবং তাদের দিতে তাঁর নিষেধাজ্ঞা শুনেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর দেওয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারা তাদের কাছে হুবহু সেই বর্ণনাই দিলেন যা আবূ মূসা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

٤١١٩ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ اَيُّوْبُ وَاَنَا لِحَدِيْثِ الْقَاسِمِ اَحْفَظُ مِنِّيْ لِحَدِيْثِ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ شَبِيْئَةٌ بِالْمَوَالِيْ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّأَ فَقَالَ هَلُمَّ فَاِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّيْ رَأَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمَّ اُحَدِّثْكَ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّيْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنَ الاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَدَعَابِنَا فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَغْفَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ لاَ يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَاِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَتَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا اَفَنَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَاَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَاخَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَخَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوْا فَاِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

৪১১৯. আবূ রাবী' আতাকী (র).....যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (র) এর নিকটে ছিলাম। তিনি তাঁর (খানার) দস্তরখান নিয়ে আসতে বললেন। তাতে মুরগীর গোস্ত ছিল। ইত্যবসরে তায়মুল্লাহ্ গোত্রের লাল বর্ণের এক লোক উপস্থিত হয়। যে গোলাম বা নও মুসলিম সদৃশ ছিল। আবূ মূসা (রা) তাকে বললেন, এসো। সে ইতস্তত করল। আবূ মূসা (রা) বললেন, এসো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা খেতে দেখেছি। লোকটি বললো, আমি একে এমন কিছু খেতে দেখেছি যাতে আমার ঘৃণা হয়, তাই আমি কসম করেছি যে, তা আর খাবো না। আবূ মূসা (রা) বললেন, এসো, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে একটি হাদীস বলছি। আমি একবার আশ'আরী গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে আসি। তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না। আর তোমাদের দেয়ার মত সাওয়ারীও আমার কাছে নাই। তারপর যতক্ষণ আল্লাহ্র মরযি হয়, আমরা অপেক্ষা করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

নিকটে কিছু গনীমতের উট আসে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং সাদা কুঁজ বিশিষ্ট পাঁচটি উট আমাদের দেয়ার জন্য আদেশ দেন। যখন আমরা চললাম তখন আমাদের একে অন্যকে বলল, আমরা রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর কসম সম্বন্ধে অমনোযোগী রেখেছি, আমাদের বরকত হবে না। তখন আমরা তাঁর নিকট ফিরে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট সাওয়ারী চাইতে এসেছিলাম। আর আপনি আমাদেরকে সাওয়ারী না দেয়ার কসম করেছিলেন এবং তারপর আপনি আমাদের সাওয়ারী দিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি কি তা ভুলে গেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! ইনশা আল্লাহ্, আমি যখনই কোন কসম করি, তারপর তার বিপরতীটিকে উত্তম মনে করি, তখন আমি উত্তমটিই করব এবং কসম থেকে হালাল হয়ে যাব (অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় করব)। সুতরাং তোমরা যাও, কেননা মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন।

٤١٢٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَ بَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَنَحْوَهُ -

৪১২০. ইব্ন আবূ উমার (র).....যাহ্দাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জারম' এর এই গোত্র এবং আশ'আরীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একবার আমরা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তাঁর সামনে খাদ্য উপস্থিত করা হলো, যার মধ্যে মুরগির গোস্তও ছিল। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤١٢١- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَاوُهَيْبُ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسٰى وَاقْتَصُّوْا جَمِيْعًا الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৪১২১. আলী ইব্ন হুজ্র সা'দী, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন নুমায়র, ইব্ন আবূ উমার ও আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র) .....যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। অতঃপর সকলেই হাম্মাদ ইব্ন যায়দের হাদীসের মর্মানুসারে ঘটনা বর্ণনা করেন।

٤١٢٢- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ (يَعْنِيْ ابْنَ حَزْنٍ) حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا زَهْدَمُ الْجَرْمِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِيْ مُوْسٰى وَهُوَ يَاْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا نَسِيْتُهَا -

৪১২২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).....যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা (র) এর নিকট গমন করি। তখন তিনি মুরগির গোশ্‌ত খাচ্ছিলেন। তিনি হাদীসের পরবর্তী অংশ উক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতে এতটুকু অধিক বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা ভুলে যাইনি।

٤١٢٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ مَاعِنْدِيْ مَا اَحْمِلُكُمْ وَاللّٰهِ مَا اَحْمِلُكُمْ ثُمَّ بَعَثَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرٰى فَقُلْنَا اِنَّا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لَايَحْمِلَنَا فَاَتَيْنَهُ فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنِّيْ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ اَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ-

৪১২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সাওয়ারী চাইতে উপস্থিত হই। তিনি বললেন : আমার নিকট এমন কিছু নাই যা তোমাদেরকে সাওয়ারী হিসেবে দিতে পারি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ছাই বর্ণের) সাদা কুঁজ বিশিষ্ট তিনটি উট আমাদের নিকট পাঠান। আমরা আলোচনা করলাম যে, সাওয়ারী চাওয়ার জন্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসেছিলাম। তখন তিনি কসম খেয়েছিলেন যে, তিনি আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। এরপর আমরা তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে কসমের কথা জানালাম। তিনি বললেন : আমি কোন বিষয়ের উপর কসম করলে তার বিপরীত কাজ যদি উত্তম দেখি, তবে অবশ্যই সে উত্তমটি করব।

٤١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّلِيْلِ عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَاَتَيْنَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ-

৪১২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা তামীম (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পদাতিক ছিলাম। আমাদের কোন বাহন ছিল না। তাই আমরা নবী -এর নিকটে সাওয়ারী চাইতে এলাম। এরপর জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤١٢٥- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوْا فَاَتَاهُ اَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ اَنْ لَايَاْكُلَ مِنْ اَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَاَكَلَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ-

৪১২৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকটে গভীর রাত পর্যন্ত দেরী করে (ইশার সালাত আদায় করে)। এরপর তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে দেখে যে, বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার স্ত্রী তার খাবার নিয়ে এলে সে সন্তানদের কারণে কসম করলো যে, সে খাবে না। পরে তার ভাবান্তর ঘটলো এবং সে খেয়ে নিল। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসে ও তাঁকে উক্ত ঘটনা বলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে তার বিপরতিটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে ফেলে এবং নিজের কসমের কাফ্‌ফারা দেয়।

٤١٢٦- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ -

৪১২৬ আবূ তাহির (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে তার বিপরীতটিকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন তার কসমের কাফ্‌ফারা দেয় এবং (ঐ কাজটি) করে ফেলে।

٤١٢٧- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ -

৪১২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম করে, পরে তার বিপরীতটিকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন সেই উত্তম বিষয়টি সম্পাদন করে এবং তার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয়।

٤١٢٨- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ) حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرْيَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ -

৪১২৮. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র).....সুহায়ল (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে মালিক বর্ণিত হাদীসের মর্মানুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে আছে, "সে যেন তার কসমের কাফ্‌ফারা দেয় এবং তাই করে যা উত্তম"।

٤١٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ) عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَاأُعْطِيكَ إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهُمَا قَالَ فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لاَأُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي -

৪১২৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....তামীম ইব্‌ন তারফা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন সাহায্যপ্রার্থী আদী ইব্‌ন হাতিম (র)-এর নিকট এলো। সে একজন দাসের মূল্য কিংবা দাসের মূল্যের কিছু অংশ বাবদে সাহায্য করার প্রার্থনা জানায়। তিনি বললেন, একটা বর্ম ও লোহার টুপি ব্যতীত আমার নিকট তোমাকে দেওয়ার মত আর কিছুই নেই। আমি আমার পরিবারকে লিখে দিচ্ছি যেন তারা এ দু'টি তোমাকে দিয়ে দেয়। রাবী বলেন, সে ব্যক্তি এতে রাযী হলো না। আদী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে কিছুই দিব না। পরে লোকটি রাযী হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে না শুনতাম যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে কসম করে, অতঃপর তা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অধিক ভয় সম্পন্ন বিষয় দেখে, তবে সে যেন তাক্ওয়াপূর্ণ বিষয়টিই করে, তাহলে আমি আমার কসম প্রত্যাহার করতাম না।

٤١٣٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِيْنَهُ-

৪১৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)........'আদী ইব্‌ন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কসম করে, এরপর তার বিপরীতকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন উত্তমটিই করে, এবং কসম পরিত্যাগ (ভঙ্গ) করে।

٤١٣١- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْبَجَلِىُّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ طَرِيْفٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ الطَّائِى عَنْ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ فَرَاٰى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ-

৪১৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইব্‌ন তারিফ বাজালী (র).....আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন কসম করে, এরপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখে, তবে সে যেন তার কাফ্‌ফারা আদায় করে এবং তা-ই যেন করে যা উত্তম।

٤١٣٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ الطَّائِى عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ-

৪১৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন তারীফ (র).....আদী ইব্‌ন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

٤١٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَاَتَاهُ رَجُلٌ يَسْاَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْاَلُنِىْ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَاَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللّٰهِ لاَ اُعْطِيْكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ-

৪১৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তার নিকট এক ব্যক্তি এসে একশ দিরহামের সাওয়াল করে। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট একশ দিরহাম সওয়াল করছ! অথচ আমি হাতিম (তাই-)-এর পুত্র। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে আমি দান করব না। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, যে ব্যক্তি কসম করে, পরে তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখে, তবে সে যেন সেই উত্তমটিই পালন করে।

٤١٣٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي -

৪১৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র).....আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার নিকট সাওয়াল করে। এরপর উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং আরো বলেছেন যে, আমার প্রাপ্য (সরকারী) ভাতার মধ্য হতে চারশ তোমার জন্য।

٤١٣٥ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ -

৪১৩৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).....আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরাহ! তুমি শাসন ক্ষমতা চেয়ো না। কারণ, যদি তোমাকে চাওয়ার কারণে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর চাওয়া ব্যতীত তোমাকে তা অর্পণ করা হলে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যখন তুমি কোন কাজের ব্যাপারে কসম কর; তারপর তার বিপরীত কাজকে তুমি উত্তম মনে কর, তবে তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করবে এবং যা উত্তম তা পালন করবে। আবূ আহ্‌মাদ আল-জুলূদী.....জারীর ইব্‌ন হাযিম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٤١٣٦ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الإِمَارَةِ -

৪১৩৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী, আবু কামিল জাহদারী, ওয়াবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয ও উক্‌বা ইব্‌ন মুকাররম 'আম্মী.....আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে মুতামির তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে 'শাসন ক্ষমতার' (ইমারাত) কথা উল্লেখ নেই।

٤- بَابُ يَمِيْنُ الْحَالِفِ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

৪. পরিচ্ছেদ : কসম হবে কসম গ্রহণকারীর নিয়্যাত অনুযায়ী

٤١٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَايُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَقَالَ عَمْرُو يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ -

৪১৩৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আমর আন নাকিদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমার কসম ঐ উদ্দেশ্যের ওপর ধরা হবে, যে উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তোমার কসম গ্রহণকারী তোমাকে সত্য মনে করে। আমর বলেন, এ ভাবে যে, তোমার কসম গ্রহণকারী যে উদ্দেশ্যে তোমাকে সত্য মনে করে।

٤١٣٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ -

৪১৩৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কসম কসমগ্রহীতার নিয়্যাত অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে।

٥- بَاب الإستثناء

৫. পরিচ্ছেদ : কসম ও অন্যান্য ব্যাপারে 'ইনশা আল্লাহ্' বলা

٤١٣٩- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَاَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِى الرَّبِيْعِ) قَالاَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّوْنَ امْرَاَةً فَقَالَ لاَطُوْفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلاَّ وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ اِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ اسْتَثْنٰى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৪১৩৯. আবূ রাবী আতাকী, আবূ কামিল জাহদারী ও ফুযায়েল ইব্‌ন হুসাইন (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান (আ)-এর ষাটজন স্ত্রী ছিলো। একদিন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে তাদের (সকল স্ত্রীর) কাছে গমন করবো (অর্থাৎ সহবাস করবো)। অতএব, প্রত্যেকেই গর্ভবতী হবে এবং

প্রত্যেকেই এমন সব সন্তান প্রসব করবে যারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহ্‌র পথে অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করবে। কিন্তু পরিশেষে একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হননি। এরপর তিনি অর্ধ মানবাকৃতির (অপূর্ণাঙ্গ) একটি সন্তান প্রসব করলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ্' বলতেন, তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকেই এমন সন্তান প্রসব করতেন, যারা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতেন।

٤١٤٠ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِىُّ اللّٰهِ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِىْ بِغُلاَمٍ يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اَوِ الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ اِلاَّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلاَمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِىْ حَاجَتِهِ ـ

৪১৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদিন আল্লাহ্‌র নবী সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, অবশ্যই আমি আজ রাত সত্তরজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছেই যাব। এতে তাদের প্রত্যেকেই এমন এক একটি সন্তান প্রসব করবে যারা ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে। তখন তাঁর কোন সাথী অথবা ফেরেশতা তাঁকে বললেন যে, আপনি 'ইনশা আল্লাহ্' বলুন! কিন্তু তিনি ভুলে যাওয়ার কারণে তা বলেননি। অতএব, তাঁর স্ত্রীদের মধ্য হতে একজন ব্যতীত আর কেউ সন্তান প্রসব করেননি। আর তিনিও অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তিনি 'ইনশা আল্লাহ্' বলতেন, তবে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হতেন না। আর তিনি তখন তার উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হতেন।

٤١٤١ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اَوْ نَحْوَهُ ـ

৪১৪১. ইব্‌ন আবূ উমার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ শব্দের অথবা অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١٤٢ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقِيْلَ لَهُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ اِنْسَانٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ ـ

৪১৪২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) একদিন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাব। এতে তাদের প্রত্যেকেই এমন এক একটি সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে। তখন তাকে বলা হল যে, আপনি 'ইনশা আল্লাহ্' বলুন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। এরপর তিনি তাদের সাথে সহবাস করলেন। কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র একজন স্ত্রীর একটি অর্ধ মানবাকৃতির (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান প্রসব করা ব্যতীত আর কোন স্ত্রী কোন সন্তান প্রসব

করেননি। রাবী বলেন যে, (এ প্রসঙ্গে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ্' বলতেন, তবে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হতেন না। আর উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফলকাম হতেন।

٤١٤٣- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ-

৪১৪৩. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছেই যাবো। এতে তারা সকলেই অশ্বারোহী সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এমন সন্তান প্রসব করবে যারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। তখন তাঁর 'সাথী' তাঁকে বললেন, আপনি 'ইনশা আল্লাহ্' বলুন। কিন্তু তিনি 'ইনশা আল্লাহ্' বলেননি। এরপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই সহবাস করলেন। কিন্তু মাত্র একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কোন স্ত্রী গর্ভবতী হলেন না। তিনিও অর্ধ মানবাকৃতির অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর (কুদরতী) হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন, যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ্' বলতেন, (তবে তারা সকলেই এমন যোগ্যতাসম্পন্ন অশ্বারোহী সৈনিক সন্তান জন্ম দিতেন) যারা সকলেই (ভবিষ্যতে) অশ্বারোহী সৈনিক হয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতো।

٤١٤٤- وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالٰى-

৪১৪৪ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবূ যিনাদ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কিছু শাব্দিক পরিবর্তন করে বলেছেন যে– প্রত্যেক স্ত্রী এমন সন্তান প্রসব করবে, যারা ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে।

٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِيْنِ فِيْمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নামে এমন শপথের ব্যাপারে অনমনীয়তা নিষিদ্ধ; যাতে শপথকারীর পরিবার কষ্ট পায় অথচ (বাস্তবে) তা হারাম নয়।

٤١٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللّٰهُ-

৪১৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র).....হাম্মান ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে সবার মধ্যে অন্যতম—রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কারো তার পরিবারের সাথে (কোন বিষয়ে) আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তাতে অনমনীয়তা দেখানো অধিক গুনাহের কারণ বলে বিবেচিত হবে– কসম করে আল্লাহ্‌র (ফরযকৃত) নির্ধারিত (শপথ ভঙ্গের) কাফ্‌ফারা আদায় করার তুলনায়।[১]

٧- بَابُ نَذْرُ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيْهِ إِذَا أَسْلَمَ

৭. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থার মানতের ব্যাপারে করণীয়

٤١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَابْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ-

৪১৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র মুকাদ্দামী মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ। আমি (ইসলামপূর্ব) জাহেলিয়াতের যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত 'ইতিকাফ' করার মানত করেছিলাম। তখন তিনি ﷺ বললেন : তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।

٤١٤٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِىْ الثَّقَفِىَّ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرٰهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِىْ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَمَّا أَبُوْ أُسَامَةَ وَالثَّقَفِىُّ فَفِىْ حَدِيْثِهِمَا اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ وَأَمَّا فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ-

৪১৪৭. আবূ সাঈদ আশাজ্জ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ (র).....সকলেই উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এবং তাঁদের মধ্য হতে হাফ্‌স (রা) হযরত উমর (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবূ উমামা এবং সাকিফী (রা) উভয়ের বর্ণিত হাদীসে "اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ" (এক রাতের ইতিকাফের) কথা উল্লেখ আছে। আর শু'বা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে "جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ" (তিনি তাঁর নিজের উপর একদিনের ইতিকাফ করা ধার্য (মানত) করে নিয়েছিলেন)। উল্লেখিত হাফ্‌স (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে 'দিন' বা 'রাত'-এর উল্লেখ নেই।

১. কসম ভঙ্গ না করলে যদি পরিবারের লোকদের কষ্ট হয় তাহলে কসমের অনমনীয় থাকা কসম ভঙ্গ করে এর কাফ্‌ফারা দেওয়া তুলনায় অধিক গুনাহ্‌র কাজ বলে গণ্য হবে।

٤١٤٨- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ اَنَّ اَيُّوْبَ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ اَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ يَوْمًا فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرٰى قَالَ اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا اَعْتَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَصْوَاتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَعْتَقَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا اَعْتَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اذْهَبْ اِلٰى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيْلَهَا -

৪১৪৮. আবূ তাহির (র)..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জিইররানা নামক স্থানে অবস্থান কালে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অজ্ঞতার যুগে মাসজিদুল হারামে একদিন ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি বললেন : যাও এবং একদিন ইতিকাফ করে নাও। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমতের) এক-পঞ্চমাংশ থেকে একটি দাসী প্রদান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন–তখন উমার (রা) তাদের কলরব শুনতে পান। তারা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। উমর (রা) (পুত্র আবদুল্লাহ্) (রা)-কে বললেন, ব্যাপার কি ? তখন তারা বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আবদুল্লাহ্! ঐ দাসীটির কাছে যাও এবং তাকে মুক্ত করে দাও।

٤١٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ-

৪১৪৯. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ হুনায়নের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন–তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর জাহেলী যুগে একদিনের ইতিকাফ করার মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর জারীর ইব্ন হাযিম (রা)-এর হাদীসের মর্মানুরূপ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٤١٥٠- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ-

৪১৫০. আহমাদ ইব্‌ন আবদাতুদ্দাব্বী (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) এর নিকট জি'ইররানা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'উমরা' করার কথা উল্লেখ করা হল। তখন তিনি বললেন, সেখান থেকে তিনি উমরা করেননি। বর্ণনাকারী বলেন যে, উমর (রা) জাহেলী যুগে একরাত ইতিকাফ করার মানত করেছিলেন। এরপর জারীর ইব্‌ন হাযিম ও মা'মার সূত্রে আইউব থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤١٥١- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِى النَّذْرِ وَفِى حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ-

৪১৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালাফ (র).....উভয়েই নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে মানত সম্পর্কে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর উভয়ের বর্ণিত হাদীসে সকলেই "إِعْتِكَافُ يَوْمٍ" (একদিনের ইতিকাফ) কথাটি বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيْكِ وَ كَفَّارَةُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

৮. পরিচ্ছেদ : ক্রীতদাসদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং দাসকে চপোটাঘাতের কাফ্ফারা

٤١٥٢- حَدَّثَنِى اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ اَبِى عُمَرَ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ اَعْتَقَ مَمْلُوْكًا قَالَ فَاَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ عُوْدًا اَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَافِيْهِ مِنَ الْاَجْرِ مَايَسْوِىْ هٰذَا اِلَّا اَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ اَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُعْتِقَهُ-

৪১৫২. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসাইন জাহ্দারী (র).....আবূ উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি যে, তিনি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি মাটি থেকে একটি কাঠি অথবা অন্য কোন বস্তু তুলে ধরে বললেন, তাকে আযাদ করার মধ্যে এর (কাঠির) সমতুল্য পুণ্যও নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শোনেছি, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল অথবা প্রহার করল, এর কাফ্ফারা হল তাকে আযাদ করে দেয়া।

٤١٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَاٰى بِظَهْرِهِ اَثَرًا فَقَالَ لَهُ اَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَاَنْتَ عَتِيْقٌ

قَالَ ثُمَّ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ مَالِىْ فِيْهِ مِنَ الْاَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَاْتِهِ اَوْ لَطَمَهُ فَاِنَّ كَفَّارَتَهُ اَنْ يُعْتِقَهُ-

৪১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....যাযান (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর এক গোলামকে ডাকালেন। এরপর তার পিঠে (প্রহারের) দাগ দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে ব্যথা দিয়েছি ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মাটি থেকে কোন বস্তু তুলে নিয়ে বললেন, তাকে আযাদ করার মধ্যে এর ওযন পরিমাণ পুণ্যও মেলেনি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শোনেছি, যে ব্যক্তি তার গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করল (অথবা অপরাধের পরিমাণের চেয়ে অধিক শাস্তি দিল) কিংবা চপেটাঘাত করল, এর কাফ্‌ফারা হল তাকে মুক্ত করে দেয়া।

٤١٥٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ بِاِسْنَادِ شُعْبَةَ وَاَبِى عَوَانَةَ اَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِى حَدِيثِ وَكِيعٍ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ -

৪১৫৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) উভয়েই সুফয়ান (র) এর সূত্রে ইব্‌ন মাহ্‌দী (র)-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন যে, এতে "حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ" (বিনা অপরাধে) কথাটি উল্লেখ আছে। আর ওয়াকী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে "مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ" (যে ব্যক্তি তার গোলামকে চপেটাঘাত করল) বাক্যটির উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর হাদীসে "حد" (অপরাধের শাস্তি) কথাটি উল্লেখ করেননি।

٤١٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِى فَدَعَاهُ وَدَعَانِى ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِى مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا اِلاَّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا اَحَدُنَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقُوْهَا قَالُوْا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَخْدِمُوْهَا فَاِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوْا سَبِيْلَهَا -

৪১৫৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র).....মুআবিয়া ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একবার আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি পলায়ন করলাম এবং যুহরের সালাতের পূর্বক্ষণে ফিরে এলাম এবং আমার পিতার পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি তাকে এবং আমাকে ডাকালেন। গোলামকে বললেন, তুমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে মা'ফ করে দিল। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়কালে আমরা বনী মুকাররিন গোত্র। আমাদের মাত্র একটি খাদিম (দাস) ছিল। আমাদের কোন একজন তাকে চপেটাঘাত করল এবং এ সংবাদ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছল। তখন তিনি বললেন : তোমরা তাকে মুক্ত করে দাও। তারা বলল, সে ব্যতীত তাদের অন্য কোন খাদিম নেই। তখন তিনি বললেন : তারা তার কাছ হতে সেবা গ্রহণ করতে থাকবে, যখনই তার প্রতি তাদের প্রয়োজন থাকবে না তখনই তারা তাকে মুক্ত করে দিবে।

٤١٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَحَدَّثَنَا ابْنُ ادْرِيْس عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَجَزَ عَلَيْكَ الاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْرَأَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِىْ مُقَرِّنٍ مَالَنَا خَادِمٌ الاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَااَصْغَرُنَا فَامَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُعْتِقَهَا -

৪১৫৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).....হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধ তার দাসীকে তড়িঘড়ি করে চপোটাঘাত করল। সুওয়ায়েদ ইব্‌ন মুকাররিন (র) তাকে বললেন, আপনি (প্রহারের জন্য) তার চেহারা ব্যতীত আর কোন স্থান পেলেন না। তুমি আমাকে বনী মুকাররিন গোত্রের সাত সদস্যের সপ্তম লোক (একজন) হিসেবে দেখেছ। আমাদের একজন ব্যতীত অন্য কোন দাসী ছিল না। একদা আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাকে চপোটাঘাত করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তাকে আযাদ করে দেয়ার আদেশ দিলেন।

٤١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَبِيْعُ الْبَزَّ فِىْ دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ اَخِىْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُوَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ ادْرِيْسَ -

৪১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (র)-এর ভাই সুওয়াইদ ইব্‌ন মুকাররিন (র)-এর বাড়িতে (রেশমী) কাপড় বিক্রি করলাম। এমন সময় একজন দাসী বেরিয়ে এসে আমাদের একজন লোকের সাথে তর্ক করল। তখন সে তাকে চপোটাঘাত করল। এতে সুওয়াইদ (রা) রাগান্বিত হলেন। তখন তিনি ইব্‌ন ইদরীস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤١٥٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ فَقَالَ مُحَمَّدُحَدَّثَنِىْ اَبُوْ شُعْبَةَ الْعِرَاقِىُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ اَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا انْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الصُّوْرَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ رَأَيْتُنِىْ وَانِّىْ لَسَابِعُ اِخْوَةٍ لِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ اَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَامَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُعْتِقَهُ -

৪১৫৮. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র).....সুওয়াইদ ইব্‌ন মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একজন দাসী ছিল। এক ব্যক্তি তাকে চপোটাঘাত করল। তখন সুওয়াইদ (রা) তাকে বললেন, তুমি কি জান না যে, চেহারায় (আঘাত করা) নিষিদ্ধ? তিনি আরো বললেন, আমার নিশ্চিত রূপে মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমি ছিলাম সাত ভায়ের সপ্তম (একজন) ছিলাম। আমাদের একজন ব্যতীত আর কোন গোলাম ছিল না। একদা আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাকে চপোটাঘাত করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

٤١٥٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَااسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ ـ

৪১৫৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....শুবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? অতঃপর তিনি আবদুস্ সামাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤١٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْحَجْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِيْ اِبْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِيْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِيْ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَلَمْ اَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَامِنِّيْ اِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَقُوْلُ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ قَالَ فَاَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِيْ فَقَالَ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اَنَّ اللّٰهَ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلٰى هٰذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا اَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ اَبَدًا ـ

৪১৬০. আবূ কামিল জাহদারী (র).....আবূ মাসঊদ বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার এক ক্রীতদাসকে বেত্রাঘাত করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছনে থেকে একটি আওয়ায শোনলাম, হে আবূ মাসঊদ! জেনে রেখো! রাগের কারণে আওয়ায (কার তা) স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি আমার নিকটে এলেন–হঠাৎ দেখতে পেলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। এবং তিনি বলছেন : হে আবূ মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি বেতটি আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম। এরপর তিনি বললেন, হে আবূ মাসউদ! তুমি জেনে রেখো যে, এই দাসের উপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই অধিক ক্ষমতাবান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এরপর কখনও কোন গোলামকে আমি প্রহার করবো না।

٤١٦١- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ) عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَااَبُوْ عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَحْوَ حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِيْ السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ ـ

৪১৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, আবূ বাকর্ ইব্ন আবূ শায়বা (র) সকলেই আ'মাশ (র) সূত্রে আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে "فَسَقَطَ مِنْ يَدِيْ السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ" (তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে বেতটি পড়ে গেল) এই বাক্যটি রয়েছে।

٤١٦٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَااَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًالِيْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ ! اَللّٰهُ اَقْدَرُ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَقَالَ اَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ ـ

৪১৬২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র).....আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে একটি আওয়ায শোনলাম, হে আবূ মাসউদ! জেনে রেখো, তুমি তার ওপর যেরূপ ক্ষমতাবান, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমার ওপর এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : শোন! যদি তুমি তা না করতে–তাহলে অবশ্যই (জাহান্নামের) আগুন তোমাকে ঝলসে দিত। কিংবা (তিনি বললেন :) আগুন তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো।

٤١٦٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ اَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَلّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ فَاَعْتَقَهُ-

৪১৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা).....আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার তার গোলামকে প্রহার করছিলেন। তখন সে বলতে লাগলো– আমি আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই। বর্ণনাকারী বলেন, তখনও তিনি তাকে প্রহার করছিলেন। এরপর সে বলল, আমি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে সাহায্য চাই। তখন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্র শপথ! তুমি তার উপর যতটুকু ক্ষমতাবান, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমার উপর তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাকে মুক্ত করেছেন।

٤١٦٤- وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِىْ اِبْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-

৪১৬৪. বিশ্র ইব্ন খালিদ উক্ত হাদীসটি শু'বা (র) থেকে এই একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ" (আমি আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই, আমি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে সাহায্য চাই) এই বাক্যটির উল্লেখ করেননি।

٩- بَابُ التَّغْلِيْظِ عَلٰى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا

৯. পরিচ্ছেদ : দাসীর প্রতি যিনার অপবাদদাতার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

٤١٦٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ نُعْمٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ-

৪১৬৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন গোলামকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করল, কিয়ামত দিবসে তার ওপর এই মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু সে যদি সত্যই অপরাধী হয় (তবে অভিযোগকারী শাস্তি পাবে না)।

٤١٦٦ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ كِلاَهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا سَمِعْتُ اَبَاالْقَاسِمِ ﷺ نَبِىَّ التَّوْبَةِ ـ

৪১৬৬. আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (রা).....উভয়ে ফুযায়ল ইব্‌ন গাযওয়ান (রা) থেকে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের উভয়ের হাদীসে " سَمِعْتُ اَبَاالْقَاسِمِ ﷺ نَبِىَّ التَّوْبَةِ "(তাওবার নবী আবুল কাসিম ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি) এর উল্লেখ আছে।

١٠ـ بَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوْكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَاِلْبَاسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

১০. পরিচ্ছেদ : নিজে যা খাবে ও পরবে দাস-দাসীকেও তা খেতে ও পরতে দেয়া এবং তাদের সাধ্যাতীত কাজের ভার না দেয়া।

٤١٦٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِاَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلٰى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا اَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ اِخْوَانِىْ كَلاَمٌ وَكَانَتْ اُمُّهُ اَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهِ فَشَكَانِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَلَقِيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوْا اَبَاهُ وَاُمَّهُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ امْرَؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلاَتُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ ـ

৪১৬৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....মা'রূর ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা 'রাবাযাহ' নামক স্থানে আবূ যার (রা)-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল এবং তাঁর গোলামের গায়েও অনুরূপ একটি চাদর ছিল। তখন আমরা বললাম, হে আবূ যার (রা)! যদি আপনি উভয়টি একত্রিত করতেন, তাহলে দু'জোড় (এক ধরনের দু'কাপড়) হতো। তিনি বললেন, আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের একজন (অর্থাৎ) আমার গোলামের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তার মা ছিল অনারব। আমি তার মাকে উল্লেখ করে তাকে গালি দিলাম। তখন সে আমার বিরুদ্ধে নবী ﷺ-এর কাছে নালিশ করল। এরপর যখন আমি নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, হে আবূ যার! তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে অজ্ঞতা (জাহিলী) যুগের স্বভাব বিদ্যমান। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! যে ব্যক্তি মানুষদেরকে গালি দেয় তার প্রতি উত্তরে তারাও তার পিতা মাতাকে উল্লেখ করে গালি দেয়া স্বভাব। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আবূ যার! তোমার মধ্যে অজ্ঞতা যুগের স্বভাব এখনও বিদ্যমান। তারা (কালিমার) তোমাদের ভাই। আল্লাহ্

তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা থেকে খাওয়াবে এবং তোমরা যেমন পোশাক পরবে তাদেরকেও তা থেকে পরাবে। তোমরা তাদের উপর এমন কোন কাজের ভার চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। যদি তোমরা তাদেরকে (ভারী কাজ) চাপিয়ে দাও, তাহলে একাজে (তোমরাও) তাদের সাহায্যও করবে।

٤١٦٨ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَاَبِيْ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ اِنَّكَ اِمْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ عَلٰى حَالِ سَاعَتِيْ مِنَ الْكِبَرِ قَالَ نَعَمْ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ نَعَمْ عَلٰى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَفِيْ حَدِيْثِ عِيْسٰى فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ وَفِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ فَلْيَبِعْهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ اِنْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ ـ

৪১৬৮. আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....সকলেই আ'মাশ (র)..... থেকে এই একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যুহায়র ও আবূ মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে "তোমার মধ্যে অজ্ঞতা যুগের কর্মকাণ্ড বিদ্যমান" এই কথার পর কিছু অতিরিক্ত সংযোগ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তা আমার এ বৃদ্ধ বয়সেও ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর আবূ মুআবিয়ার বর্ণনায় আছে–হ্যাঁ, তোমার এ বৃদ্ধ বয়সেও। আর ঈসা (র) এর হাদীসে আছে, যদি সে তাকে সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দেয়, যা সে করতে অক্ষম, তবে তাকে বিক্রি করে দিবে। আর যুহায়র (র) এর হাদীসে আছে "তবে সে তাকে সাহায্য করবে"। আবূ মুআবিয়ার (রা) হাদীসে "সে তাকে বিক্রি করে দিবে" অথবা "সাহায্য করবে" কোন কথার উল্লেখ নেই। "তুমি তাকে এমন কাজের ভার চাপিয়ে দিও না, যা করতে সে অক্ষম" একথা পর্যন্তই হাদীস শেষ হয়েছে।

٤١٦٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلَامِهِ مِثْلُهَا فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَذَكَرَ اَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَيَّرَهُ بِاُمِّهِ قَالَ فَاَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ ـ

৪১৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) মা'রূর ইব্ন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রা)-কে দেখতে পেলাম যে, তাঁর গায়ে এক জোড়া (সেট) কাপড় এবং তাঁর গোলামের গায়েও অনুরূপ এক জোড়া চাদর রয়েছে। তখন আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, সে (আবূ যার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিল এবং সে তার মাকে উল্লেখ করে গালি দিল।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে ঐ ঘটনা বর্ণনা করলো। নবী করীম ﷺ (আমাকে) বললেন : নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব বিদ্যমান। তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের খাদিম। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির অধীনে তার কোন ভাই (গোলাম) থাকে তার উচিত তাকে এমন খাবার খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং এমন পোষাক দেওয়া যা সে নিজে পরিধান করে। আর তোমরা তাদের উপর এমন কাজের ভার চাপিয়ে দিও না যা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়। আর যদি তোমরা তাদেরকে সাধ্যতীত কাজ দাও, তবে তোমরা তাতে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতাও করো।

٤١٧٠- وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلاَنِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَيُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَايُطِيقُ۔

৪১৭০. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রীতদাসের অধিকার। (তার ব্যবস্থা করা মনিবের কর্তব্য।) তার সাধ্যাতীত কোন কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

٤١٧١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ۔

৪১৭১. কা'নাবী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো গোলাম খাবার রান্না করে তার (মনিবের) কাছে নিয়ে আসে। এমন খাবার যার তাপ ও ধোঁয়া সে সহ্য করেছে, তখন তার উচিত হবে তাকে কাছে বসিয়ে তা থেকে খাবার প্রদান করা। আর যদি খাবারের পরিমাণ অতি অল্প হয়, তবে সে যেন তার হাতে অন্ততঃ একগ্রাস অথবা দু'গ্রাস খাবার তুলে দেয়। বর্ণনাকারী দাউদ (র)..... বলেন যে, "أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ" এর অর্থ "لقمةً او لقمتين"—এক লুকমা অথবা দু' লুকমা।

١١- بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

১১. পরিচ্ছেদ : আন্তরিকতার সাথে মনিবের সেবা ও উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদতকারী দাস-দাসীর সাওয়াব।

٤١٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ۔

৪১৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন গোলাম যখন আন্তরিকতার সাথে তার মনিবের কাজ করে (মনিবের কল্যাণ কামনা করে।) এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতও উত্তমরূপে সমাধা করে— তখন তার জন্য পুরস্কার দুই গুণ।

٤١٧٣- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ جَمِيْعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ مَالِكٍ-

৪১৭৩. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাকর আবূ শায়বা ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... সকলেই ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মালিক (র)..... এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١٧٤- حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِوَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الْمُصْلِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّى لاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ قَالَ وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ اُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرُ فِىْ حَدِيْثِهِ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ وَلَمْ يَذْكُرِالْمَمْلُوْكَ-

৪১৭৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রীতদাস সৎ গোলামের জন্যে দু'টি পুরস্কার রয়েছে। সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ। যাঁর (কুদরতী) হাতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর জীবন, যদি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করা এ সব কর্তব্য (আমার দায়িত্বে) না থাকতো তবে গোলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকেই আমি অধিক পছন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পারলাম যে, আবূ হুরায়রা (রা) হজ্জে গমন করেননি তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা, তিনি সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন। বর্ণনাকারী আবূ তাহির তাঁর বর্ণিত হাদীসে "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ" (সৎ গোলামের জন্যে) কথাটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু الْمَمْلُوْكَ (ক্রীতদাস) শব্দটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٤١٧٥- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ الْاُمَوِىُّ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ-

৪১৭৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ" (আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে থেকে নিয়ে এর পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি)।

٤١٧٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ كَانَ لَهُ اَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلاَ عَلٰى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪১৭৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে গোলাম আল্লাহ্র হক এবং তার মনিবের হক আদায় করল, তার জন্য দু'গুণ ছাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি এটি কা'ব (রা) নিকট বর্ণনা করলাম। তখন কা'ব (রা) বললেন, কিয়ামত দিবসে তার ওপর কোন হিসাব নেই এবং ঐ মু'মিনের ওপরও কোন হিসাব নেই যার সম্পদ অনেক কম। উপরোক্ত হাদীস যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আ'মাশ (রা) থেকে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٤١٧٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوْكِ اَنْ يُتَوَفّٰى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ ـ

৪১৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার অন্যতম (হাদীস) তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ গোলামের জন্য কতইনা উত্তম (পুরস্কার রয়েছে) যে, উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং আপন মনিবের উত্তম সেবা মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্য কতইনা উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

١٢ـ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ

১২. পরিচ্ছেদ : শরীকী গোলাম আযাদ করা

٤١٧٨ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةُ الْعَدْلِ فَاَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ ـ

৪১৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কয়েক শরীকের মালিকানাধীন কোন গোলামের নিজের অংশ যে ব্যক্তি আযাদ করে দিল আর তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যা গোলামের মূল্য পরিমাণ হয় তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে মূল্য নির্ধারণ করে অন্যান্য অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করে দিবে এবং গোলাম (সম্পূর্ণভাবে) তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে। অন্যথা সে যে অংশ আযাদ করল, তাই (শুধু) আযাদ হবে।

٤١٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ-

৪১৭৯. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন গোলামের (মালিকানা হবে তার) নিজ অংশ আযাদ করে দিল, তা কর্তব্য হবে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করে দেয়া, যদি তার কাছে সম্পূর্ণ গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার সম্পদ বিদ্যমান না থাকে, তবে সে যে অংশ আযাদ করল, তাই (শুধু) আযাদ হবে।

٤١٨٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ-

৪১৮০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথভাবে ক্রয় করা কোন গোলামের নিজ অংশ আযাদ করে দেয় এবং তার কাছে গোলামের সম্পূর্ণ মূল্যের পরিমাণ সম্পদও থাকে তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে গোলামও মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং সকলের পাওনা পরিশোধ করে তাকে সম্পূর্ণ আযাদ করে দেবে। অন্যথা সে যে অংশ আযাদ করল তাই (শুধু) আযাদ হবে।

٤١٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ) كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ (يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ) كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ اِلاَّ فِيْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَاِنَّهُمَا ذَكَرَا هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيْثِ وَقَالاَ لاَ نَدْرِيْ اَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ اَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَةِ اَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ فِيْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

৪১৮১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, আবূ রাবী', আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)..... সকলেই ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আয়্যুব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) ব্যতীত অন্য

সকলের তাঁদের বর্ণিত হাদীসে "وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (আর যদি তার কাছে প্রচুর সম্পদ না থাকে, তবে সে যে অংশ আযাদ করল তাই (শুধু) আযাদ হবে) এইরূপ বাক্যের উল্লেখ নেই। আর তারা (দু'জন) একথাও বলেছেন যে, আমরা জানি না যে, প্রকৃতপক্ষেই এই শব্দগুলো হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, না বর্ণনাকারী নাফি' (র) নিজের পক্ষ হতেই এইগুলো বলেছেন। উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের কারো বর্ণনায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেনি কথাটা নেই, একমাত্র লাইস ইব্ন সা'দ এর হাদীস ব্যতীত।

٤١٨٢ـ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِىْ مَالِهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ لاَوَكْسَ وَلاَشَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِىْ مَالِهِ اِنْ كَانَ مُوْسِرًا ـ

৪১৮২. আমর আন-নাকিদ ও ইব্ন আবী উমর (র) .... আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন গোলামকে আযাদ করল যার মধ্যে তার এবং অপরের অংশীদারিত্ব আছে, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে কমবেশি করা ব্যতীত তার মূল্য নিরূপণ করা হবে। এরপর তার সম্পদ হতে তাকে মুক্ত করে দেয়া উচিত, যদি সে সচ্ছল হয়।

٤١٨٣ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ عَتَقَ مَابَقِىَ فِىْ مَالِهِ اِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ـ

৪১৮৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন গোলামের তার অংশ আযাদ করল, বাকী অংশটুকু তার সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, যদি তার এমন সম্পদ থাকে যদ্বারা গোলামের মূল্য পরিশোধ করা যায়।

٤١٨٤ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِى الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ اَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ ـ

৪১৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) উভয়েই .....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : দু' ব্যক্তির অংশীদারিত্বে কোন গোলামের একজন মালিক যদি তার অংশ আযাদ করে দেয়, তবে সে (অপরের অংশের) যামিন হবে।

٤١٨٥ـ وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِقَالَ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ ـ

৪১৮৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র).....শু'বা (র) সূত্রে হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কোন গোলামের এক অংশ আযাদ করল, সে স্বাধীন হবে তার মাল থেকেই। (অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে স্বীয় সম্পদ দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ আযাদ করে দেয়া তার কর্তব্য)।

٤١٨٦- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو وَالنَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْيْصًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِيْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

৪১৮৬. আমর আন-নাকিদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি (যৌথ মালিকানার) কোন গোলামের নিজ অংশ আযাদ করল, তবে তার মাল থেকেই তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া কর্তব্য, যদি তার সম্পদ থাকে। আর যদি তার সম্পদ না থাকে তবে (পূর্ণ মুক্ত হওয়ার জন্য) গোলামকে সে (তার অবশিষ্ট মূল্য পরিমাণ) শ্রম করানো হবে (এবং মূল্য পরিশোধ হলে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে), তবে তার উপর কোন কঠোরতা আরোপ করতে পারবে না।

٤١٨٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ بِهٰذَا وَفِيْ حَدِيْثِ عِيْسٰى ثُمَّ يُسْتَسْعٰى فِيْ نَصِيْبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

৪১৮৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)..... ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ঈসা (র)-এর বর্ণিত হাদীসে “এরপর যে অংশ আযাদ করেনি শ্রম দ্বারা সে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার উপর কোন কঠোরতা আরোপ করা যাবে না” বর্ণিত রয়েছে।

٤١٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ اَثْلاَثًا ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا -

৪১৮৮. আলী ইব্‌ন হুজর সাদী, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে নিজের ছয়জন গোলামকে আযাদ করল। অথচ তারা ব্যতীত তার আর কোন সম্পদও ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে ডাকালেন এবং তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করলেন। তারপর তাদের মাঝে লটারী করে দু'জনকে (সম্পূর্ণভাবে) আযাদ করলেন এবং বাকী চারজনকে গোলাম বানিয়ে রাখলেন। আর তার সম্পর্কে (মৃতের প্রতি) কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলেন।

٤١٨٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيْثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِيْ حَدِيْثِهِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ اَوْصٰى عِنْدَ مَوْتِهِ فَاَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ -

৪১৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র).... আইউব (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি ইব্ন উলাইয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। আর সাকাফী (র)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "আনসারী এক লোক তাঁর মৃত্যুকালে ওয়াসিয়্যাত করলেন এবং (সে ওয়াসিয়্যাতে) তাঁর ছয়জন গোলামকে আযাদ করলেন"।

٤١٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ-

৪১৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল দারীর ও আহ্মাদ ইব্ন আবদা (র) উভয়ে...... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইব্ন উলাইয়া (র) ও হাম্মাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣- بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৩. পরিচ্ছেদ : মুদাব্বার[১] গোলাম বিক্রি করা বৈধ

٤١٩١- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ-

৪১৯১. আবূ রাবী 'সুলায়মান ইব্ন দাউদ আতাকী (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী লোক তাঁর গোলামকে এই শর্তে আযাদ করল যে, তুমি আমার মৃত্যুর পর স্বাধীন। সে গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। এই সংবাদ যখন নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌছল। তখন তিনি বললেন : কে আছ যে, তাকে আমার নিকট হতে ক্রয় করবে? তখন নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। তখন নবী ﷺ ঐ অর্থ আনসারীকে দিয়ে দিলেন। আমর (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলতে শোনেছি যে, সে ছিল একজন কিব্তী গোলাম, সে (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতের) প্রথম বছর মৃত্যুবরণ করেছে।

٤١٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ-

---

১. 'মুদাব্বার' ঐ শ্রেণীর গোলামকে বলে- যার মনিব তাকে বলল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ।

৪১৯২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী এক লোক তাঁর গোলামকে এই বলে আযাদ করল যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন। কিন্তু সে গোলাম ব্যতীত তাঁর আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিক্রি করলেন। জাবির (রা) বলেন যে, ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) তাকে ক্রয় করলো। সে ছিল একজন কিব্‌তী গোলাম। ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফত কালের প্রথম বছর সে ইন্তিকাল করে।

٤١٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ

৪১৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে "মুদাব্বার" সম্পর্কে হাম্মাদ (র) কর্তৃক আমর ইব্‌ন দীনারের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِىْ الْحِزَامِىَّ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ) ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ فِىْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ كُلُّ هٰؤُلاَءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ-

৪১৯৪. কুতায়বা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম ও আবূ গাস্‌সান মিসমা'ঈ (র), সকলেই নবী করীম ﷺ থেকে হাম্মাদ (র) এবং ইব্‌ন উয়ায়না (রা) কর্তৃক আমর (রা) ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِيْنَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَات

অধ্যায় : 'কাসামা'–(খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা), 'মুহারিবীন' (শত্রু সৈন্য), 'কিসাস' (খুনের বদলা) এবং 'দিয়াত' (খুনের শাস্তি স্বরূপ অর্থদণ্ড)

١ـ بَابُ الْقَسَامَةِ

১. পরিচ্ছেদ : 'কাসামা'– খুনের ব্যাপারে হলফ করা

٤١٩٥ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (قَالَ يَحْيٰى وَحَسِبْتُ قَالَ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنُ زَيْدٍ حَتّٰى اِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِىْ بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ اِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ (الْكُبْرَ فِى السِّنِّ) فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ (اَوْ قَاتِلَكُمْ) قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى عَقْلَهُ ـ

৪১৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) ও রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন যায়দ (রা) মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ (রা) বাড়ি

থেকে বের হয়ে খায়বার পর্যন্ত এলেন। এরপর সেখানে উভয়েই তাদের কাজে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুহায়্যিসা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল (র)-কে একস্থানে নিহত অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি তাঁকে দাফন করলেন। এরপর তিনি এবং হুওয়ায়্যিসা ইব্ন মাসঊদ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন সাহ্ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। আর তিনি ছিলেন দলের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তি। আবদুর রহমান (রা) তাঁর দুই সাথীর আগে কথা বলতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে বড় কে (যে ব্যক্তি বয়সে বড়) তাকে কথা বলতে দাও। সুতরাং তিনি চুপ করে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয় কথা বললেন। আর তিনিও (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাদের দুজনের সাথে কথা বললেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল (রা)-এর নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা কি এ ব্যাপারে পঞ্চাশবার হলফ (শপথ) করতে পারবে ? তা হলে তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষ অথবা হত্যাকারীর রক্তের অধিকার (কিসাস অথবা দিয়্যাত) দাবী করতে পারবে। প্রতি উত্তরে তারা বলল, আমরা কিভাবে এ ব্যাপারে হলফ (শপথ) করবো? আমরা তো সেখানে তখন উপস্থিত ছিলাম না। নবী ﷺ তখন বললেন : তা'হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশবার হলফ করে তোমাদের (দাবী) থেকে দায়মুক্ত হবে। তাঁরা তখন বলল, আমরা কিভাবে কাফির সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করে নেব ? (তারা তো মিথ্যা কসম করবে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঐ অবস্থা অবলোকন করলেন, তখন তার 'দিয়্যাত' দিয়ে দিলেন।

٤١٩٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوْا الْيَهُوْدَ فَجَاءَ اَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِىْ اَمْرِ اَخِيْهِ وَهُوَ اَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ اَوْ قَالَ لِيَبْدَاِ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوْا اَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِىْ نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْاِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا اَوْنَحْوَهُ-

৪১৯৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র)...... সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা এবং রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা মুহায়্যিসা ইব্ন মাসঊদ (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল (রা) খায়বারের দিকে গমন করলেন। তারা সেখানের এক খেজুর বাগানে (কাজের জন্য) পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল (রা) তথায় নিহত হলেন। (এই খুনের জন্য) তারা ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে সন্দেহ করলেন। এরপর তাঁর ভাই আবদুর রহমান এবং দুই চাচাত ভাই হুওয়ায়্যিসা (রা) ও মুহায়্যিসা (রা), নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁর ভাই এর ব্যাপারে কথা শুরু করলেন। আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও। অথবা বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই কথা শুরু করা

উচিত। তখন তাঁরা দু'জন তাঁদের সাথীর ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাদের কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশবার হলফ করে বলতে হবে, তাহলে তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তখন তারা বলল, ব্যাপারটি এমন যে, আমরা তথায় তখন উপস্থিত ছিলাম না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে হলফ করে বলবো ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে কেউ পঞ্চাশবার 'হলফ' করে দায়মুক্ত হবে। (তোমাদের খুনের দাবী নাকচ করে দেবে)। তাঁরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা তো কাফির সম্প্রদায়! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাঁর "দিয়্যাত" আদায় করে দিলেন। সাহ্ল (রা) বলেন, এরপর একদা আমি তাদের উটের আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। তখন ঐ উটের মধ্য হতে একটি উটনী আমাকে তার পা দ্বারা লাথি মারল। হাম্মাদ (র) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন– অথবা এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤١٩٧- وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِى حَدِيْثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِى حَدِيْثِهِ فَرَكَضَتْنِى نَاقَةٌ -

৪১৯৭. আল-কাওয়ারিরী (র)..., সাহ্ল ইব্ন আবূ হাস্মা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি "فَعَقَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ" (তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাঁর "দিয়্যাত" আদায় করে দেন) এই কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত হাদীসে "فَرَكَضَتْنِى نَاقَةٌ" (উট্নী আমাকে লাথি মারল) একথা বলেননি।

٤١٩٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِى الثَّقَفِىَّ) جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৪১৯৮. আমর আন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).... সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে তাঁদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ الاَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَاَهْلُهَا يَهُوْدُ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَوُجِدَ فِى شَرَبَةٍ مَقْتُوْلاً فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَشَى اَخُو الْمَقْتُوْلِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ اَدْرَكَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ (اَوْ صَاحِبَكُمْ) قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاشَهِدْنَا وَلاَحَضَرْنَا فَزَعَمَ اَنَّهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ -

৪১৯৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসারী বনূ হারিসা গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন যায়দ আনসালী ও মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে খায়বারে গমন করেন। সেখানকার অধিবাসী ছিল ইয়াহূদী সম্প্রদায় খায়বার তখন (ইয়াহূদী ও মুসলমানদের) আপোষ চুক্তির অধীন ছিল। কোন প্রয়োজনে তারা তখন সেখানে পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) নিহত হলেন। তাঁকে একটি হাউযের মধ্যে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তাঁর সাথী তাঁকে দাফন করলেন। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। নিহত ব্যক্তির ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল, (এবং চাচাত ভাই) মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসা (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর মৃত্যুর ঘটনা এবং যে স্থানে নিহত হলেন তা বর্ণনা করলেন।

বুশায়র (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য হতে যাদের সাক্ষাত পেয়েছেন এমন ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা এ ব্যাপারে পঞ্চাশবার হলফ করে বলবে, তাহলে তোমরা তোমাদের (ভাইয়ের) হত্যাকারীর (অথবা তোমাদের প্রতিপক্ষের শাস্তির) হক্‌দার হবে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো তখন সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না এবং উপস্থিতও ছিলাম না। তিনি (বুশায়র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদীরা পঞ্চাশবার এ ব্যাপারে 'হলফ' করে তোমাদের থেকে দায়মুক্ত (তোমাদের খুনের দাবী) নাকচ করে দেবে। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কিভাবে একটি কাফির সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করতে পারি? বুশায়র (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজের পক্ষ হতে তার 'দিয়্যাত' আদায় করে দিয়েছেন।

٤٢٠٠ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ اِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَهْلُ بْنُ اَبِى حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِى فَرِيْضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ ـ

৪২০০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারিসা গোত্রের এক আনসারী ব্যক্তি যাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন যায়দ নামে ডাকা হতো, সে এবং তার এক চাচাতো ভাই যাকে মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ নামে ডাকা হতো,... এর পরবর্তী হাদীসের অংশটুকু লাইস (র) এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তার হাদীসের শেষকথা "فوداه رسول الله ﷺ من عنده" (তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ হতে তার 'দিয়্যাত' আদায় করেছেন) পর্যন্ত বর্ণনা করেন। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমার নিকট বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, "নিশ্চয় 'ফরয' হিসেবে আদায়কৃত ঐ সমস্ত 'দিয়্যাতের' আস্তাবলে একটি উট্‌নী আমাকে লাথি মেরেছিল।"

٤٢٠١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَفَرًا مِنْهُمْ انْطَلَقُوْا اِلَى خَيْبَرَ

فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا فَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ -

৪২০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).. সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের মধ্য হতে একদল লোক খায়বারের দিকে গমন করল। এরপর তারা সেখানে পৃথক হয়ে গেল। তারপর তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুনের বদলা (দিয়্যাত) বাতিল করে দেয়া অপছন্দ মনে করলেন। অতএব, তিনি সাদাকার উট থেকে একশ' উট 'দিয়্যাত' হিসেবে প্রদান করলেন।

٤٢٠٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ لَيْلٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَاَخْبَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِيْ عَيْنٍ اَوْ فَقِيْرٍ فَاَتٰى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ (يُرِيْدُ السِّنَّ) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فِيْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَقَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِيْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ -

৪২০২. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্গত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং মুহায়্যিসা (রা) অনটনগ্রস্ত হয়ে খায়বারের দিকে গমন করলেন। এরপর মুহায়্যিসা (রা) এসে খবর দিলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) নিহত হয়েছেন এবং তাঁকে একটি প্রস্রবণ অথবা পরিত্যক্ত কূপের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানকার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে হত্যা করেছ। তখন তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাঁকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলেন এবং তাঁদের কাছে ঐ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরিশেষে তিনি এবং তাঁর বড় ভাই হুওয়ায়্যিসা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) (নবীজীর কাছে) আগমন করলেন। এরপর মুহায়্যিসা (রা) কথা বলাতে উদ্যত হলেন, যিনি (নিহত ব্যক্তির সঙ্গে) খায়বারে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহায়্যিসা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বড় জন! বড় জন! (অর্থাৎ বয়স্ক ব্যক্তির কথা বলা চাই)। তখন হুওয়ায়্যিসা (রা) কথা বললেন, এরপর মুহায়্যিসা (রা)ও কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বললেন : হয়ত তারা তোমাদের সাথীর খুনের বদলা (দিয়্যাত) আদায় করে দিবে, নতুবা যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে ঐ ব্যাপারে পত্র লিখলেন। তারা লিখল যে, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুওয়ায়্যিসা, মুহায়্যিসা এবং আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন : তোমরা কি এ ব্যাপারে হলফ করে তোমাদের প্রতিপক্ষের (খুনের) হকদার হবে? তাঁরা বলল, না। তখন তিনি বললেন : তাহলে ইয়াহূদীরা তোমাদের কাছে হলফ করবে। তাঁরা তখন বলল, তারাতো (ইয়াহূদী) মুসলমান নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাঁর 'দিয়্যাত' (খুনের বদলা) আদায় করে দিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের একশ' উটনী পাঠিয়ে দিলেন এবং ঐগুলো তাদের বাড়িতে পৌছিয়ে দেয়া হল। সাহ্ল (রা) বলেন, ঐগুলোর মধ্য হতে একটি লাল রংগের উটনী আমাকে লাথি মেরেছিল।

٤٢٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلٰى مَاكَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ-

৪২০৩. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন আনসারী সাহাবীর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাসামা (قسامة) (খুনের ব্যাপারে হলফ করে' বলা) যা জাহিলী যুগে যেরূপ প্রচলিত ছিল তা (পূর্বের ন্যায়) বলবৎ রেখেছেন।

٤٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاَسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ-

৪২০৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র), ইব্ন শিহাব থেকে একই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ কথা অধিক বর্ণনা করেছেন যে, "وَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ" (এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দ্বারা আনসারী লোকদের একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে নিষ্পত্তি করেছিলেন, (যার হত্যার) তারা ইয়াহূদীদের উপর দাবী উত্থাপন করেছিল।)

٤٢٠٥- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ-

৪২০৫. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (রা)..... কতিপয় আনসারী লোকদের সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইব্ন জুরাইজ (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢- بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ

২. পরিচ্ছেদ : শত্রু সৈন্য এবং মুরতাদদের বিচার

٤٢٠٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوْا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا ثُمَّ مَالُوْا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَارْتَدُّوْا عَنِ الْإِسْلاَمِ وَسَاقُوْا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوْا -

৪২০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উরায়না' গোত্রের কিছু লোক মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল। (সেখানের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায়) তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা ইচ্ছে করলে সাদাকার উটের অবস্থান ক্ষেত্রে গমন করতে পার এবং তার দুধ পান করতে পার ও মূত্র (ব্যবহার করতে পার)। তারা তাই করল এবং এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাখালদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদেরকে হত্যা করল। পরিশেষে তারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (সরকারী) উট নিয়ে পলায়ন করল। এই সংবাদ নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছল। তখন তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাঁরা তাদেরকে পাকড়াও করল। এরপর (আদেশক্রমে) তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেললেন এবং তাদেরকে রোদের মধ্যে ফেলে রাখলেন। এভাবে তারা মারা গেল।

٤٢٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوْا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِيْ إِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَالُوْا بَلَى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوْا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ فِيْ آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوْا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نُبِذُوْا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوْا وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِيْ رِوَايَتِهِ وَاطَّرَدُوْا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ -

৪২০৭. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, "উক্‌ল" গোত্রের আটজনের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর তারা ইসলামের ওপর বায়আত গ্রহণ করল। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন : তোমরা কি আমাদের রাখালের সাথে গমন করে উটের মূত্র ব্যবহার এবং দুগ্ধ করতে পারবে? তখন তারা বলল, জী-হ্যাঁ। এরপর বের হয়ে গেল এবং তার মূত্র ব্যবহার ও দুগ্ধ পান করল। এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। অতঃপর তারা রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদের নিয়ে আসা হল। তাদের প্রতি আদেশ জারি করা হল এবং তাদের হাত-পা কর্তন করা হল এবং তপ্ত লৌহ শলাকা চোখে প্রবেশ করানো হলো। এরপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখা হলো। অবশেষে তারা মারা গেল। ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র)........ বর্ণনা وطردوا الابل এর স্থলে واطردوا النعم, উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁর বর্ণনায় وَسُمِّرَتْ اَعْيُنُهُمْ রয়েছে।

٤٢٠٨- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ مَوْلٰى اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ وَسُمِرَتْ اَعْيُنُهُمْ وَاُلْقُوْا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ -

৪২০৮. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট 'উক্‌ল' অথবা 'উরায়না' সম্প্রদায়ের একদল লোক এল। মদীনাকে (আবহাওয়া) তাদের (বসবাসের) জন্য অনুপযোগী পেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে (দুগ্ধবতী উটনীর) ব্যাপারে আদেশ দিলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ দিলেন এর মূত্র ও দুগ্ধ পান করার জন্য। এই হাদীসটি হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ উসমানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে। এতে রাবী বলেন যে, এবং তাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলা হল ও তাদের রৌদ্রে নিক্ষেপ করা হল। তারা পানি (পান করতে) চাচ্ছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হচ্ছিল না।

٤٢٠٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلٰى اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الْقَسَامَةِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ اِيَّاىَ حَدَّثَ اَنَسٌ قَدِمَ النَّبِىَّ ﷺ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ وَحَجَّاجٍ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ فَقُلْتُ اَتَتَّهِمُنِىْ يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لاَ هٰكَذَا حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ يَا اَهْلَ الشَّامِ مَادَامَ فِيْكُمْ هٰذَا اَوْمِثْلُ هٰذَا -

৪২০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান নাওফিলী (র)..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা) এর পিছনে বসাছিলাম। তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা 'কাসামাহ্' (খুনের ব্যাপারে হলফ করা) সম্পর্কে কি বল? আম্বাসাহ্ (র) বললেন, আমাদের কাছে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) (এ বিষয়ে) এমন এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, আনাস (রা) বিশেষ করে আমাকেও হাদীস টি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ-এর কাছে একদল লোক আগমন করল। এরপর আইউব এবং হাজ্জাজ এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ কিলাবা (র) বলেন, আমি যখন (হাদীসের বর্ণনা) শেষ করলাম, তখন আম্বাসাহ্ (রা) সুবহান্নাল্লাহ্ বললেন। (অর্থাৎ আশ্চর্যান্বিত হলেন।) আবূ কিলাবা (র) বর্ণনা করে বলেন, আমি তখন বললাম, হে আম্বাসাহ্! আপনি কি আমাকে (মিথ্যার ব্যাপারটি) সন্দেহ করছেন? তখন তিনি বললেন, না। আমার কাছে আনাস (রা) এরূপেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। হে সিরিয়াবাসী! তোমরা সর্বদাই কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তোমাদের মাঝে এই লোক বিদ্যমান থাকবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ তিনি বলেছেন) তাঁর মত লোক তোমাদের মাঝে অবস্থান করবেন। (অর্থাৎ এ দ্বারা তিনি আবূ কিলাবা (র)-এর প্রশংসা করলেন।)

٤٢١٠- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ (وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِىُّ) اَخْبَرَنَا الاَوْزَاعِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ بِنَحْوِحَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ-

৪২১০. হাসান ইব্‌ন আবূ শুআয়ব হাররানী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট 'উক্‌ল' সম্প্রদায়ের আটজন লোক এল .... এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসে তিনি শুধু "وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ" (রক্ত বন্ধ করার জন্য) "তাদেরকে তিনি দাগ দেন নি" এই কথাটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন।

٤٢١١- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاَسْلَمُوْا وَبَايَعُوْهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُوْمُ (وَهُوَ الْبِرْسَامُ) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَرِيْبٌ مِنْ عِشْرِيْنَ فَاَرْسَلَهُمْ اِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ اَثَرَهُمْ-

৪২১১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উরায়না' গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। এরপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করল। মদীনায় তখন 'মূম' রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটল। ("المُوم" হল ব্যাধি "البرسَام" মস্তিষ্কের রোগ, কিংবা হার্টের রোগ অথবা উদ্‌রী রোগ।) এরপর তিনি উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনায় অধিক আছে– যে, তাঁর কাছে তখন বিশজনের মত আনসারী যুবক ছিল। তাদেরকে তিনি ওদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন এবং তাদের সঙ্গে একজন 'কাইফ' (পদচিহ্ন বিশারদ এমন অভিজ্ঞ লোক) প্রেরণ করলেন, যিনি তাদের পদচিহ্ন দেখে গন্তব্য স্থল নির্ণয়ে সক্ষম।

٤٢١٢- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৪২১২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হাম্মাম এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, উরায়না গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করল। আর সাঈদ (রা) এর হাদীসে 'উক্ল' এবং 'উরায়না' এর কথা উল্লেখ আছে। এরপর তিনি উল্লেখিতদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٢١٣- وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ -

৪২১৩. ফাযল ইব্‌ন সাহ্‌ল আ'রাজ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঐ লোকদের চোখে গরম লোহা ঢুকিয়ে দেন। কেননা তারা রাখালদের চোখে গরম লোহা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

٣- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلاَتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

৩.পরিচ্ছেদ : পাথর ও অন্যান্য ধারাল ও ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করার দায়ে 'কিসাস' সাব্যস্ত হওয়া এবং নারীর বিনিময়ে (হত্যাকারী) পুরুষকে হত্যার বিধান প্রসঙ্গে।

٤٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

৪২১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে (কয়েকটি রূপার টুকরা অর্থাৎ) রূপার গহনার জন্য হত্যা করল। সে তাকে হত্যা করেছিল পাথর দ্বারা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাকে এমন অবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট আনা হল যে, তখনও তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি মেরেছে? সে তখন মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না। এরপর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার (আর একজন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন, তখনও সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না। আবার তিনি তাকে তৃতীয়বার (আর একজন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে হ্যাঁ বলল এবং মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইয়াহূদীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে খুন করার কথা স্বীকার করল তখন) তাকে (আদেশক্রমে) দু'পাথরের মাঝে আঘাত করে হত্যা করলেন।

٤٢١٥- وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ (يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ اِدْرِيْسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

৪২১৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী ও আবূ কুরায়র (র)....... শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর ইব্‌ন ইদরীসের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" (তখন তিনি তার মাথা দু'পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করে দিলেন)।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى حُلِىٍّ لَهَا ثُمَّ اَلْقَاهَا فِى الْقَلِيْبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَاُخِذَ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَبِهِ اَنْ يُّرْجَمَ حَتّٰى يَمُوْتَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ -

৪২১৬. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী ব্যক্তি কোন এক আনাসারী মেয়েকে তার গহনার জন্য হত্যা করল। এরপর তাকে একটি কূপে ফেলে দিল এবং তার মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত করল। এরপর তাকে পাকড়াও করা হল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হল। তিনি আদেশ দিলেন, তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করার জন্য, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। তখন তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হল। অবশেষে সে মারা গেল।

٤٢١٧- وَحَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪২১৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... আইউব (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٤٢١٨- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَاَلُوْهَا مَنْ صَنَعَ هٰذَابِكِ فُلاَنٌ فُلاَنٌ حَتّٰى ذَكَرُوْا يَهُوْدِيًا فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِىُّ فَاَقَرَّ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ -

৪২১৮. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক কিশোরীকে এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যে, তার মাথা দু'পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা (পরিবারের লোকেরা) তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তোমাকে এমন করেছে, অমুক– অমুক ব্যক্তি? এভাবে (জিজ্ঞাসা করতে করতে) তারা এক ইয়াহূদীর নাম উল্লেখ করল। তখন সে মাথা নেড়ে (হ্যাঁ-সূচক) উত্তর দিল। তখন ইয়াহূদীকে পাকাড়াও করা হল। সে তা স্বীকার করল। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ করার আদেশ দিলেন।

٤- بَابُ الصَّائِلُ عَلَىٰ نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

৪. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জীবন অথবা অঙ্গের উপর আক্রমণ করলে, তখন যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তা প্রতিহত করার সময় যদি আক্রমণকারীর জীবন অথবা অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে, তবে তাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

٤٢١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ اَوِ ابْنُ اُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ (وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ) فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ أَيَعَضُّ اَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَهُ -

৪২১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা ইব্‌ন মুন্‌ইয়া অথবা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তখন একজন অপর জনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। সে যখন তার হাত তার মুখ থেকে সজোরে টেনে আনল তখন তার সামনের একটি দাঁত উপড়ে ফেলল। ইব্‌ন মুসান্না (একটি স্থলে) দুটি দাঁত বলেছেন। উভয়েই তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ করল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কেউ অন্য কাউকে এমনভাবে কামড় দেয় যেমনভাবে উট কামড়ে দেয়? যুবক এর জন্য কোন (দিয়্যাত) ক্ষতিপূরণ নেই।

٤٢٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৪২২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... ইব্‌ন ইয়ালা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ (يَعْنِي اَبْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَبْطَلَهُ وَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَاْكُلَ لَحْمَهُ -

৪২২১. আবূ গাস্‌সান মিস্‌মাঈ (র)....... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা). থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরল। তখন সে সজোরে তার হাত টেনে নিল। এতে সে ব্যক্তির দাঁত পড়ে গেল। এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করা হল। তখন তিনি তা নাকচ করে দেন এবং বলেন, তুমি তার গোশত খেতে চেয়েছিলে ?

٤٢٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانِ الْمُسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى اَنَّ اَجِيْرًا لِيَعْلٰى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَبْطَلَهَا وَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ -

৪২২২. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র).... সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়া'লা ইব্ন মুন্ইয়া (রা)-এর এক শ্রমিকের হাত জনৈক ব্যক্তি কামড়ে ধরল। তখন সে সজোরে তার হাত টেনে নিল। এতে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে গেল। নবী ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করা হল। তখন তিনি তা নাকচ করে দিলেন এবং বললেন যে, তুমি তো তার হাত এমনভাবে কামড়াতে চেয়েছিলে যেমনভাবে উট কামড়ায়।

٤٢٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ اَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَاْمُرُنِىْ اَنْ اٰمُرَهُ اَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِىْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ اِدْفَعْ يَدَكَ حَتّٰى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا -

৪২২৩. আহ্মাদ ইব্ন উসমান নাওফেলী (রা) .... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাতে কামড়ে ধরল। সে তখন তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার একটি দাঁত অথবা ক'টি দাঁত পড়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে নালিশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি আমার কাছে কি চাও? তুমি কি চাও যে, আমি তাকে আদেশ করবো যে, তার হাত তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবে, আর তুমি তা কামড়াবে ? যেমন উট কামড়ে থাকে। (তুমি ইচ্ছে করলে) তোমার হাত তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও, সে তখন তা কামড়াবে, এরপর তুমিও তা সজোরে টেনে নিও।

٤٢٢٤- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ (يَعْنِى الَّذِىْ عَضَّهُ) قَالَ فَاَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ -

৪২২৪. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)..... ইয়ালা ইব্ন মুন্ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকট এমন এক ব্যক্তি এলে (এসে নালিশ করল–) যে অপর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে দিয়েছিল। সে যখন তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার দুটি দাঁত পড়ে গেল। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাঁত দ্বারা কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে গেল।) বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ তার এই অভিযোগ নাকচ করলেন এবং বললেন : তুমি তার হাত এমনভাবে কামড়াতে চেয়েছিলে যেমন উট কামড়ায়।

٤٢٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَخْبَرَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلٰى يَقُوْلُ تِلْكَ

الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِى عِنْدِى فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ (قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِى صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَر) فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِى الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِىَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ـ

৪২২৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে তাবূকের যুদ্ধ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়া'লা বলতেন, ঐ যুদ্ধ আমার নিকট সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য (পুণ্যের) কাজ ছিল। আতা (র) বলেন, সাফওয়ান (র) বলেছেন যে, ইয়া'লা (রা) বলেছেন, আমার একজন শ্রমিক ছিল সে এবং অপর এক ব্যক্তি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এতে একজন অপরজনের হাত কামড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে কে অন্যের হাতে কামড় দিয়েছিল তা সাফওয়ান (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, যে ব্যক্তির হাত কামড়ে দিয়েছিল সে ব্যক্তি কামড় দাতার মুখ থেকে তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার সামনের একটি বা দুটি দাঁত পড়ে গেল। তখন উভয়েই নবী ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ পেশ করল, তখন তিনি তার দাঁতের দাবী নাকচ করে দিলেন।

٤٢٢٦ـ وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৪২২৬. আমর ইব্‌ন যুরারা (র)...... ইব্‌ন জুরাইজ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥ـ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِى الْأَسْنَانِ وَمَا فِى مَعْنَاهَا

৫. পরিচ্ছেদ : দাঁত এবং এর অনুরূপ ব্যাপারে 'কিসাস' আরোপ করা

٤٢٢٧ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيْعِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ وَاللّٰهِ لَايُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَاأُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللّٰهِ قَالَتْ لَا وَاللّٰهِ لَايُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَازَالَتْ حَتّٰى قَبِلُوْا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ ـ

৪২২৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রুবায়্যি' (রা)-এর ভগ্নি হারিসার মাতা জনৈক ব্যক্তিকে আহত করল। এ ব্যাপারে তারা (তার আত্মীয়েরা) নবী ﷺ-এর নিকট নালিশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্ কিসাস! আল্-কিসাস! (অর্থাৎ এতে কিসাস আরোপিত হবে।) তখন রুবায়্যি'-এর মা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুকের (উম্মু হারিসার) নিকট হতে কি কিসাস নেয়া হবে? আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সুব্‌হানাল্লাহ্! (অর্থাৎ তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন) হে রুবায়্যি'-র মা! কিসাস নেয়া তো আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান। তিনি বললেন,

জী– না। আল্লাহ্‌র শপথ (নিয়ে আরয করছি,) তার নিকট হতে কখনও কিসাস (বদলা) নেয়া হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বারবার একথা বলতেছিলেন। পরিশেষে আহত তারা (প্রতিপক্ষ) দিয়্যাত (ক্ষতিপূরণ) নিতে সম্মত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে এমনও লোক আছেন, যদি সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে কোন কথা বলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সত্যে পরিণত করেন।

٦ـ بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

৬. পরিচ্ছেদ : মুসলমানের হত্যা কি কারণে বৈধ হয়

٤٢٢٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ بِاِحْدٰى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ـ

৪২২৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন মুসলমানের রক্ত (হত্যা করা) বৈধ নয়, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। কিন্তু তিনটি কাজের যে কোন একটি করলে (তা বৈধ)।

১. বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে; ২. জীবনের বিনিময়ে জীবন, (অর্থাৎ কাউকে খুন করলে;) ৩. এবং ধর্ম পরিত্যাগকারী, যে (মুসলমানদের) দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

٤٢٢٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪২২৯. ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন আবূ উমর, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٣٠ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى (وَاللَّفْظُ لاَحْمَدَ) قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىْ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰـهَ غَيْرُهُ لاَيَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلاَسْلاَمِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ اَوِ الْجَمَاعَةَ (شَكَّ فِيْهِ اَحْمَدُ) وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الاَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ ـ

৪২৩০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই; এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত (হত্যা করা) বৈধ নয় যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই

এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত– ১. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানদের দল পরিত্যাগকারী হয়। (আহ্মাদ (র) المفارق للجماعة অথবা الجماعة। শব্দ বর্ণনায় সন্দেহ করেছেন;) ২. বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ৩. জীবনের বিনিময়ে জীবন। (অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ)। আ'মাশ (র) বলেন যে, আমি ইবরাহীমের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলাম, তিনিও আসওয়াদ (র) এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٢٣١ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِىْ الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ ـ

৪২৩১ হাজ্জাজ ইব্ন শা'য়র ও কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) .... আ'মাশ উভয় সনদে সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে "وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ" (সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই) এ কথার উল্লেখ করেননি।

٧ـ بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (সর্বপ্রথম) খুনের প্রচলন ঘটাল– তার গুনাহ্র বর্ণনা

٤٢٣٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لاَنَّهُ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ

৪২৩২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়, তবে সেই খুনের একাংশ (পাপ) আদম (আ) এর প্রথম পুত্র (কাবিল) এর উপর বর্তায়। কেননা, সেই সর্বপ্রথম খুনের প্রথা প্রচলন করেছিল।

٤٢٣٣ـ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ لاَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَذْكُرَا اَوَّلَ ـ

৪২৩৩. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ উমার (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর এবং ইসহাক (র) এর হাদীসে "لانه سن القتل" (কেননা সে খুনের প্রথা প্রচলন করেছে) এই কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু "اول" 'প্রথম' কথাটির উল্লেখ নেই।

٨۔ بَابُ الْمُجَازَاة بالدَّماء فى الاخرة وانها اول ما يقضى فيه بين النَّاس يوم القيامة

৮. পরিচ্ছেদ : আখিরাতে খুনের শাস্তি কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্ব প্রথম এরই বিচার করা হবে

٤٢٣٤۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ۔

৪২৩৪. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।

٤٢٣٥۔ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ يُقْضٰى وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ۔

৪২৩৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব, বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... আবদুল্লাহ্ (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাদের কেউ কেউ শু'বা (র) থেকে "يُقْضٰى" (বিচার করা হবে) কথাটি বলেছেন। আর কেউ কেউ "يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ" (মানুষের মাঝে বিচার করা হবে) বলেছেন।

٩۔ بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالْاَعْرَاضِ وَالْاَمْوَالِ

৯. পরিচ্ছেদ : রক্ত (জীবন) মান সম্ভ্রম এবং মালের হক বিনষ্ট করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

٤٢٣٦۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ (وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ) قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْالْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذَاالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ

سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اَسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ (قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ) وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِىْ كُفَّارًا (اَوْضُلاَّلاً) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُوْنُ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ فِىْ رِوَايَتِهِ وَرَجَبُ مُضَرَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ـ

৪২৩৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র)....... আবূ বাকরা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সময় আবর্তিত হয়ে যথাযথ অবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর হয় বার মাসে, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাস। এর তিন মাস হল ক্রমাগত– ১. যুলকাদা, ২. যুলহিজ্জাহ্ এবং ৩. মুহাররাম। আর রজব মুযার গোত্রের (বিশেষ) মাস (নিষিদ্ধ মাস) যা জামাদিউস্ সানী এবং শা'বানের মাঝে অবস্থিত। এরপর তিনি বললেন : এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম যে, তিনি হয়ত এই মাসের অন্য কোন নাম বারণ করবেন। এরপর তিনি বললেন : এ কি "যিলহাজ্জ" মাস নয়? আমরা বললাম, জী– হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ কোন নসর। আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স) অধিক জ্ঞাত আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন : এ কি (মক্কা) নগরী নয়। আমরা বললাম, জী–হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ কোন দিন? আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি ইয়াওমুন্নাহারি (কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম, জী–হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমাদের জান ও মাল এবং (রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমি ধারণা করি এর সাথে তিনি) তোমাদের মান সম্ভ্রম (একথা যুক্ত করে বললেন :) এগুলো তেমন মর্যাদাপূর্ণ (ও পবিত্র) যেমন তোমাদের কাছে আজকার দিবস, এই নগর এবং এই মাস মর্যাদাপূর্ণ (ও পবিত্র)। তোমরা অতি সত্তরই তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, তোমরা আমার পরে কাফির (দের ন্যায়) হয়ে (অথবা তিনি বললেন– পথভ্রষ্ট হয়ে) একে অন্যের গর্দান উড়িয়ে দিয়ো না (খুনাখুনি কর না।) না। সাবধান! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আমার এই বাণী) পৌছে দিবে। সম্ভবতঃ যাদের কাছে আমার বাণী পৌছানো হবে– তাঁরা হয়ত এখানকার শ্রোতাদের চেয়ে অধিকতর সংরক্ষণকারী হবে। এরপর তিনি বললেন : সাবধান! আমি কি (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) পৌছে দেইনি?

ইব্‌ন হাবীবের বর্ণনায় "ورجب مضر" (মুযার (গোত্রের)-এর রজব মাস) রয়েছে। আবূ বাকরা (রা)-এর অপর বর্ণনায় "فلا ترجعوابعدى" (فَلاَ تَرْجِعُنَّ স্থলে) বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٣٧ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَاَخَذَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوٰى اِسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ بِذِىْ الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوٰى اِسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَاِلٰى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَنَا ـ

৪২৩৭. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঐদিন (ইয়াওমুন্নাহার) উপস্থিত হল। তখন নবী ﷺ তাঁর উটের উপর আরোহণ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি জান যে, আজ কোন্‌ দিন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা) অধিক জ্ঞাত। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম রাখবেন। এরপর তিনি বললেন : (আজকের দিন কি) কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, জী–হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন : এটা কোন্‌ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : একি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, জী–হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন : এ কোন নগর ? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর প্রচলিত নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম দিবেন। এরপর তিনি বললেন, এ কি (মক্কা) নগরী নয়। আমরা বললাম, জী–হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তিনি বললেন : নিশ্চয় তোমাদের জান-মাল এবং মান-সম্ভ্রম তোমাদের (পরস্পরের উপর) উপর এরূপ মর্যাদাপূর্ণ (পবিত্র), যে রূপ তোমাদের জন্য আজকের দিন, এই মাস এবং এই নগরের পবিত্রতা ও মর্যাদা তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিগণ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আমার এ বাণী) অবশ্যই পৌঁছে দিবে। এরপর তিনি ছাই বর্ণের দু'টি দুম্বার প্রতি মনযোগী হলেন এবং সে দু'টি যবাহ্‌ করলেন ও ছাগলের একটি পালের দিকে (মনোযোগী হলেন) এবং সেগুলো আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

٤٢٣٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى بَعِيْرٍ قَالَ وَرَجُلٌ اٰخِذٌ بِزِمَامِهِ (اَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ) فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ ـ

৪২৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সেই দিন (ইয়াওমুন্নাহারের দিন) উপস্থিত হ'ল তখন নবী ﷺ একটি উটের উপর উপবিষ্ট হলেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি তার লাগাম ধরে রেখেছিল। (রাবী'র সন্দেহ "زمام" শব্দের পরিবর্তে "خطام" শব্দ বলেছেন)। এরপর তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায় (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ اٰخَرَ هُوَفِيْ نَفْسِيْ اَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَاحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالاَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِاِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ (وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا وَسَاقُوْا الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ اَنَّهُ لاَيَذْكُرُ وَاَعْرَاضَكُمْ وَلاَيَذْكُرُ ثُمَّ انْكَفَأَ اِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِيْ الْحَدِيْثِ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ-

৪২৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (র)....... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াওমুন্নাহার– (অর্থাৎ ঈদুল আযহার) দিন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ভাষণে বললেন : আজ কোন দিন? এরপর বর্ণনাকারিগণ, ইব্ন আউনের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা "واعراضكم" (তোমাদের মানসম্ভ্রম) এই শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং "ثُمَّ انْكَفَأَ اِلَى كَبْشَيْنِ" (অতপর তিনি দু'টি ছাগলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন) এবং এর পরবর্তী অংশটুকুও উল্লেখ করেননি। আর তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'তোমাদের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের পবিত্রতার ন্যায়' এর পরে– "يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ" (যেদিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। সাবধান! আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহ্র বাণী) পৌছে দিয়েছি ? তখন সকলেই বললো, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٠- بَاب صِحَّةِ الاِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِيْنِ وَلِيِّ الْقَتِيْلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاِسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

১০. পরিচ্ছেদ ঃ হত্যার স্বীকারোক্তি করা এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাসের দাবী করার অবকাশ। বৈধ হত্যাকারী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট ক্ষমার আবেদন করা মুস্তাহাব।

٤٢٤٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ اِنِّيْ لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْجَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ اٰخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا قَتَلَ اَخِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقْتَلْتَهُ (فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِيْ

فَاَغْضَبَنِىْ فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَىْءٍ تُؤَدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَالِىْ مَالٌ اِلاَّ كِسَائِى وَفَأْسِى قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُوْنَكَ قَالَ اَنَا اَهْوَنُ عَلَى قَوْمِىْ مِنْ ذٰلِكَ فَرَمٰى اِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُوْنَكَ صَاحِبَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ قُلْتَ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَاَخَذْتُهُ بِاَمْرِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَاتُرِيْدُ اَنْ يَبُوْءَ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ (لَعَلَّهُ قَالَ) بَلٰى قَالَ فَاِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمٰى بِنِسْعَتِهِ وَخَلّٰى سَبِيْلَهُ ـ

৪২৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আম্বারী (র) .... আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন নবী ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে হত্যা করেছ ? (তখন সে বলল, যদি সে তা স্বীকার না করে, তবে আমি তার বিপক্ষে সাক্ষী দাঁড় করাব।) সে তখন বলল, হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছ? সে বলল, আমি এবং সে গাছের পাতা সংগ্রহ করছিলাম। এমন সময় সে আমাকে গালি দিল। এতে আমার রাগ চড়ে গেল। তখন আমি কুঠার দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম। এভাবে আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার কি এমন কোন সম্পদ আছে যদ্বারা 'দিয়্যাত' (রক্তপণ) আদায় করতে পারবে। তখন সে বলল, আমার কাছে আমার কম্বল ও আমার কুঠারটি ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন : তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি তোমাকে ক্রয় করবে (মুক্ত করিয়ে নেবে) ? সে বলল, আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার এতখানি মর্যাদা নেই। তখন তিনি তার বন্ধনের দড়ি (নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের দিকে) নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বললেন : তোমার বিবাদীর ব্যাপারে তুমিই বুঝে নাও। সে তখন তাকে নিয়ে চলল। যখন সে যেতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সে তাকে হত্যা করে—তবে সেও তার সমকক্ষ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সে ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শুনলাম, আপনি বলেছেন : 'যদি সে তাকে হত্যা করে—তবে সে তার সমকক্ষ হয়ে যাবে।' আমি তো তাকে আপনার নির্দেশেই ধরেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি চাওনা যে, সে তোমার এবং তোমার ভাইয়ের পাপের বোঝা গ্রহণ করুক। তখন সে বলল, জী-হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন : তা এমনই। রাবী বলেন, তখন সে তার বন্ধনের দড়ি ছুঁড়ে ফেলল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।

٤٢٤١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَاَقَادَ وَلِىَّ الْمَقْتُوْلِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِىْ عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ فَاَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَلّٰى عَنْهُ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَشْوَعَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّمَا سَأَلَهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَاَبٰى ـ

৪২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এই ব্যক্তিকে হাযির করা হল, যে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ছিল। তখন তিনি নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে তার কাছে হতে কিসাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তখন সে তাকে নিয়ে চলল এমন অবস্থায় যে, তার গলায় একটি চামড়ার রশি ছিল, যা দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হত্যাকারীও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এই বাণী শোনাল। সে তখন হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম (র) বলেন, আমি এই ঘটনা হাবীব ইব্‌ন সাবিত (র)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে ইব্‌ন আশ্‌ওয়া (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তাকে (ইতিপূর্বে) বলেছিলেন, কিন্তু সে তা অস্বীকার করেছিল।

١١- بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِيْ قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

১১. পরিচ্ছেদ : গর্ভের সন্তানের 'দিয়াত' এবং ভুলবশত হত্যা ও সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত (রক্তপণ), অপরাধীর 'আকিলা' (আত্মীয়-স্বজনের) উপর সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।

٤٢٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ-

৪২৪২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা একে অপরের প্রতি কিছু পাথর নিক্ষেপ করল তাতে তার গর্ভপাত হয়ে গেল। তখন নবী ﷺ এতে (দণ্ড স্বরূপ) একটি গোলাম অথবা একটি দাসী প্রদানের হুকুম দিলেন।

٤٢٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا-

৪২৪৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ লিহ্ইয়ান গোত্রের এক মহিলার গর্ভপাত ঘটিয়ে দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি একটি গোলাম অথবা একটি দাসী প্রদানের ফয়সালা দেন। এরপর যে মহিলার (বিপক্ষে) গোলাম প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলেন, সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাসালা দিলেন যে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত প্রদানের হুকুম তার 'আসাবা' (সম্পর্কিত আত্মীয়)-এর উপর আরোপিত হবে।

٤٢٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْتَتَلَتِ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَافِيْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى بِدِيَةِ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَغْرَمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَانَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ اَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِيْ سَجَعَ-

৪২৪৪. আবূ তাহির হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এতে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করল। এর দ্বারা সে ঐ মহিলা ও তার গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলল। তখন নিহত মহিলার ওয়ারিসগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে নালিশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুকুম দিলেন যে, সন্তানের দিয়্যাত হল একটি দাস কিংবা–দাসী প্রদান করা। নিহত মহিলার দিয়্যাত হত্যাকারী মহিলার 'আকীলা' (গোত্র সম্পর্কীয় আত্মীয়)-র উপর আরোপিত হবে। আর (নিহত) মহিলার সন্তান এবং যে সব লোক তার সঙ্গে রয়েছে তাদের মীরাছের অধিকার প্রদান করলেন। হামাল ইব্ন নাবেগা আল-হুযালী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কিভাবে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবো, যে পান করেনি, খায়নি, কথা বলেনি এবং শব্দও করেনি ? (সে তো এল আর গেল)। এ ধরনের বিষয় অকেজো (বাতিলযোগ্য)। এমন ছন্দযুক্ত বাক্য বলার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ যেন গণকদের ভাই (দলভুক্ত)।

٤٢٤٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَاَتَانِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّثَهَاوَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ-

৪২৪৫. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল....এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু রাবী তাতে 'وَرَّثَهَاوَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ' (আর সন্তান ও তাদের সঙ্গীদের ওয়ারিছ সাব্যস্ত করলেন) এ কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি উল্লেখ করেছেন, "فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ" (তখন কোন ব্যক্তি বলল, আমরা কিভাবে এর ক্ষতিপূরণ দেব) ? আর রাবী তার বর্ণনায়–হামাল ইব্ন মালিকের নাম উল্লেখ করেননি।

٤٢٤٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَاَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلٰى فَقَتَلَتْهَا وَاِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا

فِى بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرِمُ دِيَةَ مَنْ لاَ اَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ ـ

৪২৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হান্যালী (র) ..... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। সে ছিল গর্ভবতী। (আঘাতকারী মহিলা আঘাত দিয়ে) তাকে মেরে ফেলল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাদের একজন ছিল লিহ্‌ইয়ান গোত্রের মহিলা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারী মহিলার আসাবার ওপর নিহত মহিলার (দিয়্যাত) রক্তপণ প্রদানের আদেশ দিলেন এবং গর্ভের সন্তানের জন্য একটি দাস (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) প্রদানের হুকুম দিলেন। তখন হত্যাকারী মহিলার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, আমরা এমন শিশুর কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেব ? যে খায়নি পান করেনি এবং কোন শব্দও করেনি। এ ধরনের বিষয় তো বাতিল যোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে যেন বেদুঈনের মত ছন্দপূর্ণ বাক্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাদের উপর দিয়্যাত (ক্ষতিপূরণ) সাব্যস্ত করলেন।

٤٢٤٧ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَأُتِىَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَقَضٰى فِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا اَنَدِىْ مَنْ لاَطَعِمَ وَلاَشَرِبَ وَلاَصَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ ـ

৪২৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) .....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে মেরে ফেলল। এই মুকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দায়ের করা হল। তখন তিনি হত্যাকারী মহিলার 'আকিলা (গোত্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়)-এর উপর দিয়্যাত প্রদানের আদেশ দিলেন। নিহত মহিলাটি ছিল গর্ভবতী। অতএব, তিনি গর্ভের বাচ্চার জন্য (দিয়্যাত হিসেবে) একটি দাস প্রদানের আদেশ দিলেন। তখন তার (হত্যাকারীর) কোন 'আসাবা আত্মীয় (ছন্দ মিলিয়ে) বলল, আমরা দিয়্যাত দিব এমন সন্তানের যে খায়নি, পান করেনি এবং কোন শব্দও করেনি ? এ ধরনের বিষয় বাতিলযোগ্য, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এতো বেদুঈনদের ছন্দযুক্ত কথার মত একটি কথা।

٤٢٤٨ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنٰى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَمُفَضَّلٍ ـ

৪২৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) .....মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে জারীর এবং মুফায্‌যাল (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٤٩ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِهِمُ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ اَنَّ فِيْهِ فَاَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَالِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى اَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الْحَدِيْثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ ـ

৪২৪৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .....মানসুর (র) থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে এভাবে আছে .... এবং সে গর্ভপাত ঘটিয়েছিল। তখন এই ঘটনা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করা হল। তিনি এতে একটি গোলাম (দিয়্যাত হিসেবে) প্রদানের জন্য হত্যাকারী মহিলার অভিভাবকের প্রতি আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে মহিলার দিয়্যাতের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

٤٢٥٠ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لاَبِى بَكْرٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اِسْتَشَارَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِىْ مِلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدَتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اِئْتِنِىْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ـ

৪২৫০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .....মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জনগণের কাছে একবার (ملاص المرأة) মহিলার গর্ভের (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান হত্যার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি এ অপরাধের কারণে একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) মুগীরা (রা)-কে বললেন, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানকারী লোক নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় : হুদূদ–নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় দণ্ডবিধি

١ـ بَابُ حَدِّ السرقة وَنِصَابِهَا

১. পরিচ্ছেদ : চুরির 'নেসাব' (শাস্তি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ) ও তার নির্ধারিত দণ্ড

٤٢٥١ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪২৫১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমার (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং এর অধিক পরিমাণ মূল্যের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করতেন।

٤٢٥٢ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪২৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٥٣ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيْدِ وَحَرْمَلَةَ) قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৪২৫৩. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা' (র) ..... আয়েশা (রা) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক দীনারের এক-চতুর্থাশ এবং এর অধিক মূল্যের মাল চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাবে না।

٤٢٥٤- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى (وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ وَاَحْمَدَ) قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَمَا فَوْقَهُ -

৪২৫৪. আবূ তাহির (র).... হারূন ইব্ন সাঈদ আইলী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ এবং এর অধিক মূল্যের সম্পদ চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাবে না।

٤٢٥٥- حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا -

৪২৫৫. বিশ্‌র ইব্ন হাকাম আব্দী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ এবং এর অধিক মূল্যের মাল চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাবে না।

٤٢٥٦- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْعَقَدِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪২৫৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)....ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাদ (র) থেকে একই সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٥٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُوْثَمَنٍ -

৪২৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে একটি (চামড়ার) ঢালের মূল্যের কম সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করা হতো না। "المجن" শব্দের অর্থ "حجفة وترس" 'হাজাফাহ্' বা 'তুরস' এ দু'টিই উল্লেখযোগ্য মূল্যের বস্তু।

٤٢٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُوْثَمَنٍ -

৪২৫৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ...হিশাম (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হুমাইদ রুআসী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহীম এবং আবূ উসামা (র) এর হাদীসে "وهو يومئذ ذو ثمن" (তা তখনকার দিনে মূল্যবান বস্তু) বাক্যটি রয়েছে।

٤٢٥٩ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ـ

৪২৫৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কর্তন করেন। ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٢٦٠ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ) ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَاسُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَاَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ وَاِسْمَاعِيْلَ بْنُ اُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ وَمُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيْمَتُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ـ

৪২৬০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন রুম্‌হ, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, (অপর এক সনদে) যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ রাবী' ও আবূ কামিল, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী, (অপর সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আবূ তাহির (র).....সকলে নাফি' (র) থেকে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখিত মালিক (রা) থেকে ইয়াহ্‌ইয়া এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ "قيمته" শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ ثمنه শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٤٢٦١ـ حَدَّثَنَااَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَحَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ـ

٤٢٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوْامَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللّٰه ﷺ فَاُتِيَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَه فِيْمَا اُسَامَةُ بْنُ زَيد فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ اُسَامَةُ اَسْتَغْفِرْلِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَانَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اذا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاِنِّيْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِيْنِيْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪২৬৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শরা এক মহিলার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, যে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়কালে মক্কা বিজয়ের সময় চুরি করেছিল। তখন তাঁরা বলল, এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কথা (সুপারিশ) বলবে ? তখন তাঁরা বলল, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ব্যতীত আর কার হিম্মত আছে? অতএব তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন। এতে (মহিলাকে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত 'হদ'-এর ব্যাপারে সুপারিশ করতে চাও ? তখন উসামা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বিকাল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দণ্ডায়মান হয়ে এক ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণকে ধ্বংস করা হয়েছে এই জন্য যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তার উপর 'হদ' প্রয়োগ করতো। সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম। যাঁর (কুদরতী) হাতে আমার জীবন! যদি মুহাম্মদ বিন্‌ত ফাতিমা (রা)ও চুরি করতো, তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম। এরপর তিনি যে মহিলা চুরি করেছিল, তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তার হাত কেটে দেয়া হল। ইউনুস (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর সে মহিলা খাঁটিভাবে তাওবা করল এবং এরপরে তার বিয়ে হলো। আয়েশা (রা) ....বলেন, এই ঘটনার পর ঐ মহিলা প্রায়ই আমার কাছে আসতো। তাঁর কোন প্রয়োজন থাকলে আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তুলে ধরতাম।

٤٢٦٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اَمْرَاَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَاَتٰى اَهْلُهَا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَيُوْنُسَ -

৪২৬৫. আব্দ আব্ন হুমায়দ (র) ..... আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মাখযূমী মহিলা বিভিন্ন দ্রব্য ধার নিত অতঃপর সে তা অস্বীকার করতো। এতে নবী করীম ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এরপর সেই মহিলার পরিবারবর্গ উসামা (রা)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর তিনি লাইস ও ইউনুস (র).....এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٢٦٦- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ-

৪২৬৬. সালামা ইব্ন শাবীব (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক মাখযূমী মহিলা চুরি করল। অতঃপর তাকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হলে সে নবী ﷺ স্ত্রী উম্মু সালামার শরণাপন্ন হল। নবী ﷺ তখন বললেন : যদি ফাতিমা (রা)ও চুরি করতো, তবে আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম। এরপর মহিলাটির হাত কেটে দেয়া হল।

٣- بَابُ حَدِّ الزِّنَا

৩. পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের শাস্তি

٤٢٦٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ-

৪২৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী (র).....উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচার করলে একশ' বেত্রাঘাত কর এবং এ বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত বিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচার করলে একশ' বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)।

٤٢٦٨- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

৪২৬৮. আমর আন-নাকিদ (র) ....মনসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ

ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَ كَذٰلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوْا عَنِّيْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ ـ

৪২৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .....উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন মুখমণ্ডলে বিবর্ণতা পরিস্ফুটিত হত। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন যখন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো তখন তাঁর অবস্থা ঐরূপ হল। এরপর যখন তাঁর কষ্টকর অবস্থা কেটে গেল (ওহী বন্ধ হয়ে গেল), তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছ হতে গ্রহণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলার সাথে এবং অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা মেয়ের (বিধান) বিবাহিত ব্যক্তিকে একশ' বেত্রাঘাত, এরপর পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)। আর অবিবাহিতকে একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর এক বছরের জন্য নির্বাসন দেবে।

٤٢٧٠ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفٰى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لاَيَذْكُرَانِ سَنَةً وَلاَمِائَةً ـ

৪২৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).... কাতাদা (রা) থেকে ঐ সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীসে "الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفٰى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ" (অবিবাহিত (পুরুষ বা মহিলা)-কে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দেয়া হবে। আর বিবাহিত (পুরুষ বা মহিলা)-কে বেত্রাঘাত করা হবে এরপর পাথর মারা হবে)। কিন্তু তারা " سَنَةً وَلاَمِائَةً " (এক বছর এবং একশ') এই কথাটি তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন নি।

٤ـ بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِيْ الزِّنَا

৪. পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতকে রজম করা

٤٢٧١ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ مَانَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ (تَعَالٰى) فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَاِنَّ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْكَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ ـ

৪২৭১. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়াহ্ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিম্বারের উপর বসা অবস্থায় বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্

তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে "اٰيَةُ الرَّجْمِ" (ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপের আয়াত) রয়েছে। তা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ব্যভিচারের জন্য) রজম করার হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে আমরাও (ব্যভিচারের জন্য) রজম (এর হুকুম বাস্তবায়িত) করেছি। আমি ভয় করছি যে, দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ হয়তো একথা বলবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে (ব্যভিচারের শাস্তি) রজমের নির্দেশ পাচ্ছি না। তখন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত এই ফরয কাজটি পরিত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কিতাবে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি "رجم" (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা)-এর হুকুম বাস্তব বিষয়। যখন সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, কিংবা গর্ভ প্রকাশ পায়, অথবা (সে নিজে) স্বীকার করে।

٤٢٧٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪২৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

٥- بَابُ مَنِ اِعْتَرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে

٤٢٧٣- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍحَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى تِلْقَاءَوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى ثَنّٰى (ذٰلِكَ) عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لَاقَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَاَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ (قَالَ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ اللَّيْثُ اَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَ الْاِسْنَادِمِثْلَهُ *

وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَاشُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَيْضًا وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلُ ـ

৪২৭৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সা'দ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদের মধ্যে ছিলেন। সে তখন উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে তখন তিনি যে দিকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন সে দিকে গিয়ে তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখনও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এইভাবে সে চারবার স্বীকারোক্তি করল। সে যখন চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকালেন এবং বললেন, তোমার মাথায় কি পাগলামী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর। ইব্‌ন শিহাব (রা) বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে যিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি আমার কাছে বলেন যে, জাবির (রা) বলেছেন, পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তখন তাকে ঈদগাহে পাথর নিক্ষেপ করলাম। যখন তার উপর পাথর পতিত হতে লাগল তখন সে পলাতে লাগল। তখন আমরা তাকে 'হার্‌রা' নামক স্থানে ধরে ফেললাম। এরপর তাকে আমরা পাথর মেরে হত্যা করলাম। মুসলিম (র) বলেন যে, লায়স (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকেও একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَيْضًا وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلُ۔

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) .. যুহরী (র) থেকেও এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর উভয়ের বর্ণিত হাদীসে ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন যে, আমাকে এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, যেমন উল্লেখ করেছেন উকায়ল (র)।

٤٢٧٤۔ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَرِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ۔

৪২৭৪. আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উকায়ল ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٧٥۔ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ مَاعِزَبْنَ مَالِكٍ حِيْنَ جِيْءَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيْرٌ اَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَعَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اَنَّهُ زَنٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ اِنَّهُ قَدْزَنٰى الْاَخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ اَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَلَفَ اَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ اَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنْ يُمَكِّنِّيْ مِنْ اَحَدِهِمْ لَاُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ۔

৪২৭৫. আবূ কামিল ফুযাইল ইব্‌ন হুসাইন জাহ্‌দারী (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মা'ইয ইব্‌ন মালিক (রা) কে দেখলাম, যখন তাকে নবী ﷺ-এর নিকট আনা হল। তিনি ছিলেন বেঁটে প্রকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর গায়ে কোন চাদর ছিল না। তিনি নিজেই চার বার স্বীকারোক্তি করলেন যে, তিনি ব্যভিচার করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি হয়ত (শুধু চুম্বন করেছ অথবা স্পর্শ করেছ) তখন তিনি উত্তরে বললেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই হতভাগা ব্যভিচার করেছে। পরিশেষে তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি এক ভাষণ প্রদান করে বললেন ঃ সাবধান! আমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করি, তখন কেউ কেউ পিছনে থেকে যায় এবং পাঠার ন্যায় আওয়ায করে (অর্থাৎ পাঠা যেমন সঙ্গমের সময় বিশেষ আওয়ায করে তদ্রূপ) আর তাদেরকে সে অল্প 'দুধ' দেয়। (অর্থাৎ সঙ্গম করে, দুধের অর্থ বীর্য।) আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ্ আমাকে এই শ্রেণীর কোন লোকের উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব। (যেন অন্যেরা তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।)

٤٢٧٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَصِيْرٍ اَشْعَثَ ذِىْ عَضَلاَتٍ عَلَيْهِ اِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَخَلَّفَ اَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيْبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ اَحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُمَكِّنِّى مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ اِلاَّ جَعَلْتُهُ نَكَالاً (اَوْ نَكَّلْتُهُ) قَالَ فَحَدَّثْتُهُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ اِنَّهُ رَدَّهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ-

৪২৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হল। তিনি ছিলেন বেঁটে প্রকৃতির, চুল ছিল অবিন্যস্ত এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদর। তিনি ব্যভিচার করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর তার প্রতি তিনি আদেশ জারি করলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমরা যখনই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হই, তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ পিছনে থেকে যায় এবং পাঠার ন্যায় আওয়ায করে। সে তখন কোন নারীকে অল্প দুধ প্রদান করে। (অর্থাৎ ব্যভিচার করে) নিশ্চয় আল্লাহ্ যদি আমাকে তাদের কারো উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে আমি তাকে এমন শাস্তি প্রদান করবো যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই হাদীস সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি চারবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

٤٢٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْعَامِرٍ الْعَقَدِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلٰى قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ عَامِرٍ فَرَدَّ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا -

৪২৭৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) উভয়েই ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইব্‌ন জা'ফর (রা) এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আর শাবাবা (রা)ও তাঁর উক্তি "فرده مرتين" (তিনি তার স্বীকারোক্তি দু'বার প্রত্যাখ্যান করেন) এর সাথে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন। আবূ আমির (রা)-এর অপর এক হাদীসে "فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا" (তিনি তাঁর স্বীকারোক্তি দু'বার অথবা তিনবার প্রত্যাখ্যান করেছেন) বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٧٨ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اَحَقٌّ مَابَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ الِ فُلاَنٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ اَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ـ

৪২৭৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র).... ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মা'ইয ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে তা কি সত্য? তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কি সংবাদ পৌঁছেছে? তখন তিনি বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি অমুক বংশের দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছ। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। এরপরে তিনি এ ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দিলেন (অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করলেন)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রতি আদেশ জারি করলেন এবং তাঁকে তখন পাথর মারা হল।

٤٢٧٩ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنِ مَالِكٍ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اَصَبْتُ فَاحِشَةً فَاَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَاَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوْا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَاْسًا اِلاَّ اَنَّهُ اَصَابَ شَيْئًا يَرٰى اَنَّهُ لاَيُخْرِجُهُ مِنْهُ اِلاَّ اَنْ يُقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَنَا اَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ اِلٰى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا اَوْثَقْنَاهُ وَلاَحَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ قَالَ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتّٰى اَتٰى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ الْحَرَّةِ (يَعْنِيْ الْحِجَارَةَ) حَتّٰى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ اَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِيْ عِيَالِنَا لَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ عَلَيَّ اَنْ لاَاُوتٰى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذٰلِكَ اِلاَّ نَكَّلْتُ بِهِ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَسَبَّهُ ـ

৪২৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের মা'ইয ইব্‌ন মালিক নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বললো, আমি তো এক অশ্লীল কাজ করে বসেছি। অতএব, এর জন্য আমার উপর শরীআতের বিধান প্রয়োগ করুন। নবী ﷺ তাঁর এই স্বীকারোক্তি কয়েকবার

প্রত্যাখ্যান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি ঐ ব্যক্তির গোত্রীয় লোকের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁরা বলল, আমরা তো তার সম্বন্ধে কোন খারাপ জানি না। কিন্তু হঠাৎ করেই সে এমন কিছু করে ফেলেছে যে, সে এখন ভাবছে যে, তার প্রতি 'হদ' (حد শরীআতের বিধান) প্রয়োগ ব্যতীত তার আর কোন নিষ্কৃতি নেই। বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফিরে এল। তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপের জন্য আমাদের আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তখন তাকে 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে নিয়ে (ময়দানে) গেলাম। আমরা তাকে বন্ধনযুক্ত করলাম না এবং তার জন্য গর্ত তৈরী করলাম না। এরপর আমরা তাকে হাড়, মাটির ঢিলা এবং পোড়া মাটির ভাংগা টুকরা মারতে শুরু করলাম। সে দৌড়ে পালাল। আমরাও তার পিছনে ছুটলাম। অবশেষে সে "হাররা" নামক স্থানের প্রান্তে উপনীত হল এবং আমাদের সামনে থেকে গেল। আমরা তাকে বারবার পাথর নিক্ষেপ করলাম। পরিশেষে সে নিশ্চল হয়ে গেল (অর্থাৎ মরে গেল)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিকেলে কিছু বলার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমরা যখনই আল্লাহ্র পথে কোন যুদ্ধে গমন করি তখন কোন না কোন ব্যক্তি আমাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে থেকে যায় এবং পাঠার আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে। আমার উপর কর্তব্য হ'ল যদি এমন কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে আনা হয়,– যে ঐরূপ কাজ করেছে, তবে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার জন্য (আল্লাহ্র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করেননি এবং কোনও গালি দেননি।

٤٢٨٠- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِىْ الْحَدِيْثِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْعَشِىِّ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ اَقْوَامٍ اِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ اَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ وَلَمْ يَقُلْ فِىْ عِيَالِنَا ـ

৪২৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (রা)...... দাউদ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন যে, এরপর নবী ﷺ বিকেলবেলা দণ্ডায়মান হলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা শেষে বললেন, সে লোকদের কি অবস্থা ? যখন আমরা যুদ্ধে গমন করি তখন তাদের কেউ কেউ আমাদের পিছনে থেকে যায় এবং পাঠার আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে। (অর্থাৎ দুষ্কর্ম করে।) কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে' কথাটি বর্ণনা করেননি।

٤٢٨١- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

৪২৮১. সুরাইজ ইব্ন ইউনুস ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... দাউদ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান (র)-এর বর্ণিত হাদীসে "فَاعْتَرَفَ بِالزِّنٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" (অতএব, সে তিনবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করল) একথা উল্লেখ রয়েছে।

٤٢٨٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلٰى (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِىُّ) عَنْ غَيْلَانَ (وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِىُّ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ

اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَهِّرْنِىْ فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَهِّرْنِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَ أُطَهِّرُكَ فَقَالَ مِنَ الزِّنٰى فَسَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبِهِ جُنُوْنٌ فَاُخْبِرَ اَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَزَنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَاَمَرَبِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيْهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُوْلُ لَقَدْهَلَكَ لَقَدْ اَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ مَاتَوْبَةٌ اَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِىْ بِالْحِجَارَةِ، قَالَ : فَلَبِثُوْا بِذٰلِكَ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوْسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوْا غَفَرَ اللّٰهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْقُسِمَتْ بَيْنَ اُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْاَزْدِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَهِّرْنِىْ فَقَالَ وَيْحَكِ ارْجِعِىْ فَاسْتَغْفِرِىْ اللّٰهَ وَتُوْبِىْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ اَرَاكَ تُرِيْدُ اَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَبْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَاذَاكِ قَالَتْ اِنَّهَا حُبْلٰى مِنَ الزِّنٰى فَقَالَ اَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا تَضَعِىْ مَا فِىْ بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ حَتّٰى وَضَعَتْ قَالَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ اِذَا لاَنَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اِلَىَّ رَضَاعُهُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَمَهَا ـ

৪২৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা হামদানী (র)...... সুলায়মান ইব্ন বুরায়েদ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ইয ইব্ন মালিক নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দুর্ভাগা! ফিরে চলে যাও এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্পদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী ﷺ পূর্বের মতই কথা বললেন। চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন্ বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বললো, ব্যভিচার হতে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তার সঙ্গী সাথীদের নিকট) জিজ্ঞাসা করলেন, তার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে? তখন তাঁকে জানানো হল যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মদ খেয়েছে? তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল এবং তার মুখ শুঁকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? সে বললো, জী হ্যাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। পরে এ ব্যাপারে জনগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয় সে (মা'ইয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয় তার পাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মা'ইয এর তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবার অনুশোচনা) আর হয় না। সে প্রথমে নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তাঁর হাতের উপর রাখলো। এরপর বললো, আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন। বর্ণনাকারী বলেন যে, দু'তিন দিন পর্যন্ত মানুষ এ অবস্থায় অতিবাহিত করল।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন তখন তারা (সাহাবীগণ) বসে ছিলেন। তিনি সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মা'ইয ইব্ন মালিক এর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ মা'ইয ইব্ন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে এমন 'তাওবা' করেছে যে, যদি তা এক উম্মাতের লোকদের মাঝে বণ্টিত হয় তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর নিকট আযদ গোত্রের শাখা গামিদ উপগোত্রের এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি বললেন, দুর্ভাগা! তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। তখন মহিলা বললো, আপনি কি ইচ্ছা করছেন যে, আমাকেও ফিরিয়ে দেবেন– যেমনিভাবে মা'ইয ইব্ন মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ? তখন তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? মহিলা বললো, সে (আমি) তো ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী। তিনি (রাসূল ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই ? সে বলল, জী– হাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, গামেদী মহিলা তো সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে 'রজম' করতে পারি না। তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। বর্ণনাকারী তখন তিনি তাকে আদেশ প্রদান করে। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করলেন।

٤٢٨٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِىْ لَفْظِ الْحَدِيْثِ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الاَسْلَمِىَّ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَزَنَيْتُ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تُطَهِّرَنِىْ فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اَتَعْلَمُوْنَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ اِلاَّ وَفِىَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيْنَا فِيْمَا نُرٰى فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ اَيْضًا فَسَاَلَ عَنْهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُ لاَبَاسَ بِهِ وَلاَ بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ اَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِىْ وَاِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّاكَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ تَرُدُّنِىْ لَعَلَّكَ اَنْ تَرُدَّنِىْ كَمَارَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَحُبْلٰى قَالَ اِمَّا لاَ فَاذْهَبِىْ حَتّٰى تَلِدِىْ فَلَمَّا وَلَدَتْ اَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِىْ خِرْقَةٍ قَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِىْ فَاَرْضِعِيْهِ حَتّٰى تَفْطِمِيْهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ اَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِىْ يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍفَقَالَتْ هٰذَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ اَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِىَّ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَحُفِرَ لَهَا اِلَى صَدْرِهَا وَاَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجَرٍ فَرَمٰى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ سَبَّهُ اِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ـ

৪২৮৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)........ বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মা'ইয ইব্‌ন মালিক আসলামী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং ব্যভিচার করেছি। আমি চাই যে, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন।' তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার তাঁর কাছে আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন দ্বিতীয়বারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এ কথা বলে প্রেরণ করলেন। তার কোন কিছু আপত্তিকর মনে করছ? যে তোমরা তার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে বলে জান এবং তাকে পূর্ণ বুদ্ধিমান (ও সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতির) বলেই জানি। এরপর মা'ইয তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করলো। তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেরণ করলেন। তখনও তারা তাঁকে জানালো যে, আমরা তার সম্পর্কে ও তার বুদ্ধি সম্পর্কে বিরূপ কিছু জানি না। এরপর যখন চতুর্থবার তিনি আগমন করলেন, তখন তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হল এবং তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ প্রদান করলেন। তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামিদী এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তী দিন আবার ঐ মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি আমাকে ঐভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেমনভাবে আপনি মাইযকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ? আল্লাহ্‌র শপথ, 'নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী'। তখন তিনি বললেন, যদি (ফিরে যেতে না চাও), তবে (আপাততঃ এখনকার মত) চলে যাও এবং প্রসবকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর। রাবী বলেন, এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করল- তখন ভূমিষ্ঠ সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করলো এবং বললো, এই সন্তান আমি প্রসব করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যাও তাকে (সন্তানকে) দুধ পান করাও গিয়ে। দুধপান করানোর সময় উত্তীর্ণ হলে পরে এসো। এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হল তখন ঐ মহিলা শিশু সন্তানটিকে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করলো- এমন অবস্থায় যে, শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! (এইতো সেই শিশু) তাকে আমি দুধপান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাদ্য খায়। তখন শিশু সন্তানটিকে তিনি একজন মুসলমানকে প্রদান করলেন। এরপর তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। তার বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হল এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) আদেশ দিলেন। তারা তখন তাকে পাথর মারতে শুরু করল। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং মহিলার মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে তার মুখমণ্ডলে রক্ত ছিটকে পড়লো। তখন তিনি মহিলাকে গালি দিলেন। নবী ﷺ তার গালি দেয়া শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, ধীরে হে খালিদ! সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয়ই সে এমন তাওবা করেছে, যদি কোন জুলুমবাজ (চাঁদাবাজ) ব্যক্তিও এমন তাওবা করতো, তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেতো। এরপর তার জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। তিনি তার জানাযায় সালাত আদায় করলেন। এরপর তাকে দাফন করা হলো।

٤٢٨٤ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًا

فَاَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَاوَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّيْ عَلَيْهَا يَانَبِيَّ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تُوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪২৮৪. আবূ গাস্সান মালিক ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ মিসমাঈ (র)...... 'ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জুহায়না গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট আগমন করল। সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমি 'হদ্দ' (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তি) এর উপযোগী হয়েছি। অতএব আমার উপর তা কার্যকর করুন। তখন আল্লাহ্র নবী ﷺ তার অভিভাবককে ডাকালেন এবং বললেন, তাকে ভালভাবে সংরক্ষণ করে রেখো। পরে সে যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। সে তাই করলো। এরপর আল্লাহ্র নবী ﷺ তার ব্যাপারে (শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। তখন মহিলার কাপড়-চোপড় শক্ত করে বাঁধা হল। এরপর তিনি তার ব্যাপারে (শাস্তি কার্যকর করার) আদেশ দিলেন। তাকে পাথর মারা হল। পরে তিনি তার উপর (সালাত) আদায় করলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি তার (জানাযার) সালাত আদায় করছেন অথচ সে তো ব্যভিচার করেছে ? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই সে এমন তাওবা করেছে, যদি তা মদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বণ্টিত হতো, তবে তাদের জন্য তাই যথেষ্ট হতো। তুমি কি তার চেয়ে অধিক উত্তম তাওবাকারী কখনও দেখেছো ? সেতো নিজের জীবন আল্লাহ্র ওয়াস্তে প্রদান করেছে।

٤٢٨٥ـ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪২৮৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসির (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٢٨٦ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُمَا قَالاَ اِنَّ رَجُلاً مِنَ الاَعْرَابِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَأَتِهِ وَاِنِّيْ اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلٰى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ فَسَأَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّمَا عَلٰى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَنَّ عَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَلْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَااُنَيْسُ اِلٰى امْرَأَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَاَمَرَبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرُجِمَتْ ـ

৪২৮৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা এবং যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, এক পল্লীবাসী (বেদুঈন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী হুকুম প্রদান করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ অপর এক ব্যক্তি যে তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ছিল বলল, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে ফায়সালা করুন এবং (এর আগে) আমাকে (কথা বলার) অনুমতি প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বলো। লোকটি বললো, আমার এক ছেলে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে কর্মচারী ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। তখন আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আমার ছেলের উপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর শাস্তি আরোপিত হবে। সুতরাং আমি একশ' ছাগল ও একটি দাসী তার বিনিময়ে প্রদান করলাম। এরপর আমি এ ব্যাপারে আলিমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছর কাল নির্বাসনের হুকুম বলবৎ হবে। আর ঐ মহিলার উপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর হুকুম কার্যকর হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে দেব। সুতরাং দাসী এবং ছাগল ফেরত দেয়া হবে। আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনের হুকুম কার্যকর হবে। হে উনাইস (রা) (একজন সাহাবী) তুমি আগামীকাল প্রত্যুষে ঐ মহিলার কাছে গমন করবে (এবং ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে।) যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করবে। রাবী বলেন, পরদিন প্রত্যুষে তিনি মহিলার কাছে গেলেন (এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন।) সে স্বীকার করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলার ব্যাপারে (শরীআতের হুকুম কার্যকর করার) আদেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মারা হল।

٤٢٨٧ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِى بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৪২৮৭. আবূ তাহির, হারমালা, আমর আন-নাকিদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٢٨٨ـ حَدَّثَنِيْ الْحَكَمُ بْنُ مُوسٰى اَبُوْصَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِيَهُوْدِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَاءَ يَهُوْدَ فَقَالَ مَاتَجِدُوْنَ فِىْ التَّوْرَاْةِ عَلٰى مَنْ زَنٰى قَالُوْا نُسَوِّدُ وُجُوْهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاْةِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فَجَاؤُوْ بِهَا فَقَرَأُوْهَا حَتّٰى اِذَا مَرُّوْا بِاٰيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِىْ يَقْرَأُ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَاِذَا تَحْتَهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ -

৪২৮৮. হাকাম ইব্ন মূসা আবূ সালিহ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক ইয়াহূদী পুরুষ এবং এক ইয়াহূদী নারীকে আনা হল, যারা ব্যভিচার করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তাওরাত কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি কি পাও ? তারা বলল, আমরা উভয়ের মুখমণ্ডলে কালি লাগিয়ে দেই এবং উভয়কে বিপরীতমুখী করে উটের উপর আরোহণ করিয়ে পরিভ্রমণ করাই। (এই হল তাওরাতে বর্ণিত শাস্তি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হলে তোমরা তাওরাত কিতাব আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা তখন তা নিয়ে এল এবং পাঠ করতে শুরু করল। যখন "رجم" (আলোচনার)-এর নিকটবর্তী হল তখন যে যুবকটি পাঠ করছিল সে তার হাত "اية الرجم" (পাথর নিক্ষেপের আয়াত) এর উপর রেখে দিল। এবং তার সামনের ও পিছনের অংশ পাঠ করলো। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন, বললেন, আপনি তাকে আদেশ করুন– যেন সে তার হাত উঠিয়ে ফেলে। সে তার হাত উঠিয়ে নিল। দেখা গেল যে, এর নিচেই "اية الرجم" (পাথর নিক্ষেপের আয়াত) রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জনকে পাথর নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। দু'জনকে পাথর মারা হল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, যারা তাদের পাথর মেরেছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, পুরুষটি নারীটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। (অর্থাৎ ভালবাসার আকর্ষণে নিজেই পাথরের আঘাত গ্রহণ করছিল)।

٤٢٨٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَمَ فِيْ الزِّنَا يَهُوْدِيَّيْنِ رَجُلاً وَامْرَاَةً زَنَيَا فَاَتَتِ الْيَهُوْدُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهِمَا وَسَاقُوْا الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ -

৪২৮৯. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ তাহির (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জন ইয়াহূদীকে এক পুরুষ এবং এক নারী ব্যভিচারের কারণে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করেন। ইয়াহূদীরা উভয়কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এল। এরপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَاَةٍ قَدْ زَنَيَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ -

৪২৯০. আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র)......... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীরা তাদের একজন পুরুষ ও নারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলো যারা ব্যভিচার করেছিল। অতঃপর উবায়দুল্লাহ্ (র) সূত্রে নাফি'(র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٢٩١ـ حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِيَهُوْدِىٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُوْدًا فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِى فِىْ كِتَابِكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسٰى أَهٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِىْ فِىْ كِتَابِكُمْ قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِىْ بِهٰذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِىْ أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا : تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلٰى شَىْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَيَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِىْ الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ [٥/ المائدة : ٤١] يَقُوْلُ : ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوْهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوْا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ (٥/٤٤) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (٥/٤٥) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ فِىْ الْكُفَّارِ كُلِّهَا ـ

৪২৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে একজন ইয়াহূদীকে কালি মাখা এবং বেত্রাঘাতকৃত (লাঞ্ছিত) অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি এরূপই পেয়েছে ? তারা বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাদের মধ্য হতে একজন আলিম ব্যক্তিকে ডাকালেন এবং বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, যিনি মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীর শাস্তি এরূপই পেয়েছ ? তখন তিনি (ইয়াহূদী আলিম ব্যক্তি) বললেন, না। তিনি আরো বললেন, আপনি যদি আমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে এভাবে না বলতেন তবে আমি আপনাকে জানাতাম না। আমরা তা (প্রকৃত শাস্তি) রজম (পাথর নিক্ষেপ করা)-ই পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে এর ব্যাপকতা দেখা দিলে আমরা যখন এতে কোন সম্ভ্রান্ত লোককে ধরে ফেললে, তখন তাকে ছেড়ে দিতাম এবং যখন কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পাকড়াও করলে তখন তার উপর হদ্দ [শরীআতের প্রকৃত শাস্তি (حد)] বাস্তবায়িত করতাম। পরিশেষে আমরা বললাম, তোমরা সকলেই এসো, আমরা সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপারে একটি শাস্তি নির্ধারিত করে নেই, যা অভিজাত ও দুর্বল সকলের উপরই প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আমরা ব্যভিচারের শাস্তি পাথর নিক্ষেপের পরিবর্তে কালি লাগানো এবং বেত্রাঘাত করাকেই স্থির করেনিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আপনার আদেশ "رجم" বাস্তবায়িত করলাম, যা তারা বিলুপ্ত করে ফেলেছিল। সুতরাং তিনি তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে ঐ ইয়াহূদীকে পাথর মারা হল। এরপর মহান আল্লাহ্ এই আয়াত يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَيَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِىْ الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ" হে রাসূল! যারা কুফরী কাজে দ্রুতগামী তাদের কার্যকলাপ যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। .... যদি তোমরা তা প্রদত্ত হও, তবে তা ধারণ কর" পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

তারা (ইয়াহূদীরা) বলতো যে, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গমন করো, যদি তিনি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে– কালি লাগানো এবং বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন, তবে তোমরা তা কার্যকর করবে; আর যদি তিনি রজমের নির্দেশ দেন তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা (এই মর্মে) আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ·

"যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আয়াত মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করে না তারাই হলো কাফির সম্প্রদায়।" "আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আয়াত অনুসারে বিচার করে না তারাই হলো অত্যাচারী দল"। "আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আয়াত অনুযায়ী বিচার করে না তারাই হলো সীমালংঘনকারী দল"। এই সব আয়াতই কাফিরদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়।

٤٢٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلٰى قَوْلِهِ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْمَابَعْدَهُ مِنْ نُزُوْلِ الْاٰيَةِ -

৪২৯২. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আ'মাশ (র) থেকে একই সূত্রে فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُجِمَ "তখন নবী ﷺ -এর আদেশ প্রদান করলেন, এরপর (ঐ ইয়াহূদীকে) পাথর মারা হল" পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেন। এরপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ তিনি উল্লেখ করেননি।

٤٢٩٣- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَاَتَهُ -

৪২৯৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).......... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের একজন পুরুষ এবং একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও তার (যিনাকৃত) নারীর ব্যাপারে (ব্যভিচারের জন্য) পাথর নিক্ষেপ করার শাস্তি কার্যকর করেন।

٤٢٩٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةٌ -

৪২৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....... ইব্‌ন জুরাইজ (রা) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি "এবং (তার নারীস্থলে) নারী" এই শব্দটি উল্লেখ করেন।

٤٢٩٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النُّوْرِ اَمْ قَبْلَهَا قَالَ لاَاَدْرِىْ -

৪২৯৫. আবূল কামিল জাহদারী, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ ইস্‌হাক শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি (ব্যভিচারের জন্য) রজম (এর শাস্তি প্রদান) করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, 'সূরা নূর' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, না পরে? তখন তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

٤٢٩٦- حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَيُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَيُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ-

৪২৯৬. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ মিসরী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার কার্য প্রকাশ পায় (প্রমাণিত হয়) তবে তাকে শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি হদ্দ রূপে বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে কোন প্রকার নির্বাসন (ভর্ৎসনা) করবে না। এরপর যদি দ্বিতীয়বার সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে (শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি) হদ্দ রূপে বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে কোন প্রকার নির্বাসন (ধমকি) দিবে না। এরপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার কার্য প্রকাশ (স্বপ্রমাণ হয়) পায় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, চুলের দড়ি পরিমাণ মূল্যে হলেও। (অর্থাৎ অতি কম মূল্য হলেও।)

٤٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَلْدِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاَثًا ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ-

৪২৯৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আবদ ইব্‌ন হুমায়দ, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, হান্নাদ ইব্‌ন সারী...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে দাসীর বেত্রাঘাত সম্পর্কে বর্ণিত যে, "যখন সে পরপর তিনবার ব্যভিচার করে, এরপর চতুর্থবারে তাকে বিক্রি করে দেবে"।

٤٢٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ

فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِىْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ وَقَالَ الْقَعْنَبِىُّ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ-

৪২৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন কোন অবিবাহিত দাসী ব্যভিচার করে এর হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা হল– তখন তিনি বললেন, যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবার যদি সে ব্যভিচার করে তবে আবারও বেত্রাঘাত করবে। এরপরও যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে এবং পরিশেষে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদি একটি দড়ির (মূল্যের) বিনিময়েও হয়। ইব্ন শিহাব (সন্দেহসূচক) বর্ণনা করেছেন যে, আমি জানি না বিক্রি করার নির্দেশটি কি তৃতীয় বারের পরে, না চতুর্থ বারের পরে।

কা'নাবী (র) তার বর্ণনায় বলেন যে, ইব্ন শিহাব (র) "الضفير" শব্দের অর্থ "الحبل" (দড়ি) বলেছেন।

٤٢٩٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الاَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ-

৪২৯৯. আবূ তাহির (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, ... এ হাদীস তাদের উভয়ের সূত্রে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ। আর তিনি ইব্ন শিহাবের উক্তি "الضفير" এর অর্থ "الحبل" (দড়ি) একথা উল্লেখ করেননি।

٤٣٠٠- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَالشَّكُّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا فِىْ بَيْعِهَا فِىْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ-

৪৩০০. আমর আন নাকিদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তাদের উভয়ের হাদীসে দাসী বিক্রি সম্পর্কে 'তৃতীয়বারে অথবা চতুর্থবারে' একথায় সন্দেহসূচক বর্ণনা করেছেন।

٦- بَابُ تَاخِيْرُ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

৬. পরিচ্ছেদ : প্রসূতিদের 'হদ্দ' বিলম্বিত করা

٤٣٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ خَطَبَ عَلِىٌّ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَقِيْمُوْا عَلٰى اَرِقَّائِكُمْ

الحَدَّ مَنْ اَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَاِنَّ اَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَنَتْ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَجْلِدَهَا فَاِذَا هِىَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ اِنْ اَنَا جَلَدْتُهَا اَنْ اَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ۔

৪৩০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র মুকাদ্দামী (র)..... আবূ আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আলী (রা) এক ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের (ব্যভিচারী) দাস-দাসীদের উপর শরীয়তের হুকুম "হদ্দ কার্যকর কর, তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক দাসী ব্যভিচার করেছিল। সুতরাং তিনি তাকে বেত্রাঘাত করার জন্য আমাকে আদেশ দিলেন। সে তখন (নিফাস) সদ্য প্রসূতি অবস্থায় ছিল। আমি তখন ভয় করলাম যে, এমতাবস্থায় যদি আমি তাকে বেত্রাঘাত করি– তবে হয়ত তাকে মেরেই ফেলবো। এই ঘটনা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ভালই করেছো।

٤٣٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ السُّدِّىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ اَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ اُتْرُكْهَا حَتّٰى تَمَاثَلَ۔

৪৩০২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........ সুদ্দী (রা) থেকে একই সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "তাদের মধ্যকার বিবাহিত এবং অবিবাহিত" একথার উল্লেখ করেন নি। তাঁর বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে (বিলম্বিত করে) রেখে দাও।"

٧- بَاب حد الخمر

৭. পরিচ্ছেদ : মদ্যপানের শাস্তি

٤٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ قَالَ وَفَعَلَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَاَمَرَ بِهِ عُمَرُ ۰

৪৩০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর নিকট একদিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো যে মদপান করেছিল। তখন তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বারের মত তাকে বেত্রাঘাত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যে আবূ বকর (রা) ও (তাঁর খিলাফত আমলে) তাই করেন। পরে যখন উমর (রা) খালীফা হলেন, তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান (রা) বললেন, (শরী'আতে নির্ধারিত) লঘুতম হদ্দে রয়েছে (বেত্রাঘাত)। তখন উমর (রা)-এরই আদেশ দিলেন।

٤٣٠٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ۔

৪৩০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীবুল হারিসী (র)....... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হল....... অতঃপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٣٠٥- حَدَّثَنَا بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ جَلَدَ فِىْ الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ وَالْقُرٰى قَالَ مَاتَرَوْنَ فِىْ جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَرٰى اَن تَجْعَلَهَا كَاَخَفِّ الْحُدُوْدِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ -

৪৩০৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)........... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদপানে খেজুরের ডাল ও চপ্পল (জুতা) দ্বারা প্রহার করেছেন। আবূ বকর (রা) (তাঁর আমলে) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। উমর (রা) এর খিলাফত কালে মানুষের সমৃদ্ধি এলে তারা সবুজ শ্যামল ও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস আরম্ভ করলো। (অর্থাৎ মদপানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।) তিনি তাদেরকে (সাহাবীদের) বললেন, মদপানের বেত্রাঘাত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমি মনে করি যে, আপনি (শরী'আতে নির্ণীত) লঘুতর হদ্দের সমপরিমাণ নির্ধারণ করুন। তখন উমর (রা), (মদপানের দণ্ড) আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।

٤٣٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ·

৪৩০৬ . মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)....... হিশাম (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٠٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِىْ الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيْفَ وَالْقُرٰى -

৪৩০৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মদপানের অপরাধে জুতো এবং খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করতেন। অতঃপর উল্লিখিত হাদীস বর্ণনাকারীদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তিনি........ "সবুজ শ্যামল বসতি" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٤٣٠٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلَ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّانَاجِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَيْرُوْزَ مَوْلٰى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ اَبُوْ سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اُتِىَ بِالْوَلِيْدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَزِيْدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا حُمْرَانُ اَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ شَهِدَ اٰخَرُ اَنَّهُ رَاٰهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتّٰى شَرِبَهَا فَقَالَ يَاعَلِىُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِىٌّ قُمْ يَا

حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَ عَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ فَقَالَ اَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهٰذَا اَحَبُّ اِلَيَّ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيْثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ اَحْفَظْهُ ـ

৪৩০৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, আলী ইব্‌ন হুজর ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র) (বর্ণনার ভাষ্য), হুসাইন ইব্‌ন মুনযির আবূ সাসান (র)....... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়ালীদকে তাঁর কাছে আনা হল। সে ফজরের দু'রাকাআত সালাত আদায় করে বলেছিল, আমি আরো অধিক রাকআত আদায় করবো ? তখন দু'ব্যক্তি ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তাদের একজন হুমরান। সে বলল, তিনি মদ খেয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন উসমান (রা) বললেন, সে মদ খাওয়ার কারণেই বমি করেছে। অতএব তিনি বললেন, হে আলী (রা) আপনি উঠুন এবং তাকে বেত্রাঘাত করুন। তখন আলী (রা) হাসান (রা)-কে বললেন, হে হাসান! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্রাঘাত কর। হাসান (রা) বললেন, যে "ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে সেই তার তিক্ততা ভোগ করতে দিন"। (এতে যেন আলী (রা) তার প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন)। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্রাঘাত কর। তখন বললেন, থামো! নবী ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আর আলী (রা) তা গণনা করলেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হল– এবং আবূ বকর (রা) ও (তাঁর খিলাফতকালে) চল্লিশটি মেরেছেন। আর উমর (রা) (তাঁর খিলাফতকালে) আশিটি মেরেছেন। আর এর প্রতিটিই সুন্নাত (তরীকা)। তবে এটি (চল্লিশটি) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আলী ইব্‌ন হুজর (র) তাঁর বর্ণনায় কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল (র) বলেন যে, আমি তা দানাজ থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু তা আমার মনে নেই।

٤٣٠٩ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ اُقِيْمُ عَلَى اَحَدٍ فَيَمُوْتَ فِيْهِ فَاجِدُ مِنْهُ فِيْ نَفْسِيْ اِلاَّ صَاحِبَ حَدًّا الْخَمْرِ لاَنَّهُ اِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ ـ

৪৩০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহালুদ্দারীর (রা)......... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোন অপরাধীর উপর 'হদ্দ' (শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগে যদি সে মারা যায় তাতে আমি ব্যথিত হব না। কিন্তু মদ্যপায়ীর শাস্তি (প্রদানে আমি ভীত)। কেননা, এতে যদি সে মারা যায় তবে আমি তার 'দিয়্যাত' (ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবো। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট রূপে স্থির করে দেননি।

٤٣١٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪৩১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... সুফিয়ান (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨ـ بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

৮. পরিচ্ছেদ : তা'যীর[১] এর বেত্রাঘাতের পরিমাণ

٤٣١١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ قَالَ بَيْنَنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايُجْلَدُ اَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ اَسْوَاطٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ـ

৪৩১১. আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র)..... আবূ বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, কাউকে যেন আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত হদ্দ জাতীয় অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের অধিক বেত্রাঘাত না করা হয়।

٩ـ بَابُ الْحُدُوْدُ كَفَّارَاتٌ لِاَهْلِهَا

৯. পরিচ্ছেদ : 'হুদূদ'–শরীআত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি অপরাধীর জন্য 'কাফ্‌ফারা' পাপ ক্ষমা হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

٤٣١٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَتَزْنُوْا وَلاَتَسْرِقُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّبِالْحَقِّ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ـ

৪৩১২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী (র)...... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কোন এক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমার কাছে এ কথার বায়আত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবেনা এবং কাউকে হত্যা করবেনা যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (অর্থাৎ কিসাস হিসাবে অথবা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধে)। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে তা পূর্ণ করবে, সে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। আর যদি কেউ উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, তবে তা তার জন্য কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।

---

১. যে অপরাধ হদ্দযোগ্য নয়– অর্থাৎ শরীআতে যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়নি। এ জাতীয় অপরাধের কারণে যে শাস্তি প্রদান করা হয় তাকে তা'যীর বলা হয়।

٤٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ فَتَلاَ عَلَيْنَا اٰيَةَ النِّسَاءِ اَنْ لاَيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا الْاٰيَةَ-

৪৩১৩. আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ (র)............... যুহরী (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে এটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, "অতঃপর, তিনি আমাদের কাছে নারীদের (বায়আত সংক্রান্ত) আয়াত (অর্থ) : তারা যেন আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে .... শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।" (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

٤٣١٤- حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ اَنْ لاَنُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَنَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَقْتُلَ اَوْلاَدَنَا وَلاَيَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَتٰى مِنْكُمْ حَدًّا فَاُقِيْمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ-

৪৩১৪. ইসমাইল ইব্‌ন সালিম (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে অনুরূপ অঙ্গীকার (বায়আত) নিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছেন মহিলাদের থেকে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করব না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ দিব না। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। আর তোমাদের মধ্যে এমন কোন অপরাধ করে যাতে (হদ্দ) শরীআতের শাস্তি অত্যাবশ্যকীয় হয়, অতঃপর তার উপর সেই শাস্তি কার্যকর করা হয়, তবে তা তার অপরাধের কাফ্‌ফারা (বদলা) হয়ে যাবে। আর যাকে (যে ব্যক্তির পাপ কার্য) আল্লাহ্ গোপন রাখলেন, তার বিষয় আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

٤٣١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ اِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَنُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৪৩১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র) ...... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি সে সব নাকীব (গোত্রের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র)-দের একজন ছিলাম, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

এর নিকট বায়আত নিয়েছিলেন। আমরা শপথ নিলাম যে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করবো না, ব্যভিচার করবো না, চুরি করবো না, কোন প্রাণকে হত্যা করবো না– যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে। (অর্থাৎ কিসাস– বা–'হদ্দ' এর মাধ্যমে।) এবং লুটতরাজ (ছিনতাই) করবো না ও কোন প্রকার নিষিদ্ধ কর্মও করবো না। যদি আমরা ঐরূপ করতে পারি তবে আমাদের জান্নাত মিলবে। আর যদি আমরা উল্লিখিত অপরাধের কোনটিতে লিপ্ত হই, তবে এর ফায়সালা আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই। ইব্‌ন রুম্‌হ (তার রিওয়ায়াতে) বলেন, এর ফায়সালা মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র কাছেই।

١٠- بَابُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

১০. পরিচ্ছেদ : কোন পশুর আঘাতে কেউ আহত বা নিহত হলে, কিংবা খনি বা কূপে নিপতিত হয়ে আহত বা নিহত হলে এতে কোন 'দিয়্যাত' বা ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যকীয় হবে না।

٤٣١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

৪৩১৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : পশুর আঘাত ক্ষতিপূরণ মুক্ত কূপে (নিপতিত হয়ে হতাহত হওয়া) ক্ষতিপূরণ মুক্ত এবং খনিতে নিপতিত হয়ে হতাহত হওয়া ক্ষতিপূরণ (দায়) মুক্ত। (অর্থাৎ ঐসব কারণে যদি কেউ আহত বা নিহত হয়, তবে এতে কোন 'দিয়্যাত' বা ক্ষতিপূরণ নেই।) আর গুপ্তধন অথবা খনিজ পদার্থে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত।

٤٣١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي ابْنَ عِيسَى) حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ-

৪৩১৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... যুহরী (র) থেকে লাইস (র) এর সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٣١٨- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪৩১৮. আবূ তাহির ও হারমালা (র).... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

৪৩১৯. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কূপের মধ্যে পতিত হয়ে কেউ আহত বা নিহত হলে তা ক্ষতিপূরণ মুক্ত, খনিতে আহত হলে তাও ক্ষতিপূরণ মুক্ত এবং পশুর আক্রমণে আহত হলেও তা ক্ষতিপূরণ মুক্ত। আর খনিতে অথবা গুপ্তধনে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত।

٤٣٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ (يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ) ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪৩২০. আবদুর রাহমান ইব্ন সালাম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয, ইব্ন বাশ্শার (র)....সকলই আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

অধ্যায় : বিচার–বিধান

١- بَابُ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

১. পরিচ্ছেদ : শপথ বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য

٤٣٢١- حَدَّثَنِي اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ-

৪৩২১. আবূ তাহির আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ্ (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যদি লোকের দাবী অনুসারে তাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা হতো তবে যে কোন লোক অপর ব্যক্তির জানমাল দাবী করে বসতো। তাই বিবাদীর জন্য শপথ নেওয়ার বিধান রয়েছে।

٤٣٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ-

৪৩২২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাদী থেকে (আল্লাহ্‌র নামে) শপথ নেওয়ার ফায়সালা দিয়েছেন।

٢- بَاب قَضِيَةِ هِنْدٍ

২. পরিচ্ছেদ ঃ 'হিন্দা (রা)-এর ঘটনা'

٤٣٢٣- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَحَدَّثَنَا زَيْدٌ (وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ) حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنِيْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ-

৪৩২৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাদীর (কসম) শপথ গ্রহণ এবং একজন সাক্ষীর মাধ্যমে মুকদ্দমা নিষ্পত্তি করেছেন।

٤٣٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ-

৪৩২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুকাদ্দমা নিয়ে আমার কাছে আগমন করে থাক এবং তোমাদের একজন অপরজন অপেক্ষা যুক্তিতর্কে অধিক বাকপটু হয়ে থাকে। স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো। আমি তার কথা শুনে তার অনুকূলে রায় প্রদান করি। সুতরাং এতে যদি তার ভাইয়ের হকের কিছু তাকে প্রদান করি (বাস্তবে হয়ত এতে তার কোন অধিকারই নেই) তখন তার কর্তব্য হবে তা গ্রহণ না করা। কেননা, এতে যেন আমি তাকে জাহান্নামের এক খণ্ড আগুন প্রদান করলাম।

٤٣٢٥- حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৩২৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরাইব (র).... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٢٦- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا-

৪৩২৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হুজরার দ্বার প্রান্তে বাদী বিবাদীর শোরগোল শুনতে পেলেন। তখন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি তো একজন মানুষ। তবে আমার কাছে যখন কোন বাদী বিবাদী আসে তখন হয়ত একজন অপরজন থেকে অধিক বাকপটু হয়। আর আমি মনে করি যে, সেই সত্যবাদী। আমি যার পক্ষে মুসলিমদের হকের ব্যাপারে রায় দেই, তা বস্তুত জাহান্নামের একটি টুকরা। সুতরাং সে তা গ্রহণ করুক কিংবা ছেড়ে দিক (তা তার ইচ্ছা)।

٤٣٢٧ـ حَدَّثَنَا عَمْرُوالنَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌكِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَحَدِيْثِ يُوْنُسَ وَفِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ لِجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ اُمِّ سَلَمَةَ ـ

৪৩২৭. আমর আন-নাকিদ আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) ... যুহরী (র) থেকে সনদে ইউনুস (র) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার (র) এর হাদীসে جَلَبَة এর পরিবর্তে لِجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ اُمِّ سَلَمَةَ উল্লেখ রয়েছে।

٣ـ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ

৩. পরিচ্ছেদ : 'হিন্দা (রা)-এর ঘটনা'

٤٣٢٨ـ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرِالسَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَاَةُ اَبِىْ سُفْيَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لاَيُعْطِيْنِىْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِىْ وَيَكْفِىْ بَنِىَّ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذِىْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَايَكْفِيْكِ وَيَكْفِىْ بَنِيْكِ ـ

৪৩২৮. আলী ইব্ন হুজর সাদী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দ (রা) বিন্ত উত্বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তিনি আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি প্রদান করেন না। তবে আমি তার অজ্ঞাতেই তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় খরচাদি গ্রহণ করে থাকি। এতে কি আমার কোন দোষ (পাপ) হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাঁর সম্পদ থেকে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়। এমন সংগত পরিমাণ নিতে পার।

٤٣٢٩ـ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِىْ ابْنَ عُثْمَانَ) كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪৩২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, আবূ কুরাইব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... হিশাম (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٣٣٠ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَاكَانَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ

خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَى مِنْ اَنْ يُذِلَّهُمُ اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يُعِزَّهُمُ اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَيْضًا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاحَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُنْفِقِى عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

৪৩৩০. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আল্লাহ্র কসম, পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না যে, তাঁদের আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করুন। আর এখন পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক আকাঙ্ক্ষা নেই যে, আল্লাহ্ তাঁদের সম্মান প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সেই মহান আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তা আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তিনি (হিন্দ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ স্বভাবের লোক। তবে আমি যদি তার বিনা অনুমতিতে তার পরিবার পরিজনের জন্য তার সম্পদ থেকে খরচ করি, এতে কি আমার কোন দোষ হবে ? তখন নবী ﷺ বললেন : তাদের জন্য তুমি যথাবিধি খরচ করলে কোন দোষ হবে না।

٤٣٣١ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاكَانَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ خِبَاءُ اَحَبَّ اِلَيَّ مَنْ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ خِبَاءٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَيْضًا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَهَا لَا اِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ ـ

৪৩৩১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ (রা) বিন্ত উত্বা ইব্ন রবীআ, এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক বাসনা ছিল না যে, তাঁরা লাঞ্ছিত হোক। আর আজ পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক বাসনা নেই যে, তাঁরা সম্মানিত হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সেই মহান আল্লাহ্র কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তারপর হিন্দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ স্বভাবের লোক। এমতাবস্থায় আমি যদি আমাদের পরিবার পরিজনকে (যাদের খোর-পোষ তার দায়িত্বে তাদেরকে) তার সম্পদ থেকে খাবার প্রদান করি তবে কি এতে আমার কোন দোষ হবে ? তিনি বললেন, (তা করবে) না, তবে যদি যথাবিধি হয়।

٤- بَابُ النَّهْىِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْىِ عَنْ مَنْعٍ وهات وَهُوَ الامتناعُ مِنْ اَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لاَ يَسْتَحِقُّهُ

৪. পরিচ্ছেদ : বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, প্রাপ্য হক না দেওয়া এবং না-হক কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ।

٤٣٣٢- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضٰى لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ-

৪৩৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হল : ১. তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে, ২. তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক করবে না এবং ৩. তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে সকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন : ১. বাজে কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।

٤٣٣٣- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلاَتَفَرَّقُوْا -

৪৩৩৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র).....সুহাইল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন : "এবং তিনি তিনটি কাজে তোমাদের প্রতি রাগান্বিত হন"। "এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٤٣٣٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ-

৪৩৩৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র).....মুগীরা ইব্‌ন শু'বা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তান জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলা এবং অন্যের হক আদায় না করা এবং না-হক কোন বস্তু প্রার্থনা করা। আর তিনটি বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন। তা হল : ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।

٤٣٣٥- وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ-

৪৩৩৫. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)..... মানসূর (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের উপর হারাম করেছেন"। আর "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন" এই বাক্যটি তিনি বলেননি।

٤٣٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ-

৪৩৩৬. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র).....শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর কাতিব লেখক (সচিব) আমাকে বলেছেন যে, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন, এমন কিছু বিষয় আমাকে লিখে জানান। তখন তিনি তাঁকে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন : ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. সম্পদ বিনষ্ট করা এবং ৩. অধিক প্রশ্ন করা।

٤٣٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ اِلَى مُعَاوِيَةَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا وَنَهٰى عَنْ ثَلاَثٍ حَرَّمَ عُقُوْقَ الْوَالِدِ وَ وَأْدَ الْبَنَاتِ وَلاَ وَهَاتِ وَنَهٰى عَنْ ثَلاَثٍ قِيْلٍ وَقَالٍ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ-

৪৩৩৭. ইব্ন আবূ উমার (র)..... ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লেখেন : "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বিষয় হারাম করেছেন এবং তিনটি কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি হারাম করেছেন : পিতামাতার অবাধ্যতা, জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে রাখা এবং হক আদায় না করা ও না-হক কিছু প্রার্থনা করা। আর তিনি তিনটি কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, তা হলো : ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. মাল-সম্পদ বিনষ্ট করা।

٥- بَابُ بَيَانِ اَجْرِ الْحَاكِمِ اِذَا اجْتَهَدَ فَاَصَابَ اَوْ اَخْطَأَ

৫. পরিচ্ছেদ : বিচারকের প্রতিদান, প্রচেষ্টার পর সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুক বা ভুল করুক

٤٣٣٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيْ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ-

৪৩৩৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী (র).....আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যদি কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা-গবেষণার পর রায় দেন, অতঃপর তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান (দ্বিগুণ সাওয়াব)। আর যদি তিনি চিন্তা-গবেষণা করে রায় প্রদানের সময় ভুল করেন, তবুও তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।

٤٣٣٩- حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْ عَقِبِ الْحَدِيْثِ قَالَ يَزِيْدُ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ -

৪৩৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর (র) আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে আরো উল্লেখ করেছেন, রাবী ইযাযীদ বলেন, আমি হাদীসটি আবূ বাকর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন যে, আমাকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আবূ সালমা (র) এরূপ হাদীছ বলেছেন।

٤٣٤٠- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا -

৪৩৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী.....ইয়াযিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে হাদীসটি উভয় সূত্রে আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) এর বর্ণিত রিওয়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦- بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِيْ وَهُوَ غَضْبَانُ

৬. পরিচ্ছেদ : ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা নিষিদ্ধ

٤٣٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبِيْ (وَكَتَبْتُ لَهُ) اِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لاَتَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَحْكُمُ اَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ -

৪৩৪১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা সিজিস্তানের বিচারক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকরা (র)-কে একটি পত্র লিখলেন (তাঁর পক্ষে আমি লিখে দিলাম) যে, আমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার না করেন।

٤٣٤٢- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍحَدَّثَنَا اَبِى كِلاَهُمَا عَنْ عُتْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى عَوَانَةَ ـ

৪৩৪২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয ও আবূ কুরাইব (র)..... আবু বাকরা (র) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ আওয়ানা (র) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٧ـ بَابُ نَقْضِ الاَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدُّ مُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ

৭. পরিচ্ছেদ : বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদআতী কার্যকলাপ উচ্ছেদ

٤٣٤٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِىُّ جَمِيْعًا عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

৪৩৪৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন হিলালী (র).....আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।

٤٣٤٤ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ قَالَ عَبْدٌحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ مَسَاكِنَ فَاَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِّنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذٰلِكَ كُلُّهُ فِىْ مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ـ

৪৩৪৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).....সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার তিনটি বাসস্থান ছিল। অতঃপর, সে (মৃত্যুকালে) প্রত্যেক বাসস্থানের এক-তৃতীয়াংশ দান করার অসিয়্যত করে যায়। তিনি বললেন, এ সকল অংশকে এক বাসস্থানে একত্রিত করা হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে আয়শা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যা আমাদের নীতি ধর্মে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

٨ـ بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُوْدِ

৮. পরিচ্ছেদ : উত্তম সাক্ষিগণ

٤٣٤٥ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَهَا ـ

৪৩৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদের উত্তম সাক্ষীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? উত্তম সাক্ষী হল সেই ব্যক্তি যাকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকার আগেই সে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসে।

٩ـ بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِيْنَ

৯. পরিচ্ছেদ : মুজতাহিদগণের মতভেদ সম্পর্কে

٤٣٤٦ـ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِىْ شَبَابَةُ حَدَّثَنِىْ وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ اَنْتِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلَّا يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلَّا الْمُدْيَةَ ـ

৪৩৪৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দু'জন মহিলার তাদের নিজ নিজ ছেলে ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে যায়। তখন তাদের একজন তার সঙ্গিনীকে বললো, তোমার ছেলেকে (বাঘে) নিয়েছে। আর দ্বিতীয় জন বললো, বরং তোমার ছেলেকে (বাঘে) নিয়েছে। এই নিয়ে পর দু'জন দাঊদ (আ)-এর নিকট নালিশ নিয়ে গেল। তিনি বয়সে বড় মহিলার পক্ষে সন্তানের রায় দিলেন। তখন উভয়ে বেরিয়ে সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সে ঘটনা বলল। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি সন্তানটিকে কেটে উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেবো। তখন ছোট মহিলাটি বললো, না, তো করবেন না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। (আমি মেনে নিলাম) ছেলেটি ঐ মহিলারই। তখন তিনি ছোট মহিলার পক্ষে ছেলে প্রদানের রায় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি "سِكِّيْن" 'ছুরি' শব্দটি সেদিন ব্যতীত আর কখনও শুনিনি। আমরা "مُدْيَةٌ" বলতাম।

٤٣٤٧ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ (يَعْنِي مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَجْلاَنَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنٰى حَدِيْثِ وَرْقَاءَ -

৪৩৪৭ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ ও উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম (র) .....আবূ যিনাদ (র) থেকে এই সূত্রে ওয়ারকা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠ـ بَابُ إِسْتِحْبَابِ إِصْلاَحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

১০. পরিচ্ছেদ : বিচারক কর্তৃক বিবদমান দু'দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়া উত্তম

٤٣٤٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِيْ اشْتَرٰى الْعَقَارَ فِيْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِيْ اشْتَرٰى الْعَقَارَخُذْ ذَهَبَكَ مِنِّيْ اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الاَرْضَ وَلَمْ اَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِيْ شَرٰى الْاَرْضَ اِنَّمَا بِعْتُكَ الاَرْضَ وَمَا فِيْهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِيْ تَحَاكَمَا اِلَيْهِ اَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِيْ غُلاَمٌ وَقَالَ الاٰخَرُ لِيْ جَارِيَةٌ قَالَ اَنْكِحُوْا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ وَاَنْفِقُوْهُ عَلٰى اَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا -

৪৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র).....হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) যে সকল হাদীস আমাদের বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে। যে ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করেছিল সে তার কেনা সম্পত্তিতে একটি কলসী পেল। তাতে স্বর্ণ ছিল। যে সম্পত্তি ক্রয় করেছিল সে বিক্রেতাকে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে তোমার স্বর্ণ বুঝে নাও। আমি তো তোমার কাছে থেকে ভূমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। তখন যে ব্যক্তি সম্পত্তি বিক্রি করেছিল সে বলল, আমি তো তোমার কাছে ভূমি এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি। তিনি বলেন, তারপর উভয়েই এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে এর ফয়সালা চাইল। তখন, সে বলল, তোমাদের কি কোন সন্তান আছে ? তাদের একজন বলল যে, আমার একটি ছেলে আছে এবং অপর জন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, তোমার ছেলেটিকে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দাও এবং এ উপলক্ষে তোমরা তোমাদের জন্য তা খরচ কর এবং (এ থেকে) সাদাকা কর।

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় : হারানো বস্তু প্রাপ্তি

٤٣٤٩ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَالَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا ووَكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلْذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الابِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْيٰى اَحْسَبُ قَرَأْتُ عِفَاصِهَا ـ

৪৩৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন : তুমি তার থলে এবং তার বাঁধন ভাল করে চিনে রাখবে। তারপর এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দেবে। এই সময়ের মধ্যে যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দিবে।) অন্যথা তা তোমার ইখতিয়ারভুক্ত। তারপর সে হারানো ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : তা তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : এ নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তার সাথে আছে তার পানির মশ্ক (পেটের মধ্যে পানি ধারণের থলে) এবং তার জুতা (জুতোর মত পায়ের পাতা (মরুভূমিতে চলার উপযোগী)। সে নিজেই পানির ঘাটে যাবে এবং গাছের পাতা খাবে যতক্ষণ না মালিক তাকে পেয়ে যায়। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার মনে হয় আমি "عفاصها" পড়েছি।

٤٣٥٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَافَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْلِذِئْبِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (اَوِ احْمَرَّوَجْهُهُ) ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَارَبُّهَا ـ

৪৩৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তুমি এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিবে এবং তুমি থলি ও বাঁধন চিনে রাখবে। তারপরে তুমি তা খরচ করতে পার। আর যদি তার প্রকৃত মালিক আসে, তবে তাকে তা আদায় করে দিবে। তারপর সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বকরির (কী হুকুম)? তিনি বললেন : তা তুমি নিয়ে রাখ। কেননা, এটি তুমি নিবে কিংবা তোমার ভাই নিবে কিংবা নেকড়ে নিয়ে যাবে। তারপর সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে হারানো উট (হয়)? বর্ণনাকারী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর উভয় গণ্ড লাল হয়ে গেল। (অথবা রাবী বলেছেন : তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল।) তারপর তিনি বললেন : তাকে নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তার সাথে আছে তার জুতো আর পানির মশক; যতক্ষণ না তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।

٤٣٥١- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو وَفِي الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا-

৪৩৫১. আবূ তাহির (র).....রাবীআ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান (র) থেকে একই সূত্রে মালেক (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এল তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হারানোবস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, যখন এর কোন দাবীদার না আসে তখন তা খরচ করে দেবে।

٤٣٥٢- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ-

৪৩৫২. আহ্মাদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম আওদী (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল.....অতঃপর তিনি ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, "তখন তাঁর (পবিত্র) মুখমণ্ডল ও ললাট লাল হয়ে গেল এবং তিনি রাগান্বিত হলেন" এবং 'আর তা এক বছর ঘোষণা করবে'-এর পরে আরো বলেছেন, যদি এর মালিক না আসে, তবে তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে।

٤٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَاِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَاَدِّهَا اِلَيْهِ وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الاِبِلِ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَاِنَّ مَعَهَا حِذَاءَ هَا وَسِقَاءَ هَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَاَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ۔

৪৩৫৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সোনার অথবা রূপার হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : তুমি এর বন্ধন ও থলে চিনে রাখবে; তারপর একবছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিবে। এরপরও যদি তুমি মালিকের সন্ধান না পাও, তবে তা তুমি খরচ করতে পার। কিন্তু তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। যদি কাল প্রবাহের কোন দিন এর দাবীদার আসে তবে তা তুমি তাকে দিয়ে দিবে। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন : এতে তোমার কী? তুমি তাকে ছাড়ে দাও। কেননা তার সাথে তার জুতা আছে এবং পানি সংরক্ষণের থলে আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যেতে পারে এবং গাছপালা খেতে পারে। অবশেষে একদিন তার মনিব তাকে পেয়ে যাবে। তারপর সে বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : তুমি সেটি নিয়ে যাও। কেননা, তা তুমি নিবে অথবা তোমার ভাই নিবে অথবা নেকড়ে নিয়ে যাবে।

٤٣٥٤۔ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَ رَبِيْعَةُ الرَّاْيِ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ زَادَ رَبِيْعَةُ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَ هَا فَاَعْطِهَا اِيَّاهُ وَاِلاَّ فَهِيَ لَكَ۔

৪৩৫৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাবীআ (র) অধিক বর্ণনা করেছেন, "তিনি এতে এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর গণ্ডদ্বয় লাল হয়ে গেল"। তারপর... অবশিষ্ট হাদীস উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, তারপর যদি এর মালিক আসে এবং তার থলে এবং (মুদ্রার) সংখ্যা ও বন্ধন সঠিক ভাবে চিনতে পারে, (বর্ণনা দিতে পারে।) তবে তাকে তা দিয়ে দিবে। অন্যথায় তা তোমারই।

٤٣٥٥۔ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ۔

৪৩৫৫. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র).....যায়িদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, তা তুমি এক বছর পর্যন্ত প্রচার করবে। এর মধ্যে যদি সেটি (মালিকের) সন্ধান না পাওয়া যায় তবে তুমি এর থলে ও বন্ধন চিনে রাখবে। তারপর তুমি তা খেতে পারবে। তারপর যদি তার মালিক আসে, তবে তা তাকে দিয়ে দিবে।

٤٣٥٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْبَكْرٍ اَلْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا اَلضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِيْ الْحَدِيْثِ فَاِنِ اعْتُرِفَتْ فَاَدِّهَا وَاِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا -

৪৩৫৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).....যাহ্‌হাক ইব্‌ন উসমান (র) থেকে এই একই সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, যদি তা চিনা যায়, (সন্ধান পাওয়া যায়) তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। অন্যথায় তুমি তার থলে, তার বন্ধন, তার আবরণ ও (মুদ্রার) সংখ্যা চিনে রাখবে।

٤٣٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ غَازِيْنَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَاَخَذْتُهُ فَقَالاَ لِيْ دَعْهُ فَقُلْتُ لاَ وَلٰكِنِّيْ اُعَرِّفُهُ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَاِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَاَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قَضٰى لِيْ اَنِّيْ حَجَجْتُ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَاَخْبَرْتُهُ بِشَاْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ اِنِّيْ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِيْ بِثَلاَثَةِ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ -

৪৩৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি' (র).....সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং যায়দ ইব্‌ন সূহান ও সালমান ইব্‌ন রাবীআ যুদ্ধে বের হলাম। আমি একটি ছড়ি পেয়ে তা উঠিয়ে নিলাম। তখন আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন, তুমি তা রেখে দাও। আমি বললাম, না বরং আমি এটির ঘোষণা করব। যদি এটির মালিক আসে (তো ভাল), অন্যথায় আমি এটি নিয়ে ব্যবহার করব। তিনি বলেন, আমি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলাম। তারপর যখন আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম, তখন এক সময় আমার হজ্জে যাওয়ার সুযোগ এল। তখন আমি মদীনায় গেলাম এবং উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি ছড়ির ঘটনা এবং সঙ্গীদ্বয়ের কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর

যামানায় একটি থলে পেয়েছিলেন। তাতে একশ' দীনার ছিল। আমি সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন : তুমি তা এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দেবে। বর্ণনাকারী বললেন, আমি তার ঘোষণা দিলাম, কিন্তু তা চিনে নিতে পারে এমন কাউকে (মালিকের সন্ধান) পেলাম না। পরে আমি তাঁর কাছে এলাম, তখন তিনি বললেন : (আরো) এক বছর পর্য ঘোষণা কর। তারপরও আমি তার কোন দাবীদার পেলাম না। তারপর আবার আমি তার কাছে এলাম। তখন তিনি বললেন : (আরো) এক বছর তার ঘোষণা দাও। তারপরও আমি কাউকে সেটির দাবীদার পেলাম না। তিনি বললেন : তুমি এটির সংখ্যা, থলেও তার বন্ধন (স্মরণে) সংরক্ষণ করে রাখবে। যদি এর মালিক আসে, (তবে ভাল) অন্যথা তুমি তা ভোগ করবে। তারপর তা আমি ভোগ করলাম। তিনি বলেন, পরে আমি তাঁর (সালামা-র) সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার খেয়াল নেই যে, তিনি কি তিন বছরের কথা বলেছিলেন, না এক বছরের।

٤٣٥٨- حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ اَوْ اَخْبَرَ الْقَوْمَ وَاَنَا فِيْهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ اِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ يَقُوْلُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا -

৪৩৫৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশর আবদী (র)....সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি যায়দ ইব্‌ন সূহান এবং সালমান ইব্‌ন রাবীআ (র) এর সাথে বের হলাম। এবং আমি একটি ছড়ি পেলাম। তারপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ......"(তা আমি ভোগ করলাম") পর্যন্ত বর্ণনা করেন। শু'বা (রা) বলেন, পরে আমি তাঁকে দশ বছর পর বলতে শুনেছি যে, তিনি তা এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন।

٤٣٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ (يَعْنِىْ ابْنَ عَمْرٍو) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَفِىْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا ثَلَاثَةَ اَحْوَالٍ اِلاَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَاِنَّ فِى حَدِيْثِهِ : عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَفِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَاَعْطِهَا اِيَّاهُ وَزَادَ سُفْيَانُ فِىْ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ وَاِلاَّ فَهِىَ كَسَبِيْلِ مَالِكَ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَ اِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا -

৪৩৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা, ইবন নুমাইর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতেম ও আবদুর রাহমান ইব্‌ন বিশর (র) সকলেই সালমা ইব্‌ন কুহাইল (র) থেকে একই সূত্রে শু'বা (রা) এর হাদীসের অনুরূপ

বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ব্যতীত উল্লিখিত সকলের বর্ণিত হাদীসেই 'তিন বছর' কথাটি উল্লেখ আছে। হাম্মাদের হাদীসে আছে, দুই বছর কিংবা তিন বছর। আর সুফিয়ান, যায়দ ইব্‌ন আবূ উনায়সা ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)-এর হাদীসে রয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তি এরপর আসে এবং তার গণনা, থলে ও তার বন্ধনের বর্ণনা দিতে পারে, তবে তাকে তা দিয়ে দিবে।" আর সুফিয়ান (র) ওয়াকী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অন্যথা তা তোমার মালের মতই। আর ইব্‌ন নুমাইর (র)-এর বর্ণনায় "অন্যথা তুমি তা ব্যবহার করতে পারবে' বর্ণিত হয়েছে।

١- بَابٌ فِى لُقَطَةِ الْحَاجِ

১. পরিচ্ছেদ : হাজিগণের হারানো বস্তু প্রাপ্তি

٤٣٦٠- حَدَّثَنِى أَبُوْ الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ-

৪৩৬০. আবূ তাহির ও ইউনূ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র).....আব্দুর রহমান ইব্‌ন উসমান তায়মী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজীদের হারান বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٦١- حَدَّثَنِى أَبُوْ الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِى سَالِمٍ الْجَيْشَانِى عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اوى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَالَمْ يُعَرِّفْهَا -

৪৩৬১. আবূ তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র).....যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি হারানো বস্তু উঠিয়ে রাখল সে যদি তা প্রচার না করে তবে সেও পথহারা।

٢- بَابٌ تَحْرِيْمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

২. পরিচ্ছেদ : মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন পশুর দুধ দোহন করা হারাম

٤٣٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ -

৪৩৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন কোন ব্যক্তির পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা

পছন্দ করবে যে, কেউ তার প্রকোষ্ঠে (চিলে কোঠায়) ঢুকে পড়বে, তারপর তার ভাণ্ডার ভেঙ্গে খাদ্য সামগ্রী বের করে নিয়ে যাবে ? (এমনিভাবে) তাদের পশুগুলোর স্তন তো তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করে। সুতরাং কেউ যেন কারো পশুর দুগ্ধ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে।

٤٣٦٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِىْ ابْنَ عُلَيَّةَ) جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍعَنْ اَيُوْبَ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا فَيُنْتَكَلَ اِلاَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَاِنَّ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَيُنْتَكَلَ طَعَامُهُ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ-

৪৩৬৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্‌ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমাইর, আবু রাবী', আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... সকলেই ইব্‌ন উমর (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (রা) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু লাইস ইব্‌ন সা'দ (র) ব্যতীত সকলের রিওয়ায়াতে فَيُنْتَثَلُ (ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা হবে) রয়েছে–আর লায়ছের বর্ণনায় এবং "তার খাদ্য সামগ্রী স্থানান্তর করে নিয়ে যায়" অংশটি মালিক (রা) এর বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

٣- بَاب الضيافة ونحوها

৩. পরিচ্ছেদ : মেহমানদারী এবং অনুরূপ বিষয়

٤٣٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَالِكَ فَهُوَصَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ-

৪৩৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবূ শুরাইহ্‌ আদবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' কান শুনেছে এবং দু'চোখ দেখেছে, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কথা বলছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তমরূপে তার মেহমানের উত্তম সমাদর করে। তখন সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ﷺ উত্তম সমাদর মানে কী ? তখন তিনি বললেন, তার একদিন ও এক রাত (বিশেষ

মেহমানদারী)। আর (সাধারণভাবে) মেহমানদারীর সময়কাল তিন দিন। এর চাইতে বেশি দিন মেহমানদারী করা, তার জন্য সাদাকা স্বরূপ। তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

٤٣٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ اَخِيْهِ حَتّٰى يُؤْثِمَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَىْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ -

৪৩৬৫. আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র).....আবূ শুরাইহ্ খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মেহ্মানদারী তিন দিন এবং উত্তমরূপে মেহমানদারী একদিন ও একরাত্রি। কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাই এর নিকট অবস্থান করে তাকে পাপে নিপতিত করবে। তখন তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! কিভাবে সে তাকে পাপে নিপতিত করবে? তিনি বললেন, সে (মেহমান) তার নিকট (এমন দীর্ঘ সময়) অবস্থান করবে, অথচ তার (মেযবানের) নিকট এমন কিছু নেই, যদ্দারা সে তার মেহমানদারী করবে।

٤٣٦٦- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ (يَعْنِى الْحَنَفِىَّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىَّ يَقُوْلُ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَبَصُرَ عَيْنِىَّ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَذَكَرَ فِيْهِ وَلاَيَحِلُّ لاَحَدِكُمْ اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ اَخِيْهِ حَتّٰى يُؤْثِمَهُ بِمِثْلِ مَافِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ -

৪৩৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র).....আবূ শুরায়হ্ খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান শুনেছে, আমার দু' চোখ দেখেছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছিলেন। তারপর তিনি লাইস এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, কারো জন্যে বৈধ নয় তার ভাই এর নিকট ততদিন অবস্থান করা, যা'তে সে তাকে পাপে নিপতিত করে। বাকী অংশ ওয়াকী (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤٣٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرٰى فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ -

৪৩৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র)..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের (বিভিন্ন স্থানে) প্রেরণ করেন। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে উপনীত হই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন : যদি তোমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে উপনীত হও, আর তারা তোমাদের জন্য এমন কিছু প্রদান করার হুকুম করে যা মেহমানদের জন্য সমীচীন, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের থেকে মেহমানদারীর হক আদায় করে নেবে, যা তাদের করণীয়।

٤- بَابُ إِسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُوْلِ الْمَالِ

৪. পরিচ্ছেদ : নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা অন্যের সহায়তা করা মুসতাহাব

٤٣٦٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْالاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ مَاذَكَرَ حَتّٰى رَأَيْنَااَنَّهُ لاَحَقَّ لاِحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ -

৪৩৬৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাঁর কাছে এলো এবং ডানে-বামে তাকাতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার কাছে (পরিভ্রমণের) অতিরিক্ত যানবাহন থাকে, সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, যার কোন যানবাহন নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় (খাদ্য সামগ্রী) থাকে; সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে যার পাথেয় (খাদ্য সামগ্রী) নেই। তারপর তিনি বিভিন্ন প্রকার সম্পদের এরূপ বর্ণনা দিলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হল যে, অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কারো কোন অধিকার নেই।

٥- بَابُ إِسْتِحْبَابِ خَلْطِ الأَزْوَادِ اِذَا قَلَّتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيْهِضا

৫. পরিচ্ছেদ : যখন খাদ্য সামগ্রী (পাথেয়) অল্প থাকে তখন সমস্ত পাথেয় একত্রে মিলিয়ে ফেলা এবং তদ্বারা পরস্পর সহমর্মিতা করা মুস্তাহাব।

٤٣٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ (يَعْنِىْ ابن مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ) حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَاَصَابَنَا جَهْدٌ حَتّٰى هَمَمْنَا اَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَاَمَرَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَالَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لاَحْزُرَهُ كَمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كَرَبَضَةِ

الْعَنَزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَهَلْ مِنْ وَضُوْءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيْهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِيْ قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوْا هَلْ مِنْ طَهُوْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَغَ الْوَضُوْءُ ـ

৪৩৬৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী (র).....ইয়াস ইব্‌ন সালামা (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। অবশেষে আমাদের কিছু সাওয়ারী যবাহ্ করতে মনস্থ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ -এর নির্দেশে আমরা আমাদের খাদ্য সামগ্রী একত্রিত করলাম। আমরা একটি চামড়া বিছালাম এবং এতে লোকদের খাদ্য সামগ্রী জমা করা হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেটির পরিমাণ অনুমান করার জন্য উঁচু হলাম এবং আমি আন্দাজ করলাম সেটি একটি ছাগল বসার স্থানের সমান। আর আমরা ছিলাম চৌদ্দশ'। রাবী বলেন, আমরা সকলেই তৃপ্তির সাথে খেলাম। তারপর আমরা আমাদের নিজ নিজ খাদ্য রাখার থলেগুলো পূর্ণ করে নিলাম। এরপর নবী ﷺ বললেন : উযূর জন্য কি পানি আছে ? বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি তার পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে এগিয়ে এল। তিনি তা একটি বড় পাত্রে ঢেলে দিলেন। এরপর আমরা চৌদ্দশ' লোক সকলেই তার থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢেলে ঢেলে উযূ করলাম। তারপর আরো আটজন লোক এসে বললো, উযূর জন্য কি পানি আছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : উযূ শেষে হয়ে গেছে।

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

অধ্যায় : জিহাদ ও এর নীতিমালা

١- بَابُ جَوازِ الإغارَةِ على الكفارِ الذينَ بَلَغَتْهُم دعوةُ الإسْلامِ مِنْ غَيرِ تَقدّمِ الإعلامِ بِالإغارَةِ

১. পরিচ্ছেদ : যে সকল বিধর্মীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা বৈধ।

٤٣٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَلتَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى نَافِعٍ اَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ اَلْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ اِلَىَّ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلاَمِ قَدْ اَغَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَنِيْ الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ (قَالَ يَحْيَى اَحْسِبُهُ قَالَ) جُوَيْرِيَةَ (اَوْ قَالَ الْبَتَّةَ) اِبْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ-

৪৩৭০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র).....ইব্ন আউন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফি' (র)-কে এই কথা জানতে চেয়ে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে বিধর্মীদের প্রতি দীনের দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন কি না ? তিনি বলেন, তখন তিনি আমাকে লিখলেন যে, এ (নিয়ম) ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মুসতালিকের উপর আক্রমণ করলেন এমতাবস্থায় যে, তারা অপ্রস্তুত ছিল (তা জানতে পারেনি)। তাদের পশুদের পানি পান করানো হচ্ছিল। তখন তিনি তাদের যোদ্ধাদের (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) হত্যা করলেন এবং অবশিষ্টদের (নারী-শিশুদের) বন্দী করলেন। আর সেই দিনেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল। (ইয়াহ্ইয়া বলেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি বলেছেন) হযরত জুওয়ায়রিয়া অথবা তিনি নিশ্চিতরূপে ইবনাতুল হারিছ (হারিছ-কন্যা) বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীস আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি সেই সেনাদলে ছিলেন।

٤٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشُكَّ-

৪৩৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....ইব্ন আউন (র) থেকে এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি 'জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ" বলেছেন এবং সন্দেহযুক্ত বর্ণনা করেননি।

٢- بَابُ تَأميرِالإمَامِ الأُمَرَاءَ عَلَى البُعوثِ ووَصِيَّتِه إيَاهُم بادابِ الغَزْوِ و غيرها

২. পরিচ্ছেদ : খলীফা কর্তৃক সেনাদলের জন্য আমীর নির্বাচন ও যুদ্ধের আচরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের উপদেশ প্রদান।

٤٣٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَحَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَمْلاَهُ عَلَيْنَا اِمْلاَءً ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِىْ ابْنَ مَهْدِىٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّرَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ اَوْ سَرِيَّةٍ اَوصَاهُ فِىْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَتُمَثِّلُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَاِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ (اَوْ خِلاَلٍ) فَاَيَّتُهُنَّ مَا اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَالِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا اَنْ يَتَحَوَّلُوْامِنْهَا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِىْ يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَيَكُوْنُ لَهُمْ فِى الْغَنِيْمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَتَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلاَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلٰكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ اَصْحَابِكَ فَاِنَّكُمْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اَصْحَابِكُمْ اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ وَلٰكِنِ اَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِىْ اَتُصِيْبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ اَمْ لاَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ اِسْحٰقُ فِىْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (قَالَ يَحْيَى يَعْنِىْ اَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُوْلُهُ لاِبْنِ حَيَّانَ) فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ-

৪৩৭২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষ করে তাঁকে আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বনের এবং তাঁর সঙ্গী মুসলমানদের প্রতি কল্যাণজনক

আচরণ করার উপদেশ দিতেন। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌ রাস্তায়। লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে (গনীমতের মালের) খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি করবে না। শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। এরপর তুমি তাদের আবাসস্থল ত্যাগ করে মুহাজিরদের আবাস এলাকায় চলে আসার আহ্বান জানাবে এবং তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যে সব লাভ-লোকসান ও দায়দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কার্যকরী হবে। আর যদি তারা তাদের আবাস ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলমানদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই বিধান কার্যকরী হবে, যা সাধারণ মুসলমানদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গনীমত ও 'ফায়' থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলমানের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে (তার অংশীদার হবে)। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে 'জিযিয়া' প্রদানের দাবী জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের তরফ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবী না মানে তবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। আর যদি তোমরা কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের 'যিম্মা' চায়, তবে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা মেনে নিবে না। বরং তাদেরকে তোমার এবং তোমার সাথীদের যিম্মাদারীতে রাখবে। কেননা যদি তোমাদের ও তোমাদের সাথীদের যিম্মাদারী ভঙ্গ করে, তবে তা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গের চাইতে কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ কর, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক অবতরণ করতে (আত্মসমর্পণ করতে) চায় তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর আত্মসমর্পণ করতে দিবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর আত্মসমর্পণ করতে দেবে। কেননা তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি না ?

আবদুর রহমান (র) এই হাদীস কিংবা এই হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসহাক (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আদম (র) সূত্রে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই হাদীসটি মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান (র)-এর কাছে বর্ণনা করেছি। তখন তিনি ইয়াহ্ইয়া (র) অর্থাৎ আলকামা (র)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি তা বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন হাইয়্যানের উদ্দেশ্যে। অতএব তিনি বলেন যে, মুসলিম ইব্‌ন হায়সাম (র), নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (র) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٧٣- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا بَعَثَ اَمِيْرًا اَوْسَرِيَّةً دَعَاهُ فَاَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ سُفْيَانَ -

৪৩৭৩. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন সেনাপতিকে অথবা সেনাদলকে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে দিতেন।.....অতঃপর তিনি সুফিয়ান (র)-এর বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ অনুসারে অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٣٧٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا ـ

৪৩৭৪. ইব্‌রাহীম (র) .... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣- بَاب فِي الأمر بِالتَّيْسِيرِ وترك التَّنْفِيْرِ

৩. পরিচ্ছেদ : সহজ পন্থা অবলম্বন ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না করার নির্দেশ

٤٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ بَكْرٍ) قَالاَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِيْ بَعْضِ اَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوْا وَلاَتُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَ لاَتُعَسِّرُوْا ـ

৪৩৭৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে বলে দিতেন, তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেবে; বিরক্তি, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করবে না, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা পরিহার করবে (সহজরূপে উপস্থাপন করবে, কঠিন করে উপস্থাপন করবে না)।

٤٣٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلاَتُعَسِّرَا بَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ـ

৪৩৭৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদা (র) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং মুআয (রা)-কে যখন ইয়ামানে পাঠান তখন উপদেশ দিলেন তোমরা উভয়েই (সেখানে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা আরোপ করবে না, সুসংবাদ দেবে,বিতৃষ্ণা-ঘৃণা সৃষ্টি করবে না, সমঝোতার সাথে কাজ করবে এবং মতবিরোধ করবে না।

٤٣٧٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ كِلاَهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ـ

৪৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) উভয়েই.....সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদাহ (র) এর দাদার সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে উল্লিখিত শু'বা (র) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু যায়িদ ইব্‌ন আবূ উনায়সা (র) এর হাদীসে "এবং সমঝোতার সাথে কাজ করবে, মতবিরোধ করবে না" এ কথার উল্লেখ নেই।

٤٣٧٨ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ التَّيَاحِ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَتُنَفِّرُوْا ـ

৪৩৭৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আনবারী, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সহজ (-ভাবে কাজ) করবে, কঠিনতা আরোপ করবে না, প্রশান্তি-স্থিরতা সৃষ্টি করবে, অশান্তি-বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করবে না।

٤ـ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

৪. পরিচ্ছেদ : চুক্তিভঙ্গ করা হারাম

٤٣٧٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ (يَعْنِىْ اَبَاقُدَامَةَ السَّرَخْسِىَّ) قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاجَمَعَ اللّٰهُ الاَوَّلِيْنَ وَالاٰخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيْلَ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ ـ

৪৩৭৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমাইর (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পৃথক পতাকা উড্ডীন করা হবে এবং বলা হবে যে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতীক (পতাকা)।

٤٣٨٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْالرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُبْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلاَهُمَاعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ



৪৩৮০. আবূ রাবী‘ আতাকী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٣٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللّٰهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ-

৪৩৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা উড্ডীন করবেন। তখন বলা হবে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।

٤٣٨٢- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৪৩৮২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা থাকবে।

٤٣٨٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ-

৪৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) .....আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। তখন বলা হবে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা (-র পতাকা)।

٤٣٨٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ-

৪৩৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... শু‘বা (রা) থেকে একই সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান (রা)-এর হাদীসে বলা হবে যে, "এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক" কথাটির উল্লেখ নেই।

٤٣٨٥- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ-

৪৩৮৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা থাকবে, যদ্দারা তাকে চেনা যাবে। তখন বলা হবে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা (-র প্রতীক)।

٤٣٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيَّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ-

৪৩৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে, যদ্দারা তাকে চেনা যাবে।

٤٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ اِوَلِوَاءُ عِنْدَ اُسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৪৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাছার পাশে একটি পতাকা থাকবে।

٤٣٨٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ اَلاَ وَلاَ غَادِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ اَمِيْرِ عَامَةٍ-

৪৩৮৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে আর তা তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু করা হবে। সাবধান! জনগণের শাসক হয়েও যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর নেই।

٥- بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

৫. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে শত্রুকে প্রতারণার শিকার করা বৈধ

٤٣٨٩- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ وَزُهَيْرٍ) قَالَ عَلِيُّ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ-

৪৩৮৯. আলী ইব্ন হুজর সা'দী, আমর আন্-নাকিদ ও যুবায়র ইব্ন হারব (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কূট-কৌশলের নামই যুদ্ধ।

٤٣٩٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ -

৪৩৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কৌশলই হল যুদ্ধ।

٦- بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْاَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৬. পরিচ্ছেদ : দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা মাকরূহ; আর সম্মুখীন হয়ে গেলে সবরের নির্দেশ।

٤٣٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا -

৪৩৯১. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, আর যখন মুখোমুখি হয়ে পড় তখন ধৈর্যধারণ করবে।

٤٣٩٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوفَى فَكَتَبَ اِلَىَّ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حِيْنَ سَارَ اِلَى الْحَرُوْرِيَةِ يُخْبِرُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَعْضِ اَيَامِهِ الَّتِى لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ لاَتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاَسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ -

৪৩৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র).....আবূন্ নাযর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা, তাঁর লেখা (চিঠি) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন, উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট, যখন তিনি (খারিজীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত) হারুরিয়া অভিযানে যাচ্ছিলেন। এতে তিনি তাঁকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন এক অভিযানে যখন দুশমনের সম্মুখীন হলেন তখন অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন তিনি সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোকজন! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা শত্রুর সামনাসামনি হয়ে যাও তখন ধৈর্য ধারণ করবে। আর জেনে রেখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। তারপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে দু'আ করলেন, ইয়া

আল্লাহ্! তুমি কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাভূতকারী। তুমি তাদের পরাজিত কর এবং তাদের উপর আমাদের সাহায্য কর।

٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

৭. পরিচ্ছেদ : শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলার সময় আল্লাহ্র কাছে বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

٤٣٩٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفِى قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى الْاَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَادِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ-

৪৩৯৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এভাবে দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। তুমি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি তাদের পরাস্ত করে দাও এবং তাদের প্রকম্পিত (উৎখাত) করে দাও।

٤٣٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَحَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ اَوفِى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ خَالِدٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ هَازِمَ الْاَحْزَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اَللّٰهُمَّ-

৪৩৯৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).....ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এভাবে দু'আ করলেন,......পরবর্তী অংশ উল্লিখিত খালিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এ হাদীস اهزمهم এর পরিবর্তে هازم الاحزاب শত্রু সৈন্যদের পরাস্তকারী বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ' اَللّٰهُمَّ " শব্দটির উল্লেখ করেননি।

٤٣٩٥- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَر جُمِيْعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ فِيْ رِوَايَتِه مُجْرِىَ السَّحَابِ-

৪৩৯৫. ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র).....ইসমাঈল (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন আবূ উমর (র) তাঁর বর্ণনায়..."মেঘমালা পরিচালনাকারী" বাক্যটি অধিক বর্ণনা করেছেন।

٤٣٩٦- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يَوْمَ اُحُدٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اِنْ تَشَأْ لَاتُعْبَدْ فِيْ الْاَرْضِ-

৪৩৯৬. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও (এ সেনাদল ধ্বংস হোক) তা হলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করা হবে না।

٨ـ بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

৮. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম

٤٣٩٧ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ـ

৪৩৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

٤٣٩٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتْ اِمْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ـ

৪৩৯৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক নারীকে কোন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

٩ـ بَاب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

৯. পরিচ্ছেদ : রাতের অতর্কিত আক্রমণে অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই

٤٣٩٩ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ ـ

৪৩৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আমর আন-নাকিদ (র).....সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুশরিকদের নারী ও শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যখন রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমণ করা হয়, তখন তাদের নারী ও শিশুরাও আক্রান্ত হয়। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তারাও তাদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٠٠ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لَنُصِيْبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ ـ

৪৪০০. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র).....সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমণে মুশরিকদের নারী ও শিশুদের উপরও আঘাত করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারাও তাদের (মুশরিকদের) অন্তর্গত।

٤٤٠١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ لَوْ اَنَّ خَيْلاً اَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصَابَتْ مِنْ اَبْنَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ -

৪৪০১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি অশ্বারোহীদল রাতের আঁধারে আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের আক্রান্ত করে (তবে কি হবে)? তিনি বললেন : তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত।

١٠- بَابُ جَوَازِ قَطْعِ اَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيْقِهَا

১০. পরিচ্ছেদ ঃ (যুদ্ধ পরিস্থিতিতে) কাফিরদের বৃক্ষাদি কাটা ও জ্বালান বৈধ

٤٤٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ * زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ فِيْ حَدِيْثِهِمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ -

৪৪০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে দিয়েছিলেন। সে (বাগানের নাম) ছিল 'বুওয়ায়রা'। কুতায়বা এবং ইব্ন রুমহ্ (র) উভয়েই তাঁদের হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ (এই আয়াত) নাযিল করেন : "তোমরা যে সব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো কিংবা তার মূলের উপর খাড়া রেখেছো, সবই ছিল আল্লাহ্র নির্দেশে, যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন।"

٤٤٠٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَيٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ وَ فِيْ ذٰلِكَ نَزَلَتْ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا الْآيَةَ -

৪৪০৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর.....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান কেটেছিলেন এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে (কবি) হাস্সান (রা) বলেন, "বনী লুওয়াই (অর্থাৎ

কুরায়শ)-এর সর্দারদের কাছে বুওয়ায়রায় আগুনের লেলিহান শিখা খুব সহজ (সহনীয়) হয়ে গিয়েছে।" আর এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এই আয়াত : (অর্থ) তোমরা যে সব খেজুর গাছ কেটেছো অথবা তা কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছো.... শেষ পর্যন্ত।

٤٤٠٤ـ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ اَخْبَرَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِيْ النَّضِيْرِ ـ

৪৪০৪. সাহ্ল ইব্ন উসমান (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

١١ـ بَابُ تَحْلِيْلِ الْغَنَائِمِ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ خَاصَّةً

১১. পরিচ্ছেদ : 'বিশেষভাবে এই উম্মাত' এর জন্য গনীমত হালাল

٤٤٠٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَايَتَّبِعْنِيْ رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِيْ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلَا اٰخَرُ قَدْ بَنٰى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا اٰخَرُ قَدِ اشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَمُنْتَظِرُ وِلَادَهَا قَالَ فَغَزَا فَاَدْنٰى لِلْقَرْيَةِ حِيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اَوْقَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اَنْتِ مَأْمُوْرَةٌ وَاَنَا مَأْمُوْرُ اَللّٰهُمَّ اَحْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوْا مَا غَنِمُوْا فَاَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَاْكُلَهُ فَاَبَتْ اَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيْكُمْ غُلُوْلٌ، فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوْهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ : فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ، فَلْتُبَايِعْنِيْ قَبِيْلَتُكَ فَبَايَعَتْهُ قَالَ فَلَصِقَ بِيَدِ رَجُلَيْنِ اَوْثَلَاثَةٍ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ اَنْتُمْ غَلَلْتُمْ قَالَ فَاَخْرَجُوْا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوْهُ فِيْ الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيْدِ فَاَقْبَلَتِ النَّارُفَاَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى رَأٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا ـ

৪৪০৫. আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে সকল হাদীস আমাদের বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে এটি অন্যতম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে রওনা করলেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি যেন আমার সাথে অভিযানে না আসে, যে ব্যক্তি সদ্য বিবাহ করেছে এবং বাসর যাপনে ইচ্ছুক; কিন্তু এখনো তা সম্পন্ন হয়নি এবং সেই ব্যক্তি যে ঘর নির্মাণ করেছে এবং তখনও তার ছাদ দেয়নি এবং সে ব্যক্তি যে গর্ভবতী ছাগল বা উট্‌নী খরিদ করেছে এবং সেগুলোর বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় আছে।

রাবী বলেন, তারপর তিনি জিহাদে গমন করেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত গ্রামের কাছে পৌছেন। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ্! তুমি একে আমার জন্য কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখুন। সূর্য থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিজয় প্রদান করলেন। রাবী বলেন, তারা গনীমতের মাল একত্রিত করলো। তখন তা খাওয়ার জন্য আগুন এগিয়ে এল। কিন্তু আগুন তা খেতে অস্বীকার করল। তখন সে নবী (আ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে আমার কাছে বায়আত করবে। তখন তারা তাঁর কাছে বায়আত করলো। এতে এক ব্যক্তির হাত নবীর হাতের সাথে লেগে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের গোত্রের লোকেরা আমার কাছে বায়আত করুক। অতঃপর তার ঐ গোত্রের লোকেরা বায়আত করলো। রাবী বলেন, তখন নবী (আ) এর হাত দুই বা তিন ব্যক্তির হাতের সাথে লেগে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। তোমরা আত্মসাৎ করেছ। রাবী বলেন, তারপর তারা নবীর কাছে একটি গাভীর মাথার অনুরূপ স্বর্ণখণ্ড বের করে দিল। তখন তারা সেটিও ঐ সম্পদের সাথে রাখল। তারপর আগুন এগিয়ে এসে তা খেয়ে ফেলল। আমাদের পূর্বে কারো জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন।

١٢- بَابُ الأنْفَالِ

১২. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল

٤٤٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخَذَ اَبِىْ مِنَ الْخُمُسِ سَيْئًا فَاَتَى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَبْ لِىْ هٰذَا فَاَبٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الْاٰيَةَ -

৪৪০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হতে কিছু বস্তু নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, এটি আমাকে দান করুন। তিনি অস্বীকার করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : "তারা আপনার কাছে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার আল্লাহ্‌র জন্য ও রাসূলের.... শেষ পর্যন্ত।

٤٤٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَزَلَتْ فِىَّ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ اَصَبْتُ سَيْفًا فَاَتَى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفِّلْنِيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفِّلْنِيْهِ اُجْعَلُ كَمَنْ لاَغَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الْاٰيَةَ -

৪৪০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্বন্ধে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। আমি একটি তলোয়ার পেলাম। এরপর তিনি সেটি নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন : তুমি এটি রেখে দাও। তারপর আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আমাকে দিয়ে দিন। তখনও তিনি বললেন, এটি রেখে দাও। তারপর আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি কি সে ব্যক্তির স্থলে আমি কি সে ব্যক্তির ন্যায় বিবেচিত হব যার (যুদ্ধে) কোন অবদান নেই ? নবী ﷺ বললেন : তুমি এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) 'তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য"....।

٤٤٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَاَنَا فِيْهِمْ قِبَلَ نَجْدَ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَا عَشَرَ بَعِيْرًا اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا -

৪৪০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা একটি সেনাদল নাজদের দিকে পাঠান। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা সেখানে অনেক উট গনীমত হিসাবে লাভ করল। প্রত্যেকের অংশে বারটি করে অথবা এগারটি করে উট পড়ল এবং প্রত্যেককেই একটি করে অতিরিক্ত উট ('নফল' রূপে) দেয়া হল।

٤٤٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيْهِمْ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا سِوٰى ذٰلِكَ بَعِيْرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৪০৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাদের মধ্যে ইব্‌ন উমর (রা)ও ছিলেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনে তাদের ভাগে পড়ল বারটি করে উট। আর তা ছাড়া অতিরিক্তও ('নফল' রূপে) একটি উট করে দেয়া হল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পরিবর্তন করেননি।

٤٤١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً اِلٰى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَاَصَبْنَا اِبِلاً وَغَنَمًا فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اِثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا اِثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا بَعِيْرً -

৪৪১০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। আর আমিও এতে গিয়েছিলাম। আমরা বহু উট এবং ছাগল পেলাম। আমাদের প্রত্যেকের অংশে বারটি করে উট পড়ল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের (প্রত্যেককে) আরো একটি করে অতিরিক্ত উট ('নফল' রূপে) প্রদান করলেন।

٤٤١١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ -

৪৪১১ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে এ সনদে (উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ) বর্ণনা করেন।

٤٤١٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى نَافِعٍ اَسْاَلُهُ عَنِ النَّفْلِ فَكَتَبَ اِلَيَّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسٰى ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৪৪১২. আবূ রাবী', আবূ কামিল ও ইব্‌ন মুসান্না (র).....ইব্‌ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'নফল' সম্পর্কে জানতে চেয়ে নাফি (রা) এর কাছে লিখলাম। তিনি আমাকে লিখলেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) একটি সেনাদলে ছিলেন। ইব্‌ন রাফি ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) তারা সকলেই নাফির (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٤١٣- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفَلاً سِوَى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمُسِ فَاَصَابَنِى الشَّارِفُ (وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيْرُ) -

৪৪১৩. সুরাইজ ইব্‌ন ইউনুস ও আমর আন্-নাকিদ (র).....সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অতিরিক্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে 'নফল' দান করেন। অতএব, আমাদের ভাগে একটি 'শারিফ' মিললো। 'শারিফ' মানে বড় ধরনের বয়স্ক উট।

٤٤١٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ رَجَاءٍ -

৪৪১৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারী, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুদ্র সেনাদলের মাঝে যুদ্ধলব্ধ মালামাল 'নফল' (বিশেষ পুরস্কার) বণ্টন করেন। অতঃপর ইব্‌ন রাজা এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ فِيْ ذٰلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ -

৪৪১৫. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লাইস (র) ....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুদ্র সেনাদলে যে সব সৈনিককে প্রেরণ করতেন, তাদের কোন কোন সময় সাধারণ সৈনিকদের অংশের চেয়েও কিছু অতিরিক্ত বিশেষভাবে ('নফল') প্রদান করতেন। আর সকল অর্জিত গনীমতের মালি হতেই এক-পঞ্চমাংশ বের করা ওয়াজিব।

١٣- بَابُ إِسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيْلِ

১৩. পরিচ্ছেদ : নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সম্পদ ('সালাব') হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য

٤٤١٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِاَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ ـ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ افلح عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ ابَا قَتَادَةَ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

حَدَّثَنَا اَبُوْالطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ يَقُوْلُ حدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّد مَوْلٰى اَبِي قَتَادَةَ عن اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ اِلَيْهِ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِه فَضَرَبْتُه عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِه وَاَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِيْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ يَا اَبَاقَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنْ حَقِّه فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ لاَهَا اللّٰهِ اِذًا لاَيَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِنْ اُسُدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِه فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاَعْطَانِيْ قَالَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِه مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلاَمِ وَفِيْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَلاَّ لاَ يُعْطِيْهِ اُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ اَسَدًا مِنْ اُسُدِ اللّٰهِ ـ

৪৪১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ তাহির (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুদের

মুখামুখি হলাম তখন মুসলমানদের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ হল। এ সময় আমি একজন মুশরিককে দেখতে পেলাম যে, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। তখন আমি একটু ঘুরে এসে তার পিছন দিক দিয়ে তার কাঁধের সন্ধির উপর আঘাত করলাম। তখন সে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে, আমি এতে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। এপর সে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তিনি বললেন, লোকদের কী হয়েছে? আমি বললাম, (এ) আল্লাহ্‌র কাজ (ইচ্ছা)। তারপর (পলায়নপর) লোকেরা ফিরে এল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) বসেছিলেন। তিনি বললেন, যে (মুসলিম সৈন্য) কোন নিহতকে (শত্রু সৈন্যকে) হত্যা করেছে এবং এতে তার প্রমাণ আছে, তবে তার 'সালাব' (পরিত্যক্ত সম্পদ) তারই (হত্যাকারী মুজাহিদেরই প্রাপ্য)। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, আমার জন্যে কে সাক্ষ্য দেবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। তারপর তিনি আবার সেরূপ কথা বললেন, আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম কে আমার জন্যে সাক্ষ্য দেবে? এবং আমি বসে পড়লাম। তিনি তৃতীয়বারও ঐরূপ বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, তা শুনে আমি (আবার) দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আবূ কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন তাঁর কাছে ঘটনা খুলে বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি (আবূ কাতাদা) সত্য বলেছেন। ঐ নিহত ব্যক্তির 'সালাব' (পরিত্যক্ত সম্পদ) আমার কাছে রক্ষিত আছে। আপনি তার হক (আমাকে দেওয়া)-এর ব্যাপারে তাঁকে রাজি করিয়ে দেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিংহসমূহের মধ্য হতে কোন এক সিংহ (যোদ্ধা) যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রাপ্য সম্পদ যেন তোমাকে প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মনস্থ না করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (আবূ বকর) ঠিকই বলেছেন। সুতরাং (তিনি বললেন তাকে (আবূ কাতাদাকে) দিয়ে দাও। তখন সে তা দিয়ে দিল। আমাকে দিয়েছিল। আবূ কাতাদা (রা) বললেন, আমি (তা থেকে) লৌহ বর্মটি বিক্রি করলাম এবং তা দিয়ে বনী সালামা মহল্লায় একটি ফলের বাগান খরিদ করলাম। এই ছিল আমার ইসলামী জীবনের প্রথম অর্জিত সম্পদ। লাইস (র)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আবূ বকর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেন আল্লাহ্‌র সিংহসমূহের মধ্য থেকে কোন এক সিংহকে বাদ দিয়ে তা কুরায়শের কোন শৃগালকে (কাপুরুষকে) প্রদান না করেন।

٤٤١٧ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ اَخْبرَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِى وَشِمَالِىْ فَاِذَا اَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ اَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِىْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَابْنَ اَخِيْ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَيُفَارِقُ سَوَادِىْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِى الْاٰخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِىْ جَهْلٍ يَزُوْلُ فِى النَّاسِ فَقُلْتُ اَلاَ تَرَيَانِ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِىْ تَسْاَلاَنِ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَارَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتّٰى قَتَلاَهُ ثُمَّ انْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَكُمَا قَالاَ لاَ فَنَظَرَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَهُ وَقَضٰى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ (وَالرَّجُلاَنِ مُعَاذُبْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَمُعَاذُبْنُ عَفْرَاءَ) ـ

৪৪১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী (র).....আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বদরের দিন যুদ্ধ সারিতে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় আমি আমার ডান দিকে ও আমার বাম দিকে তাকিয়ে দেখি যে, আমি দু'জন আনসারী তরুণের মাঝে আছি। আমি তখন আশা করেছিলাম, যদি আমি তাদের চেয়ে দু'জন অধিক শক্তিশালী যুবকের মাঝে থাকতাম। এমন সময় তাদের একজন আমাকে ইঙ্গিতে বলল, হে চাচা! আপনি কি আবূ জাহ্লকে চিনেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র? সে বলল, আমি জেনেছি যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গালাগালি করে। সেই আল্লাহ্র শপথ! যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তবে অবশ্যই আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না- যতক্ষণ না আমাদের দুজনের মধ্যে যার মৃত্যু পূর্বে হওয়া অবধারিত তার মৃত্যু হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তরুণের এই কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। তারপর অপর তরুণ আমার দিকে ইঙ্গিত করে অনুরূপ কথা বলল। পরে বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি, হঠাৎ আমি দেখলাম, আবূ জাহ্ল লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আমি তখন তরুণ দু'জনকে বললাম, এই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ। তখন উভয়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করলো এবং হত্যা করে ফেললো। অতঃপর উভয়েই ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই ঘটনার সংবাদ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্য থেকে কে তাকে হত্যা করেছে ? তাঁদের প্রত্যেকেই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের তলোয়ার কি মুছে ফেলেছ ? তাঁরা তখন বললো, না। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) উভয়ের তলোয়ার (পরীক্ষা করে) দেখলেন। তারপর বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্য করেছ। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ (রা)-কে 'সালাব' প্রদানের আদেশ দেন। (আর সেই দুই ব্যক্তি হলেন, মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ্ (রা) এবং মুআয ইব্ন আফরা (রা)।)

٤٤١٨- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ ادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ -

৪৪১৮. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র).....আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিময়ার গোত্রের এক ব্যক্তি শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ (সালাব) নিতে চাইলো। কিন্তু খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাকে নিষেধ করলেন। তিনি ছিলেন তারপর তাদের

সেনাপতি আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং ঐ ঘটনার সংবাদ দিলেন। তখন তিনি খালিদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি (নিহত ব্যক্তির) সম্পদ তাকে দিলে না কেন? খালিদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমি তাকে প্রচুর সম্পদ বিবেচনা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে তা দিয়ে দাও। তারপর খালিদ (রা) আউফ (রা)-এর কাছ দিয়ে গেলেন এবং তিনি (আওফ রা) তাঁর (খালিদের) চাদর ধরে টান দিয়ে বললেন, আমি তোমার নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নালিশ করার কথা বলেছিলাম তা পূর্ণ করেছি কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনতে পেলেন। এতে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে খালিদ! তুমি তাকে তা দেবে না। হে খালিদ! তুমি তাকে তা দেবে না। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার (সেনাপতি)-দের (একটু) ছাড় দিবে না ? নিশ্চয় তোমাদের এবং তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি উট কিংবা ছাগল চরাবার জন্য রাখাল রাখলো। রাখাল মাঠে তা নিয়ে চরালো। তারপর পিপাসার সময় পানি পান করানোর জন্য জলাশয়ে নিয়ে গেল। পরিষ্কার পানি পান করতে শুরু করল এবং ঘোলাটে পানি পরিত্যাগ করলো। অর্থাৎ তার পরিষ্কার অংশ তোমাদের জন্য এবং অপরিষ্কার অংশ (জবাবদিহীতার জন্য) তোমাদের নেতাদের উপর।

٤٤١٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍعَنْ ابِيْهِ عَنْ عَوْفِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِيْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِيْ مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ عَوْفُ فَقُلْتُ يَاخَالِدُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ اسْتَكْثَرْتُهُ -

৪৪১৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....আউফ ইব্‌ন মালিক আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর সঙ্গে যাঁরা মূতার যুদ্ধে গমন করেছিলেন, আমিও ছিলাম। ইয়ামানের একজন 'সহযোগ্য' (সৈনিক) আমার সাথী হল। এরপর তিনি নবী ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসে বলেছেন যে, আউফ (রা) বলেন, অতঃপর আমি বললাম, হে খালিদ! তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শত্রুর সম্পদ (সালাব) হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ, কিন্তু এই সম্পদ আমার কাছে অধিক মনে হয়েছিল। (তাই আমি নিষেধ করেছিলাম।)

٤٤٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَاعُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيْ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ سَلَمَةُ بْنُ الاَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَرَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ فَاَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَبِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدّٰى مَعَ الْقَوْمِ وجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِيْنَاضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وبَعْضُنَا مُشَاةٌ اِذْخَرَجَ يَشْتَدُّ فَاتَى جَمَلَهُ فَاطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ اَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَاَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلٰى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ قَالَ سَلَمَةُ وخَرَجْتُ اَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ

تَقَدَّمْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَاَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِى الْاَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِىْ فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ اَقُوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوْا ابْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ اَجْمَعُ -

৪৪২০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে ছিলাম। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সকালের খাওয়ায় সামিল ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি লাল রঙের উটে চড়ে এসে তাকে বসাল এবং তার কোমর থেকে একটি চামড়ার রশি বের করে তা দ্বারা সে তার উটকে বাঁধলো। এরপর সে এসে লোকদের সাথে খানা খেতে লাগল এবং এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো (গুপ্তচর)। আমাদের মধ্যে দুর্বলতা ও নম্রতা ছিল। সাওয়ারীও কম ছিল। আমাদের কেউ কেউ পায়ে হেঁটে চলত (পদাতিক ছিল)। এমন সময় সে ব্যক্তি দ্রুত গতিতে নিজের উটের কাছে এসে এর রশি খুললো। এরপর একে বসিয়ে এর উপর সাওয়ার হল তারপর উট দাবড়ালো এবং উট তাকে নিয়ে ছুটল। তখন এক ব্যক্তি একটি ধূসর বর্ণের উটনীর উপর আরোহণ করে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। সালামা (রা) বলেন, আমি বের হয়ে দৌড় দিলাম। প্রথমত আমি উটনীর পিছনে গিয়ে পৌঁছলাম। এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে উটের পশ্চাতে পৌঁছলাম। অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে আমি উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং আমি একে বসালাম। যখন উটটি তার হাঁটু মাটিতে রাখল, তখন আমি তলোয়ার বের করে লোকটির মাথায় আঘাত করলাম। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর আমি উটটি টেনে নিয়ে এলাম। এর উপর ঐ ব্যক্তির আসবাব পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকজনসহ আমাকে এগিয়ে নিলেন। তিনি বললেন : কে এই লোকটিকে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, ইব্‌ন আক্‌ওয়া। তিনি বললেন : তার সালাব (নিহত ব্যক্তির থেকে ছিনিয়ে আনা সমুদয় সম্পদ) তার (আকওয়ার পুত্র সালামার) জন্য।

١٤- بَابُ التَّنْفِيْلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْاُسَارٰى

১৪. পরিচ্ছেদ : 'নফল' (বিশেষ পুরস্কার ও অনুদান) হিসাবে কিছু দেওয়া এবং বন্দীদের বিনিময়ে (আটকে পড়া) মুসলমানদের মুক্ত করা

٤٤٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ اَمَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبٰى وَاَنْظُرُ اِلٰى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيْهِمُ الذَّرَارِىُّ فَخَشِيْتُ اَنْ يَسْبِقُوْنِىْ اِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوْا فَجِئْتُ بِهِمْ اَسُوْقُهُمْ وَفِيْهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ اَدَمٍ (قَالَ الْقَشْعُ النَّطَعُ) مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ اَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتّٰى اَتَيْتُ بِهِمْ اَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ ابْنَتَهَا

فَقَدِ مْنَا الْمَدِيْنَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي السُّوْقِ فَقَالَ يَاسَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اَعْجَبَتْنِيْ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوْقِ فَقَالَ لِيْ يَاسَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَاكَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا أُسِرُوْا بِمَكَّةَ ـ

৪৪২১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....ইয়াস ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের আমীর ছিলেন আবূ বকর (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যখন আমাদের এবং (গোত্রের) পানির স্থানের মাঝে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ছিল, তখন আবূ বকর (রা) আমাদেরকে শেষ রাতের অবতরণের (বিশ্রামের) নির্দেশ দিলেন)। সুতরাং আমরা রাতের শেষাংশে সেখানে অবতরণ করলাম। এরপর তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালালেন এবং পানি পর্যন্ত পৌঁছালেন। আর যাদের পেলেন হত্যা করলেন এবং বন্দী করলেন। আমি লোকদের একটি দলের দিকে দেখছিলাম যাদের মধ্যে শিশু ও নারী রয়েছে। আমি আশংকা করছিলাম যে, তারা হয়তো আমার আগেই পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। অতএব, আমি তাদের ও পাহাড়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ করলাম। তারা যখন তীর দেখতে পেল তখন থেমে গেল। তখন আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম। তাদের মাঝে চামড়ার পোশাক পরিহিত বনী ফাযারার একজন মহিলাও ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল তার এক কন্যা। সে ছিল আরবের সব চাইতে সুন্দরী কন্যা। আমি সকলকেই হাঁকিয়ে আবূ বকর (রা)-এর কাছে নিয়ে এলাম। আবূ বকর (রা) কন্যাটিকে আমাকে 'নফল' হিসাবে প্রদান করলেন। এরপর আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আমি তখনও তার 'বস্ত্র উন্মোচন' করিনি। পরে বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন : হে সালামা! তুমি মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এবং এখনও আমি তার 'বস্ত্র উন্মোচন' করিনি। পরের দিন আবারও বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন : হে সালামা! তুমি মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও। "আল্লাহ্ তোমার পিতাকে কতই সুপুত্র দান করেছেন।" তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আপনার জন্যই। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ কন্যাটিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে কয়েকজন মুসলমানের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন, যারা মক্কায় বন্দী ছিল।

١٥ـ بَابُ حُكْمُ الْفَيْءِ

১৫. পরিচ্ছেদ ঃ 'ফায়'-এর হুকুম

٤٤٢٢ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَاَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَاَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ـ

৪৪২২. আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ..... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা) যে সব হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যে কোন জনপদে উপনীত হয়ে অবস্থান করবে, সেখানে (প্রাপ্ত ফায়-এর) অংশ পাবে। আর যে কোন জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, (অর্থাৎ যুদ্ধ করবে) তবে তার (সম্পদের) এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতঃপর তা (অবশিষ্ট সম্পদ) তোমাদের জন্য।

٤٤٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِيْ النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَابَقِيَ يَجْعَلُهُ فِيْ الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৪৪২৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র) .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নযীর গোত্রের সম্পদ সে মালের অন্তর্গত যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিনাযুদ্ধে প্রদান করেন। মুসলমানরা ঘোড়া এবং উট দাবড়িয়ে (যুদ্ধ করে) দখল করে নি। অতএব, এই সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি তা থেকে স্বীয় পরিবারের এক বছরের ভরণ-পোষণের খরচ দিতেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ যুদ্ধের ঘোড়া এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় খাতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতেন।

٤٤٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ -

৪৪২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....যুহরী (র) থেকে এ সনদে (উল্লিখিত হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

٤٤٢٥- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ مَالِكَ بْنَ اَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ حِيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِهِ جَالِسًا عَلٰى سَرِيْرِهِ مُفْضِيًا اِلٰى رُمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ لِيْ يَا مَالُ اِنَّهُ قَدْدَفَّ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ اَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَوْ اَمَرْتَ بِهٰذَا غَيْرِيْ قَالَ خُذْ يَامَالُ قَالَ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا الْكَاذِبِ الاٰثِمِ الغَادِرِ الْخَائِنِ فَقَالَ الْقَوْمُ اَجَلْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَارْحَمْهُمْ (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ يُخَيَّلُ اِلَيَّ اَنَّهُمْ قَدْكَانُوْاقَدَّمُوْهُمْ لِذٰلِكَ) فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا اَنْشُدُكُمْ

بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ اَتَعلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ اَنْشُدُ كُمَا بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالاَنَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا اَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ مَااَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ (مَااَدْرِى هَلْ قَرَأَ الاٰيَةَ الَّتِى قَبْلَهَا اَمْ لاَ) قَالَ فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَ بَنِى النَّضِيْرِفَوَ اللّٰهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلاَ اَخَذَهَا دُوْنَكُمْ حَتّٰى بَقِىَ هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ اُسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَعَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَانَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ اَتَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيْرَاثَكَ مِنَ ابْنِ اَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا اٰثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّرَاشِدٌتَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّىَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوَلِىُّ اَبِىْ بَكْرٍفَرَأَيْتُمَانِىْ كَاذِبًا اٰثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّى لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيْتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِىْ اَنْتَ وَهٰذَا وَاَنْتُمَا جَمِيْعٌ وَاَمْرُ كُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَافَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ اَنْ تَعْمَلاَ فِيْهَا بِالَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْتُمَاهَا بِذٰلِكَ قَالَ اَكَذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ لاَقْضِىَ بَيْنَكُمَا وَلاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا اِلَىَّ۔

৪৪২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা যুবায়ী (র) ....যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। মালিক ইব্ন আউস (রা) তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। বেলা উঠে গেলে আমি তাঁর নিকট এলাম। তখন আমি তাঁকে তাঁর বাসস্থানে খাটের উপর বসা অবস্থায় পেলাম। তাতে চাটাই ছাড়া আর কোন বিছানা ছিলনা। তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মালু! (অর্থাৎ হে মালিক)! হঠাৎ তোমার সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারের লোকজন আমার কাছে এলো, আমি তাদেরকে কিছু দেওয়ার মনস্থ করেছি। তুমি তা গ্রহণ কর এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, আপনি যদি এর নির্দেশ আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে দিতেন, (তা হলে ভালো হতো)। তখন তিনি বললেন, হে মালু (অর্থাৎ হে মালিক), তুমি তা গ্রহণ কর। এমন সময় ইয়ারফা' (র) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন উসমান, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ, যুবায়র এবং সা'দ। তখন উমর বললেন, হ্যাঁ-তাদেরকে আসার অনুমতি দিলেন। তখন সকলেই প্রবেশ করলেন। এরপর পুনরায় ইয়ারফা' আগমন করলো এবং বলল, আব্বাস এবং আলী (রা) আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন।

তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ – তাদেরকেও অনুমতি দিলেন। এরপর আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে এবং এই মিথ্যাবাদী, পাপী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।[১] তখন লোকেরা বললো, হাঁ – হে আমীরুল মু'মিনীন! তাঁদের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দিন এবং তাঁদের নিষ্কৃতি দিন। (মালিক ইব্‌ন আউস (রা) বললেন, আমার ধারণা হল যে, তাঁরা দু'জন অর্থাৎ আলী এবং আব্বাস (রা) তাদেরকে পূর্বাহ্নে পাঠিয়ে ছিলেন এ ব্যাপারটির জন্যেই, যেন তাঁরা উমর (রা)-কে ব্যাপারটি বুঝিয়ে নিষ্পত্তি করে দেন)।

উমর বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের সে মহান আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আকাশ এবং পৃথিবী যথাস্থানে অবস্থিত। আপনাদের কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : [আমরা (নবীগণ) কাউকে ওয়ারিস বানিয়ে যাই না], আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা। তখন তাঁরা বললেন, হ্যাঁ–আমরা তা জানি। এবার তিনি আলী এবং আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কেই সে মহান আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ এবং পৃথিবী যথাস্থানে অবস্থিত। আপনারা কি অবগত নন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমরা [নবী (সম্প্রদায়) উত্তরাধিকার রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই, তা হবে সাদাকা। তখন তাঁরা উভয়েই বললেন, হ্যাঁ। আমরা তা জানি। তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে প্রদান করেননি। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা জনপদবাসীর নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা প্রদান করেছেন–তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট।" আমার জানা নেই যে, তিনি এ পঠিত আয়াতের পূর্বেও কোন আয়াত পাঠ করেছিলেন কিনা ? অতঃপর উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আপনাদের বনী নাযীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি সম্পদকে নিজের জন্য সংরক্ষিত করে যাননি। আর তিনি এমনও করেননি যে, নিজে সম্পদ নিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তা দেননি। পরিশেষে যে সম্পদ রইল তা থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের ভরণ পোষণের খরচ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ বায়তুল মালে জমা দেন। এরপর উমর (রা) বললেন, আপনাদেরকে সে মহান আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, যার নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী যথাস্থানে অবস্থিত। আপনারা কি সে সব কথা অবগত আছেন। তখন তাঁরা বলেন, হ্যাঁ–আমরা তা জানি। এরপর তিনি আব্বাস এবং আলী (রা) উভয়কে অনুরূপ শপথ প্রদান করলেন, যেরূপ তিনি ইতিপূর্বে আগত লোকদেরকে শপথ প্রদান করেছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা উভয়ই কি এসব কথা জানেন ? তখন তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উমর (রা) বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হল তখন আবূ বকর (রা) বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওয়ালী। আর আপনারা উভয়েই এসেছিলেন, আপনি আপনার ভাতিজা থেকে মীরাস দাবী করতে। আর ইনি এসেছেন, তার স্ত্রী (ফাতেমার) পিতা থেকে মীরাস গ্রহণ করতে। এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (আমাদের নবীগণের) সম্পত্তিতে কোন মীরাছ বণ্টন নেই। আমরা যা পরিত্যাগ করে যাই – তা হবে সাদাকা। আপনারা দু'জন তাঁকে মিথ্যাবাদী, অপরাধী, বিশ্বাসঘাতক এবং খিয়ানতকারী মনে করছেন। প্রকৃতপক্ষে নিশ্চয়ই তিনি (আবূ বকর সিদ্দীক (রা)) সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্যপথ প্রদর্শক এবং সত্যের অনুসারী ছিলেন। এরপর আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং আবূ বকর (রা)-এর ওয়ালী হলাম। সুতরাং আপনারা উভয়েই আমাকেও তাঁর মত মিথ্যাবাদী, পাপী, বিশ্বাসঘাতক এবং খিয়ানতকারী মনে করছেন। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্য পথের অনুসারী এবং সত্যের অনুসারী। আমি সে সম্পদেরও ওয়ালী বা অভিভাবক। অতঃপর আপনি এবং ইনি এসেছেন। আপনারা উভয়েই এক ছিলেন এবং আপনাদের দাবীও এক ছিল। সুতরাং আপনারা বলছেন যে, এসব আমাদের কাছে দিয়ে দিন।

---

১. এখানে এ শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং রূপক অর্থে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা)-কে ধমক দেওয়ার জন্যই হযরত আব্বাস (রা) এ কথা বলেছেন। এ কথাগুলোকে ভাতিজা সম্পর্কে চাচার উক্তি রূপে বিবেচনা করতে হবে।

আমি বলি–যদি আপনারা চান, তবে আমি তা আপনাদেরকে দিয়ে দেব– এই শর্তে যে, আপনারা এই সম্পদ দ্বারা সে কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন। তখন আপনারা এ শর্তে আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ করলেন। এরপর উমর (রা) বললেন, আমার কথা কি যথার্থ ? তখন উভয়েই বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, তারপরও আপনারা দু'জন আমার কাছে এসেছেন, আপনাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য। আল্লাহ্‌র কসম। আমি আপনাদের উভয়ের মাঝে এ ব্যতীত আর কোন মীমাংসা করতে পারবো না কিয়ামত পর্যন্ত। আর যদি আপনারা এতে অপারগ হন, তবে তা আপনারা আমার কাছে ফেরৎ দিন।

٤٤٢٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّ فِيْهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوْتَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَابَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৪৪২৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের কতিপয় পরিবারের লোক আমার কাছে উপস্থিত হল। ...... তারপর মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাঁর হাদীসে রয়েছে যে, "তিনি তাঁর পরিবারের জন্য তা থেকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন। অনেক সময় মা'মার (র) বলেছেন যে, তাঁর পরিবারের জন্য তা থেকে এক বছরের খোরাকী রেখে দিতেন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র মালের ভাণ্ডারে (বায়তুল মালে) জমা দিতেন।

١٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

১৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টন হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সাদাকা।

٤٤٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ -

৪৪২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ এর ওফাত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ উসমান (রা)-কে আবূ বকর (রা)-এর নিকট পাঠাতে মনস্থ করলেন, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে তাদের মীরাস দাবী করেন। তখন আয়েশা (রা) তাদের বললেন, নবী ﷺ কি একথা বলে যাননি যে, আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই–তা সাদাকা।

٤٤٢٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ اَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَى اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَابَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَاُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَدْفَعَ اِلٰى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ ذٰلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا اَبَا بَكْرٍ وَصَلّٰى عَلَيْهَا عَلِىٌّ وَكَانَ لِعَلِىٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِىٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ اَبِىْ بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الاَشْهُرَ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنِ ائْتِنَا وَلاَيَأْتِنَا مَعَكَ اَحَدٌ (كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) فَقَالَ عُمَرُ لاَبِىْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاَتَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ اَنْ يَفْعَلُوْا بِىْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لاٰتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّاقَدْعَرَفْنَا يَا اَبَابَكْرٍ فَضِيْلَتَكَ وَمَا اَعْطَاكَ اللّٰهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْاَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرٰى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ اَبَابَكْرٍ حَتّٰى فَاضَتْ عَيْنَا اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ وَاَمَّا الَّذِىْ شَجَرَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الاَمْوَالِ فَاِنِّىْ لَمْ اٰلُ فِيْهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ اَتْرُكْ اَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَلِىٌّ لاَبِىْ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ رَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِىْ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ اَبِىْ بَكْرٍ وَاَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِىْ صَنَعَ نَفَاسَةً عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَلاَ اِنْكَارًا لِلَّذِىْ فَضَّلَهُ اللّٰهُ بِهِ وَلٰكِنَّا كُنَّا نَرٰى لَنَا فِى الاَمْرِ نَصِيْبًا فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِىْ اَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ وَقَالُوْا اَصَبْتَ فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى عَلِىٍّ قَرِيْبًا حِيْنَ رَاجَعَ الْاَمْرَ الْمَعْرُوْفَ-

৪৪২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এর নিকট লোক পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্পদ থেকে তাঁর প্রাপ্য মীরাস এর দাবী করে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মদীনা ও ফাদাক-এর ফায় এবং খায়বারের অংশ এক-পঞ্চমাংশের থেকে প্রদান করেছিলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলে গিয়েছেন : আমাদের (নবীগণের) (পরিত্যক্ত

সম্পত্তিতে) মীরাস হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা। মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ তা থেকে জীবিকা গ্রহণ করবেন। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়কালে সাদাকার যে অবস্থা চালু ছিল, তা আমি পরিবর্তন করব না। আর এতে আমি নিশ্চয়ই সে কাজ করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করে গিয়েছেন। অতএব, আবূ বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে তা থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। ফাতিমা (রা) এতে মনক্ষুণ্ন হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে (এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এরপর যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন[১] তখন তাঁর স্বামী আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁকে রাতে দাফন করলেন এবং তাঁর (মৃত্যু) সংবাদ পর্যন্ত আবূ বকর (রা)-কে দেননি।[২] আলী (রা) তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। ফাতিমা (রা)-এর জীবিতকাল পর্যন্ত আলী (রা)-এর প্রতি জনগণের বিশেষ মর্যাদাবোধ ছিল। এরপর যখন তাঁর ইন্তিকাল হল তখন তিনি লোকের চেহারায় অন্যভাব দেখতে পেলেন। অতএব, তিনি আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে আপোষ রফা করে, তাঁর বায়আত গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কয়েক মাস তিনি তাঁর বায়আত করেননি। তারপর আলী (রা), আবূ বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, আপনি একাকী আমাদের এখানে আসুন। আপনার সাথে অন্য কাউকে আনবেন না। (কেননা তিনি উমর (রা)-এর আগমনকে অপসন্দ করছিলেন)। উমর (রা) আবূ বকরকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি একাকী তাঁদের কাছে যাবেন না। আবূ বকর (রা) বললেন, তাঁরা আমার সাথে কীই বা করবেন। আল্লাহ্র কসম! আমি একাকীই যাব। পরিশেষে আবূ বকর (রা) তাঁদের কাছে গেলেন। এরপর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাশাহ্হুদ [তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য বাণী] পাঠ করলেন, তারপর বললেন, হে আবূ বকর! আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সম্মান প্রদান করেছেন, তা আমরা জানি। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে নিয়ামত প্রদান করেছেন, তাতে আমাদের কোন ঈর্ষা নেই। কিন্তু আপনি আমাদের উপর শাসন ক্ষমতায় (খিলাফতের) একচ্ছত্রতা দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়তার কারণে আমরা মনে করতাম যে, আমাদেরও অধিকার আছে। আবূ বকরের সঙ্গে তিনি কথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে আবূ বকর (রা) এর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল। এরপর যখন আবু বকর (রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়তার সৌহার্দ্য-সংযোগ রক্ষা করা আমার আত্মীয়তার প্রতি সংযোগ রক্ষার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমার এবং আপনাদের মধ্যে এই সম্পদ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়েছে তাতে আমি সত্য পরিহার করি নি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এতে যা করতে দেখেছি তা আমি পরিত্যাগ করি নি। এরপর আলী (রা), আবূ বকর (রা)-কে বললেন যে, আমি বায়আতের জন্য আপনাকে আজ বিকেল বেলায় কথা দিলাম। যখন আবূ বকর (রা) যুহরের সালাত শেষ করলেন তখন তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন। এরপর তিনি আলী (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁর বায়আত গ্রহণে বিলম্ব ও এ বিষয়ে তাঁর ওযর বর্ণনা করেন, যা আলী তার কাছে বর্ণনা করেছিল। এরপর তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন এবং আবূ বকর (রা)-এর মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন। আর তিনি ব্যক্ত করলেন যে, তিনি যা করেছেন, তার কারণ আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালে তিনি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার কথা বলার সুযোগ হয়নি। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, এ সময়ের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিষয়টি বুঝিয়ে আপোষ করে নিয়েছিলেন। অথবা কথা বলার প্রয়োজন হয়নি, তাই বলেননি।

২. প্রয়োজন ছিল না, তাই বিষয়টি হযরত আবূ বকর (রা)-কে জানানো হয়নি। অথবা বিলম্ব না করে দাফন করা মুস্তাহাব হওয়ায় এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা) বিলম্ব হয়নি। অথবা বিলম্ব না করে দাফন-কাফন করার জন্য হযরত ফাতিমা (রা)-এর অসিয়ত থাকায় এক্ষেত্রে বিলম্ব করা হয়নি।

সম্মান দিয়েছেন তার প্রতি অস্বীকৃতি নয়; বরং আমরা মনে করতাম যে, শাসন ক্ষমতায় (খিলাফতের) আমাদেরও অংশ আছে। কিন্তু আবূ বকর (রা) আমাদের বাদ দিয়ে একচ্ছত্ররূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এতে আমরা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছি। এ কথা শুনে মুসলিমগণ আনন্দিত হলেন এবং তাঁরা বললেন যে, আপনি ঠিকই করেছেন। যখন তিনি সঙ্গত বিষয়ের দিকে ফিরে এলেন আবূ বাকর (রা)-এর বায়আত গ্রহণ করলেন, তখন থেকে মুসলিমগণ আলী (রা)-এর সান্নিধ্যে আসতে লাগলেন।

٤٤٢٩ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَابَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمَا حِيْنَئِذٍ يَطْلُبَانِ اَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ اَبِىْ بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيْلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضٰى اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَاَقْبَلَ النَّاسُ اِلٰى عَلِيٍّ فَقَالُوْا اَصَبْتَ وَاَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيْبًا اِلٰى عَلِيٍّ حِيْنَ قَارَبَ الْاَمْرَ الْمَعْرُوْفَ ـ

৪৪২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা এবং আব্বাস (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট আগমন করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাদের প্রাপ্য মীরাসের দাবী নিয়ে। তাঁরা তখন ফাদাকের ভূমি এবং খায়বারের অংশের দাবী জানালেন। তখন আবূ বকর (রা) তাদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ... এরপর যুহরী (র) থেকে 'উকায়ল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। কিন্তু তিনি এতে বর্ণনা করলেন যে, এরপর আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং আবূ বকর (রা)-এর বিশেষ অধিকার ও বিশাল মর্যাদা বর্ণনা করলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রবণতার কথা বললেন। এরপর তিনি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করলেন। তারপর জনগণ আলী-এর নিকট এসে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন, আপনি সুন্দর করেছেন। যখন আলী (রা) সঙ্গত বিষয়টার নিকটবর্তী হলেন, তখন লোকজনও তাঁর সংস্পর্শে আসতে লাগলো।

٤٤٣٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَتْ اَبَابَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْاَلُ اَبَابَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَبٰى اَبُوْبَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلَّا عَمِلْتُ بِهِ

اِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِىْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِىَ الْاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ ـ

৪৪৩০. ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যা আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য অংশ দাবী করেন। তখন আবূ বাকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাদের (নবীগণ) মীরাসে ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর ফাতিমা (রা) ছয়মাস জীবিত ছিলেন। ফতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট তাঁর সেই প্রাপ্য অংশ চেয়েছিলেন—যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার, ফিদাক এবং মদীনার (সাদাকা) দান থেকে রেখে গিয়েছেন। আবূ বাকর (রা) তাঁকে তা প্রদান করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি এমন কাজ পরিত্যাগ করব না যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন। আমি ভয় করি যে, যদি তাঁর কোন কাজ পরিত্যাগ করি, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। তবে মদীনার (সাদাকার) দানের মাল উমর (রা) তাঁর সময়ে আলী এবং আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আলী (রা) একাকীই সে প্রভাবশালী হয়ে পড়েন। আর খায়বার এবং ফাদাকের সম্পদ উমর (রা) নিজের দায়িত্বে রাখলেন এবং বললেন, এ ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয়ের জন্য। এ দু'টো সম্পদের দায়িত্ব থাকে মুসলমানদের আমীরের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এই দুই সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তদ্রূপই আছে।

٤٤٣١ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ

৪৪৩১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার পরিত্যক্ত সম্পদ এক দিনাররূপে বণ্টিত হবে না। আমি যা রেখে তা থেকে আমার স্ত্রীগণের ব্যয় নির্বাহ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতনভাতার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে সাদাকা বা দান।

٤٤٣٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৪৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূয যিনাদ (র) থেকে এই সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٤٣٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْاَعْرَجِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ـ

৪৪৩৩. ইব্‌ন আবূ খালফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমরা উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা বা দান।

١٧- بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيْمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِيْنَ

১৭. পরিচ্ছেদ : উপস্থিত মুজাহিদের মাঝে গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) বণ্টন পদ্ধতি

٤٤٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ فِيْ النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ـ

৪৪৩৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ..... থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (গনীমতের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে) ঘোড়ার (অশ্বারোহী সৈনিকের) জন্য দু'অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ বণ্টন করেন।

٤٤٣٥- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ النَّفَلِ-

৪৪৩৫. ইব্‌ন নুমায়র (র) এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি فى النفل (গনীমতের সম্পদে) কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٨- بَابُ الْاِمْدَادِ بِالْمَلاَئِكَةِ فِى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَاِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

১৮. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা এবং গনীমত বৈধ হওয়া

٤٤٣٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ اَبُو زُمَيْلٍ (هُوَ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ اَلْفٌ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اٰتِ مَاوَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي الْاَرْضِ فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَاَتَاهُ اَبُوْبَكْرٍ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاَلْقَاهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَاِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَاوَعَدَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّى

مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ فَأَمَدَّهُ اللّٰهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي اَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَامَهُ اِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ اَقْدِمْ حَيْزُوْمُ فَنَظَرَ اِلَى الْمُشْرِكِ اَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ اَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَالِكَ اَجْمَعُ فَجَاءَ الْاَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَاَسَرُوْا سَبْعِيْنَ قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا اَسَرُوْا الْاُسَارٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَاتَرَوْنَ فِيْ هٰؤُلَاءِ الْاُسَارٰى فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ يَانَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةِ اَرٰى اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُوْنَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَرٰى يَاابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَا وَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرَى الَّذِي رَاٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَلٰكِنِّيْ اَرٰى اَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّيْ مِنْ فُلَانٍ (نَسِيْبًا لِعُمَرَ) فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ اَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيْدُهَا فَهَوِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَاقُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْبَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَبْكِيْ اَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَاِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَاِنْ لَمْ اَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْكِيْ لِلَّذِيْ عَرَضَ عَلٰى اَصْحَابِكَ مِنْ اَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ اَدْنٰى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةٍ قَرِيْبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَاَحَلَّ اللّٰهُ الْغَنِيْمَةَ لَهُمْ -

৪৪৩৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ......উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকালেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার ছিল। আর তাঁর সাহাবী ছিলেন তিনশ' তের জন। তখন নবী ﷺ কিব্‌লামুখী হলেন, এরপর দু'হাত উঁচু করে উচ্চৈঃস্বরে তার পালনকর্তার কাছে দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ আমার জন্য তা পূরণ কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা প্রদান কর। হে আল্লাহ্! যদি মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না। তিনি এমনিভাবে দু'হাত উঁচু করে কিবলামুখী হয়ে তার পালনকর্তার কাছে অনর্গল উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করতেছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। এরপর আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদর খানা তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন। তারপর তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার পালককর্তার কাছে আপনার একমাত্র মিনতি যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অচিরেই পূর্ণ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন : اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ (স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করেছিলে; তখন তিনি তা কবূল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো যারা একের পর এক আসবে)।

আবূ যুমায়ল বর্ণনা করেন যে, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, সে দিন একজন মুসলমান সৈনিক তার সামনের একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর উপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং তার উপর দিকে অশ্বারোহীর ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি (অদৃশ্য অশ্বারোহী) বলছিলেন, হে হায়যুম, (ফেরেশতার ঘোড়ার নাম) সামনের দিকে অগ্রসর হও। তখন তিনি তার সামনের মুশরিক ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এরপর দৃষ্টি করে দেখেন যে, তার নাক-ক্ষতযুক্ত এবং তার মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত। যেন কেউ তাকে বেত্রাঘাত করেছে। আহত স্থানগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। এরপর আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ-তুমি ঠিকই বলেছ। এই সাহায্য তৃতীয় আকাশ থেকে এসেছে। পরিশেষে সেদিন মুসলিমগণ সত্তর জন কাফিরকে হত্যা এবং সত্তর জনকে বন্দী করলেন।

আবূ যুমায়ল বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটক করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সব যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর পরামর্শ চাইলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! তারা তো (আমাদের) চাচাতো ভাই এবং স্বগোত্রীয়। আমি মনে করি যে, তাদের নিকট থেকে আপনি মুক্তিপণ (فدية) গ্রহণ করুন। এতে কাফিরদের উপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! এ ব্যাপারে তোমার মত কি ? উমর (রা) বললেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর যা উচিত মনে করেন আমি তা উচিত মনে করি না। আমি মনে করি যে, আপনি তাদের ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা প্রদান করুন। আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। আকিল-কে আলী-এর হাতে অর্পণ করুন। তিনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। আর (আমার বংশের) অমুককে আমার কাছে অর্পণ করুন, আমি তার শিরশ্ছেদ করবো। কেননা তারা হল কাফিরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তখন আবূ বকর (রা) যা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটাই পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা তিনি পছন্দ করেননি। পরের দিন যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা) উভয়েই বসে কাঁদছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদছেন ? যদি আমার মধ্যে কান্নার ভাব জাগে তাহলে আমিও কাঁদবো। আর যদি আমার কান্না না আসে তবে আপনাদের কাঁদার কারণে আমিও কান্নার ভান করবো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ফিদয়া গ্রহণের কারণে তোমার সাথীদের উপর আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। আমার নিকট তাদের শাস্তি পেশ করা হল—এই গাছ থেকেও নিকটে। গাছটি ছিল নবী ﷺ -এর নিকটবর্তী । (একটি গাছের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ গাছের চাইতেও কাছে তোমাদের উপর সমাগত আযাব আমাকে দেখানো হয়েছিল।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا

"পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় .... যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বিবেচনায় তোমরা ভোগ কর"। (৮ : ৬৭-৬৯) এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য মালে গনীমত হালাল করে দেন।

١٩ـ بَابُ رَبْطِ الأَسِيْرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازُ الْمَنِّ عَلَيْهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধবন্দীকে বেঁধে রাখা, আটক রাখা, এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা মুক্তিপণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া বৈধ

٤٤٣٧ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِيْ يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ اِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ قَالَ مَاقُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِيْ مَاقُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَ اَنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَاكَانَ عَلَى الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا اِلَيَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ دِيْنِكَ فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ كُلِّهِ اِلَيَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلاَدِ كُلِّهَا اِلَيَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِيْ وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرٰى فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ اَصَبَوْتَ فَقَالَ لاَوَلٰكِنِّيْ اَسْلَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ وَاللّٰهِ لاَ يَاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَاْذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৪৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যকে 'নাজ্‌দ' এর দিকে প্রেরণ করেন। অতঃপর বনূ হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাঁরা ধরে নিয়ে এল। তার নাম ছিল-ছুমামা ইব্‌ন উছাল। তিনি ইয়ামামাবাসীদের নেতা ছিলেন। তাঁরা মসজ্জিদের একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে এলেন এবং বললেন, হে ছুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। আপনি যদি (আমাকে) হত্যা করেন, তবে এক (মূল্যবান) রক্ত ধারাকেই হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে আপনার অনুগ্রহ হবে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি সম্পদ চান, তবে আপনাকে তাই দেয়া হবে, যা আপনি

চাইবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পরের দিন পর্যন্ত সময় দিলেন। তারপর পরের দিনও তিনি বললেন, হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? (কি ভাবছ ?) তিনি বললেন, আমার নিকট তাই আছে যা আপনার কাছে বলে দিয়েছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে আপনার অনুগ্রহ হবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি হত্যা করেন, তবে আপনি একজন সম্মানী ব্যাক্তিকেই হত্যা করবেন। আর যদি সম্পদ চান, তবে বলুন যা চাইবেন তা-ই আপনাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পরের দিন পর্যন্ত সময় দিলেন। (পরের দিন) আবার তিনি বললেন : হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? তিনি বললেন, আমার নিকট তাই আছে যা আমি আপনাকে ইতিপূর্বে বলেছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে আপনি অনুগ্রহ করবেন একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে হত্যার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন।

আর যদি আপনি সম্পদ চান, তবে বলুন তাই দেয়া হবে যা আপনি চাইবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও। তারপর তিনি মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে গমন করলেন। সেখানে তিনি গোসল করলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র শপথ! পৃথিবীতে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় (ঘৃণ্য) চেহারা আমার নিকট আর ছিল না। আর এখন সকল মানুষের চেহারা থেকে আপনার চেহারাই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার ধর্ম থেকে অধিক ঘৃণ্য ধর্ম আমার কাছে আর ছিল না। আর এখন আপনার ধর্মই আমার নিকট সকল ধর্ম থেকে অধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার জনপদ থেকে অধিক অসহনীয় জনপদ আমার কাছে ছিল না। আর এখন আপনার জনপদই আমার নিকট সকল জনপদের চাইতে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকেরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ আমি তখন উমরা করার মনস্থ করেছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এরপর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরা করার নির্দেশ দিলেন। তথা যখন তিনি মক্কায় আগমন করলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললো, তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়েছ? তখন তিনি বললেন, না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও তোমাদের কাছে পৌঁছবে না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে সম্মতি দেন।

٤٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً لَهُ نَحْوَ اَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ اِنْ تَقْتُلْنِيْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ -

৪৪৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল অশ্বারোহী সৈনিক প্রেরণ করলেন 'নাজ্‌দ' প্রদেশের দিকে। তারা এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এল, যার নাম ছিল ছুমামা ইব্‌ন উছাল হানাফী। তিনি ছিলেন ইয়ামামাবাসীদের নেতা। এরপর তিনি লাইস (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, "اِنْ تَقْتُلْنِيْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ" (যদি আপনি 'আমাকে' হত্যা করেন, তবে খুনের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন)।

٢٠- بَابُ اِجْلاَءِ الْيَهُوْدِ مِنَ الْحِجَازِ

২০. পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদীদেরকে হিজায অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা

٤٤٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَامَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَااَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ اُرِيْدُ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ اُرِيْدُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ-

৪৪৩৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসাছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। তারপর তিনি বললেন : তোমরা ইয়াহূদীদের (বসতির) দিকে চল। সুতরাং আমরা তাঁর সংগে বের হলাম। পরিশেষে তাদের কাছে এলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং তাদেরকে (ধর্মের দিকে) আহ্বান করে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। তখন তারা বলল, হে আবূল কাসিম! নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন : আমি একথাই শুনতে চেয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। তখন তারা বলল, হে আবূল কাসিম! নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তাই চেয়েছিলাম। এরপর তৃতীয়বার তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা জেনে রেখো! নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর আমার ইচ্ছা যে, তোমাদেরকে আমি এই ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার (নির্বাসিত) করবো। অতএব, তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার মালের বিনিময়ে কিছু পেতে পারে তবে সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। নতুবা জেনে রেখো যে, সমগ্র ভূ-মণ্ডল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

٤٤٤٠- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ يَهُوْدَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَنِى النَّضِيْرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَاَوْلاَدَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ (وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ) وَيَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِيٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ-

৪৪৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যা গোত্রদ্বয়ের ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ নাযীরকে দেশান্তর করেন এবং বনূ কুরায়যাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। পরিশেষে বনূ কুরায়যাও যুদ্ধ করল। ফলে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী, শিশু ও সম্পদসমূহ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন। তখন তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার সকল ইয়াহূদীকে দেশান্তর করেন। বনূ কায়নুকা' গোত্রের ইয়াহূদী (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের গোত্র), বনূ হারিছার ইয়াহূদী এবং মদীনায় বসবাসরত সকল ইয়াহূদীকেই (দেশ থেকে বহিষ্কার করেন।)

٤٤٤١ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسٰى بِهٰذَا الاِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ اَكْثَرُ وَاَتَمُّ ـ

৪৪৪১. আবূ তাহির (র)...... মূসা (র) থেকে এ সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর ইব্‌ন জুরাইজ (র) -এর হাদীসটি অনেক সূত্রে বর্ণিত এবং সেটিই পূর্ণাঙ্গ।

٢١ـ بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

২১. পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী ও নাসারাদের আরব উপ-দ্বীপ থেকে বহিষ্কার

٤٤٤٢ـ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى لاَ اَدَعَ اِلاَّ مُسْلِمًا ـ

৪৪৪২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমার কাছে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই আমি ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে আরব উপ-দ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবো। পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেবো না।

٤٤٤٣ـ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ) كِلاَهُمَا عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪৪৪৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) .... আবূ যুবায়র (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٢- بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

২২. পরিচ্ছেদ : যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের হত্যা করা বৈধ হওয়া এবং দুর্গের অধিবাসীদের কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারকের ফায়সালার উপরে আত্মসমর্পণ বৈধ।

٤٤٤٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالَ أَبُوبَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (أَوْخَيْرِكُمْ) ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ-

৪৪৪৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বনূ কুরায়যার (অবরুদ্ধ) লোকেরা সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর ফায়সালা মেনে নিতে আত্মসমর্পণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সা'দ (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি একটি গাধার উপর আরোহণ করে আগমন করলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারীদেরকে বললেন : তোমরা-তোমাদের নেতাকে অথবা বললেন, উত্তম ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা প্রদান করে নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরা (সব অবরুদ্ধ দুর্গবাসীরা) তোমার ফায়সালায় আত্মসর্পণ করতে সম্মত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, তাদের মধ্যকার যুদ্ধের উপযুক্ত (যুবক) লোকদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছো। কোন কোন সময় বলেছেন : "তুমি বাদশাহ্র (আল্লাহ্র) হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছ" বর্ণনাকারী ইব্ন মুসান্না (র) ..... وَرُبَّمَا قَالَ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٤٤٤٥- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيْثِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ-

৪৪৪৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... শু'বা (র)-এর থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এ কথাটুকু তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছে"। আর একবার বলেছেন, "তুমি বাদশাহ্র (আল্লাহ্র) হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছ"।

٤٤٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُبْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ

قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ اِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيْهِمْ اِلَى سَعْدٍ قَالَ فَاِنِّيْ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَاَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ اَمْوَالُهُمْ ـ

৪৪৪৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আলা হামদানী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন সা'দ (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হন। কুরায়শের ইব্নুল আরিকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর (হাতের প্রধান) শিরায় তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সা'দ (রা)-এর জন্যে মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করে দিলেন, যেন নিকট থেকে তাঁকে দেখাশোনা করা যায়। যখন তিনি (রাসূল ﷺ) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন অস্ত্র রেখে (সবেমাত্র) গোসলের কাজ সমাপ্ত করলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আ) তার মাথা থেকে ধূলিবালি ঝাড়তে ঝাড়তে আগমন করলেন। এরপর বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো অস্ত্র রাখিনি। তাদের দিকে গমন করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন্ দিকে? তখন তিনি বনূ কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিচারের বিষয়টি (তাদের নেতা) সা'দ (রা)-এর প্রতি প্রত্যর্পণ করলেন। সা'দ (রা) বললেন, আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধের উপযুক্ত (যুবক) লোকদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের সম্পদ বণ্টন করা হবে।

٤٤٤٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ اَبِيْ فَأُخْبِرْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৪৪৪৭. আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তুমি তাদের ব্যাপারে মহান মহিয়ান আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী বিচার করেছ।

٤٤٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنْ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ اُجَاهِدَ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا رَسُوْلَكَ وَاَخْرَجُوْهُ اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَاَبْقِنِيْ اُجَاهِدْهُمْ فِيْكَ اَللّٰهُمَّ فَاِنِّيْ اَظُنُّ اَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ (وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ) اِلاَّ الدَّمُ يَسِيْلُ اِلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا اَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِيْ يَأْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكَ فَاِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا ـ

৪৪৪৮. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) বলেছেন, তাঁর আঘাত শুকিয়ে যাচ্ছিল (এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন)। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন, আমার নিকট আপনার রাসূলকে যে সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে, তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনার পথে যুদ্ধ করার চাইতে অধিক পছন্দনীয় বিষয় আর নেই। হে আল্লাহ্! যদি কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করা এখনও বাকী থাকে তবে আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, যেন আমি আপনার পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি যে, আমাদের এবং তাদের মধ্যে আপনি যুদ্ধ রহিত করেছেন। যদি তাই হয়, তবে আপনি আমার এই ক্ষতস্থান প্রবাহিত করে দিন এবং এতেই আমাকে মৃত্যু (শাহাদত) নসীব করুন। তখন তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনূ গিফারের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তারা ঘাবড়ে গেল। তখন তারা বলল, হে তাঁবুবাসী! তোমাদের দিক থেকে এ কি আসছে? দেখা গেল যে, সা'দ (রা) এর ক্ষতস্থান থেকে তখন প্রবল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এবং এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

٤٤٤٩ـ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَ الاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيْلُ حَتّٰى مَاتَ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ فَذَاكَ حِيْنَ يَقُوْلُ الشَّاعِرِ

اَلاَ يَاسَعْدُ سَعْدَ بَنِى مُعَاذٍ * فَمَافَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ
لَعَمْرُكَ اِنَّ سَعْدَ بَنِى مُعَاذٍ * غَدَاةَ تَحَمَّلُوْالَهُوَ الصَّبُوْرُ
تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لاَشَىْءَ فِيْهَا * وَقِدْرُالْقَوْمِ حَامِيَةُ تَفُوْرُ
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيْمُ اَبُوْ حُبَابٍ * اَقِيمُوْا قَيْنُقَاعُ وَلاَتَسِيْرُوْا
وَقَدْ كَانُوْا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالاً * كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُوْرُ

৪৪৪৯. আলী ইব্ন হাসান ইব্ন সুলায়মান কূফী .... হিশাম (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এইটুকু ব্যতিক্রম বলেছেন যে, "সেই রাত থেকেই রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এভাবে অনবরত: রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে তিনি মারা যান। তিনি তাঁর হাদীসে আরো কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে (সা'দ (রা)-কে ভর্ৎসনা করে) একজন কবি বলেন :

"হে সা'দ, সা'দ ইব্ন মু'আয! বনূ কুরায়যা
এবং বনূ নাযীর এর খবর কি? তোমার জীবনের শপথ! সা'দ
ইব্ন মুআযকে যে প্রভাতে বহন করে আনা হয়েছিল, তিনি
অবশ্যই অতি সহনশীল (হওয়ার পরিচয় দিয়েছেন)। (হে আউস সম্প্রদায়)
তোমরা তোমাদের ডেগগুলো (অর্থাৎ তোমাদের মিত্রদের) খালি রেখে দিয়েছ,
তাতে আজ কোন কিছু নেই। (অর্থাৎ তোমাদের মিত্ররা তোমাদের দ্বারা
কোন সহায়তা লাভ করেনি। অথচ তোমাদের বিপক্ষের (খাজরাজ সম্প্রদায়ের)
ডেগগুলো গরম, তা টগবগ করছে (অর্থাৎ তারা তাদের মিত্রদের উপকার করেছে।
সম্ভ্রান্ত আবূ হুবাব (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই) বলেছিলেন, তোমরা হে
বনূ কায়নূকা গোত্র! অবস্থান করে চলে যেও না।
আর তারা তাদের শহরে ভারী পাথর"।
যে রূপে শয়তানে (পাহাড়ে) পাথরগুলো ভারী হয়েছে।

٢٣- بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيْمُ اَهَمِّ الاَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ

২৩. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে প্রতিযোগিতামূল অগ্রগামিতা এবং দু'টি বিরোধপূর্ণ কাজের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণটিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

٤٤٥٠- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَادٰى فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الاَحْزَابِ اَنْ لاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدُ الظُّهْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوْا دُوْنَ بَنِىْ قُرَيْظَةَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ لاَنُصَلِّىْ اِلاَّ حَيْثُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ-

৪৪৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যুবাঈ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন-তখন তিনি আমাদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, যতক্ষণ না বনী কুরায়যার মহল্লায় গিয়ে পৌঁছবে কেউ যেন যুহরের সালাত আদায় না করে। তখন কিছু সংখ্যক লোক যুহরের সালাতের সময় চলে যাওয়ার ভয় করলেন। এবং তারা বনূ কুরায়যা গোত্রে পৌঁছার পূর্বেই সালাত আদায় করলেন। আর অন্যারা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যে স্থানে সালাত আদায় করতে বলেছেন, সে স্থান ব্যতীত আমরা সালাত আদায় করব না, যদিও সময় চলে যায়। রাবী বলেন, (এ ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ)-এ দু'দলের কারো প্রতি রূঢ় কথা বলেন নি।

٢٤- بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِيْنَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوْحِ

২৪. পরিচ্ছেদ : মুহাজিরগণ বিজয় সম্পদ দ্বারা অভাবমুক্ত হওয়ায় আনসারদের দেয়া গাছপালা ও ফলের বাগানসমূহ তাদেরকে ফেরত প্রদান।

٤٤٥١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّاقَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِيْنَةَ قَدِمُوْا وَلَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَىْءٌ وَكَانَ الاَنْصَارُ اَهْلَ الاَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الاَنْصَارُ عَلٰى اَنْ اَعْطَوْهُمْ اَنْصَافَ ثِمَارِ اَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْنَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُوْنَةَ وَكَانَتْ اُمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِىَ تُدْعٰى اُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ اُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ كَانَ اَخًا لاَنَسٍ لاُمِّهِ وَكَانَتْ اَعْطَتْ اُمُّ اَنَسٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِذَاقًا لَهَا فَاَعْطَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ اُمَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ اَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى الاَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِىْ كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اُمِّىْ عِذَاقَهَا وَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ

حَائِطِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ مَاتُوُفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَاتُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ـ

৪৪৫১. আবূ তাহির ও হারমালা (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করেন তখন তাদের হাতে কোন কিছুই ছিল না। (তাঁরা ছিলেন তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব) আর আনসারগণ ছিলেন জমা-জমির মালিক। তখন আনসারগণ মুহাজিরদেরকে তাদের (খেজুর বাগানের অর্ধেক) এই শর্তে বন্টন করে দেন যে, প্রতি বছর বাগানে মুহাজিরগণ পরিশ্রম ও পরিচর্যা করে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের দেবেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মাতা উম্মু সুলাইম, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহার মাতা ছিলেন। আর আবদুল্লাহ্ ছিলেন আনাস (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। আনাসের মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর খেজুর গাছ দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আযাদকৃত বাঁদী উম্মু আয়মানকে দিলেন। যিনি উসামা ইব্‌ন যায়দের মাতা ছিলেন। ইব্‌ন শিহাব (রা) বলেন, আমাকে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বারের যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মুহাজিরগণ আনসারদেরকে তাদের দানকৃত ফলের বাগানসমূহ প্রত্যর্পণ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আমার মাতাকে তাঁর দানকৃত খেজুর গাছ ফেরত দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু আয়মানকে তার পরিবর্তে নিজের বাগানের এক অংশ প্রদান করেন। ইব্‌ন শিহাব (রা) বলেন যে, উম্মু আয়মান যিনি উসামা ইব্‌ন যায়দের মাতা ছিলেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন হাবশা (আবিসিনীয়) বংশোদ্ভূত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিতার ইন্তিকালের পর যখন আমিনা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জন্ম দেন তখন উম্মু আয়মান তাঁকে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করেন। এরপর তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন। পরবর্তীতে যায়দ ইব্‌ন হারিছার সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পাঁচ মাস পর ইন্তিকাল করেন।

٤٤٥٢ـ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُبْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) حَدَّثَنَامُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً (وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ) كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلاَتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَاكَانَ أَعْطَاهُ قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَنُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا، وَتَقُولُ : كَلاَّ، وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ! فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ ـ

৪৪৫২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হামিদ ইব্‌ন উমর আল বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা কায়সী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন তখন) এক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিজ নিজ ভূমির কিছু খেজুর গাছ দান করেন। যখন বনূ কুরায়যা এবং বনূ নাযীর গোত্রদ্বয়ের উপর তাঁর বিজয় প্রতিষ্ঠিত হল তখন ঐসব গাছ, যা' তারা তাঁকে প্রদান করেছিলেন তিনি তাদের প্রত্যর্পণ করতে লাগলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যা দিয়েছিলেন তা অথবা তার অংশ বিশেষ তাঁর নিকট হতে চেয়ে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। অথচ নবী ﷺ উম্মু আয়মান (রা)-কে তা দিয়ে দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় আমি তাঁর কাছে এসে যখন তা চাইলাম, তখন তিনি তা আমাকে দিয়ে দিলেন। এ সময় উম্মু আয়মান (রা) সেখানে এলেন এবং আমার গলায় কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ও বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে তা দেবো না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে উম্মু আয়মন! আপনি তাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এই এই সম্পদ প্রদান করছি। তখন তিনি বললেন, কখনো না। সেই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তখনও নবী ﷺ বলছিলেন, আপনাকে এই এই সম্পদ প্রদান করছি (আপনি তাকে ছেড়ে দিন)। পরিশেষে নবী ﷺ তাঁকে (উম্মু আয়মনকে) ঐ সম্পদের দশগুণ কিংবা দশগুণের কাছাকাছি প্রদান করেন।

٢٥- بَابُ أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

২৫. পরিচ্ছেদ : 'দারুল হার্‌বে' (বিধর্মী শত্রু রাজ্য) প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ (আহার) করা

٤٤٥٣- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِيْ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُبْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ اَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لاَأُعْطِي الْيَوْمَ اَحَدًا مِنْ هٰذَا شَيْئًا قَالَ فَالتَفَتُّ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا-

৪৪৫৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার যুদ্ধের সময় চর্বিভর্তি একটি চামড়ার থলে পেলাম। আমি তা একান্তভাবে তুলে নিলাম এবং বললাম, এর থেকে আমি কাউকে কিছু দেবনা। তিনি বলেন, আমি হঠাৎ একদিকে দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলাম, (আমার কথা শুনে) তিনি মৃদু হাসছিলেন।

٤٤٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِالْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُبْنُ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُوْلُ رُمِيَ اِلَيْنَا جِرَابٌ فِيْهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَفَوَثَبْتُ لاٰخُذَهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ-

৪৪৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার আবদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আমাদের দিকে কে যেন একটি থলে নিক্ষেপ করল, তাতে খাদ্য ও চর্বি ভর্তি ছিল। আমি তা তুলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একদিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে দেখে লজ্জিত হলাম।

٤٤٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ جِرَابُ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ -

৪৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) শু'বা (র) থেকে একই সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "جِرَابُ مِنْ لَحْمٍ" (চর্বির থলে) কথাটি বলেন এবং "طَعَامُ" (খাদ্যের) কথা উল্লেখ করেন নি।

٢٦- بَابُ كِتَابِ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى هِرَقْلَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ

২৬. পরিচ্ছেদ : বাদশাহ হিরাক্‌ল (হিরোক্লেয়াস)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে নবী ﷺ-এর পত্র

٤٤٥٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِيْهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا بِالشَّامِ اِذْجِئَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى هِرَقْلَ يَعْنِىْ عَظِيْمَ الرُّوْمِ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِىُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى اِلٰى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ : فَدُعِيْتُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلٰى هِرَقْلَ ، فَاَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ ؟ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا فَاَجْلَسُوْنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَجْلَسُوْا اَصْحَابِىْ خَلْفِىْ ثُمَّ دَعَابِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ اَنِّىْ سَائِلٌ هٰذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَاِنْ كَذَبَنِىْ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ لَامَخَافَةُ اَنْ يُؤْثَرَ عَلَىَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْحَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ اَشْرَافُ النَّاسِ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَاقَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ

قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَنَدْرِيْ مَاهُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ فَوَاللّٰهِ مَاامْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرُ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لاَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِيْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَفَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ اَتْبَاعِهِ اَضُعَفَاؤُهُمْ اَمْ اَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَاقَالَ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَقَدْعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَزَعَمْتَ اَنَّكُمْ قَدْقَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُوَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَفَقُلْتُ لَوْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ اُئْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَامُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعَفَافِ قَالَ اِنْ يَكُنْ مَاتَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَاِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّي اَعْلَمُ اَنِّي اَخْلُصُ اِلَيْهِ لاَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّي اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَنُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيَتَّخِذَبَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الاَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَاَمَرَ بِنَافَاُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لاَصْحَابِي حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِي كَبْشَةَ اَنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الاَصْفَرِ قَالَ فَمَازِلْتُ مُوْقِنًا بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ الْاِسْلاَمَ ـ

৪৪৫৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী, ইব্ন আবূ উমর, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সুফিয়ান (রা) মুখোমুখি (সরাসরি) এ হাদীস অবহিত করেছেন। যখন আমার মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে (হুদায়বিয়ার) সন্ধির সময়কাল কার্যকর ছিল (ষষ্ঠ হিজরীতে) তখন আমি (সফরে) বের হলাম। যখন আমি শাম দেশে উপস্থিত হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রেরিত একটি পত্র হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) বাদশাহ্র নিকট পৌঁছল। দিহইয়া আল-কালবী (রা) (দূত) এই পত্র নিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি সেই পত্র 'বুসরার' প্রধান শাসনকর্তাকে প্রদান করেন। এরপর বুসরার প্রধান, হিরাক্‌ল বাদশাহর নিকট পত্রটি হস্তান্তর করেন। তখন হিরাক্‌ল বাদশাহ বললেন, এখানে ঐ লোকটির (মুহাম্মদ ﷺ-এর) সম্প্রদায়ের কোন লোক আছে কি, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন কুরায়শের এক দল লোকের সঙ্গে আমাকেও ডাকা হল। এরপর আমরা হিরাক্‌ল বাদশাহর দরবারে প্রবেশ করলাম। আমাদেরকে তার সম্মুখেই বসান হল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যিনি নবী দাবী করছেন তাঁর সাথে আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী? তখন আবূ সুফিয়ান বললেন, আমি। তখন তাঁরা আমাকে বাদশাহর সামনেই বসালেন এবং আমার সঙ্গীদেরকে আমার পিছনে বসালেন। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে ডাকালেন এবং তাকে বললেন, "আমি তাদেরকে আমার পক্ষ হতে বলে দাও যে, আমি তাঁকে (আবূ সুফিয়ানকে) ঐ লোকটি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, যিনি নিজকে নবী বলে দাবী করছেন। যদি তিনি (আবূ সুফিয়ান) আমার নিকট মিথ্যা কথা বলেন, তবে আপনারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দেবেন। তখন আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার এই ভয় না হত যে, মিথ্যা বললে তা আমার নামে উদ্ধৃত হতে থাকবে তবে নিশ্চয়ই (তাঁর সম্পর্কে) মিথ্যা কথা বলতাম। অতঃপর বাদশাহ তাঁর দোভাষীকে বললেন, তুমি তাঁকে (আবূ সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসা কর, আপনাদের মাঝে ঐ লোকটির বংশ পরিচয় কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এরপর তিনি বললেন, তাঁর পিতৃ পুরুষদের মধ্যে কি কেউ কখনও বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। এরপর তিনি জিজ্ঞাস করলেন, আপনারা কি কখনও তাঁকে একথা বলার পূর্বে, যা তিনি বলেছেন, মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন ? আমি বললাম, না। তিনি আবার বললেন, সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসরণ করে ? সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালীরা, না দুর্বলেরা ? আমি বললাম, (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নয়); বরং দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা।

তিনি বললেন, তাঁর অনুগামীর সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমছে? আমি বললাম, (কমছে না), বরং (দিনদিন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপর তিনি বললেন, যে সব লোক তাঁর ধর্মে প্রবেশ করছে তারা কি পরবর্তীতে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে ? আমি বললাম, না। এরপর তিনি বললেন, আপনারা কি কখনও তাঁর সাথে কোন যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনাদের এবং তাঁর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ? আমি বললাম, আমাদের এবং তাঁর মাঝে যুদ্ধের অবস্থা পালাবদল হচ্ছে। কখনও তিনি বিজয়ী হন এবং কখনও বা আমরা বিজয়ী হই। সম্রাট হিরাক্‌ল বললেন, তিনি কি (কখনও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে) বিশ্বাস ভঙ্গ করেন ? আমি বললাম, না। কিন্তু আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা (পর্যন্ত সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি)। আমরা জানি না যে, পরিশেষে তিনি তাতে কি করবেন। আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! (প্রশ্ন উত্তরে) আমার পক্ষ হতে একথাটি ছাড়া অন্য কোন দ্বিধামূলক কথা সংযোগ করা সম্ভব হয়নি। এরপর সম্রাট হিরাক্‌ল বললেন, (আপনাদের দেশে) তাঁর (নবুওয়াত দাবীর) পূর্বে কি কোন ব্যক্তি কখনও এরূপ দাবী করেছে? আমি বললাম, না। এরপর সম্রাট হিরাক্‌ল তাঁর দোভাষীকে বললেন, আমি তাকে (আবূ সুফিয়ানকে) বলে দাও যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর (মুহাম্মদ ﷺ -এর) বংশ পরিচয় সম্পর্কে। আপনি তখন বলেছিলেন যে, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এমনিভাবে রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের উত্তম বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এরপরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন ? আপনি প্রীতি উত্তরে বলেছিলেন, না। আমি মনে মনে বললাম যে, যদি তাঁর পিতৃপুরুগণের মধ্য হতে কেউ বাদশাহ্ থাকতেন, তবে আমি মনে করতাম যে, হয়তবা তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চান। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর অনুসারিগণ কি সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক, না সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক ? আপনি

বলেছিলেন, দুর্বল শ্রেণীর লোক (আমি বলছি,) তারাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে তিনি (নবুওয়াতের) যে কথা বলছেন এর পূর্বে কি আপনারা তাঁকে কখনও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন ? আপনি বলেছিলেন যে, না। এতে আমি বুঝতে পারলাম, যে ব্যক্তি (জাগতিক ব্যাপারে) মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি কি কারণে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করতে যাবেন ? এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, কোন ব্যক্তি কি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করেছে ? আপনি বলেছিলেন, না। ঈমানের প্রকৃত অবস্থা এটাই। যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার তা সংমিশ্রিত হয় (তখন সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে)। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে, না কমছে ? আপনি বলেছিলেন, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাই হল ঈমানের প্রকৃত অবস্থা। তা বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে পূর্ণত্ব লাভ করে।

এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কি তাঁর সঙ্গে কোন যুদ্ধ করেছেন ? আপনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপনারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন। তবে আপনাদের মাঝে এবং তাঁর মাঝে-যুদ্ধের অবস্থা হল পালাবদলের মত। কখনও তিনি বিজয়ী হন, আবার কখনও আপনারা বিজয়ী হন। এভাবে রাসূলগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। পরিণামে তাঁরাই বিজয়ী হয়ে থাকেন। এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি কখনও (কোন সন্ধির) চুক্তি ভঙ্গ করেন ? আপনি বলেছিলেন, তিনি কোন চুক্তিভঙ্গ করেন না, এভাবে রাসূলগণ কখনও কোন চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর এই কথা (নবুওয়াতের কথা) বলার পূর্বে কি কোন ব্যক্তি অনুরূপ কথা বলেছেন? আপনি বলেছিলেন যে না। আমি তা এ কারণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, যদি তাঁর পূর্বে কেউ এরূপ দাবী করে থাকতো, তবে আমি মনে করতাম যে, সে ব্যক্তি তার পূর্বে যে কথা বলা হয়েছিল তার অনুকরণ করেছে। রাবী বলেন, এরপর হিরাক্ল জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি আপনাদের কি করতে আদেশ করেন ? আমি (আবূ সুফিয়ান) বললাম, তিনি আমাদেরকে সালাত আদায় করতে, যাকাত দিতে, আত্মীয় সম্বন্ধ অটুট রাখতে (নিকট আত্মীয় ও হকদার ব্যক্তিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে) এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করতে (অবৈধ ও অসৌজন্যমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে) আদেশ করে থাকেন। তিনি (বাদশাহ্ হিরাক্ল) বললেন, আপনি তাঁর সম্পর্কে যা বললেন তাঁর অবস্থা যদি ঠিক তাই হয় তবে তিনি অবশ্যই নবী। আমি জানতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে, তিনি আপনাদের থেকে হবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তাঁর নিকট নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারবো? তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর মুবারক পদদ্বয় ধুইয়ে দিতাম। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্ব আমার দু'পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছবে। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চিঠিটি তলব করলেন এবং তা পাঠ (করার আদেশ) করলেন। এতে ছিল –

"দয়াবান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে! এটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান ব্যক্তি হিরাক্ল এর প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির উপর, যিনি (হিদায়াতের) সঠিক পথ অনুসরণ করেন। অতঃপর, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ইসলামের আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন। আপনি মুসলমান হউন, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার প্রতিদান দ্বিগুণ করে দান করবেন। আর যদি আপনি (ইসলাম থেকে) বিমুখ থাকেন, তবে নিশ্চয়ই প্রজাদের পাপ আপনার উপর আরোপিত হবে। "হে আহলে কিতাব! তোমরা এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যে আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করব না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করব না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অবাধ্য হয়) তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম" পর্যন্ত।

এরপর তিনি পত্র পাঠ শেষ করলে তাঁর নিকটে শোরগোল এবং হৈ চৈ হতে লাগল। এদিকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হল। আমরা বেরিয়ে এলাম। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমরা যখন বেরিয়ে এলাম তখন

আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবূ কাবাশার পুত্রের ব্যাপারটি অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। বনী আসফার (লাল চামড়াদের) বাদশাহ্ও তাঁকে ভয় করছে। তিনি আরও বলেন, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, নিশ্চয়ই তিনি বিজয়ী হবেন। অবশেষে এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

٤٤٥٧- حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِهٰذَاالاِسْنَادِ وَزَادَ فِىْ الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ جُنُوْدَ فَارِسَ مَشٰى مِنْ حِمْصَ اِلَى اِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا اَبْلاَهُ اللّٰهُ وَقَالَ فِىْ الْحَدِيْثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَقَالَ اِثْمَ الْيَرِيْسِيْيْنَ وَقَالَ بِدَاعِيَةِ الْاَسْلاَمِ -

৪৪৫৭. হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা রোম সম্রাট (কায়সার) দ্বারা পারস্যের সেনাদলকে পরাজিত করলেন, তখন তিনি এই বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'হেম্স' থেকে 'ইলিয়া' (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যান আর তিনি তাঁর হাদীসে "এই পত্র মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে" এবং "اريسين" শব্দের পরিবর্তে "يريسين" শব্দ বলেছেন। আর তিনি "دِعَايَةُ الاسلام" শব্দের পরিবর্তে শব্দ "داعية الاسلام" বর্ণনা করেছেন।

٢٧- بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى مُلُوْكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৭. পরিচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহ্র প্রতি আহবান জানিয়ে বিধর্মী শাসকদের নিকট নবী ﷺ -এর পত্রাবলী।

٤٤٥٨- حَدَّثَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلَى كِسْرٰى وَاِلٰى قَيْصَرَ وَاِلَى النَّجَاشِيِّ وَاِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৪৫৮. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ আল মা'নী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'কিসরা' (পারস্যের সম্রাট), 'কায়সার' (রোমের সম্রাট) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার সম্রাট) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী শাসকগণের নিকট পত্র লিখেন, যাতে তিনি তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেন। ইনি সে নাজ্জাশী নন, যাঁর জানাযার সালাত নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।

٤٤٥٩- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৪৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাযী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একথা বলেন নি যে, "তিনি সেই নাজ্জাশী নন, যাঁর জানাযার সালাত নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।"

٤٤٦٠- حَدَّثَنِيهِ نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجُهْضَمِيُّ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ خَالِدُبْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْوَ لَيْسَ بِالنَّجَاشِيْ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৪৬০. নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র) ..... আনাস (রা) থেকে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একথা উল্লেখ করেন নি যে,"তিনি সেই নাজ্জাশী নন, যাঁর জানাযার সালাত নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।"

٢٨- بَابُ فِيْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

২৮. পরিচ্ছেদ : হুনায়নের যুদ্ধ

٤٤٦١- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسُ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ اَنَا وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ اَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَلّٰى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسُ وَاَنَا اٰخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكُفُّهَا اِرَادَةَ اَنْ لاَتُسْرِعَ وَاَبُوْ سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْ عَبَّاسُ نَادِ اَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّاسُ (وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا) فَقُلْتُ بِاَعْلٰى صَوْتِيْ اَيْنَ اَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَ اللّٰهِ لَكَاَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِيْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلٰى اَوْلاَدِهَا فَقَالُوْا يَالَبَّيْكَ يَالَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوْا الْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِيْ الْاَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ يَامَعْشَرَ الاَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلٰى بَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوْا يَابَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَابَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا اِلٰى قِتَالِهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا حِيْنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمٰى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ انْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُفَاذَا الْقِتَالُ عَلٰى هَيْئَتِهِ فِيْمَا اَرٰى قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَازِلْتُ اَرٰى حَدَّهُمْ كَلِيْلاً وَاَمْرَهُمْ مُدْبِرًا -

৪৪৬১. আবু তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) .... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল

মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একেবারে সঙ্গেই ছিলাম। আমরা কখনও তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিলেন। সে খচ্চরটি ফারওয়া ইব্ন নুফাসা হুযামী তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। (উহাকে দুলদুল নামে ডাকা হতো।) যখন মুসলমান এবং কাফির পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হল তখন মুসলমানগণ (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পায়ের গোড়ালী দিয়ে তাঁর খচ্চরকে আঘাত করে কাফিরদের দিকে ধাবিত করছিলেন। আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখে ছিলাম এবং একে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম যেন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে না পারে। আর আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর খচ্চরের 'রেকাব' (পাদানি) ধরে রেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আব্বাস! আসহাবে সামুরাকে (হুদায়বিয়ায় বাবলা গাছের তলায় বায়আতকারী দল) আহ্বান কর। আব্বাস (রা) বলেন, তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, হে আসহাবে সামুরা! (তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?) তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তা শোনামাত্র তাঁরা এমনভাবে মমতাপূর্ণ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করলেন যেমনভাবে গাভী তার বাচ্চার আওয়াজ শুনে মমতাপূর্ণ হয়ে দ্রুত দৌড়ে আসে। এবং তারা বলতে লাগলো, আমরা আপনার নিকট হাযির, আমরা আপনার নিকট হাযির। রাবী বলেন, এরপর তারা কাফিরদের সাথে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। আর আনসারদের প্রতি আহ্বান ছিল যে, হে আনসারগণ! রাবী বলেন, এরপর আহ্বান সংক্ষিপ্ত করা হল বনী হারিস ইব্ন খাযরাযের মাধ্যমে। (তাঁরা আহ্বান করলেন, হে বনী হারিস ইব্নুল খাযরাজ।) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খচ্চরের উপর আরোহণ অবস্থায় তাঁর গর্দান উঁচু করে তাদের যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "এটাই হল তন্দুর উত্তপ্ত হওয়ার সময় (যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত)"। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু কংকর হাতে নিলেন। এবং এগুলো তিনি কাফিরদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন। এরপর বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর রবের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে। আব্বাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের অবস্থা পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলাম যে, যথারীতি যুদ্ধ চলছে। এমন সময় তিনি কংকরগুলো নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ্র শপথ! তখন হঠাৎ দেখি যে, কাফিরদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেল এবং তাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল।

٤٤٦٢ـ وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ انْهَزَمُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ : حَتّٰى هَزَمَهُمُ اللّٰهُ ـ

قَالَ : وَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلٰى بَغْلَتِهِ ـ

৪৪৬২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... যুহরী (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'ফারওয়া ইব্ন 'নুআছা' স্থলে নু'আমা জুযামী' বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, তাঁরা পরাজিত হয়েছে, কা'বার রবের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে কা'বার রবের কসম!" তিনি তাঁর হাদীসে একথাটিও অধিক বর্ণনা করেছেন যে, "অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন"। রাবী বলেন, আমি যেন নবী ﷺ-কে যে, তিনি তাঁর খচ্চরের উপর থেকে নিজ পায়ের গোড়ালী দিয়ে একে আঘাত তাদের পিছনে ধাবিত করছিলেন।

٤٤٦٣- وَحَدَّثَنَاهُ اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ يُوْنُسَ وَ حَدِيثَ مَعْمَرٍ اَكْثَرُ مِنْهُ وَاَتَمُّ-

৪৪৬৩. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুনায়নের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। .... এরপর তিনি উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস এবং মা'মার (র) বর্ণিত হাদীস (বর্ণনার দিক দিয়ে) অধিক (বিস্তারিত) এবং পরিপূর্ণ।

٤٤٦٤- حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِّلْبَرَاءِ يَا اَبَا عُمَارَةَ اَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهِ وَاَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ اَوْ كَثِيْرُ سِلاَحٍ فَلَقُوْا قَوْمًا رُمَاةً لاَيَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعُ هُوَازِنَ وَبَنِىْ نَصْرٍ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًامَايَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَاَقْبَلُوْا هُنَاكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاَبُوْسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ : اَنَا النَّبِىُّ لاَكَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّهُمْ-

৪৪৬৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা (রা)-কে বললেন, হে আবূ উমারা! আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হটে যান নি। বরং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একটি কম বয়সের অনভিজ্ঞ দল, যাঁদের কোন অস্ত্র কিংবা উল্লেখযোগ্য কোন হাতিয়ারও ছিলনা, (তাঁরা সরে পড়েন)। তাঁরা এমন একদল তীরান্দাযের মুকাবিলা করছিলেন, যাদের তীরের লক্ষ্য ব্যর্থ হত না। তারা ছিল হাওয়াযিন ও নাসর গোত্রের লোক। তারা এমনভাবে প্রবল ধারায় তীর ছুড়ছিল যে, তারা লক্ষ্যস্থলে আঘাত করতে ব্যর্থ হচ্ছিল না। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সময় তাঁর সাদা খচ্চরের উপর ছিলেন। আর আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) একে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইলেন। রাবী বলেন, যেন তিনি বলেছিলেন : "আমি অবশ্যই নবী, একথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)"। তারপর তিনি তাঁর সেনাদলকে সারিবদ্ধ করলেন।

٤٤٦٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيْصِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اَبِىْ اَسْحٰقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ اَكُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا اَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ اَشْهَدُ عَلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ مَا وَلّٰى وَلٰكِنَّهُ انْطَلَقَ اَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ اِلَى هٰذَا الْحَىِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ

كَانَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوْا فَاَقْبَلَ الْقَوْمُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُوْدُ بِهٖ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ ودعا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ :

اَنَا النَّبِىُّ لاَكَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

اَللّٰهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ * قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللّٰهِ اِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بِهٖ وَاِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِىْ يُحَاذِىْ بِهٖ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ -

৪৪৬৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জানাব মিস্‌সিসী (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। জনৈক ব্যক্তি বারা (রা)-এর নিকট এসে বললো, আপনারা কি হুনায়নের দিনে পলায়ন করেছিলেন? তখন তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পলায়ন করেননি। কিন্তু কিছু সংখ্যক অতি ব্যস্ত ও বর্মবিহীন লোক 'হাওয়াযিন' গোত্রের দিকে গিয়েছিল। আর তারা ছিল তীরন্দায সম্প্রদায়। তারা তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়লো, যেন সেগুলো পঙ্গপালের মত। তখন তারা পিছন দিকে হটে গেল। আর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এগিয়ে এলো। আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস (রা) তাঁর খচ্চর টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে দু'আ করলেন এবং তিনি বললেন : আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র নবী, একথা মিথ্যে নয়। আমি আবদুল মুত্তালিব এর পুত্র। "ইয়া আল্লাহ্! আপনার সাহায্য নাযিল করুন"। বারা' (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যুদ্ধের উত্তেজনা যখন ঘোরতর হয়ে উঠত, তখন আমরা তাঁর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে বীরপুরুষ তিনিই যিনি যুদ্ধে তাঁর অর্থাৎ নবী ﷺ-এর বরাবরে দাঁড়াতে সাহসী হত।

٤٤٦٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَاِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوْا فَاَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُوْنَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاِنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحٰرِثِ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ :

اَنَا النَّبِىُّ لاَكَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

৪৪৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' (রা)-এর কাছে শুনেছি, বনী কায়সের এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, আপনারা কি হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পলায়ন করেছিলেন ? তখন বারা' (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশ্য পলায়ন করেননি। (তবে ব্যাপার এ ছিল যে,) 'হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা দক্ষ তীরান্দায ছিল। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করলাম তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তখন আমরা গনীমতের মালের দিকে ছুটে গেলাম। তখন তারা আমাদের উপর (অতর্কিতে) পাল্টা আক্রমণ করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর সাদা

বর্ণের খচ্চরের উপর দেখতে পেলাম। আর আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রা) তার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর নবী ﷺ বলছিলেন : "আমি অবশ্যই নবী, একথা মিথ্যে নয়। আমি আবদুল মুত্তালিব" এর পুত্র।

٤٤٦٧- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَهُوَ اَقَلُّ مِنْ حَدِيْثِهِمْ وَهٰؤُلاَءِ اَتَمُّ حَدِيْثًا -

৪৪৬৭. যুহায়র ইব্ন হারব মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও আবূ বাকর ইব্ন খাল্লাদ .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ উমারা! ..... তারপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। এই হাদীস ছিল তাঁদের বর্ণিত হাদীস থেকে সংক্ষিপ্ত। আর তাঁদের হাদীস ছিল পূর্ণ।

٤٤٦٨- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَاَعْلُوْ ثَنِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَارْمِيْهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارٰى عَنِّيْ فَمَا دَرَيْتُ مَاصَنَعَ وَنَظَرْتُ اِلَى الْقَوْمِ فَاِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوْا مِنْ ثَنِيَّةٍ اُخْرٰى فَالْتَقَوْهُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَوَلّٰى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَاَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِاِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْاُخْرٰى فَاسْتَطْلَقَ اِزَارِيْ فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيْعًا وَمَرَرْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَاٰى ابْنُ الْاَكْوَعِ فَزَعًا فَلَمَّا غَشَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْاَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوْهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اِنْسَانًا اِلاَّ مَلاَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৪৪৬৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছি। যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হলাম, তখন এ পর্যায়ে আমি অগ্রসর হয়ে একটি টিলার উপর আরোহণ করলাম। তখন শত্রুদলের এক ব্যক্তি আমার মুকাবিলায় অগ্রসর হল। আমি একটি তীর নিক্ষেপ করলাম, তখন সে আমার থেকে আত্মগোপন করল। আমি তখন বুঝতে পারিনি তার ব্যাপারটি কী হয়েছে। তারপর যখন শত্রুদলের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, তারা অপর এক টিলায় আরোহণ করেছে। তারপর তারা এবং নবী ﷺ -এর সাথীরা সামনাসামনি হলো। তখন নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ পিছনে সরে পড়তে লাগলো। আমি পরাজিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন আমার পরিধানে ছিল দু'টি চাদর। তার একটি চাদর ছিল লুঙ্গী (ইযার) রূপে এবং অপরটি চাদর রূপে পরেছিলাম। এক পর্যায়ে আমার লুঙ্গিটি খুলে গেল। তখন আমি সে দুটি একত্রিত করে ধরলাম। এবং পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে গমন করলাম। আর তিনি তখন তাঁর সাদা রং এর খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইব্নুল আকওয়া ভীতিকর কিছু দেখেছে। এরপর তারা (শত্রুরা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঘিরে ফেললো।

তিনি তার খচ্চর থেকে অবতরণ করলেন। তারপর যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলেন। এরপর তাদের মুখমণ্ডলে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হোক। এরপর তাদের সকলের দু'চোখ-ই সে এক মুষ্টি মাটির ধুলায় ভরে গেল। তারা পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করলো। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বারাই তাদেরকে পরাস্ত করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

٢٩- بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ

২৯. পরিচ্ছেদ : তায়েফের যুদ্ধ

٤٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْاَعْمٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ اِنَّا قَافِلُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَاَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا قَالَ فَاَعْجَبَهُمْ ذٰلِكَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৪৬৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তায়েফবাসীদের অবরোধ করলেন এবং এতে তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু পেলেন না। এরপর তিনি বললেন, ইনশা-আল্লাহ্ আমরা প্রত্যাবর্তন করবো। তখন তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, আমরা কি প্রত্যাবর্তন করবো, অথচ আমরা তায়েফ জয় করলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন, আগামীকাল সকালে তোমরা যুদ্ধ কর। সুতরাং তারা পরবর্তী দিন সকালে যুদ্ধ করল এবং অনেকেই আহত হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমরা আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করবো। রাবী বলেন, এতে তাঁরা খুশি হলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাঁসলেন।

٣٠- بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

৩০. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধ

٤٤٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَهُ اِقْبَالُ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ اِيَّانَا تُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَضْرِبَ اَكْبَادَهَا اِلٰى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى نَزَلُوْا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيْهِمْ غُلَامٌ اَسْوَدُ لِبَنِىْ

الْحَجَّاجِ فَاَخَذُوْهُ فَكَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُوْنَهُ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهِ فَيَقُوْلُ مَالِيْ عِلْمٌ بِاَبِيْ سُفْيَانَ وَلٰكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَ عُتْبَةُ وَ شَيْبَةُ وَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ فَقَالَ : نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ فَاِذَا تَرَكُوْهُ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ مَالِيْ بِاَبِيْ سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلٰكِنْ هٰذَا اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ فَاِذَا قَالَ هٰذَا اَيْضًا ضَرَبُوْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوْهُ اِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوْهُ اِذَا كَذَبَكُمْ * قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৪৭০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যখন আবূ সুফিয়ানের (মদীনায়) অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি সাহাবীদের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করলেন। আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তাঁকে এড়িয়ে গেলেন। এরপর উমর (রা) কথা বললেন। তিনি তার কথাও এড়িয়ে গেলেন। পরিশেষে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) দণ্ডায়মান হলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদের জবাব প্রত্যাশা করেন? সে আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাতে ঝাঁপ দিব। আর যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, সাওয়ারী হাঁকিয়ে 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তবে নিশ্চয়ই আমরা তাই করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদেরকে আহ্বান (উদ্বুদ্ধ) করলেন। তখন তারা রওনা হলেন এবং বদর নামক স্থানে উপনীত হলেন। আর তাদের (সাহাবিগণের) সামনে সেখানে কুরায়শের পানিবাহী উটপালও (রাখালসহ) উপনীত হল। তাদের মধ্যে বনী হাজ্জাজের একজন কৃষ্ণকায় দাস ছিল। সাহাবিগণ তাকে পাকড়াও করলেন। তারপর তাকে আবূ সুফিয়ান এবং তার সাথীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন সে বলতে লাগলো, আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কোন কিছু জানা নেই। তবে আবূ জাহল, উৎবা, শায়বা এবং উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ (দলবল নিয়ে আসছে)। যখন সে এরূপ বললো তখন তাঁরা তাকে প্রহার করতে লাগলেন। তখন সে বলল, হ্যাঁ, আমি আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। তখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর যখন তারা পুনরায় আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে বলল, আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই। তবে, এই যে, আবূ জাহ্‌ল, উতবা, শায়বা, উমায়া ইব্‌ন খালফ লোকদের সঙ্গে নিয়ে (আসছে)। যখন সে পুনরায় এ একই কথা বলল, তখন তাঁরা আবার তাকে প্রহার করতে লাগলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। অতএব, যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন, তখন সালাত সমাপ্ত করার পর বললেন, সে আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁরা হাতে আমার জান, যখন সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর এবং যখন মিথ্যা বলে তখন তাকে ছেড়ে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভূমির উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, এ স্থান অমুকের (কাফির) ধরাশায়ী হওয়ার স্থান বা মৃত্যুস্থল। এ কথা বলার সময় তিনি মাটিতে এখানে ওখানে হাত রাখছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে স্থানে যার নাম নিয়ে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে, এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।

٣١ـ بَابِ فَتْحِ مَكَّةَ

৩১. পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়

٤٤٧١ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ وُفُوْدٌ اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَدْعُوَنَا اِلٰى رَحْلِهِ فَقُلْتُ اَلاَ اَصْنَعُ طَعَامًا فَاَدْعُوْهُمْ اِلٰى رَحْلِى فَامَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِىْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِىْ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَلاَ اُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِكُمْ يَا مَعْشَرَالاَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلٰى اِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلٰى الْمُجَنِّبَةِ الْاُخْرٰى وَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَاَخَذُوْابَطْنَ الْوَادِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كَتِيْبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَانِىْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَيَاْتِيْنِىْ اِلاَّ اَنْصَارِيٌّ زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ اهْتِفْ لِىْ بِالْاَنْصَارِ قَالَ فَاَطَافُوْا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ اَوْبَاشًا لَهَا وَاَتْبَاعًا فَقَالُوْا نُقَدِّمُ هٰؤُلاَءِ فَاِنْ كَانَ لَهُمْ شَىْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَاِنْ اُصِيْبُوْا اَعْطَيْنَاالَّذِىْ سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَوْنَ اِلٰى اَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَاَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ اِحْدَاهُمَا عَلٰى الْاُخْرٰى ثُمَّ قَالَ حَتّٰى تُوَافُوْنِىْ بِالصَّفَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ اَحَدٌ مِنَّا اَنْ يَقْتُلَ اَحَدًا اِلاَّ قَتَلَهُ وَمَا اَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ اِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَاءَ اَبُوْ سُفْيَانُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُبِيْحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لاَقُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ فَقَالَتِ الاَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَمَّا الرَّجُلُ فَاَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِىْ قَرْيَتِهِ وَرَاْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْىُ وَكَانَ اِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لاَ يَخْفَى عَلَيْنَا فَاِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَد يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى يَنْقَضِىَ الْوَحْىُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْىُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُمْ اَمَّا الرَّجُلُ فَاَدْرَكَتْهُ رُغْبَةٌ فِىْ قَرْيَتِهِ قَالُوْا قَدْ كَانَ ذٰلِكَ قَالَ كَلاَّ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ هَاجَرْتُ اِلٰى اللّٰهِ وَاِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَبْكُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ وَاللّٰهِ مَا قُلْنَا الَّذِىْ قُلْنَا اِلاَّ الضِّنَّ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ قَالَ فَاَقْبَلَ النَّاسُ اِلٰى دَارِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَغْلَقَ النَّاسُ اَبْوَابَهُمْ قَالَ وَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَاَتٰى عَلٰى صَنَمٍ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ قَالَ وَفِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْسٌ وَهُوَ

أخِذُ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعَنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ بِمَاشَاءَ أَنْ يَدْعُوَ-

৪৪৭১ শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, আমি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে (যার মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) ও ছিলেন) মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গেলাম। সেই সময়টা ছিল রমাযান মাস। তখন তাঁরা একে অন্যের জন্য খানা তৈরী করতেন। আবূ হুরায়রা (রা) অধিকাংশ সময় আমাদেরকে তাঁর বাসস্থানে দাওয়াত করতেন। সুতরাং আমি মনে মনে বললাম, আমিও খানা তৈরী করবো এবং তাঁদের আমার বাসস্থানে দাওয়াত করবো। আমি খানা তৈরীর নির্দেশ দিলাম। এরপর আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে আমি বিকালে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আজ রাতের দাওয়াত আমার বাসায়। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি আজ আমার পূর্বেই (দাওয়াত) দিয়ে দিলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাঁদের দাওয়াত করলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করবে না ?

তারপর তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন এবং পরিশেষে তিনি তথায় উপনীত হলেন। এরপর যুবাইরকে বাহিনীর এক অংশ (ডান বা বাম) এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে অপর অংশের সেনাপতি মনোনীত করলেন। আর আবূ উবায়দা (রা)-কে সেই সব লোকের নেতা বানিয়ে দিলেন যাদের কাছে বর্ম ছিল না। তাঁরা উপত্যকার নিম্নভূমির পথ ধরে করে চললেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন একটি বড় সেনাদলের মধ্যে। তিনি তাকালেন এবং আমাকে দেখে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি উপস্থিত। এরপর তিনি বললেন : আমার নিকট আনসার ব্যতীত আর কেউ যেন না আসে। শায়বান ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী অধিক বর্ণনা করেছেন যে, তারপর তিনি বললেন : আনসারদেরকে আহবান কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আনসারগণ তাঁর চারপাশে জমায়েত হলেন। এদিকে কুরায়শগণও তাদের বিভিন্ন গোত্রের লোক এবং অনুগতদেরকে একত্রিত করলো। এরপর তারা বলল, আমরা তাদেরকে আগে প্রেরণ করব। যদি তাদের ভাগে কিছু জুটে, তবে আমরাও তো তাদের সঙ্গেই আছি। আর যদি তারা বিপদের সম্মুখীন (আক্রান্ত) হয় তবে তারা (প্রতিপক্ষ) আমাদের কাছে যা চাইবে, তাই আমরা মেনে নিব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা কি কুরায়শের বিভিন্ন গোত্রের লোক এবং তাদের অনুগতদেরকে দেখতে পাচ্ছ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একহাত অপর হাতের উপর রেখে ইঙ্গিত করলেন, (মক্কার পথে যারা তোমাদের বাধা দেয় তোমরা তাদের খতম করে দিবে।) এরপর বললেন, অবশেষে সাফা পাহাড়ে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের মধ্য হতে কেউ কাউকে হত্যা করতে চাইলেই তাকে হত্যা করতে পারছিল। তাই তাদের মধ্য হতে কেউই আমাদের উপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ সুফিয়ান এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আজ কুরায়শ সম্প্রদায়ের সমষ্টিকে (রক্ত) হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আজকের পরে আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। তখন আনসারগণ একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল যে, লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে) স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ এবং নিজ গোত্রের প্রতি মমতা পেয়ে বসেছে। আবূ হুরায়ারা (রা) বলেন যে, তখনই ওহী

অবতীর্ণ হল। যখন ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তা আমাদের নিকট গোপন থাকত না। ঐ সময় কারো সাধ্য হতো না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে চোখ তোলে দেখে, যতক্ষণ না ওহী শেষ হতো। এরপর যখন ওহী শেষ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে উপস্থিত। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি বলেছ যে, "লোকটিকে স্বদেশের আকর্ষণ পেয়ে বসেছে"। তখন তারা বললেন, এ রকম কিছু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কখনও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছি। (আমার) জীবন তোমাদের জীবন ও মরণ তোমাদের মরণ। তারা কাঁদতে কাঁদতে নবী (সা)-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা যা বলেছিলাম, তা ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও 'লোভ' এর কারণে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্যায়ন করেন এবং তোমাদের ওযর গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মক্কার জনগণ আবূ সুফিয়ানের বাড়ির দিকে চলে গেল (জীবন রক্ষার জন্যে) আর অন্যান্য মানুষ আপন ঘরে দরজা লাগিয়ে বসে রইল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজ্র 'আসওয়াদ' এর নিকটবর্তী হয়ে তাকে চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্র পার্শ্বে রক্ষিত একটি মূর্তির নিকটবর্তী হলেন, যাকে তারা উপাসনা করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে তখন একটি ধনুক ছিল, তিনি এর এক প্রান্তে ধরে রেখেছিলেন। যখন তিনি মূর্তিটির নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি তা (ধনুক) দ্বারা এর চোখে খোঁচাতে লাগলেন এবং বললেন, "সত্য আগমন করেছে এবং বাতিল (মিথ্যা) চলে গিয়েছে।" এরপর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। এরপর তাতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্র দিকে নজর করে দেখলেন এবং দু'হাত উঁচু করে আল্লাহ্র প্রশংসা প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তাঁর যা দু'আ করার ছিল সে বিষয়ে দু'আ করলেন।

٤٤٧٢- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى اَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوْا قُلْنَا ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَمَا اسْمِي اِذًا كَلَّا اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ۔

৪৪৭২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম (র) .... সুলায়মান ইব্ন মুগীরা (র) থেকে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার হাদীসে একথা অধিক উল্লেখ রয়েছে যে, তারপর তিনি তার এক হাত অপর হাতের উপর রেখে ইশারা করলেন (অর্থাৎ) তাদেরকে খতম করে দাও। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমরা এ রকম কিছু বলেছি। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমার নামের কী মর্যাদা থাকবে। সুতরাং এমনটি কখনো হবে না। আমিতো আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

٤٤٧٣- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدْنَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ وَفِيْنَا اَبُوهُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِاَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ الْيَوْمَ نَوْبَتِي فَجَاؤُا اِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنٰى وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ

الْيُسْرٰى وَجَعَلَ اَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِى فَقَالَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اُدْعُ لِىْ الْاَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوْا يُهَرْوِلُوْنَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ اَوْبَاشَ قُرَيْشٍ قَالُوْانَعَمْ قَالَ انْظُرُوْا اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ غَدًا اَنْ تَحْصُدُوْهُمْ حَصْدًا وَاَخْفٰى بِيَدِهٖ وَوَضَعَ يَمِيْنَهٗ عَلٰى شِمَالِهٖ وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ الصَّفَاقَالَ فَمَا اَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَنَامُوْهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّفَا وَجَاءَتِ الْاَنْصَارُ فَاطَافُوْا بِالصَّفَا فَجَاءَ اَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُبِيْدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَاقُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَا اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ بَابَهٗ فَهُوَ اٰمِنٌ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ اَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهٖ وَرَغْبَةٌ فِىْ قَرْيَتِهٖ وَنَزَلَ الْوَحْىُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُمْ اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ اَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهٖ وَرَغْبَةٌ فِىْ قَرْيَتِهٖ اَلَا فَمَا اِسْمِى اِذًا (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) اَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ هَاجَرْتُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا قُلْنَا اِلَّا ضِنًّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ -

৪৪৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিধি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) এর নিকট গেলাম। আমাদের মধ্যে তখন আবূ হুরায়রা (রা)ও ছিলেন। প্রত্যেকেই এক দিন তাঁর সাথীদের জন্য খানা তৈয়ার করতেন। একদিন আমার পালা আসল। তখন আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা! আজতো আমার পালা। অতএব, সকলেই আমার বাসস্থানে এলেন, তখনও খানা পাকানো শেষ হয় নি। তখন আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা! আপনি যদি আমাদেরকে খানা তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতেন! (তবে ভাল হতো) অতএব, তিনি বললেন, আমরা মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে বাহিনীর ডান অংশের এবং যুবায়র (রা)-কে বাহিনীর বাম অংশের সেনাপতিত্ব প্রদান করলেন। আবূ উবায়দা (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর এবং উপত্যকার নিম্নভূমির অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আনসারদেরকে আমার কাছে আসার জন্য আহ্বান কর। অতএব আমি তাদেরকে আহ্বান করলাম। এরপর তাঁরা দ্রুত আসলেন। তখন তিনি বললেন : হে আনসারগণ! তোমরা কি কুরায়শের বিভিন্ন (বিচ্ছিন্ন) দলের লোক দেখতে পাচ্ছ ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আগামীকাল যখন তোমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাদের মুকাবিলা করবে তখন তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেবে। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ইঙ্গিতে বললেন (তাদেরকে সমূলে বিনষ্ট করে দেবে)। তারপর বললেন : আমার সাথে তোমাদের (খালিদ-বাহিনীর) একত্রিত হবার স্থান সাফা পাহাড়। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন যে কোন (বিধর্মী) তাদের (আনসারদের) লক্ষ্যস্থলে পড়েছে, তাকেই তারা (চিরতরে) ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তখন আনসারগণ তথায় উপনীত হয়ে সাফা পাহাড় ঘিরে ফেললো। তখন আবূ সুফিয়ান এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরায়শজনগোষ্ঠী ধ্বংস করে দেওয়া হল। আজ থেকে আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে অস্ত্র ফেলে দিবে (আত্মসমর্পণ করবে) সেও নিরাপদ এবং যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপদ। তখন আনসারগণ বলাবলি করছিল যে, এ লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে) তাঁর গোত্রের আকর্ষণ এবং স্বদেশের অনুরাগ পেয়ে বসেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরাই কি বলেছিলে যে, " এ লোকটিকে (হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে) তাঁর গোত্রের আকর্ষণ এবং স্বদেশের অনুরাগ পেয়ে বসেছে।" শোন! তাহলে আমার নামের মর্যাদা (ও অর্থ) কী ? একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আমি হলাম 'মুহাম্মাদ', আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। সুতরাং (আমার) জীবন (প্রশংসিত) তোমাদের জীবন (এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যু ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। তখন তাঁরা বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমরা একথা বলেছিলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশেষ 'লোভ' এর কারণে। (যেন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে না যান।) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের ওযর কবূল করেছেন।

٣٢- بَابُ إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

৩২. পরিচ্ছেদ : কা'বার চারপাশ থেকে মূর্তি অপসারণ

٤٤٧٤- حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوُ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ) قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ * زَادَ ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ-

৪৪৭৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন্-নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমার (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বার (অভ্যন্তরে), চারদিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল তিনি তা দিয়ে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দিতে ছিলেন এবং বলছিলেন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হবারই। (১৭:৮১) সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে। (৩৪:৪৯) ইব্ন আবূ ইমার (র) "يوم الفتح" (বিজয়ের দিন) কথাটি অধিক বর্ণনা করেছেন।

٤٤٧٥- وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِىْ نَجِيْحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوْقًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْاٰيَةَ الأُخْرٰى وَقَالَ بَدَلَ نُصُبًا صَنَمًا -

৪৪৭৫. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) থেকে এ সনদে উল্লিখিত হাদীস, আয়াতের শেষ "زهوقا" (বিলুপ্ত হবারই) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি অপর আয়াতটি বর্ণনা করেন নি। আর তিনি "نصبا" (মূর্তি, পূজার বেদী) শব্দের পরিবর্তে "صنما" (মূর্তি) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٣٣- باب لاَيُقْتَلُ قُرَشِىٌّ صَبْرًا بَعدَ الْفَتْحِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : বিজয়ের পর কুরায়শদের গ্রেফতার করে হত্যা করা হবে না

٤٤٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَيُقْتَلُ قُرَشِىٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৪৭৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী' (র)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি যে, আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শগণকে (বেঁধে রেখে) হত্যা করা হবে না।

٤٤٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ اَسْلَمَ اَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيْعٍ كَانَ اِسْمُهُ الْعَاصِىْ فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُطِيْعًا -

৪৪৭৭. ইব্‌ন নুমাইর (র) .... যাকারিয়া (র) থেকে এ সূত্রে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শদের মধ্য থেকে কোন 'আসী' (নামের লোক) ইসলাম গ্রহণ করে নি, 'মুতী' ব্যতীত তার নাম ছিল 'আসী' (অবাধ্য)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নাম রাখলেন মুতী (অনুগত)।

٣٤- بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে

٤٤٧٨- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ كَتَبَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ هٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالُوْا لاَتَكْتُبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَوْنَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَلِىٍّ امْحُهُ فَقَالَ مَا اَنَابِالَّذِىْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيْمَا اشْتَرَطُوْا اَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ فَيُقِيْمُوْنَ بِهَا ثَلاَثًا وَلاَيَدْخُلُهَا بِسِلاَحٍ اِلاَّ جُلُبَّانِ السِّلاَحِ قُلْتُ لاَبِىْ اِسْحٰقَ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيْهِ -

৪৪৭৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আম্বারী (র) ... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'হুদায়বিয়া দিবসে' আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) নবী ﷺ এবং মুশরিকদের মধ্যে সন্ধি পত্র লিপিবদ্ধ করলেন, তিনি লিখলেন— "এই (সন্ধিটি) চুক্তি করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। তখন তারা বললো, 'রাসূলুল্লাহ্' কথাটি লেখবেন না। যদি আমরা বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তবে তো আপনার সাথে আমরা যুদ্ধ করতাম না। তখন নবী ﷺ , আলী (রা)-কে বললেন, এ অংশটি মুছে দাও। তখন আলী বললেন, আমি তা মুছবার লোক

নই। এরপর নবী ﷺ -ই নিজ হাতে তা মুছে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধির একটি শর্ত এ ছিল যে, তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে এবং তখন তারা কোন অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু খাপেবদ্ধ তলোয়ার নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। আমি আবূ ইসহাককে জিজ্ঞাসা করলাম, "جُلُبَّانَ السِّلاَحِ" এর অর্থ কি? তখন তিনি বলেন, এর অর্থ খাপ এবং এর মধ্যে যা থাকে।

٤٤٧٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيْثِ هٰذَا مَاكَاتَبَ عَلَيْهِ ـ

৪৪৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়াবাসীদের সাথে সন্ধি করলেন, আলী (রা) উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখলেন। তিনি বলেন, আলী (রা) লিখলেন, 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্', তারপর মুআয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার হাদীসে ماكاتب (যা চুক্তি করেছেন–) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٤٤٨٠ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيْصِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ (وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ) اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا اُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ اَهْلُ مَكَّةَ عَلَى اَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثًا وَلاَ يَدْخُلَهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلاَ يَخْرُجَ بِاَحَدٍ مَعَهُ مِنْ اَهْلِهَا وَلاَيَمْنَعَ اَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِيٍّ اُكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُوْنَ لَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَابَعْنَاكَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَمَرَ عَلِيًّا اَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لاَوَ اللّٰهِ لاَاَمْحَاهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرِنِيْ مَكَانَهَا فَاَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالُوْا لِعَلِيٍّ هٰذَا اٰخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَاْمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِيْ رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ ـ

৪৪৮০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন জানাব মিসসিসী (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন (উমরাহর-র জন্য আগমন করে) বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট বাধাগ্রস্ত হলেন, তখন মক্কাবাসীরা এমর্মে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলো যে, (পরবর্তী বছর) তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করবেন এবং কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কিছু নিয়ে সেখানে ঢুকবেন না এবং কোন অধিবাসীকে মক্কা থেকে তার সাথে নিয়ে যাবেন না। পক্ষান্তরে তাঁর সাথীদের কেউ যদি সেখানে থেকে যেতে চায়, তবে তাকে বারণ করবেন না। তখন তিনি আলী (রা) কে বললেন : আমাদের মধ্যকার শর্তগুলো এভাবে লিখে নাও :- বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম .... এ হচ্ছে সেই সন্ধি যা মুহাম্মমদ রাসূলুল্লাহ্ চূড়ান্ত করেছেন।

তখন মুশ্‌রিকরা তাঁকে বললো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূলই জানতাম তবে আপনার অনুসরণই করতাম, বরং লিখুন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌। তখন তিনি আলী (রা)-কে তা মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা মুছতে পারব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে আমাকেই তার স্থান দেখিয়ে দাও। তিনি সে স্থান দেখিয়ে দিলেন আর তিনি তা (স্বহস্তে) মুছে ফেললেন এবং (আলী রা) লিখলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌। তারপর (পরের বছর তিনি সাহাবাদের নিয়ে তাশরীফ আনলেন) সেখানে তিনি তিনদিন অবস্থান করলেন। যখন তৃতীয় দিন সমাগত হলো, তখন তারা আলী (রা)-কে বললে। এটা হচ্ছে তোমার সাথীর (নেতার) শর্তের স্থিরীকৃত শেষ দিবস। তাঁকে বল, তিনি যেন বের হয়ে যান। তখন তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। ইব্‌ন জানাব তাঁর রিওয়ায়াতে "بايعناك" স্থলে "تابعناك" বলে বর্ণনা করেছেন।

٤٤٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوْا النَّبِيَّ ﷺ فِيْهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ اُكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيْلُ اَمَّا بِاسْمِ اللّٰهِ فَمَا نَدْرِيْ مَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ مَانَعْرِفُ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ فَقَالَ اُكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَوْعَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَاَتَّبَعْنَاكَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ اِسْمَكَ وَاسْمَ اَبِيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَاشْتَرَطُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَافَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَكْتُبُ هٰذَاقَالَ نَعَمْ اِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا اِلَيْهِمْ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا -

৪৪৮১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শরা নবী ﷺ -এর সাথে সন্ধি করল। তাদের মধ্যে (কুরায়শ পক্ষে) সুহায়ল ইব্‌ন আমরও ছিল। তখন নবী ﷺ আলী (রা)-কে বললেন ঃ লিখ, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। সুহায়ল বললো, বিসমিল্লাহ্‌ ? আমরা তো জানি না, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কী ? তবে আমরা যা জানি 'বি ইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা, (হে আল্লাহ্‌! তোমার নামে) তাই লিখ। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ লিখ, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ এর পক্ষ থেকে। তখন তারা বলে উঠলো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূলই জানতাম, তাহলে তো আমরা আপনার অনুসরণই করতাম। বরং আপনি আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন।" তখন নবী ﷺ বললেন : লিখ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তারা নবী ﷺ-এর উপর এ মর্মে শর্ত আরোপ করলো যে, যারা আপনাদের নিকট থেকে চলে আসবে, আমরা তাদের ফেরৎ পাঠাবো না, কিন্তু আমাদের কেউ যদি আপনাদের নিকট চলে যায়, তবে আপনারা তাকে অবশ্যই ফেরৎ পাঠাবেন। তখন সাহাবিগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমরা কি এরূপ লিখবো? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায় তবে আল্লাহ্‌ই তাকে (রহমত থেকে) সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে যে আমাদের কাছে আসবে (তাকে ফেরত দিলেও) আল্লাহ্‌ অচিরেই তার কোন ব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।

٤٤٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِىْ اللَّفْظِ)حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّيْنَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اُتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا وَذٰلِكَ فِىْ الصُّلْحِ الَّذِىْ كَانَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَسْنَا عَلٰى حَقٍّ وَهُمْ عَلٰى بَاطِلٍ قَالَ بَلٰى قَالَ اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِىْ الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِىْ النَّارِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَفِيْمَ نُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللّٰهُ بَيْنَنَاوَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِىَ اللّٰهُ اَبَدًاقَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَاَتٰى اَبَابَكْرٍ فَقَالَ يَااَبَابَكْرٍ اَلَسْنَا عَلٰى حَقٍّ وَهُمْ عَلٰى بَاطِلٍ قَالَ بَلٰى قَالَ اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِىْ الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِىْ النَّارِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَعَلاَمَ نُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْفَتْحِ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ فَاَقْرَاَهُ اِيَّاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ -

৪৪৮২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূল ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) সিফ্‌ফীন দিবসে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের (মতামতকে) অধিক হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত মনে করবে। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। "আর আমরা এটিকে (সিফ্‌ফীনের চলমান বিরোধকে যথার্থ) যুদ্ধ মনে করলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম।" আমি বলতে চাই, সেই সন্ধির কথা যা রাসূল ﷺ এবং মুশরিকদের মধ্যে হয়েছিল। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি সত্যের উপর নই, আর তারা বাতিলের উপর নয়"? তিনি বললেন : "হ্যাঁ, তাই।" তিনি আবার বললেন, আমাদের নিহত (শহীদ)-রা কি জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়?" তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে কী কারণে আমরা দীনের ব্যাপারে যিল্লাতি মেনে নিয়ে ফিরে যাবো, অথচ এখনো এ ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে আল্লাহ্ কোন ফয়সালা করেন নি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে খাত্তাব পুত্র! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর তিনি অবশ্যই কখনো আমাকে বিনাশ করবেন না। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) চলে গেলেন। তিনি ক্রোধে ধৈর্যধারণ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি আবূ বাকর (রা)-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আবূ বকর! আমরা কি হকের উপর এবং তারা কি বাতিলের উপর নয় ? তিনি বললেন, অবশ্যই। আবার তিনি বললেন, "আমাদের নিহতরা কি জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বললেন, "তা হলে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে যিল্লাতি নিয়ে ফিরে যাবো, অথচ এখনো এব্যাপারে আমাদের এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ্ কোন ফয়সালা দেননি? তখন তিনি বললেন, হে খাত্তাব পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ কখনও তাঁর বিনাশ করবেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হলো। তখন তিনি উমর (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সম্মুখে তা পাঠ করলে তখন তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই কি বিজয়?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁর অন্তর শান্ত হল এবং তিনি ফিরে গেলেন।

٤٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ بِصِفِّيْنَ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ اَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ اَنِّى اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَاللّٰهِ مَاوَضَعْنَا سُيُوْفَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا اِلٰى اَمْرٍ قَطُّ اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ اِلاَّ اَمْرَكُمْ هٰذَا * لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ اِلٰى اَمْرٍ قَطُّ -

৪৪৮৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমাইর (র) .... শকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিফ্‌ফীন দিবসে সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! তোমাদের নিজেদের অভিমতকে (অধিক হওয়ার সম্ভাবনায়) অভিযুক্ত মনে করবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আবূ জান্দালের সে দিনটি (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন) প্রত্যক্ষ করেছি। যদি আমার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য থাকতো, তবে অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করতাম। আল্লাহ্‌র কসম! যখন আমরা কখনো কোন (ভীষণ) সমস্যার(যুদ্ধের) সমাধানের জন্য তরবারি কাঁধে তুলে তা (অবশেষে) এমন সমাধানের পর্যায়ে পৌছাও যা আমাদের জন্য বোধগম্য ছিল। কিন্তু তোমাদের এ ব্যাপারটি (তার বিপরীত)।

ইব্‌ন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় "الى امرقط" (কোন ব্যাপারে) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٤٤٨٤- حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا اِلٰى اَمْرٍ يُفْظِعُنَا -

৪৪৮৪. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের হাদীসে "اِلٰى اَمْرٍ يُفْظِعُنَا" (এমন বিষয় যা আমাদের ঘাবড়িয়ে দেয়) উল্লেখ রয়েছে।

٤٤٨٥- حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّيْنَ يَقُوْلُ اتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ عَلٰى دِيْنِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاسَدَدْنَا (مَا فَتَحْنَا) مِنْهُ فِىْ خُصْمٍ اِلاَّ انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ -

৪৪৮৫. ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ জাওহারী (র) .... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-কে সিফ্‌ফীনে বলতে শুনেছি, "তোমরা তোমাদের নিজেদের মতকে তোমাদের দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করবে। কারণ, আমি আবূ জান্দলের দিনটি প্রত্যক্ষ করেছি। যদি আমার সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ লংঘনের সামর্থ্য থাকতো (তবে তাই করতাম, এখন ব্যাপার এত সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,) আমরা এক দিকের ছিদ্রবন্ধ করলে অন্য দিকের ছিদ্র ফুটে উঠে।

٤٤٨٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ اِلٰى قَوْلِهِ فَوْزًا

عَظِيْمًا مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَابَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْىَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ ايَةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا -

৪৪৮৬. নস্‌র ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) তাঁদের বলেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ্ (তোমার ত্রুটিসমূহ) মার্জনা করেন ... মহা সাফল্য" পর্যন্ত। (৪৮:১-৪) তখন তাঁদের মন দুঃখ বেদনা ক্ষোভে পূর্ণ ছিলো। আর তিনি (ﷺ) হুদায়বিয়াতেই (কুরবানীর) পশুগুলো কুরবানী করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যা সমগ্র দুনিয়া থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয়।

٤٤٨٧- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ انَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ -

৪৪৮৭. আসিফ ইব্‌ন নায্‌র তায়মী ..... ইব্‌ন মুসান্না , আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... (আনাস (রা)) ও ইব্‌ন আবূ আরুবা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٥- بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : ওয়াদা পূর্ণ করা

٤٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِىْ اَنْ اَشْهَدَ بَدرًا اِلاَّ اَنِّى خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِىْ حُسَيْلٌ قَالَ فَاَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوْا اِنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَانُرِيْدُهُ مَا نُرِيْدُ اِلاَّ الْمَدِيْنَةَ فَاَخَذُوْا مِنَّا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَلاَنُقَاتِلُ مَعَهُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اِنْصَرِفَا نَفِىْ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِيْنُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ -

৪৪৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা .... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বদর যুদ্ধে যোগদান থেকে এছাড়া অন্য কিছু বিরত রাখেনি যে, আমি এবং আমার পিতা হুসায়ল ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় কুরায়শ কাফিররা আমাদের ধরে ফেলে এবং বলে যে, তোমরা অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যেতে মনস্থ করেছো। জবাবে আমরা বললাম, আমরা তাঁর কাছে যেতে চাই না বরং আমরা মদীনায় যেতে চাই । তখন তারা আল্লাহ্‌র নামে আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিল যে, আমরা অবশ্যই মদীনায় ফিরে যাবো এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবো না। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং সে সংবাদ তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও। আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবো।

٣٦- بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : আহযাবের (খন্দক ও পরিখার) যুদ্ধ

٤٤٨٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ اَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَاَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْاَحْزَابِ وَاَخَذَتْنَا رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ رَجُلٌ يَاْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا اَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ : اَلاَ رَجُلٌ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا اَحَدٌ، فَقَالَ قُمْ يَاحُذَيْفَةُ فَاْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمْ اَجِدْ بُدًّا اِذْ دَعَانِيْ بِاِسْمِيْ اَنْ اَقُوْمَ قَالَ اذْهَبْ فَاْتِنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَاَنَّمَا اَمْشِيْ فِيْ حَمَّامٍ حَتّٰى اَتَيْتُهُمْ فَرَاَيْتُ اَبَا سُفْيَانَ يَصْلِيْ ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَتَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَاَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَاَنَا اَمْشِيْ فِيْ مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَاَلْبَسَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّيْ فِيْهَا فَلَمْ اَزَلْ نَائِمًا حَتّٰى اَصْبَحْتُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَانَوْمَانُ -

৪৪৮৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, ইবরাহীম তায়মীর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো,"হায়, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং তাতে যথাসাধ্য করতাম (কোনরূপ পিছপা হতাম না)।" হুযায়ফা (রা) বললেন, তুমি তাই করতে ? কিন্তু আমি তো আহযাবের রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। (সে রাতে) প্রচণ্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা করলেন, "ওহে! এমন কেউ আছে কি" যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে; আল্লাহ্‌র তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?" আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সে আহবানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার বললেন, "ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছে কি" যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?" এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার ঘোষণা করলেন, 'ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গে রাখবেন? এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। এবার তিনি বললেন : হে হুযায়ফা! ওঠো এবং তুমি শত্রু পক্ষের খবর আমাদের এনে দাও। রাসূল ﷺ যখন এবার আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তাই উঠা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। এবার তিনি বললেন ঃ "শত্রুপক্ষের খবর আমাকে এনে দাও, কিন্তু সাবধান তাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না।

তারপর আমি যখন তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন হাম্মামের (গরম পানি এ উষ্ণ আবহাওয়ার) মধ্য দিয়ে চলেছি। এভাবে আমি তাদের (শত্রুপক্ষের) নিকটে পৌঁছে গেলাম। তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আবূ সুফিয়ান আগুনে তাঁর পিঠ ছেঁক দিচ্ছে। আমি তখন একটি তীর তুলে ধনুকে সংযোজন করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্থ করলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলে দিয়েছেন, "তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলো না।" আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে তীর নির্ঘাৎ লক্ষ্যভেদ করতো। অগত্যা আমি ফিরে আসলাম এবং ফিরে আসার সময়ও উষ্ণ হাম্মামের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের মতো উষ্ণতা অনুভব করলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন প্রতিপক্ষের খবর তাঁকে প্রদান করলাম। (আমার দায়িত্ব পালন করে) অবসর হতেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খোলা অতিরিক্ত জুব্বার অংশ দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন, যা তিনি সালাত আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা নিদ্রায় আচ্ছন্ন রইলাম। যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন ঃ "হে ঘুমকাতুরে! এখন উঠে পড়ো।"

٣٧ـ بَابُ غَزْوَةِ اُحُدٍ

৩৭. পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ

٤٤٩٠ـ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُفْرِدَ يَوْمَ اُحُدٍ فِيْ سَبْعَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوْهُ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ اَوْ هُوَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوْهُ اَيْضًا فَقَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ اَوْ هُوَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِصَاحِبَيْهِ مَا اَنْصَفْنَا اَصْحَابَنَا ـ

৪৪৯০. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ আযদী .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উহুদ যুদ্ধের দিন কেবল সাতজন আনসার ও দু'জন কুরায়শ (মুহাজির) সাথীসহ (শত্রুবাহিনী কর্তৃক) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন তারা তাঁকে বেষ্টন করে ফেললে তিনি বললেন : কে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিহত করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অথবা বললেন : সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে? তখন আনসারীদের একব্যক্তি অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করল এবং পরিশেষে শহীদ হল। তারপর পুনরায় তারা তাঁকে বেষ্টন করে ফেললো তখন তিনি ﷺ বললেন : কে আমাদের পক্ষে তাদের প্রতিহত করবে। তার জন্য জান্নাত অথবা (বললেন :) সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। তখন আনসারীদের একজন অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করল এবং পরিশেষে শহীদ হল এবং অনুরূপভাবে (লড়াই করতে করতে তাঁদের) সাতজনই শহীদ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা সঙ্গীদের প্রতি সুবিচার করিনি। (আমরা বেঁচে রইলাম, অথচ তাঁরা শহীদ হলেন।)

٤٤٩١ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسْاَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ

يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لاَيَزِيْدُ الدَّمَ اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ اَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ ـ

৪৪৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) .... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উহুদ যুদ্ধের দিন আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (পবিত্র) মুখমণ্ডল যখম করা হয়, তাঁর 'রুবাঈ'[১] দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে ঢুকে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ঢাল দিয়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, তাতে রক্ত আরো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একটি মাদুর খণ্ড পোড়ালেন এবং তা ছাই হয়ে গেলে তা যখমের উপর জড়িয়ে দিলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

٤٤٩٢ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِىْ اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ) عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْاَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَمَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَاذَا دُوِىَ جُرْحُهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ : وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتْ ـ

৪৪৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। সাহ্ল ইব্ন সাঈদ (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি (আবূ হাযিম) তাকে বলতে শুনলেন। আল্লাহ্র কসম! আমি সম্যকভাবে জানি, কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন, কে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং কিসের দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল। তারপর তিনি আবদুল আযীযের মাধ্যমে বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তাঁর বর্ণনায় এ পার্থক্য রয়েছে : "তাঁর মুখমণ্ডল যখম করা হয় এবং "هُشِمَتْ" এর স্থলে "كُسِرَتْ" শব্দ বর্ণনা করেছেন। (নবী ﷺ-এর আহত হওয়া সংক্রান্ত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)-এর এ বর্ণনাটি সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহ অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।)

٤٤٩٣ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِىُّ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِىْ اِبْنَ مُطَرِّفٍ) كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ اِبْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ اُصِيْبَ وَجْهُهُ وَفِىْ حَدِيْثِ اِبْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ وَجْهُهُ ـ

৪৪৯৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইব্ন আবূ উমার সকলেই ইব্ন উয়ায়না থেকে এবং আমর ইব্ন সাওয়াদ আমিরী, মুহাম্মদ ইব্ন সাহল তামীমী .... সকলেই ইব্ন

১. সামনের দু'দাঁতের পার্শ্ববর্তী ডান ও বামের দাঁত।

হাযিম সূত্রে সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবূ হিলাল (র)-এর হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ-এর মুখমণ্ডলে আঘাত লেগে ছিল। আর মুতাররিফ (র)-এর হাদীসে আছে তাঁর মুখমণ্ডল যখম হয়েছিল।

٤٤٩٤ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَشُجَّ فِىْ رَأسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوْا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ـ

৪৪৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (রা) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তার মাথায় আঘাত করা হয় এবং তিনি তার শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন, সে জাতি কিভাবে সাফল্য অর্জন করবে, যারা তাদের নবীকে আহত করলো এবং তাঁর সম্মুখের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দিল অথচ তিনি তাদের আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "হে রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছুই নেই।"-(আলে-ইমরান : ১২৮)

٤٤٩٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

৪৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিখতে পাচ্ছি যে, তিনি এমন একজন নবীর কথা (কাহিনীরূপে) বর্ণনা করছেন, যাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন আঘাত করেছে। আর তিনি তাঁর নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, "পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, কেন না তারা বুঝে না।" (আ'মাশ (রা) থেকে সামান্য পার্থক্য সহ অন্য সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।)

٤٤٩٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضَحُ الدَّمَ عَنْ جَبِيْنِهِ ـ

৪৪৯৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা .... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর 'কপাল' থেকে রক্ত মুছছিলেন।

٣٨ـ بَابُ اِشْتِدَادِ غَضَبِ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৩৮. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ।

٤٤٩٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا

هٰذَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وهُوَحِيْنَئِذٍ يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَتِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَدَّغَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

৪৪৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে এটিও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র রোষ প্রচণ্ড হয়, যারা আল্লাহ্‌র রাসুল ﷺ এর প্রতি এরূপ আচরণ করে"। একথা বলার তিনি তাঁর সম্মুখের (দু'টি ভগ্ন) দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেন : মহামহিম আল্লাহ্‌র রোষ তার উপরও প্রচণ্ড হয়, যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের ময়দানে) হত্যা করেন।

٣٩۔ بَابُ مَالَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

৩৯. পরিচ্ছেদ : মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে নবী ﷺ-এর দুঃখ কষ্ট ভোগ

٤٤٨٩۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ (يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَاَبُوْ جَهْلٍ وَاَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِالْاَمْسِ فَقَالَ اَبُوْجَهْلٍ اَيُّكُمْ يَقُوْمُ اِلٰى سَلَاجَزُوْرِ بَنِىْ فُلَانٍ فَيَاْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِىْ كَتِفَىْ مُحَمَّدٍ اِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ اَشْقَى الْقَوْمِ فَاَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيْلُ عَلٰى بَعْضٍ وَاَنَا قَائِمٌ اَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِىْ مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ مَايَرْفَعُ رَاْسَهُ حَتّٰى انْطَلَقَ اِنْسَانٌ فَاَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِىَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ اِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَاِذَا سَاَلَ سَاَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوْا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ وَخَافُوْا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ (وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ اَحْفَظْهُ) فَوَالَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ الَّذِيْنَ سَمّٰى صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوْا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ۔

৪৪৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান জু'ফী (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী ﷺ বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট সালাত আদায় করছিলেন। আবূ জাহল ও তার কতক সাথী (অদূরে) উপবিষ্ট ছিল। আগের দিন সেখানে একটি উট যবাই করা হয়েছিলো। আবূ জাহল বলল কে, অমুক গোত্রের উটের

(নাড়িভুঁড়িসহ) জরায়ু নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মদ ﷺ যখন সিজদায় যাবে; তখন তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে তা রেখে দেবে? তখন সম্প্রদায়ের সবচাইতে দুরাচার লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং তা নিয়ে আসলো এবং যখন নবী ﷺ সিজদায় গেলেন তখন তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তীস্থানে তা রেখে দিল। তখন তারা হাসাহাসি করতে লাগলো এবং একে অপরের গায়ের উপর ঢলে পড়তে লাগলো আর আমি তখন দাঁড়িয়ে তা দেখলাম। যদি আমার প্রতিরোধের সাধ্য থাকতো তবে আমি তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিঠ থেকে ফেলে দিতাম। নবী ﷺ সিজদায় রইলেন এবং তিনি মাথা উঠাচ্ছিলেন না। অবশেষে একব্যক্তি গিয়ে ফাতিমাকে খবর দিল। ফাতিমা তৎক্ষণাৎ আসলেন। তিনি তখন ছিলেন কিশোরী (বালিকা)। তিনি তা তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর তাদের দিকে মুখ করে তাদেরকে গালমন্দ দিতে থাকেন।

তারপর যখন নবী ﷺ সালাত সম্পন্ন করলেন তখন উচ্চৈঃস্বরে তাদেরকে বদ দু'আ দিলেন আর তিনি যখন দু'আ করতেন (সাধারণতঃ) তিনবার করতেন এবং যখন কিছু প্রার্থনা করতেন তখন তিনি তিনবার করতেন। তারপর তিনি তিন তিনবার বললেন "ইয়া আল্লাহ্! তোমার উপরেই কুরায়শদের (বিচারের ভার) ন্যস্ত করলাম।

যখন তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল তখন তাদের হাসি চলে গেল এবং তারা তাঁর বদ দু'আয় ভয় পেয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উৎবা ইব্ন রাবীআ', শায়বা ইব্ন রাবীআ', ওয়ালীদ ইব্ন উক্বা, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ ও উক্বা ইব্ন আবূ মুআ'ইতের শাস্তির ভার তোমার উপর ন্যস্ত। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম জনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। মুহাম্মদ ﷺ -কে যে পবিত্র সত্তা সত্যসহ রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! তিনি যাদের নাম সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন বদরের দিন তাদের পতিত লাশ আমি দেখেছি। তারপর তাদের হেঁচড়িয়ে বদরের একটি কাঁচা কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

আবূ ইসহাক বলেন, ওলীদ ইব্ন উকবার নাম এখানে ভুলে উক্ত হয়েছে।

٤٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَااِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلاَ جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَمِنْ قُرَيْشٍ اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ اَوْ اُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْايَوْمَ بَدْرٍفَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اَنَّ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَيًّا تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِى الْبِئْرِ-

৪৪৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর আশেপাশে কুরায়শের কিছু লোকজন জড়ো ছিল। এমন সময় উক্বা ইব্ন আবূ মুআ'ইত (উটনীর নাড়িভুঁড়িসহ) জরায়ু নিয়ে এল এবং তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করলো। তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেন না। তারপর ফাতিমা আসলেন এবং তা তাঁর পিঠ থেকে সরিয়ে দিলেন

এবং যে ব্যক্তি তা করেছে, তাকে বদ দু'আ করলেন। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : ইয়া আল্লাহ্! তোমার উপরই কুরায়শ সম্প্রদায়ের আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উৎবা ইব্ন রাবীআ', শায়বা ইব্ন রাবীআ', উক্বা ইব্ন আবূ মুআইত, উমাইয়া ইব্ন খালফ অথবা উবাই ইব্ন খালফ (এদের বিচারের ভার) ন্যস্ত। রাবী শু'বা (শেষের দুই নামের কোনটি নবী ﷺ বলেছিলেন, সে ব্যাপারে) সন্দেহ করেন। রাবী বলেন, এরপর আমি বদরের দিন তাদের দেখেছি যে, তারা সকলে নিহত হয়েছে এবং একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবল উমাইয়া বা উবাই এর লাশ বাদ ছিল। কেননা তার লাশ জোড়ায় জোড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বিধায় কূপে নিক্ষেপ করা হয়নি।

٤٥٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِنَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَفِيْهِمُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ يَشُكَّ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ وَنَسِيْتُ السَّابِعَ -

৪৫০০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী সুফিয়ান (র) বাড়িয়ে বলেছেন, "এবং তিনি তিনবার (বলা) পছন্দ করতেন। তিনি বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ্! কুরায়শের (এদের) (বিচারের ভার) তোমার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ্! কুরায়শদের (বিচারের ভার) তোমার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ্! কুরায়শের (বিচারের ভার) তোমার উপরই ন্যস্ত। এভাবে তিনবার তিনি বলেন, এবং এদের মধ্যে ওয়ালীদ ইব্ন উতবা ও উমাইয়া ইব্ন খালফের কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং রাবী তাতে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। রাবী আবূ ইসহাক বলেন, আমি সপ্তম (অভিশপ্ত) ব্যক্তির নাম ভুলে গেছি।

٤٥٠١- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلٰى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى عَلٰى بَدْرٍ قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا -

৪৫০১. সালামা ইব্ন শাবীব (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে কুরায়শের ছয় ব্যক্তির জন্য বদ দু'আ করলেন। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্ল, উমাইয়া ইব্ন খালফ, উতবা ইব্ন রাবীআ', শায়বা ইব্ন রাবীআ', উক্বা ইব্ন আবূ মু'আইত রয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি বদরে তাদের পতিত শবদেহগুলো দেখেছি। সূর্যতাপ তাদের বিকৃত করে ফেলেছিল। আর সেই দিনটি ছিল অত্যন্ত গরমের।

٤٥٠٢- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ (وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ اَشَدُّ مَالَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى

عَلٰى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلٰى ما اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِىْ فَلَمْ اَسْتَفِقْ الاَّبِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأسِىْ فَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِىْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِىْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْسَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَاْمُرَهُ بِمَاشِئْتَ فِيْهِمْ قَالَ فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِىْ رَبُّكَ اِلَيْكَ لِتَاْمُرَنِىْ بَاَمْرِكَ فَمَاشِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ اَرْجُوْا اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ

৪৫০২. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্‌, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ আমিরী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনার জীবনে কি উহুদ দিবসের চাইতেও কঠিন কোন দিন এসেছে?" তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের হাতে 'আকাবার' দিন যে নিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছি, তা এর চাইতেও কঠিন ছিল। যখন আমি (আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে) ইব্‌ন আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন আব্‌দ কিলালের কাছে নিজেকে পেশ করছিলাম। কিন্তু সে আমার ডাকে (আশানুরূপ) সাড়া দেয়নি। তখন আমি অত্যন্ত দিকভ্রান্ত অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম এবং 'কারনুস ছা'আলিব' নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি (কেন কোথায় যাচ্ছি তার) সম্বিৎ ফিরে পাইনি। তারপর যখন আমি মাথা উঠালাম তখন দেখি, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়াপাত করছে এবং এর মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, মহা-মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের উক্তি এবং আপনাকে প্রদত্ত তাদের উত্তরও শুনেছেন এবং তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের ব্যাপারে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আদেশ তাকে করেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতাও আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, "ইয়া মুহাম্মদ! আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের উক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা শুনেছেন। আর আমি হলাম পাহাড়ের (তত্ত্বাবধানকারী) ফেরেশতা। আপনার রব আপনার কাছে আমাকে এজন্যে পাঠিয়েছেন যেন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ দেন। (আপনি বললে) আমি এ পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপা দিয়ে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন : আমি বরং আশা করছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হয়তো এদের ঔরস থেকেই এমন বংশধরদের জন্ম দেবেন, যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুকে শরীক করবে না।

٤٥٠٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيَتْ اِصْبَعُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ : هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ * وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتِ ـ

৪৫০৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... জুন্দুব ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর একটি অঙ্গুল কোন একটি অভিযানে রক্তাক্ত (আহত) হয়। তখন তিনি (উক্ত অঙ্গুলিকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তুমি তো একটি অঙ্গুল মাত্র, তুমি আহত হয়েছ এবং তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্‌র পথেই (গণ্য)।

٤٥٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنِ اِبْرٰهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَارٍ فَنُكِبَتْ اِصْبَعُهُ -

৪৫০৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... আসওয়াদ ইব্ন কায়েস (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রাবী আরও বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন এক গুহায় (বাহিনীতে) ছিলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলে যখম হয়।

٤٥٠٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُوْلُ اَبْطَاَ جِبْرِيْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

৪৫০৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আসওয়াদ ইব্ন কায়েস থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুন্দুব (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, (একবার) জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসতে বিলম্ব করেন। এতে মুশরিকরা বলতে লাগলো, মুহাম্মদ পরিত্যক্ত হয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।"

٤٥٠٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بن سُفْيَانَ يَقُوْلُ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَجَائَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي لَاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْتَرَكَكَ لَمْ اَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ اَوْثَلَاثٍ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

৪৫০৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) .... আসওয়াদ ইব্ন কায়িস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান (র)-কে বলতে শুনেছি, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত হন বিধায় দুই বা তিন রাত জাগতে পারেন নি (তাহাজ্জুদের জন্য)। তখন এক মেয়ে লোক এসে বললো, "মুহাম্মাদ, আশা করি, এবার তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। কেননা, দুই বা তিন রাত যাবৎ তোমার নিকটে তার আগমন লক্ষ্য করছিনা।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝ্ঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি।"

٤٥٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍعَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا -

৪৫০৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) শু'বা (র) থেকে এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... সুফিয়ান (র) থেকে উভয়ে উক্ত সনদে আসওয়াদ ইব্ন কায়িস (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٠- بَابُ فِى دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى اللّٰهِ وَصَبْرِه عَلَى اَذَى الْمُنَافِقِيْنَ

৪০. পরিচ্ছেদ : মুনাফিকদের অত্যাচারে আল্লাহ্র নিকট নবী ﷺ-এর দু'আ ও ধৈর্যধারণ

٤٥٠٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ) قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ اِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَرَدِفَ وَرَاءَهُ اُسَامَةَ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِى بَنِى الْحَرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فِيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عُجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ اَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا اِنْ كَانَ مَاتَقُوْلُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا فِى مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ اِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِى مَجَالِسِنَا فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ اَىْ سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ اِلَى مَا قَالَ اَبُوْ حُبَابٍ (يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ) قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاصْفَحْ فَوَ اللّٰهِ لَقَدْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ اَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِىْ اَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَالِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَارَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ -

৪৫০৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... উসামা ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি গাধায় আরোহণ করলেন যার উপর জীন (বসার গদি) ছিল এবং তার নীচে একটি ফাদাকী মখমল বিছানো ছিল। তিনি তার পশ্চাতে উসামা (রা)-কে বসালেন। বনী হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের এলাকায় তিনি সাঈদ ইব্ন উবাদা (রা) কে (তার অসুস্থ অবস্থায়) দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তিনি এমন একটি সমাবেশ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মুশরিক পৌত্তলিক ও ইয়াহূদীরা একত্রে বসা ছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইও ছিল এবং মজলিসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। যখন মজলিসটি বাহনের ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই

তার নাক চাদর দিয়ে ঢেকে নিল। এরপর বলল, আপনারা আমাদের উপর ধূলি উড়াবেন না। তখন নবী ﷺ তাদের সালাম দিলেন। তারপর তিনি সেখানে থামলেন এবং নামলেন। আর তাদের আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিলেন। এবং তাদের সম্মুখে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই বলে উঠলো, ওহে লোক! আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যই হয় তবে এর চাইতে উত্তম আর কিছুই নয়, যে আমাদের মজলিসে এসে আপনি আমাদের কষ্ট দিবেন না। আপনি আপনার বাসস্থানে ফিরে যান। সেখানে আমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি যায় তার কাছে আপনি এসব উপদেশ বিতরণ করবেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বলে উঠলেন, "(ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমাদের মজলিসে (যতখুশি ইচ্ছা) আগমন করবেন। কেননা, আমরা তা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক, ইয়াহূদীরা পরস্পরে বাদানুবাদ ও গালাগালিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমন কি রীতিমত একটা দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হয়। নবী ﷺ তাদের নিবৃত করতে লাগলেন। তারপর তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, সা'দ! তুমি কি শোননি আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই কী বলেছে? সে এরূপ এরূপ উক্তি করেছে। সা'দ (রা) বললেন, তাকে ক্ষমা করে দেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা তো দিয়েছেনই। (কিন্তু তার ব্যাপার?) এই জনপদের লোকজন স্থির করেছিল যে, তাকে রাজ মুকুট ও (সর্দারের) পাগড়ী পরাবে। (অর্থাৎ তাকে তাদের নেতা বানাবে) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সত্য দান করেছেন, তা দিয়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তার আকাঙ্ক্ষা ঠুকরে (আঘাত) দিলেন, তাতে সে বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। তাই সে এরূপ আচরণ করেছে যা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতে নবী ﷺ তাকে মার্জনা করে দিলেন।

٤٥٠٩- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِيْ هٰذَا الْاَسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ -

৪৫০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' .... ইব্‌ন শিহাব (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে এতটুকু বর্ধিত উল্লেখ করেছেন, এটা আবদুল্লাহ্‌র (বাহ্যতঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কথা।

٤٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ اَتَيْتَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَالَ فَاطَلَقَ اِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ وَهِيَ اَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا اَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِلَيْكَ عَنِّيْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ اٰذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاللّٰهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَبِالْاَيْدِيْ وَالنِّعَالِ قَالَ فَبَلَغَنَا اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِمْ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -

৪৫১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা কায়সী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) যদি আপনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর কাছে যেতেন! তিনি তখন একটি গাধায় চড়ে তার কাছে রওনা হলেন। একদল মুসলমানও তাঁর সঙ্গে গেলেন। এলাকাটি ছিল একটি লোনা উষর ভূমি। নবী ﷺ যখন তার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সে বললো, দূরে

থাকেন। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। রাবী বলেন, তখন আনসারদের একজন উঠে (তৎক্ষণাৎ) জবাব দিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গাধার গন্ধ তোমার দুর্গন্ধের চাইতে অনেক উত্তম।" রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ্‌র সম্প্রদায়ের একব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রাবী বলেন, তারপর উভয় পক্ষের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রাবী বলেন, তখন তাদের মধ্যে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি লেগে গেল। পরে আমরা জানতে পারলাম তাদের উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াত "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল পরস্পরে হানাহানিতে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও।" নাযিল হয়েছে।

٤١- بَابُ قَتْلِ اَبِى جَهْلٍ

৪১. পরিচ্ছেদ : আবূ জাহলের নিধন

٤٥١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِىْ ابْنَ عَلَيَّةَ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَاصَنَعَ اَبُوْجَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَاعَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ قَالَ فَاَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ اَنْتَ اَبُوْجَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ اَكَّارٍ قَتَلَنِىْ-

৪৫১১. আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বদর যুদ্ধের দিন)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আবূ জাহ্‌লের কী হলো, কে আমাদের জানাবে? তখন ইব্‌ন মাসউদ বেরিয়ে গেলেন এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) গিয়ে দেখলেন, আফরা (রা)-এর দুই পুত্র তাকে এমনি আঘাত করেছে যে,সে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাবী বলেন, তখন ইব্‌ন মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, তুমিই তো আবূ জাহ্‌ল ? সে বললো, একজন পুরুষের চাইতেও বড় কিছু তোমরা হত্যা করেছ কি ? অথবা সে বললো, "যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে?" রাবী বলেন, আবূ মিজলায (র) বলেছেন, আবূ জাহ্‌ল বলেছে হায়! চাষা ছাড়া অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করতো।

٤٥١٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْلَمُ لِىْ مَا فَعَلَ اَبُوْ جَهْلٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عَلَيَّةَ وَقَوْلِ اَبِىْ مِجْلَزٍ كَمَاذَكَرَهُ اِسْمَاعِيْلُ-

৪৫১২. হামিদ ইব্‌ন উমর বাকরাবী (র) ... আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেছিলেন : "আবূ জাহ্‌ল কি করলো, তা কে আমার জন্য জেনে আসবে?" অতঃপর তিনি ইব্‌ন উলায়্যা ও আবূ মিজলায (র)-এর অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমন ইসমাঈল (র) বর্ণনা করেছেন।

٤٢- بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ طَاغُوْتِ الْيَهُوْدِ

৪২. পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী দুর্ধর্ষ নেতা কা'ব ইব্‌ন আশরাফের নিধন

٤٥١٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيِّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ائْذَنْ لِيْ فَلَاقُلْ قَالَ قُلْ فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ اَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَاَيْضًا وَاللّٰهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ اِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْاٰنَ وَنَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى اَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ اَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ اَرَدْتُ اَنْ تُسْلِفَنِيْ سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِيْ قَالَ مَا تُرِيْدُ قَالَ تَرْهَنُنِيْ نِسَاءَكُمْ قَالَ اَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ اَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُوْنِيْ اَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ اَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِيْ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَلٰكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّامَةَ (يَعْنِي السِّلَاحَ) قَالَ نَعَمْ وَوَاعَدَهُ اَنْ يَاْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَاَبِيْ عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ فَجَاؤُا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ امْرَاَتُهُ اِنِّيْ لَاَسْمَعُ صَوْتًا كَاَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ اِنَّمَا هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعُهُ اَبُوْنَائِلَةَ اِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِيَ اِلٰى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَاَجَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ اِنِّيْ اِذَاجَاءَ فَسَوْفَ اَمُدُّيَدَيَّ اِلٰى رَاْسِهِ فَاِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُوْنَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوْا نَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الطِّيْبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِيْ فُلَانَةُ هِيَ اَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اَعُوْدَ قَالَ فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَاْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُوْنَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوْهُ -

৪৫১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন মিসওয়ার যুহরী (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কা'ব ইব্‌ন আশরাফের (নিধনের) ব্যাপারে আমার জন্য কে আছ? কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তবে আমাকে (প্রয়োজনমত কথা বানিয়ে) বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বলো। তারপর তিনি তার কাছে এলেন। তিনি (কথা প্রসঙ্গে তাদের পূর্বেকার) পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, "এ ব্যক্তি তো (অর্থাৎ নবী ﷺ) সাদাকা উসূল করতে চায় এবং সে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে।" সে যখন তা শুনতে পেলো, তখন বললো, আরো অপেক্ষা কর। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তার কারণেই বিরক্ত হবেই। তখন তিনি বললেন, আমরা সবেমাত্র তাঁর অনুসারী হয়েছি। তাই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে গড়ায় তা না দেখে এ মুহূর্তেই তাকে ত্যাগ করাটাও সমীচীন মনে করছি না। এখন আমি চাই তুমি আমাকে কিছু ধার দাও। সে বললো, তুমি আমার কাছে কী বন্ধক রাখবে? তিনি বললেন, তুমি কি চাও?

সে বললো, তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, "তুমি হলে আরবের সবচাইতে সুন্দর পুরুষ। এ অবস্থায় তোমার কাছে কি আমাদের নারীদের বন্ধক রাখতে পারি?" তখন সে বললো, "তা হলে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখ।" তিনি বললেন, "আমাদের কারো সন্তানকে এ বলে গালি দেয়া হবে যে, তাকে মাত্র দুই ওয়াসক (প্রায় দশ মণ পরিমাণ) খেজুরের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আমরা বরং তোমার কাছে 'লাসা' যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখবো। সে বললো, "ঠিক আছে।" তখন তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলেন যে, হারিস, আবূ আব্স ইব্ন জাব্র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্রসহ তার কাছে আসবেন। তারপর রাতের বেলা তাঁরা তার কাছে আসলেন এবং তাকে ডাকলেন। সে তাদের কাছে নেমে এল। রাবী সুফিয়ান (র) বলেন, রাবী আমর ব্যতীত অন্যরা বলেন, তখন তার স্ত্রী তাকে বললো, আমি এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি তা যেন খুনের স্বর। সে বললো, এ হচ্ছে মুহাম্মদ আর তার দুধভাই আবূ নাইলা। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি রাতের বেলা অস্ত্রঘাতের মুখে ডাকা হয় তবুও সে ডাকে সে সাড়া দেয়। মুহাম্মদ (তাঁর সঙ্গীদের) বললেন, সে যখন আসবে, তখন আমি তার মাথার দিকে আমার হাত বাড়াবো। যখন আমি তা ভালমতো ধরে নেবো, তখন তোমরা তোমাদের কাজ সেরে নেবে। তিনি বলেন, তারপর সে গায়ে চাদর জড়িয়ে নীচে নেমে এল। তাঁরা বললেন, আমরা তোমার নিকট থেকে অতি সুঘ্রাণ পাচ্ছি। সে বললো, হ্যাঁ আমার স্ত্রী অমুক হচ্ছেন আরবের সর্বাধিক সুঘ্রাণের মহিলা। তখন তিনি বললেন, "আমাকে তা থেকে একটু সুবাস নিতে অনুমতি দিবেন? তখন সে বললো, হ্যাঁ! ঘ্রাণ তাও। তখন (মাথা) কাছে টেনে শুঁকলেন। তারপর আবার শুকলেন। এরপর পুনরায় বললেন, আমাকে কি আবারও একটু ঘ্রাণ নিতে দেবেন? একথা বলে তিনি তার মাথা শক্ত করে ধরে সাথীদের বললেন, তোমরা সেরে ফেল। তিনি বলেন, তখন তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেললো।

٤٣ـ بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

৪৩. পরিচ্ছেদ : খায়বর যুদ্ধ

٤٥١٤ـ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً ـ

৪৫১৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের যুদ্ধে যাত্রা করেন। আমরা সেদিন তাঁর সঙ্গে সকালের সালাত (ফজর) অন্ধকারে (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করি। তারপর আল্লাহ্র নবী ﷺ তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন এবং আবূ তালহা (রা) ও তাঁর সাওয়ারীতে চড়লেন। আর

আমি (আরোহী) ছিলাম আবূ তালহার পশ্চাতে। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ খায়বরের গলিপথে চললেন। (আমরা এত পাশাপাশি পথ চলছিলাম যে) আমার হাঁটু আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর উরু স্পর্শ করেছিলো। এমন সময় আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর লুংগি তাঁর উরুদেশ থেকে সরে গেল। আমি আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর উরুর শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি যখন খায়বরের জনপদে প্রবেশ করলেন, তখন বললেনঃ আল্লাহু আকবর, খায়বর ধ্বংস হলো। আমরা যখন কোন কাওমের আঙ্গিনায় পৌঁছি, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদের সকাল অশুভ হয়ে যায়। তিনি একথা তিনবার বললেন। রাবী বলেন, লোকজন তাদের কাজকর্মে বেরিয়ে এলো। তারা বলে উঠলো, "মুহাম্মদ (এসে পড়েছেন দেখছি)"। রাবী আবদুল আযীয বলেন, আমাদের কোন কোন সঙ্গী বললেন, আর তাঁর পঞ্চবাহিনীসহ (এসে পড়েছে)। রাবী বলেন, আমরা শক্তি বলে (যুদ্ধ করে) তা জয় করে নিলাম।

٤٥١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِىْ تَمَسُّ قَدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَتَيْنَاهُمْ حِيْنَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ اَخْرَجُوْا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوْا بِفُؤُوْسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُوْرِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ -

৪৫১৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমি আবূ তালহার পিছনে (একই বাহনের পিঠে সাওয়ার) ছিলাম। আমার দু'পা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পদদ্বয়কে স্পর্শ করছিল। রাবী বলেন, সূর্যোদয়ের সময় আমরা সেখানে এলাম। তখন লোকজন তাদের পশুগুলো সবেমাত্র ঘর থেকে বের করেছে এবং তারা তাদের কোদাল, কুড়াল, রশি-জাম্বিল নিয়ে (কাজের জন্য) বেরিয়ে পড়েছে। তখন তারা (সবিস্ময়ে) বললো, "মুহাম্মদ পঞ্চবাহিনীসহ!" রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন : খায়বর ধ্বংস হলো। আমরা যখন কোন কাওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন সতর্ককৃতদের সকাল অশুভ হয়ে যায়। রাবী বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিলেন।

٤٥١٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ قَالَ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

৪৫১৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বরে এলেন, তখন বললেন, আমরা যখন কোন কওমের আঙ্গিনায় পৌঁছি, তখন সতর্ককৃতদের সকাল অশুভ হয়ে যায়।

٤٥١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبَّادٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ) قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ اِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِبْنِ الاَكْوَعِ الاَتُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرُ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحدُوْ بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ ؛

اَللّٰهُمَّ لَوْ لاَاَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ لاَ قَيْنَا

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَتَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِى فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاهٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ فَقَالُوْا عَلٰى لَحْمٍ قَالَ اَىُّ لَحْمٍ قَالُوْا لَحْمُ حُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْرِيقُوْهَا وَ اَكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَوْ يُهْرِيْقُوْنَهَا وَيَغْسِلُوْنَهَا فَقَالَ اَوْ ذٰكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيْهِ قِصَرُ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُوْدِيِّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعَ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّ قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ اٰخِذُ بِيَدِىْ قَالَ فَلَمَّا رَاٰنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاكِتًا قَالَ مَالَكَ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَاُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لاَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشٰى بِهَا مِثْلَهُ وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِى الْحَدِيْثِ فِىْ حَرْفَيْنِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَاَلْقِ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ـ

৪৫১৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)…. সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বর অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা সফর করলাম। তখন এক ব্যক্তি (আমার ভাই) আমির ইব্‌ন আক্ওয়া' (রা)-কে বললো : "ওহে! তুমি কি তোমার থেকে আমাদেরকে কিছু কবিতা শুনাবে না?" আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সকলকে তাঁর 'হুদী' সঙ্গীত শোনাতে লাগলেন। (তাতে) তিনি বললেন, "ইয়া আল্লাহ্! আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, আমরা সাদাকা ও সালাত আদায় করতাম না। আপনার জন্য আমাদের জান কুরবান, আমাদের পিছনের সকল অপরাধ আপনি মাফ করে দিন শত্রুর সম্মুখীন হলে আমাদের পা অটল রাখুন।

আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমাদের (জিহাদের জন্য) ডাকা হয় আমরা উপস্থিত হই। এবং তারা চীৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক জমা করে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "এ চালকটি কে? (সাহাবিগণ) বললেন, 'আমির'। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত করুন।' তখন দলের একব্যক্তি বলল, "তাঁর জন্যে তো (শাহাদত) অবধারিত হয়ে গেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমাদের যদি তাঁর দ্বারা আরো উপকৃত করতেন। রাবী বলেন, তারপর আমরা খায়বরে আসলাম এবং তাদের অবরোধ করলাম। (অবরোধ দীর্ঘ হল) এমন কি আমাদের দারুন খাদ্যাভাব দেখা দিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেছেন। তারপর বিজয়ের দিন যখন লোকদের সন্ধ্যা হলো তখন তারা বহু স্থানে আগুন জ্বালালো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ আগুন কিসের ? কিসের উপর (কি রান্না করার জন্যে) লোকজন এ আগুন জ্বালাচ্ছে ? তাঁরা বললেন, গোশতের উপরে। তিনি বললেন : কিসের গোশ্ত? তাঁরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এগুলো ফেলে দাও আর (রান্নাপাত্রগুলো) ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বলল, তারা কি এগুলো ফেলে দেবে এবং রান্নার পাত্রগুলো ধুয়ে ফেলবে? তিনি বললেন : তা হতে পারে। রাবী বলেন, এরপর যখন লোকজন (যুদ্ধের জন্য) সারিবদ্ধ হল, আমির (রা)-এর তরবারিখানা ছিল খাটো। তিনি জনৈক ইয়াহূদীর পায়ের নলা লক্ষ্য করে যেই আঘাত করলেন, অমনি তরবারির ধারাল দিক তার নিজ হাঁটুতে এসে লাগলো। এতে আমির (রা) শহীদ হলেন। রাবী বলেন, তারপর যখন লোকজন (খায়বর থেকে) ফিরে এলো, তখন সালামা আমার হাত ধরে বললেন, (রাবী বললেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাকে (সালামাকে) নির্বাক অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, "আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক! লোকজনের ধারণা আমির (আত্মহত্যা) করে তাঁর (সারা জীবনের) আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কে বলেছে ? আমি বললাম, অমুক অমুক এবং উসায়দ ইব্ন হুযায়র আনসারী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে এরূপ বলেছে, সে যথার্থ বলেনি। অবশ্যই তার (আমিরের) জন্যে দু'টি পুরস্কার রয়েছে। তখন তিনি তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করলেন (এবং বললেন), সে (আল্লাহ্র রাস্তায়) সত্যিকার সাধক মুজাহিদ। খুব কম আরবই যুদ্ধে তাঁর মতো চলেছে (বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে)।

কুতায়বা এ হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদের সাথে দু'টি শব্দে দ্বিমত করেছেন। ইব্ন আব্বাদ (র)-এর রিওয়ায়েতে وَاَلْقِيْنْ سكينة علينا স্থলে وَاَلْقِ سكينة علينا উল্লেখ রয়েছে।

٤٥١٨- وَحَدَّثَنِي اَبُوْالطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِيْ قِتَالاً شَدِيْدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذَالِكَ وَشَكُّوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ فِيْ سِلاَحِهِ وَشَكُّوْا فِيْ بَعْضِ اَمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أئْذَنْ لِيْ اَنْ اَرْجُزَلَكَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَعْلَمُ مَا تَقُوْلُ قَالَ فَقُلْتُ :

وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقْتَ

وَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْ عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجْزِى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ هٰذَا قُلْتُ قَالَهُ اَخِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نَاسًا لَيَهَابُوْنَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَ ذَالِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ قُلْتُ اِنَّ نَاسًا يَهَابُوْنَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ ـ

৪৫১৮. আবূ তাহির (র).... সালামা ইব্ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমার ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর তরবারি ফিরে এসে স্বয়ং তাঁকেই হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ তাঁর ব্যাপারে নানা মন্তব্য করতে থাকেন এবং তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ করেন। তাঁরা বলাবলি করেন যে, সে এমন লোক, যে তার নিজ অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছে। আর তাঁরা তাঁর কোন কোন ব্যাপারেও সন্দেহ করেন। সালামা বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রণ সংগীত শোনাই।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন বলেন উঠলেন, আমি জানি, তুমি কি বলবে (বুঝে শুনে বলবে)। রাবী বলেন, তারপর আমি আবৃত্তি করলাম : "ইয়া আল্লাহ্! আপনি না হলে, আমরা হিদায়াত পেতাম না, আমরা সাদাকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি যথার্থই বলেছো। তখন আমি আবৃত্তি করে চললাম : "আমাদের প্রশান্তি দান করুন এবং শত্রুর সম্মুখীন হলে আমাদের পা অটল রাখুন। মুশরিকরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হল। যখন আমি রণ সংগীত পড়িয়ে শেষ করলাম, তখন বললেন : এ কবিতাটি কে রচনা করেছে? আমি বললাম, আমার ভাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হোন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছু লোক তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত কামনায় দ্বিধাগ্রস্ত! তাঁরা বলেন, সে এমন লোক, যে তার নিজ অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে জিহাদ করতে করতে মুজাহিদের মত মৃত্যুবরণ করেছে। রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, তারপর আমি সালামার এক পুত্রকে প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে তাঁর পিতার সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তিনি বলেন, আমি যখন বললাম, কোন কোন লোক তাঁর প্রতি রহমতের দু'আ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তারা মিথ্যা বলেছে। সে জিহাদ করতে করতে মুজাহিদের মত মারা গেছে। তার জন্য দু'টি পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে এবং তিনি তখন তাঁর দু'টি অঙ্গুলি দ্বার ইশারা করলেন।

٤٤- بَابُ غَزْوَةِ الاَحْزَابِ وَهِىَ الْخَنْدَقُ

৪৪. পরিচ্ছেদ : খন্দকের যুদ্ধ

٤٥١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحمد بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الاَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ -

وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * اِنَّ الاُلٰى قَدْ اَبَوْا عَلَيْنَا

قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ -

اِنَّ الْمَلاَ قَدْ اَبَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوا فِتْنَةً اَبَيْنَا

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

৪৫১৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র) ...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাদের সঙ্গে একত্রে মাটি বহন করেন। মাটি তাঁর পেটের শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর তখন তিনি আবৃত্তি করছিলেন : "আল্লাহ্‌র কসম! আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, সাদাকা দিতাম না এবং সালাতও আদায় করতাম না। আমাদের প্রশান্তি দান করুন, আর তারাতো (সত্য মেনে নিতে) অস্বীকৃত হল আমাদের বিরুদ্ধে।"

আবার কখনও কখনও বলছিলেন : "সর্দাররা আমাদের মানতে অস্বীকার করল, তারা যখন ফিত্‌না চাইল, তখন আমরা অস্বীকার করলাম।"

আর তা উচ্চারণের সময় তিনি তাঁর স্বর উচ্চ করছিলেন।

٤٥٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الاُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا -

৪৫২০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' (রা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। তবে তিনি বলেন যে, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করল।

٤٥٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى اَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ -

৪৫২১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র) .... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, আমরা তখন পরিখা (খন্দক) খনন করছিলাম এবং কাঁধে করে মাটি স্থানান্তরিত করছিলাম। তিনি বললেন, "ইয়া আল্লাহ্ ! আখিরাতের সুখ ছাড়া সুখ নেই, মুহাজিরও আনসারদের আপনি ক্ষমা করুন।"

٤٥٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ :

اَللّٰهُمَّ لاَعَيْشَ اِلاَّعَيْشُ الْاٰخِرَةَ * فَاغْفِرْ لِلاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ

৪৫২২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ্! আখিরাতের জীবন ছাড়া জীবন নেই। আপনি ক্ষমা করে দিন আনসার ও মুহাজিরদের"।

٤٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ :

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةَ * فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৪৫২৩. ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস (রা)-এর অন্য রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন : "ইয়া আল্লাহ্! (প্রকৃত) জীবন (কেবল) আখিরাতের জীবন। শু'বা (রা) বলেন, অথবা তিনি বলেছেন : ইয়া আল্লাহ্! আখিরাতের জীবন ছাড়া কোন জীবন নেই। আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি দয়া করুন"।

٤٥٢٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوْا يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ! لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاُخِرَهْ * فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ وَفِى حَدِيْثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغْفِرْ -

৪৫২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা (সেদিন) সমবেত সুরে গাইতে ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন। তাঁরা বলছিলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! প্রকৃত মঙ্গল তো আখিরাতের মঙ্গল। আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করুন।" শায়বানের বর্ণনায় فَانْصُرْهُ স্থলে فَاغْفِرْهُ বলেছেন।

٤٥٢٥- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْاِسْلَامِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

اَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ شَكَّ حَمَّادُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ -

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ * فَاغْفِرِ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه

৪৫২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবিগণ খন্দকের দিন বলছিলেন : "আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে বায়আত হয়েছি। আর ইসলামের উপরই আছি। রাবী মুহাম্মদ (রা) সন্দেহ করে বলেন, অথবা বলেছিল : জিহাদের উপরই আছি সর্বদা।

আর নবী ﷺ বলছিলেন : "ইয়া আল্লাহ্! সকল মঙ্গল তো আখিরাতের মঙ্গল। আনসারদের এবং মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।"

٤٥- بَابُ غَزْوَةِ ذِيْ قَرَدٍ وَ غَيْرِهَا

৪৫. পরিচ্ছেদ : যু-কারদ ও অন্যান্য যুদ্ধ

٤٥٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ يَقُوْلُ خَرَجْتُ قَبْلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالْاُوْلٰى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْعٰى بِذِيْ قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ اُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَنْ اَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَاصَبَاحَاهُ قَالَ فَاَسْمَعْتُ مَابَيْنَ لَا بَتَيِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتّٰى اَدْرَكْتُهُمْ بِذِيْ قَرَدٍ وَقَدْ اَخَذُوْا يَسْقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ اَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِيْ وَكُنْتُ رَامِيًا وَاَقُوْلُ -

اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَاَرْتَجِزُ حَتّٰى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِيْنَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ اِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ مَلَكْتَ فَاَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ -

৪৫২৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফজরের আযানের আগেই বের হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুধেল উটনীগুলো তখন যু-কারদে (চারণ ভূমিতে) চরছিল। তখন আমার সাথে আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাৎ হলে সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুধেল উটনীগুলো নিয়ে গেছে। আমি বললাম, কে সেগুলো নিয়ে গেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। রাবী বলেন, তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার হাঁক দিলাম; আগমন! (ভোররাতে)! (সাহায্য চাই, সাহায্য)। রাবী (সালামা ইব্‌ন আক্ওয়া') বলেন, মদীনার দুই পাথরে ভূমির মধ্যবর্তী সবাইকে আমি

আমার সে হাঁক শুনালাম তারপর সোজা বেরিয়ে পড়লাম এবং যু-কারদের কাছে গিয়ে তাদের (লুটেরাদের) নাগাল পেলাম। তখন তারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তখন আমি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম একজন (দক্ষ) তীরন্দাজ। আর তখন আমি (বীরত্বসূচক কবিতা) আবৃত্তি করছিলাম, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরদের ধ্বংসের দিন। (কিংবা আজ তার দিন, যে শৈশব থেকে যুদ্ধের স্তন্য পান করেছে)।

আমি (আমার তীর নিক্ষেপ ও) বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলাম। অবশেষে আমি উট্নীগুলো মুক্ত করলাম। এমনকি আমি তাদের ত্রিশটি (বড়) চাদরও ছিনিয়ে নিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও লোকজন এসে পড়লেন। তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাদের পানির পথ রুদ্ধ করে রেখেছি, তাই তারা পিপাসার্ত। এবার আপনি একটি বাহিনী প্রেরণ করুন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : আকওয়া, যথেষ্ট (বীরত্ব) দেখিয়েছে। এবার দয়া দেখাও। রাবী বলেন, তারপর আমরা ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁরই উটনির পিছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম।

٤٥٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَاهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقَ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلاَ هُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَاعِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُوْنَ شَاةً لاَ تُرْوِيْهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى جِبَاالرَّكِيَّةِ فَاِمَّا دَعَا وَاِمَّا بَسَقَ فِيْهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِيْ اَصْلِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ اَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ بَا يِعْ يَاسَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُوْ لَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَوَّلِ النَّاسِ قَالَ وَاَيْضًا قَالَ وَرَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَزِلاً (يَعْنِيْ لَيْسَ مَعَهُ سِلاَحٌ) قَالَ فَاَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَفَةً اَوْدَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ قَالَ اَلاَ تُبَايِعُنِيْ يَاسَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَا يَعْتُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَوَّلِ النَّاسِ وَفِيْ اَوْ سَطِ النَّاسِ قَالَ وَاَيْضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاسَلَمَةُ اَيْنَ حَجَفَتُكَ اَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِيْ اَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَقِيَنِيْ عَمِّيْ عَامِرٌ عَزِلاً فَاَعْطَيْتُهُ اِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّكَ كَالَّذِيْ قَالَ الاَوَّلُ اللّٰهُمَّ اَبْغِنِيْ حَبِيْبًا هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ ثُمَّ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ رَاسَلُوْنَا الصُّلْحَ حَتّٰى مَشٰى بَعْضُنَا فِيْ بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيْعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَسْقِيْ فَرَسَهُ وَاَحُسُّهُ وَاَخْدِمُهُ وَاٰكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ اَهْلِيْ وَمَالِيْ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَاَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اَتَيْتُ شَجَرَةً

فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِىْ اَصْلِهَا قَالَ فَاَتَانِىْ اَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوْا يَقَعُوْنَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ اِلَى شَجَرَةٍ اُخْرٰى وَعَلَّقُوْا سِلاَحَهُمْ وَاضْطَجَعُوْا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ اِذْ نَادٰى مُنَادٍ مِنْ اَسْفَلِ الْوَادِىْ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِىْ ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى اُوْلٰئِكَ الاربَعَةِ وَهُمْ رُقُوْدٌ فَاَخَذْتُ سِلاَحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِىْ يَدِىْ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِىْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَرْفَعُ اَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ اِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِىْ فِيْهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ اَسُوْقُهُمْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَجَاءَ عَمِّى عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاَتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُوْدُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعُوْهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْؤُ الْفُجُوْرِ وَثِنَاهُ فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ الاٰيَةَ كُلَّهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِيْنَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِىْ لِحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ رَقِىَ هٰذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَاَنَّهُ طَلِيْعَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَقِيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاَثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ اُنَدِّيْهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِىُّ قَدْ اَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاقَهُ اَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُذْ هٰذَا الْفَرَسَ فَاَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَخْبِرْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ اَغَارُوْا عَلٰى سَرْحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلٰى اَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَادَيْتُ ثَلاَثًا يَاصَبَاحَاهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِىْ اٰثَارِالْقَوْمِ اَرْمِيْهِمْ بِالنَّبْلِ وَاَرْتَجِزُ اَقُوْلُ۔

اَنَا ابْنُ الاَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَاَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُ فَاَصُكُّ سَهْمًا فِىْ رَحْلِهِ حَتّٰى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ اِلَىْ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا

وَاَنَا ابْنُ الاَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ فَوَاللّٰهِ مَازِلْتُ اَرْمِيْهِمْ وَاَعْقِرُ بِهِمْ فَاِذَا رَجَعَ اِلَىَّ فَارِسٌ اَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِىْ اَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتّٰى اِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوْا فِىْ تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ اُرَدِّيْهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذٰلِكَ اَتْبَعُهُمْ حَتّٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ بَعِيْرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ

خَلَّفْتُهُ وراءَ ظَهْرِىْ وَخَلَّوْا بَيْنِى وَبَيْنَهُ ثُمَّ اَتَّبَعْتُهُمْ اَرْمِيْهِمْ حَتَّى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلاَثِيْنَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّوْنَ وَلاَ يَطْرَحُوْنَ شَيْئًا اِلاَّ جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى اَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَاِذَا هُمْ قَدْ اَتَاهُمْ فُلاَنُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِىُّ فَجَلَسُوْا يَتَضَحَّوْنَ (يَعْنِى يَتَغَدَّوْنَ) وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِىُّ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى قَالُوْا لَقِيْنَا مِنْ هٰذَ الْبَرْحَ وَاللّٰهِ مَافَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِيْنَا حَتّٰى انْتَزَعَ كُلَّ شَىْءٍ فِىْ اَيْدِيْنَا قَالَ فَلْيَقُمْ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ اَرْبَعَةٌ قَالَ فَصَعِدَ اِلَىَّ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ فِى الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا اَمْكَنُوْنِىْ مِنَ الْكَلاَمِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُوْنِىْ قَالُوْا لاَ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ قُلْتُ اَنَا سَلَمَةُ بْنُ الاَكْوَعِ وَالَّذِىْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ اَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ اِلاَّ اَدْرَكْتُهُ وَلاَ يَطْلُبُنِىْ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِىْ قَالَ اَحَدُهُمْ اَنَا اَظُنُّ قَالَ فَرَجَعُوْا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِىْ حَتّٰى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُوْنَ الشَّجَرَ قَالَ فَاِذَا اَوَّلُهُمُ الاَخْرَمُ الاَسَدِىُّ عَلَى اِثْرِهِ اَبُوْ قَتَادَةَ الاَنْصَارِىُّ وَعَلَى اِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الاَسْوَدِ الْكِنْدِىُّ قَالَ فَاَخَذْتُ بِعِنَانِ الاَخْرَمِ قَالَ فَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ قُلْتُ يَا اَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لاَ يَقْتَطِعُوْكَ حَتّٰى يَلْحَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ اِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَتَعْلَمُ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلاَ تَحُلْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقٰى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلٰى فَرَسِهِ وَلَحِقَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَ الَّذِىْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَتَبِعْتُهُمْ اَعْدُوْ عَلٰى رِجْلَىَّ حَتّٰى مَا اَرٰى وَرَائِىْ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتّٰى يَعْدِلُوْا قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلٰى شِعْبٍ فِيْهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُوْقَرَدٍ لِيَشْرَبُوْا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوْا اِلَىَّ اَعْدُوْ وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ (يَعْنِىْ اَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ) فَمَا ذَاقُوْا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُوْنَ فَيَشْتَدُّوْنَ فِىْ ثَنِيَّةٍ قَالَ فَاَعْدُوْ فَاَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَاَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِىْ نُغْضِ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ الاَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ يَا ثَكِلَتْهُ اُمُّهُ اَكْوَعُهُ بُكْرَةً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ اَكْوَعُكَ بُكْرَةً قَالَ وَاَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلٰى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا اَسُوْقُهُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَحِقَنِىْ عَامِرٌ بِسَطِيْحَةٍ فِيْهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيْحَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَتَوَضَّاْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِىْ حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَخَذَ تِلْكَ الاِبِلَ وَكُلَّ شَىْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ وَاِذَا بِلاَلٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الاِبِلِ

الَّذِيْ اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَاِذَا هُوَ يَشْوِيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! خَلِّنِيْ فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلاَ يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ اِلاَّ قَتَلْتُهُ قَالَ : فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِيْ ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ يَاسَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِيْ اَكْرَمَكَ فَقَالَ اِنَّهُمُ الاٰنَ لَيُقْرَوْنَ فِيْ اَرْضِ غَطْفَانَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطْفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلاَنٌ جَزُوْرًا فَلَمَّا كَشَفُوْا جِلْدَهَا دَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوْا اَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِيْنَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ اَبُوْ قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ اَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْمَيْنِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ اَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِيْنَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَلاَ مُسَابِقٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيْدُ ذَالِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلاَمَهُ قُلْتُ اَمَا تُكْرِمُ كَرِيْمًا وَلاَ تَهَابُ شَرِيْفًا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ ذَرْنِيْ فَلاَ سَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ اِنْ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ اِلَيْكَ وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ اَسْتَبْقِيْ نَفْسِيْ ثُمَّ عَدَوْتُ فِيْ اِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ ثُمَّ اِنِّيْ رَفَعْتُ حَتّٰى اَلْحَقَهُ قَالَ فَاَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللّٰهِ قَالَ اَنَا اَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَوَ اللّٰهِ مَالَبِثْنَا اِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ حَتّٰى خَرَجْنَا اِلٰى خَيْبَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّيْ عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ –

تَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَااهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَصَلَّيْنَا
وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَااسْتَغْنَيْنَا * فَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا
وَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا قَالَ اَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَلَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاِنْسَانٍ يَخُصُّهُ اِلاَّ اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ لَهُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلاَمَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُوْلُ –

قَدْعَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّيْ مَرْحَبٌ * شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبٌ

اِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ –

قَدْعَلِمَتْ خَيْبَرُ اِنِّى عَامِرٌ * شَاكِىْ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مُرَحَّبٍ فِىْ تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ اَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيْهَا نَفْسُهُ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ بَلْ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ اِلَى عَلِىٍّ وَهُوَ اَرْمَدُ فَقَالَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ وَهُوَ اَرْمَدُ حَتَّى اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِىْ عَيْنِهِ فَبَرَأَ وَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مُرْحَّبُ فَقَالَ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ مُرَحَّبُ * شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

اِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِىٌّ –

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّى حَيْدَرَهْ * كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهْ

اُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مُرَحَّبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ * قَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِطُوْلِهِ ـ

৪৫২৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহমান দারিমী (র) .... ইয়াস ইব্‌ন সালামা (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলাম। তখন সংখ্যায় আমরা চৌদ্দশ'। তদুপরি সেখানে ছিল পঞ্চাশটি বকরী, যাদের পানি পানের জন্য পর্যাপ্ত পানি ছিল না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কূয়ার কিনারায় বসলেন এবং দু'আ করলেন অথবা তাতে থুথু দিলেন। রাবী বলেন, আর অমনি পানি উথ্‌লে উঠলো। তখন আমরাও পানি পান করলাম এবং (পশুদেরকেও) পানি পান করালাম। রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বায়আতের জন্য গাছ তলায় ডাকলেন। রাবী বলেন, তারপর লোকদের মধ্যে আমি সর্বাগ্রে বায়আত হলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোকেরাও বায়আত হলো। তিনি যখন বায়আত গ্রহণ করতে করতে লোকজনের মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ অর্ধ পরিমাণে) পৌঁছলেন, তখন বললেন, হে সালামা! তুমি বায়'আত হও। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমি তো, লোকদের মধ্যে প্রথমেই বায়আত হয়েছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : আবারও হও না? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমাকে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি 'জাহাদ'

বা 'দারাবা' (ঢাল) দান করলেন। তিনি যখন বায়আত করতে করতে লোকদের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন এবং বললেন, তুমি কি আমার কাছে বায়আত হবে না, হে সালামা! রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দু' দু'বার) আপনার কাছে বায়আত হয়েছি। তিনি বললেন : আবারও হও না। তখন আমি তৃতীয় বার বায়'আত হলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তোমার সেই ঢালটি কোথায়, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম? রাবী (সালামা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চাচা আমিরের আমার সাথে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় আমার দেখা হল আমি তাঁকে তা দিয়ে দিয়েছি। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন : তুমি দেখছি পূর্ববর্তীযুগের সেই লোকের মত, যে বলেছিল, "হে আল্লাহ্! আমি এমন একজন বন্ধু চাই, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হবে।" এরপরে মুশরিকরা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠালো। আমাদের একপক্ষের লোকজন অন্যপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয় পক্ষ পরস্পরে সন্ধিবদ্ধ হলাম। রাবী (সালামা (রা) বলেন, আমি তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তার ঘোড়াকে পানি পান করাতাম এবং তার পিঠ মালিশ করতাম (আচঁড়ে দিতাম) এবং তাঁর অন্যান্য খিদমত করতাম। আমি তাঁর ওখানে খাওয়া দাওয়া করতাম। নিজের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের রাহে মুহাজির হয়েছিলাম। রাবী বলেন, তারপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হলাম এবং আমাদের একপক্ষ অপর পক্ষের সাথে মেলামেশা করতে লাগলাম তখন আমি একটি গাছ তলায় গিয়ে তার নীচের কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে তার গোড়ায় একটু শুয়ে পড়ি। এমন সময় মক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা বলতে লাগলো। আমার কাছে ওদের কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ লাগলো এবং আমি স্থান পরিবর্তন করে আর একটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো।

এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চীৎকার করে বললো, হে মুহাজিরগণ! সাহায্য! .... ইব্ন যুনায়ম নিহত হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারি উঠিয়ে ধরলাম এবং ঐ চারজনের উপর আক্রমণ চালাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলো হস্তগত করলাম এবং তা আঁটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, যে মহান সত্তা মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তোলো, তবে তার সেই অংগে আঘাত (করে বিচ্ছিন্ন) করব যেখানে তার চোখ দুটো রয়েছে (অর্থাৎ ঘাড়ে)। রাবী বলেন, তারপর তাদেরকে আমি হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, এমন সময় আমার চাচা আমির 'আবালাত' গোত্রের একজনকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসেছেন। তাকে বলা হতো মিকরায। সে ছিল আঘাত নিরোধক বস্ত্রাকৃত একটি ঘোড়ায় আসীন। আর তার সাথে সত্তর জন মুশরিক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন : "ওদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে অপকর্মের সূচনা ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং পুনরাবৃত্তিও তারাই করে।" একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "সেই পবিত্র সত্তা যিনি মক্কাপ্রান্তরে তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।"

রাবী বলেন, তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি মনযিলে আমরা অবতরণ করলাম যেখানে আমাদের ও লিহ্য়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন, যে ব্যক্তি রাতে নবী

ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে খবরদারীর জন্য পাহাড়ের উপরে আরোহণ করবে। সালামা বলেন, সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ঐ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদীনায় এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গোলাম রাবাহ্‌কে দিয়ে তাঁর উটগুলো পাঠালেন। আর আমিও তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাথে সাথে উটগুলো চারণ ভূমির দিকে নিয়ে গেলাম সেটাকে ঘাস পানি খাওয়ার জন্য। যখন আমাদের ভোর হলো, আবদুর রহমান ফাজারী চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (বিচরণরত) সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করলো। আমি তখন রাবাহ্‌কে বললাম, হে রাবাহ্! লও এই ঘোড়া নিয়ে তুমি তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌কে পৌঁছে দিও আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সংবাদ দাও যে, মুশরিকরা তাঁর চারণ ভূমির উটগুলো লুটে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম। তারপর মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার হাঁক দিলাম, 'ইয়া সাবাহা'! (ভোরের আক্রমণ) তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম ও তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি মুখে এ চরণ উচ্চারণ করছিলাম, "আমি আকওয়ার পুত্র, আজ সেই দিন, আজ ইতরকে (শায়েস্তা করার) দিন। আজকে কেমন মায়ের দুধ (খেয়েছ তা স্মরণের দিন)।" তখন আমি তাদের যে কাউকে পেয়েছি, তার উপর এরকমভাবে তীর নিক্ষেপ করেছি যে, তীরের অগ্রভাগ তার কাঁধের কোমল হাঁড় ছেদ করে বেরিয়েছে। তিনি বলেন, আমি বলতে লাগলাম, এ আঘাত নাও, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরের দিন (দুধপান স্মরণের দিন)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম এবং যখনই কোন ঘোড় সাওয়ার আমার দিকে ফিরত তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তার গোড়ায় বসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতাম। আর তাকে যখম করে ফেলতাম। অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে আসে এবং তারা সে সংকীর্ণ পথে ঢোকে আমি তখন পাহাড়ের উপর উঠে সেখান থেকে (অবিরাম) তাদের উপর পাথর গড়িয়ে দিতে থাকলাম। তিনি বলেন, এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম। যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট উটগুলোর প্রতিটি উট যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভারবাহী রূপে ছিল তা আমার পেছনে রেখে না যাই। তারা এগুলো আমার আওতায় ফেলে চলে গেল। তারপরও আমি তাদের অনুসরণ করে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ত্রিশটির বেশি চাদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে গেল। তারা যে সব বস্তু ফেলে যাচ্ছিল আমি তার প্রত্যেকটিকে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ তা দেখে চিনতে পারেন। অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। এমন সময় বদর ফাজারীর অমুক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হলো। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসলো। আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে পড়লাম। তখন সে ফাজারী বললো, ঐ যে লোকটাকে দেখছি সে কে? তারা বললো, লোকটির হাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! সেই রাতের আঁধার থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত লোকটা আমাদের পিছন থেকে সরছে না, সে আমাদের প্রতি (অবিরাম) তীর নিক্ষেপ করছে, এমনকি আমাদের যথাসর্বস্ব সে কেড়ে নিয়েছে। তখন সে বললো, তোমাদের মধ্যকার চারজন উঠে গিয়ে তার উপর চড়াও হও। তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মত নিকবর্তী স্থানে এসে পৌঁছলো, তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেন? তারা বললো, না। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি সালামা ইব্‌ন আকওয়া। কসম সেই পবিত্র সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন। আমি তোমাদের যাকেই পেতে চাইব (লক্ষ্য বানাব) তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেই আমাকে ধরতে পারবে না। তখন তাদের একজন বললো, আমিও তাই মনে করি। তিনি বলেন, তারপর তারা ফিরে গেল। আর আমি সে স্থানেই বসে রইলাম। অবশেষে আমি গাছ-গাছালি মাঝ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অশ্বারোহীদের অগ্রসর হতে দেখলাম।

তিনি বলেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আখারাম আসাদী। তাঁর পিছনে আবূ কাতাদা আনসারী। তাঁর পিছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী। তিনি বলেন, আমি তখন আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। তিনি বলেন, তখন তারা (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, হে আখরাম! ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে। আখরাম বললেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে কর তবে আমার এবং শাহাদতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো না। সালামা বলেন, তখন আমি তার পথ ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি আবদুর রহমানের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন। আর আবদুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে কতল করে দিল এবং আখরামের ঘোড়ার উপর চড়ে বসলো।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘোড় সাওয়ার আবূ কাতাদা (রা)এসে পৌছলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি মুহম্মদ ﷺ -কে মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আর পিছনে (অনেক দূর পর্যন্ত) মুহাম্মদ ﷺ এর কোন সাহাবীকেই দেখতে পেলাম না, এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধূলিও আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। এভাবে চল্‌তে চল্‌তে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা এমন একটি গিরি পথে উপনীত হল যেখানে যু-কারাদ নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করলো। তখন তারা আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেলো। এক যায়গায় পানি পান করার পূর্বেই আমি সেখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন তারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগলো আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম। আমি তাদের যে কোন একজনের নিকটবর্তী হতাম তার কাঁধের অস্থিতে তীর নিক্ষেপ করে বললাম, "আমি আকওয়ার পুত্র, ইতরদের (বোঝাবার) দিন আজ (দুধ স্মরণের দিন)"। সে তখন বললো, তার মা (পুত্র হারা হয়ে) তার জন্য কাঁদুক-তুমি কি সে আকওয়া যে আমাদের সেই ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, তোমার জানের দুশমন, (আমি) সেই তোমার ভোরবেলার আকওয়াই। তিনি বলেন, অতঃপর তারা দু'টি ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় ছেড়ে চলে গেল। তিনি বলেন, তখন আমি ঐ দু'টোকে হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, সেখানে একটি অল্প দুধভর্তি 'সাতীহা' (চর্মপাত্র) এবং একটি পানিভর্তি সাতীহা নিয়ে এসে 'আমির' আমার সাথে মিলিত হলেন। আমি তখন উযূ করলাম এবং (দুধ) পান করলাম। তারপর এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম, যখন তিনি ঐ পানির কাছে ছিলেন, যা থেকে আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা সব কিছু বর্শা ও চাদর প্রভৃতি হস্তগত করেছেন। তখন বিলাল, লোকদের কাছ থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট যবাই করেছেন এবং তার কলিজা এবং কুঁজ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য ভুনছিলেন। তিনি বলেন,আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমাদের লোকদের থেকে একশ' জনকে বাছাই করে নিয়ে সেই দুশমনদের পিছু ধাওয়া করি যাতে তাদের সকলকে এমনিভাবে হত্যা করব যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবেনা। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, চুলোর আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি তা-ই করবে ? আমি বললাম হ্যাঁ, সে পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি (নবী ﷺ) তখন বললেন : এতক্ষণে তো তারা গাতফান পল্লীতে আতিথ্য ভোগ করছে। তিনি বলেন, পরে গাতফান গোত্রের একটি লোক এল। সে বললো, অমুক তাদের জন্য একটি উট যবাহ্ করেছে। তারা যখন তার চামড়া

খসাচ্ছিল তখন তাঁরা ধুলো রাশি উড়তে দেখতে পায়। তখন তারা বলে উঠলো ওরা (আকওয়া ও তাঁর বাহিনী) তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। তখন তারা পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের ভোর হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমাদের আজকের সেরা অশ্বারোহী হচ্ছে আবূ কাতাদা আর আমাদের সেরা পদাতিক হচ্ছে সালামা। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসাবে গনীমতের দুই অংশ দিলেন। আমাকে তিনি একত্রে দুই অংশ দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে আমাকে তাঁর সাথে তাঁর উটনী 'আদবার' পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় আনসারের এমন এক ব্যক্তি, যাকে দৌড়ে কেউ পরাজিত করতে পারতো না। বলতে লাগলো-কেউ কি আছে যে, মদীনায় সর্বাগ্রে পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে? এ কথাটি সে বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলো। তিনি বলেন, যখন আমি তার এ (চ্যালেঞ্জমূলক) কথাটি শুনলাম। তখন বললাম, তুমি কি কোন সম্মানিত লোককে সম্মান দিতে জান না বা কোন ভদ্রলোককেই পরোয়া করবে না? সে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে নয়। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান, আপনি আমায় ঐ ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা হলে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, চল! ধর। তারপর আমি লাফ দিয়ে নিচে দৌঁড় মারলাম। তারপর এক বা দুই টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে রইলাম তখন পর্যন্ত আমার দম নিয়ন্ত্রণে রেখে তার পিছু পিছু দৌড় দিলাম। আরও দুই এক টিলা পর্যন্ত ধীরগতিতে চলার পর সজোরে দৌড় দিয়ে তার নিকট পৌঁছে গেলাম। এবং তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুষি মেরে বললাম, ওহে! আল্লাহ্র কসম! তুমি হেরে গেছ। তখন সে বললো, আমিও তাই মনে করছি। তিনি বলেন, অতএব আমি তার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এরপর আমরা তিনরাতের অধিক মদীনায় থাকতে পারিনি। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা খায়বারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, তখন আমার চাচা আমির (রা) প্রেরণামূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। "আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র অনুগ্রহ না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। সাদাকাও দিতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না। আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে কখনও বেপরওয়া হতে পারি না, তাই আপনি আমাদের কদম দৃঢ় রাখুন, যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হই এবং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করুন।"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি আমির। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন।" রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কারো জন্য বিশেষভাবে ক্ষমার দু'আ করতেন সেই শহীদ হতো। তিনি বলেন, তখন নিজ উটে বসা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দূর থেকে আওয়ায করে বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ্! আমিরকে দিয়ে যদি না আমাদের আরো উপকৃত করতেন ? তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা খায়বারে উপস্থিত হলাম, তখন খায়বার অধিপতি মুরাহ্হাব (মারহাব) তরবারি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এল এবং বলল, "খায়বার জানে যে, আমি মুরাহ্হাব, পূর্ণ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীরপুরুষ। রাবী বলেন, আমার চাচা আমির (রা) কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বললেন, "খায়বার জানে যে, আমি আমির অস্ত্রে সস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে অবতীর্ণ, বীর বাহাদুর নির্ভিক ব্যক্তি।" রাবী বলেন, তারপর তাদের মধ্যে আঘাত বিনিময় হলো। আমির (রা) নীচে থেকে যখন তাকে আঘাত করতে চাইলেন, তখন তা ফিরে এসে তাঁর নিজের উপরই লাগল। আর তাতে তাঁর পায়ের গোছার সংযোগ শিরা কেটে গিয়ে মৃত্যু হল। (রাবী) সালামা (রা) বলেন, তখন আমি বেরোলাম। নবী করীম ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবীকে বলাবলি করতে শুনলাম যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিরের আমলগুলো বরবাদ হয়ে গেল? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন :

(একথা)-কে বলেছে? রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনারই কয়েকজন সাহাবী। তিনি বললেন, যাঁরা এরূপ বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে এবং তার প্রতিদান সে দু'বার পাবে। তারপর তিনি আমাকে আলী (রা)-এর নিকটে পাঠালেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি এমন এক ব্যক্তিকে (আজ) পতাকা সমর্পণ করবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং (অথবা বললেন) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, তারপর আমি আলী (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তাঁর চোখ ব্যথাগ্রস্ত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চোখে থুথু দিলেন। (তাতেই) তিনি সুস্থ হলেন। তখন তিনি তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। এবারো মুরাহ্হাব বেরিয়ে এল এবং কবিতা আওড়াতে লাগল "খায়বার জানে যে, আমি মুরাহ্হাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি। যখন যুদ্ধ তার লেলিহান শিখা নিয়ে অগ্রসর হয়। তখন আলী (রা) বললেন, "আমি সে ব্যক্তি যাকে আমার মা 'হায়দার' (সিংহ) নাম রেখেছেন, যার দর্শন বন্য সিংহের মত ভয়ংকর। আমি তাদের (দুশমনদের) প্রতিদান দেই বড় বড় পাত্র দিয়ে (অর্থাৎ তাদের অবলীলায়) হত্যা করি"। এরপর তিনি মুরাহ্হাবের মাথায় তলোয়ার মারলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরই হাতে (খায়বার) বিজয় হলো। ইবরাহীম .... ইক্‌রামা ইব্‌ন আম্মার সূত্রেও এ হাদীস সুদীর্ঘরূপে বর্ণনা করেছেন।

٤٥٢٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِىُّ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهٰذَا -

৪৫২৮. আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী সুলামী (র) .... ইকরামা ইব্‌ন আম্মার (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦- بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الاية

৪৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তিনি সেই সত্তা যিনি তাদের হাতকে তোমাদের উপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত রেখেছেন।

٤٥٢٩- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَايَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ مُتَسَلِّحِيْنَ يُرِيْدُوْنَ غِرَّةَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ فَاَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ -

৪৫২৯. আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে সশস্ত্র আশি ব্যক্তি তান্‌ঈম পাহাড় থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে অবতরণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণের অসতর্কতার সুযোগ নিবে। তিনি তাদের বিনা যুদ্ধে বন্দী করলেন, এরপর তাদের জীবিত ছেড়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : (অর্থ) তিনি সেই পবিত্র সত্তা, যিনি মক্কা প্রান্তরে তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে (আক্রমণ করা হতে) বিরত রেখেছেন- তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।

٤٧ـ بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

৪৭. পরিচ্ছেদ : পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যুদ্ধযাত্রা

٤٥٣٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ اِتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خَنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَاٰهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ اُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاهٰذَا الْخَنْجَرُقَالَتْ اتَّخَذْتُهُ اِنْ دَنَا مِنِّى اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَقَرْتُ بِهٖ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوْابِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااُمَّ سُلَيْمٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَفٰى وَاَحْسَنَ * وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ قِصَّةِ اُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ ثَابِتٍ ـ

৪৫৩০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তাঁর মা) উম্মু সুলাইম হুনায়নের যুদ্ধের দিন একটি খঞ্জর ধারণ করেছিলেন। আর সেটি তাঁর সঙ্গে ছিল। আবূ তালহা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উম্মু সুলাইম। আর তার সাথে একটা খঞ্জর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : এ খঞ্জর কিসের জন্য? তিনি বললেন, এটা এজন্য নিয়েছি, যদি কোন মুশরিক আমার কাছাকাছি আসে, তবে এদিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসতে লাগলেন। তখন তিনি (উম্মু সুলাইম) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (মক্কা বিজয়ের দিন) আমাদের ছাড়া 'তুলামা' যারা (সাধারণ ক্ষমার আওতায়) ছাড়া পেয়ে গিয়েছে এবং পরাজয় বরণ (করে ইসলাম গ্রহণ) করেছে, তাদের হত্যা করে ফেলুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে উম্মু সুলাইম! প্রবল প্রতাপান্বিত ও মহামহিম আল্লাহ্ই (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট ও সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। (তিনি (আমাদের প্রতি) সদয় রয়েছেন।) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) ..... থেকে বর্ণিত উম্মু সুলাইমের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٣١ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَاجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِمَعَهُ اِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى ـ

৪৫৩১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু সুলাইমকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন আনসারের কতিপয় মহিলাকে তাঁর সাথে। তারা (আর্তদের) পানি পান করাতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করতেন।

٤٥٣٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو (وَهُوَ اَبُوْا مَعْمَرِالْمِنْقَرِىُّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (وَهُوَابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ

قَالَ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيْدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ انْثُرْهَا لاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ لاَتُشْرِفْ لاَيُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِىْ دُوْنَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ اَبِىْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلاَثًا مِنَ النُّعَاسِ ـ

৪৫৩২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কতিপয় লোক নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবূ তালহা (রা) তাঁর সামনে একটি ঢাল দিয়ে নবী ﷺ-কে আড়াল করে রেখেছিলেন। আবূ তালহা (রা) ছিলেন একজন অতি দক্ষ তীরন্দাজ। সেদিন (যুদ্ধে) তিনি দুই বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। রাবী বলেন, যখনই কোন ব্যক্তি তীর ভর্তি তুনীর নিয়ে পাশ দিয়ে যেতো, তখনই তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলতেন, এগুলো আবূ তালহার জন্য রেখে যাও। রাবী বলেন, যখনই নবী ﷺ মাথা তুলে লোকজনের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবূ তাল্হা (রা) বলে উঠতেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান! আপনি মাথা উঠাবেন না; এমন না হয় শত্রু পক্ষের তীর এসে আপনার গায়ে লাগে। আপনার সীনার জন্য রক্ষার্থে আমার সীনা নিবেদিত। আবূ তালহা বলেন, আমি (সেদিন) আবূ বকর তনয়া আয়েশা ও উম্মু সুলাইমকে এমন অবস্থায় দেখেছি, তাঁরা তাঁদের পিঠে পানির মশক বয়ে আনছিলেন। তখন তাঁরা এমনভাবে কাপড় গুছিয়ে চলছিলেন যে, আমি তাদের নলীর খাড়ু দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা তাদের (আহতদের) মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তাঁরা আবার গিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন। আবূ তালহার হাত থেকে সেদিন তন্দ্রার ঘোরে দুইবার বা তিনবার তলোয়ার পড়ে যায়।

٤٨ـ بَابُ النِّسَاءُ الْغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلاَ يُسْهَمُ وَالنَّهْىُ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ اَهْلِ الْحَرْبِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের অনুদান রূপে কিছু দেয়া যাবে। তাদের জন্য গনীমতের নির্ধারিত অংশ নেই। শত্রুপক্ষের (অযোদ্ধা) শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ।

٤٥٣٣ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِىْ ابْنَ بِلاَلٍ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْاَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلاَلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ لاَ اَنْ اَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ كَتَبَ اِلَيْهِ نَجْدَةُ اَمَّا بَعْدُ فَاَخْبِرْنِىْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتٰى يَنْقَضِىْ يُتْمُ الْيَتِيْمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْاَلُنِىْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ

বালক সম্পর্কে জানতে পেয়েছিলেন, যাকে তিনি হত্যা করছিলেন, (তবে স্বতন্ত্র কথা) এ হাদীসের একজন রাবী ইসহাক (র) তাঁর বর্ণনায় হাদীসের এতটুকু বর্ধিত বলেছেন। আর যদি তুমি মু'মিনকে বাছাই করতে পারো মু'মিনকে, তবে তুমি কাফিরকে হত্যা করবে এবং মু'মিনকে ছেড়ে দেবে।

٤٥٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُوْرِىُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنِ الْيَتِيْمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ وَعَنْ ذَوِىْ الْقُرْبٰى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيْدَ اكْتُبْ اِلَيْهِ فَلَوْلاَ اَنْ يَقَعَ فِىْ اُحْمُوْقَةٍ مَاكْتَبْتُ اِلَيْهِ اُكْتُبْ اِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِىْ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَىْءٌ وَاِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يُحْذَيَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِىْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَاَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ اِلاَّ اَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوْسٰى مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِىْ قَتَلَهُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِىْ عَنِ الْيَتِيْمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اِسْمُ الْيُتْمِ وَاِنَّهُ لاَيَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتّٰى يَبْلُغَ وَيُوْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِىْ عَنْ ذَوِىْ الْقُرْبٰى مَنْ هُمْ وَاِنَّا زَعَمْنَا اَنَّاهُمْ فَاَبٰى ذَالِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا -

৪৫৩৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাজদা ইব্‌ন 'আমির হারুরী (খারিজী) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইল, জিহাদে উপস্থিত গোলাম ও নারীদের গনীমতের অংশ দেওয়া হবে কি? আর (শত্রুপক্ষের) বালকদের হত্যা সম্পর্কে এবং ইয়াতীম সম্পর্কে যে, কখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটবে? এবং 'যাবিল কুরবা' বা (রাসূলের) নিকটাত্মীয় কারা? তখন তিনি ইয়াযীদকে বললেন, তুমি তাকে লিখ, তার নির্বুদ্ধিতায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি তাকে লিখাতাম না। লিখ, তুমি আমাকে লিখেছো এ প্রশ্ন করে যে, যারা জিহাদে যোগ দিয়েছে এমন নারী এবং গোলামকে কি গনীমতের কিছু দেওয়া হবে? তাদের (নির্ধারিত) কিছুই দেওয়া হবে না। তবে বখ্‌শীশ্‌রূপে (অনুদান) রূপে যেতে পারে। তুমি আমাকে প্রশ্ন করে লিখেছ বালকদের হত্যা সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও তাদেরকে হত্যা করেননি এবং তুমিও তাদেরকে হত্যা করবে না। তবে, যদি তুমি তাদের ব্যাপারে তা জানতে পারো যা মূসা (আ)-এর সঙ্গী (খিযির আ) জানতে পেরেছিলেন, যে ছেলেটিকে তিনি হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে (তা স্বতন্ত্র কথা)। তার ইয়াতীম নাম ঘুচবে না যতক্ষণ না সে বালিগ হবে এবং তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত হবে। আর তুমি আমাকে 'যাবিল কুরবা', সম্বন্ধে প্রশ্ন করে লিখেছ যে, তারা কারা? আমরা মনে করতাম, আমরাই তাঁরা। কিন্তু আমাদের (ক্ষমতাশীন) লোকেরা তা অস্বীকার করেছে।

٤٥٣٦- حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَبْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَالْحَدِيْثِ بِطُوْلِهِ -

৪৫৩৬. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্‌র আবদী (র) .... ইয়াযীদ ইব্ন হরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নাজদা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পত্র লিখে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ ইসহাক বলেন, ... সুফিয়ান (র) অনুরূপ হাদীস বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

٤٥٣٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِيْنَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْ اَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيْهِ مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةُ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبٰى الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ مَنْ هُمْ وَاِنَّا كُنَّا نَرٰى اَنَّ قَرَابَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُمْ نَحْنُ فَاَبٰى ذَالِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيْمِ مَتٰى يَنْقَضِىْ يُتْمُهُ وَاِنَّهُ اِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَاُوْنِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ اِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضٰى يُتْمُهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِيْنَ اَحَدًا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ اَحَدًا وَاَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ اَحَدًا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَاعَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِيْنَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُوْمٌ اِذَا حَضَرُوْا الْبَأْسَ فَاِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُوْمٌ اِلَّا اَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ-

৪৫৩৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... কায়িস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হরমুয (রা)-কে আমি এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইয়াযীদ ইব্ন হরমুয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইব্ন আমির ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পত্র লিখে। রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) যখন তাঁর পত্রখানি পাঠ করেন এবং যখন তিনি তার জবাব লিখেন তখন আমি তাঁর (ইব্ন আব্বাস) সামনেই উপস্থিত ছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, যদি সে (অপকর্মের) দুর্গন্ধে পতিত হবে বলে আশংকা না করতাম তবে আমি তার কাছে জবাব লিখতাম না। তার চোখ (কোন দিন) না জুড়াক[১]। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাকে লিখলেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, আল্লাহ্ (গনীমতের অংশ সংক্রান্ত আয়াতে) (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) সে ঘনিষ্ঠজন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তাহা কারা? আমরা মনে করতাম, আমরাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু আমাদের গোত্রের লোকেরা তা অস্বীকার করে। আর তুমি ইয়াতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ যে, কখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটে? যখন সে বিবাহযোগ্য হয়, তার মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা পরিলক্ষিত হয় এবং তার সম্পদ তার কাছে প্রত্যর্পণ করা (সংঘত) হয়, তখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটে। আর তুমি প্রশ্ন করেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মুশরিকদের কোন ছেলে সন্তানকে হত্যা করতেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনদিন তাদের ছেলে সন্তানদের কাউকে হত্যা করেন নি। সুতরাং তুমিও তাদের কাউকে হত্যা করবে না। অবশ্য যদি তুমি অবগত হও, যা অবগত হয়েছিলেন খিযির (আ) সে বালকটির সম্পর্কে যখন তিনি তাকে হত্যা করেন। আর তুমি

১. জানা যায় ঐ ব্যক্তি কুখ্যাত খারিজী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল বলেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এরূপ বলেছিলেন এবং পত্রের জবাব দানে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রশ্ন করেছ, নারী ও গোলাম সম্পর্কে, যখন তারা যুদ্ধে উপস্থিত থাকে, তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ নেই। তবে লোকদের গনীমতের মাল থেকে তারা বখশীশ্ (অনুদান) পায়।

٤٥٣٨- حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ۔

৪৫৩৮. আবূ কুরায়েব (র) .... ইয়াযিদ ইব্‌ন হরমুয (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে লিখেছিল, রাবী এ হাদীসের কিছু অংশ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তাঁদের হাদীসসমূহের মতো তিনি কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করেন নি।

٤٥٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى۔

৪৫৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... উম্মু আতিয়্যা আন্‌সারীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের শিবিরের পশ্চাতে অবস্থান করতাম। তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা (দেখা শুনা) করতাম।

٤٥٤٠- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ۔

৪৫৪০. আমর আন নাকিদ (র) ....হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র)-এর এই সূত্রেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٩- بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর যুদ্ধসমূহের সংখ্যা

٤٥٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ۔

৪৫৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) লোকজনকে নিয়ে ইস্তিকার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায়

করলেন এরপর বৃষ্টির জন্যে দু'আ করলেন। রাবী বলেন, সেদিন আমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বলেন, আমার এবং তাঁর মাঝখানে একজন ছাড়া কোন লোক ছিলনা। অথবা তিনি বলেছেন, আমার এবং তাঁর মাঝখানে কেবল একজন লোক ছিলেন, আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতগুলো যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। তখন আমি বললাম আপনি তাঁর সঙ্গে কতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরটি যুদ্ধে। রাবী বলেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম, সর্ব প্রথম তিনি কোন্ যুদ্ধটি করেছেন? তিনি বললেন, যাতুল-উসায়র বা (যাতুল) উশায়র।

٤٥٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَاتِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَاهَا جَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ-

৪৫৪২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনিশটি যুদ্ধ করেছেন। আর হিজরতের পর একটি মাত্র হজ্জ করেছিলেন, যেটি ছাড়া আর কোন হজ্জ করেননি-তা হল বিদায় হজ্জ।

٤٥٤٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرُ لَمْ اَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا اُحُدًا مَنَعَنِىْ اَبِىْ فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ يَوْمَ اُحُدٍ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ قَطُّ-

৪৫৪৩ যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে উনিশটি যুদ্ধ করেছি। জাবির (রা) বলেন, আমি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমার পিতা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধে (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ নিহত হলেন, তারপর থেকে আমি আর কখনো কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পশ্চাৎপদ থাকিনি।

٤٥٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَاحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتَلَ فِىْ ثَمَانٍ مِنْهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ بَكْرٍ مِنْهُنَّ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ-

৪৫৪৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারমী (র) .... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে আটটিতে তিনি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করেন। রাবী আবূ বাকর 'এর মধ্যে' (مِنْهُنَّ) শব্দটি বলেন নি এবং তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন' বলে উল্লেখ করেছেন।

٤٥٤٥- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ غَزَامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً -

৪৫৪৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) .... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

٤٥٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِى ابْنُ اسْمَاعِيْلَ) عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَ ابْنُ اَبِى عُبَيْدٍ) قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا اَبُوْبَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ -

৪৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস (র) .... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি যতগুলি ক্ষুদ্র অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে নয়টি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। কখনো আমাদের সেনাপতি ছিলেন আবূ বাকর (রা) আর কখনো আমাদের সেনাপতি ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)।

٤٥٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ كِلْتَيْهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ -

৪৫৪৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হাতিম (র) এ হাদীসটি উল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় উভয় ধরনের সাতটি অভিযানের সংখ্যা বলেছেন।

٥٠- بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

৫০. পরিচ্ছেদ : যাতুর-রিকা যুদ্ধ অভিযান

٤٥٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ (وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ عَامِرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ قَالَ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِىْ فَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلٰى اَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قَالَ اَبُوْبُرْدَةَ فَحَدَّثَ اَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ كَرِهَ ذٰلِكَ قَالَ كَاَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ اَفْشَاهُ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ وَزَادَنِىْ غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللّٰهُ يَجْزِىْ بِهِ -

৪৫৪৮. আবূ আমির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আশ্‌আরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা হামদানী (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একটি যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। আমাদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে ছিল একটি উট, যার উপর আমরা পালাক্রমে সাওয়ার হতাম। তিনি বলেন, এতে আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। আমার দু'পা এতই বিক্ষত হয় যে, আমার পায়ের নখগুলো উপড়ে পড়ে যায়। তাই

আমরা আমাদের পায়ে পট্টী বেঁধেছিলাম। এ কারণে এ অভিযান 'যাতুর-রিকা' (رقعة কাপড়ের টুকরা, এর বহুবচন رقاع) নামে অভিহিত হয়। যেহেতু আমরা আমাদের পা কাপড়ের টুকরা দিয়ে পেঁচিয়েছিলাম। আবূ বুরদা (র) বলেন, আবূ মূসা (রা) এ হাদীসটি একবার বর্ণনা করার পর পুনরায় বর্ণনা করা পছন্দ করেননি। রাবী বলেন, এ দ্বারা তাঁর আমলের প্রকাশ পায় বলে তিনি তা ব্যক্ত করা পছন্দ করেন নি। আবূ উসামা বলেন, বুরায়দ ছাড়া এ হাদীসের অন্য রাবী একথা অধিক বলেছেন, "আল্লাহ্ তার প্রতিদান দিবেন"।

٥١- بَابُ كَرَاهَةِ الْاِسْتِعَانَةِ فِى الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

৫১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ অভিযানে কোন কাফিরের সাহায্য গ্রহণ মাকরূহ

٤٥٤٩- حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ اَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْاَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاَوْهُ فَلَمَّا اَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِئْتُ لاَتَّبِعَكَ وَاُصِيْبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ اَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا قَالَ اَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَاَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ اَوَّلَ مَرَّةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلِقْ-

৪৫৪৯. যুহায়র ইব্ন হারব,আবূ তাহির (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর অভিমুখে রওনা হলেন। যখন তিনি 'হাররাতুল ওবারা' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন এমন এক ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলো, যার শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার প্রসিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সে যখন সাক্ষাৎ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো, আমি আপনার সঙ্গে যেতে এবং আপনার সঙ্গে (গনীমত) পেতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা'হলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। আয়েশা (রা) বলেন, তখন লোকটি চলে গেল। যখন আমরা 'শাজারায়' উপনীত হলাম, তখন সে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করলো এবং তার পূর্বের কথার পুনরুক্তি করলো নবী ﷺ ও তাঁর পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। এবারও সে চলে গেল। তারপর সে আবার 'বায়দা'তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে প্রথমবারের মত জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ কর? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এখন (আমাদের সাথে) চল।

كِتَابُ الْإِمَارَةِ

অধ্যায় : রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন

١- بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلاَفَةُ فِى قُرَيْشٍ

১. পরিচ্ছেদ : জনগণ কুরায়শ-এর অনুগামী এবং খিলাফত কুরায়শ-এর জন্য।

٤٥٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِى ابْنَ الْحِزَامِيَّ) ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَقَالَ عَمْرٌو رِوَايَةً النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِىْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ-

৪৫৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "জনগণ এর বিষয়ে (প্রশাসনিক ব্যাপারে) কুরায়শের অনুসারী। মুসলিমরা তাঁদের মুসলমানদের এবং কাফিররা তাঁদের কাফিরদের (অনুসারী)।

٤٥٥١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِىْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ-

৪৫৫১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)........ হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যে সকল হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন সেগুলোর মধ্যে একটি হল যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকজন এই ব্যাপারে কুরায়শের অনুসারী মুসলিমরা মুসলিমদের অনুসারী এবং কাফিররা কাফিরদের অনুসারী।

٤٥٥٢- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا جُرَيْجٌ حَدَّثَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ-

৪৫৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, নবী ﷺ বলেছেন : লোকজন ভাল-মন্দে (উভয় ব্যাপারেই) কুরায়শের অনুসারী।

٤٥٥٣- وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِيْ قُرَيْشٍ مَابَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ-

৪৫৫৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এ কর্তৃত্ব সর্বদা কুরায়শের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত (দুনিয়ার) দু'জন মানুষও বেঁচে থাকবে।

٤٥٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الطَّحَّانَ) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ لاَيَنْقَضِي حَتّٰى يَنْقَضِيَ فِيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لاَبِيْ مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ-

৪৫৫৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও রিফা'আ ইব্‌ন হায়ছাম ওয়াসিতী (র)....... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, শাসন ক্ষমতার ব্যাপারটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা অতিবাহিত হবেন। তারপর তিনি কিছু বললেন, যা আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বললেন? তিনি বললেন যে, তিনি বলেছেন, তাদের সকলেই হবে কুরায়শ বংশোদ্ভূত।

٤٥٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ اَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ فَسَاَلْتُ اَبِيْ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ-

৪৫৫৫. ইব্‌ন আবূ উমার (র)........ জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের (শাসনের) বিষয়টি চলমান (মুসলিম শাসন) থাকবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বারজন শাসক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। জাবির (র) বলেন, এরপর নবী ﷺ একটি কথা বললেন, যা আমার কাছে অস্পষ্ট হল। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বললেন? তিনি বললেন, (বলেছেন,) সবাই কুরায়শ বংশোদ্ভূত হবে।

٤٥٥٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ لاَيَزَالُ اَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا ـ

৪৫৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ...... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি তাতে "লোকদের মধ্যে শাসন ক্ষমতা চলতে থাকবে" কথাটির উল্লেখ করেননি।

٤٥٥٧- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ الاِسْلاَمُ اِلَى اُثْنَى عَشَرَخَلِيْفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لاَبِىْ مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ـ

৪৫৫৭. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ আযদী (র).... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বারজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম (প্রবল পরাক্রান্ত অবস্থায়) চলতে থাকবে। তারপর তিনি একটি শব্দ কি বললেন যা আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেছেন? তিনি বললেন, (বলেছেন,) তাঁদের সকলেই হবে কুরায়শ বংশোদ্ভূত।

٤٥٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَزَالُ هٰذَا الاَمْرُ عَزِيْزًا اِلَى اُثْنَىْ عَشَرَ خَلِيْفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَئٍ لَمْ اَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لاَبِىْ مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ـ

৪৫৫৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এ বিষয়টি (ইসলামী রাষ্ট্র) পরাক্রমশালী থাকবে বারজন খলীফা পর্যন্ত। রাবী বলেন, তারপর তিনি কিছু বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার বললাম। তিনি কি বললেন? তিনি বললেন, (বলেছেন :) তাঁদের সকলেই হবে কুরায়শ থেকে।

٤٥٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْنُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اَنْطَلَقْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعِىَ اَبِىْ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ عَزِيْزًا مَنِيْعًا اِلَى اُثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً ـ فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيْهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لاَبِىْ مَا قَالَ ؟ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ـ

৪৫৫৯. নসর ইব্ন আলী জাহযামী আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র)...... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমার সাথে আমার পিতাও ছিলেন। আমি তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, এ দীন পরাক্রান্ত, সুরক্ষিত থাকবে বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। তারপর তিনি কোন কথা বললেন, লোকজনের কথাবার্তার দরুন আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, তিনি কি বললেন? (তিনি বললেন,) বলেছেন, তাঁদের সকলেই হবে কুরায়শ বংশের লোক।

٤٥٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ يَقُولُ لاَ يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ -

৪৫৬০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আমির ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন সামুরা (রা) এর নিকট আমার গোলাম নাফি' মারফত পত্র পাঠালাম যে, আপনি আমাকে এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে লিখলেন ঃ জুমার দিন সন্ধ্যায় যে দিন (মা'ইজ) আসলামীকে রজম করা হয়, সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এ দীন অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ কিয়ামত কায়েম হয় অথবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, এঁদের সকলেই হবে কুরায়শ থেকে। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, মুসলমানদের একটি ছোট্ট দল জয় করবে শ্বেতভবন যা কিসরা (কিংবা কিসরা বংশের) মহল। আমি আরও বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের প্রাক্কালে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।" আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, "তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে।" আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, "হাওযে (কাউসারে) আমি তোমাদের অগ্রবর্তী হবো।"

٤٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ -

৪৫৬১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' .... আমির ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে তিনি ইব্ন সামুরা আদবীর নিকট চিঠি পাঠান যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি...... পরবর্তী অংশ হাতিমের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢- بَابُ الإِسْتِخْلاَفِ وَتَرْكِهِ

২. পরিচ্ছেদ : খলীফা মনোনয়ন করা এবং না করা

٤٥٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا

اسْتَخْلِفْ فَقَالَ اَتَحَمَّلُ اَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ اَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لاَعَلَيَّ وَلاَ لِيْ فَاِنْ اَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يَعْنِيْ اَبَا بَكْرٍ) وَاِنْ اَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ حِيْنَ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ ـ

৪৫৬২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন আহত হলেন তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। লোকজন তাঁর প্রশংসা করল তারপর বললো, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! তিনি তখন বললেন, আমি আশাবাদী ও সন্ত্রস্ত। তখন লোকেরা বললো, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যান। তখন তিনি বললেন, আমি কি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই তোমাদের বোঝা বহন করব? আমার আকাঙ্ক্ষা খিলাফতের ব্যাপারে আমার সমান সমান হোক (শুধু নিষ্কৃতি জুটুক)। আমার উপর কোন অভিযোগও অর্পিত না হোক, আর আমি লাভবানও না হই। আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করি তবে (তার দৃষ্টান্ত আছে কেননা,) আমার চাইতে যিনি উত্তম ছিলেন তিনি (অর্থাৎ আবূ বকর (রা) খলীফা মনোনীত করে গিয়েছেন। আর যদি আমি তোমাদের (খলীফা মনোনীত না করেই) ছেড়ে যাই, তবে আমার চেয়ে উত্তম যিনি ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন। রাবী আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উমর) বলেন, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করলেন তখনই আমি বুঝে নিই যে, তিনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন না।

٤٥٦٣ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ اِسْحٰقُ وَعَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعَلِمْتَ اَنَّ اَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ اِنَّهُ فَاعِلٌ قَالَ فَحَلَفْتُ اَنِّيْ اُكَلِّمُهُ فِيْ ذٰلِكَ فَسَكَتُّ حَتّٰى غَدَوْتُ وَلَمْ اُكَلِّمْهُ قَالَ فَكُنْتُ كَاَنَّمَا اَحْمِلُ بِيَمِيْنِيْ جَبَلاً حَتّٰى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَاَلَنِيْ عَنْ حَالِ النَّاسِ وَاَنَا اُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ مَقَالَةً فَاٰلَيْتُ اَنْ اَقُوْلَهَا لَكَ زَعَمُوْا اَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَاِنَّهُ لَوْكَانَ لَكَ رَاعِيْ اِبِلٍ اَوْرَاعِيْ غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ اَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ اَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِيْ فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ اِلَيَّ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِيْنَهُ وَاِنِّيْ لَئِنْ لاَ اَسْتَخْلِفْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَاِنْ اَسْتَخْلِفْ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَدًا وَاَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ ـ

৪৫৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, ইব্‌ন আবূ উমার, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' এবং আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান যে, তোমার পিতা কাউকে খলীফা মনোনীত করছেন না? আমি বললাম, তিনি এমনটা করবেন না। তিনি বললেন, তিনি তা-ই করবেন। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তখন আমি এ মর্মে শপথ করলাম যে, আমি

অবশ্যই এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো। এরপর আমি নীরব থাকলাম। পরের দিন ভোর পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে তা আলাপ করিনি। রাবী বলেন, আমার মনে হলো যেন, আমি আমার শপথের কারণে একটি পাহাড় বহন করছি। অবশেষে আমি ফিরে এলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত উমার (রা)-এর) কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি তাঁকে তা অবহিত করলাম। তারপর আমি তাঁকে বললাম, আমি লোকজনকে একটি কথা বলাবলি করতে শুনে আমি তা আপনাকে বলবো বলে শপথ করেছি। লোকেরা বলছে যে, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন না। অথচ আপনার যদি কোন উটের-রাখাল বা ছাগলের রাখাল থাকে আর সে (রাখাল বিহীন রূপে) তার পাল পরিত্যাগ করে আপনার কাছে চলে আসে, তা হলে আপনি নিশ্চয়ই মনে করবেন যে, সে পশুপালের সর্বনাশ করেছে। মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটি তার চাইতেও গুরুতর। আমার কথা তাঁর অন্তরে রেখাপাত করলো এবং তিনি কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, অবশ্যই মহিমান্বিত মহান আল্লাহ্ তাঁর দীনের হিফাযত করবেন। আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত না করি তবে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ও তো কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাননি। আর যদি আমি কাউকে খলীফা মনোনীত করি তবে আবূ বকর (রা) খলীফা মনোনীত করে গেছেন। তিনি (ইব্ন উমর) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর কথা উল্লেখ করলেন, তখনই আমি বুঝে ফেলি যে, তিনি কাউকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমকক্ষ করবেন না এবং তিনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন না।

٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الاِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا.

৩. পরিচ্ছেদ : নেতৃত্ব প্রার্থনা ও ক্ষমতার প্রতি লোভে নিষেধাজ্ঞা

٤٥٦٤- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ لاَتَسْأَلِ الاِمَارَةَ فَانَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا -

৪৫৬৪. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)........ আবদুর রাহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে, আবদুর রাহমান! তুমি শাসন ক্ষমতা চাইবে না। কেননা, যদি তুমি তোমার চাওয়ার মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হও, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর যদি তুমি চাওয়া ব্যতীত তা প্রাপ্ত হও, তবে এ ব্যাপারে তুমি (আল্লাহ্র তরফ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

٤٥٦٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ وَمَنْصُوْرٍ وَحُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ -

৪৫৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আলী ইব্ন হুজর সা'দী, আবূ কামিল জাহদারী........ আবদুর রাহমান ইব্ন সামুরা (রা) নবী ﷺ থেকে জারীরের হাদীছের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِىْ عَمِّى فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ لاَنُوَلِّى عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَاَلَهُ وَلاَ اَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ -

৪৫৬৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি এবং আমার দু'চাচাত ভাই নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। ঐ দুই ব্যক্তির একজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মহান আল্লাহ্ আপনাকে যে সমস্ত রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তার কিছু অংশে আমাদেরকে 'আমীর' নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ বললো। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এমন কাউকে নেতৃত্বে আসীন করি না, যে তার জন্য প্রার্থী হয় এবং যে তার জন্য লালায়িত হয়।

٤٥٦٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ مُوْسٰى اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعِى رَجُلاَنِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِىْ وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِىْ فَكِلاَهُمَا سَاَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَسْتَاكُ فَقَالَ مَاتَقُوْلُ يَااَبَا مُوْسٰى اَوْيَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَااَطْلَعَانِىْ عَلَى مَا فِىْ اَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْقَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ اَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَه وَلَكِنِ اذْهَبْ اَنْتَ يَااَبَا مُوْسٰى اَوْ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اَتْبَعَهُ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ اَنْزِلْ وَاَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ قَالَ مَاهٰذَا قَالَ هٰذَا كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِيْنَهُ دِيْنَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَبِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا مُعَاذُ اَمَّا اَنَا فَاَنَامُ وَاَقُوْمُ وَاَرْجُوْ فِىْ نَوْمَتِىْ مَا اَرْجُوْ فِىْ قَوْمَتِىْ -

৪৫৬৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন (একদা) আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার সাথে আশ'আরী বংশের দু'জন লোক ছিল। তাদের একজন আমার ডানে অপর জন আমার বামে ছিল। তাদের দু'জনই (পদে) নিযুক্তি প্রার্থনা করলো। নবী ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। তখন তিনি (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন : হে আবূ মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়িস! তুমি কি বল? তিনি বলেন, আমি বললাম, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! তাদের অন্তরে যে কি রয়েছে সে সম্পর্কে তারা আমাকে অবহিত করেনি, আর আমি টের পাইনি যে, তারা আপনার কাছে (পদে) নিযুক্তি প্রার্থনা করবে। রাবী বলেন, আমি যেন (স্পষ্টই) তাঁর

ওষ্ঠ মুবারকের নীচে মিসওয়াক দেখতে পাচ্ছি (তাঁর) মাড়ি গোশত মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন : আমরা আমাদের কোন কাজে কখনো এমন লোককে নিযুক্তি প্রদান করি না– যে তার জন্য লালায়িত। বরং তুমি যাও হে আবূ মূসা অথবা তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়িস! এবং তিনি তাঁকে ইয়ামানের শাসক করে পাঠালেন। এরপর তিনি মু'আয ইব্ন জাবালকে তাঁর পরে পাঠালেন। তিনি (মুআয) যখন তাঁর (আবূ মূসার) নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন : অবতরণ করুন এবং তিনি একটি আসন পেতে দিলেন। তখন তাঁর নিকট হাত বাঁধা অবস্থায় একটি লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এ লোকটি কে? জবাবে তিনি বললেন, লোকটি প্রথমে ইয়াহূদী ছিল, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে আবার তার বাতিল ধর্মে ফিরে যায় এবং ইয়াহূদী হয়ে যায়। মু'আয (রা) বললেন, যতক্ষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা না হবে, ততক্ষণ আমি বসবো না। তিনি (আবূ মূসা) বললেন, বসুন, তা-ই হবে। তিনি (মুআয) বললেন, বসলাম। যতক্ষণ না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা হয়। এরূপ তারা তিনবার বলাবলি করলেন। এরপর তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো। তারপর তারা রাত্রি জাগরণ (তাহাজ্জুদ) সম্পর্কে পরস্পর আলাপ আলোচনা করলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে মুআয (রা) বললেন-আমার অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি (রাত্রির কতক অংশে) নিদ্রাও যাই আবার (কতক অংশে ইবাদতে) জাগারণও করি, এবং আমার নিদ্রায়ও সেরূপ (সাওয়াবই) প্রত্যাশা করি যেরূপ (সাওয়াব) প্রত্যাশা করি আমার জাগরণে (ও ইবাদতে)।

٤ـ باب كراهة الامارة بغير ضرورة

৪. পরিচ্ছেদ : বিনা প্রয়োজন ক্ষমতা গ্রহণ করা অনভিপ্রেত

٤٥٦٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى اَبِىْ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بَكْرِبْنُ عَمْرٍو عَنْ الْحرِثِ بْنِ يَزِيْدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْاَكْبَرِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِىْ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِىْ ثُمَّ قَالَ يَااَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَاِنَّهَا اَمَانَةٌ وَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ اِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا ـ

৪৫৬৮. আবদুল মালিক ইব্ন শুআইব ইবন্ লাইস (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে কোন কাজে (দায়িত্বে) নিযুক্ত করবেন না? রাবী বলেন, তিনি তখন তাঁর পবিত্র হাতে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন : হে আবূ যার! তুমি দুর্বল অথচ এটা হচ্ছে একটা আমানত। আর কিয়ামতের দিন এ হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে এটি যথাযথ রূপে গ্রহণ করবে এবং তার দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন করবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।

٤٥٦٩ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِىْ

سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَاذَرٍّ اِنِّيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَ اِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَااُحِبُّ لِنَفْسِيْ لاَ تَاَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ۔

৪৫৬৯. যুহায়র ইব্ন হারব্ এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন : হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। কোন দুই ব্যক্তির উপরও কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করো না এবং ইয়াতীমের সম্পদের মুতাওয়াল্লীও (তত্ত্বাবধায়ক) হতে যেয়ো না।!

٥- بَابُ فَضِيْلَةِ الاِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثُّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ اِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

৫. পরিচ্ছেদ : ন্যায়পরায়ণ শাসকের ফযীলত ও যালিম শাসকের শাস্তি। শাসিতদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন ও কঠোরতা বর্জন।

٤٥٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو (يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْبَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَايَدَيْهِ يَمِيْنُ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا ـ

৪৫৬৯. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকটে নূরের মিম্বর সমূহে মহিমান্বিত দয়ালু (আল্লাহ্র)-এর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমান্বিত)। (সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে) ঐ সব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।

٤٥٧١- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْاَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِيْ غَزَاتِكُمْ هٰذِهِ فَقَالَ مَانَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا اِنْ كَانَ لَيَمُوْتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيْرُ فَيُعْطِيْهِ الْبَعِيْرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيْهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ اِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيْهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ اَمَا اِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِيْ الَّذِيْ فَعَلَ فِيْ مُحَمَّدِبْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَخِيْ اَنْ اُخْبِرَكَ مَاسَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ بَيْتِيْ هٰذَا اللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ۔



৪৫৭১. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়িলী (র) .... আবদুর রহমান ইব্ন শুমাসাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট কোন এক ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য গেলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি কোথাকার লোক ? আমি বললাম, আমি একজন মিসরবাসী। তখন তিনি বললেন, তোমাদের নেতা (সেনাপতি) তোমাদের অভিযান পরিকল্পনায় কেমন লোক ছিলেন? রাবী বলেন, আমরা তো তার নিকট থেকে কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা লাভ করিনি। যদি আমাদের কোন ব্যক্তির উট মারা যেতো তিনি তাকে উট দিতেন। গোলাম মারা গেলে গোলাম দিতেন, কারো জীবিকার প্রয়োজন হলে তিনি তাকে জীবিকা প্রদান করতেন। তখন তিনি বললেন : আমার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের সাথে যা (দুর্ব্যবহার) করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার এই ঘরে যা বলতে শুনেছি তা তোমাকে অবহিত করা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারছি না (তিনি বলেছিলেন) হে আল্লাহ্! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি কঠোর হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব ভার লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি (নম্র ও) সদয় হও।

٤٥٧٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪৫৭২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন শুমাসা (র) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

৪৫৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র) ..... ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বান এবং প্রত্যেকেই তার (দায়িত্ব অর্পিত) অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের উপর দায়িত্বান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী (স্ত্রী) তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের উপর দায়িত্বান- সে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মুনিবের মাল সম্পদের উপর দায়িত্বান, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব-স্ব স্থানে) এক এক জন দায়িত্বান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

٤٥٧٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ (يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى الْقَطَّانَ) كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا

حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِىْ عُثْمَانَ) ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَاابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ۔

৪৫৭৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ সকলেই উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর থেকে অন্য সনদে আবূ রাবী ও আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আইলী (র) সকলেই .... নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নাফি' (র) থেকে লায়স (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔

৪৫৭৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন হুজর ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, ... তারপর না'ফি (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করতে শুনেছি। যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমার মনে হয় নবী ﷺ বলেছেন, পুরুষ (পুত্র) তার পৈত্রিক সম্পদের উপর দায়িত্ববান এবং সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

٤٥٧٦- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى۔

৪৫৭৬. আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٧٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ فَقَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِىَّ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ مَعْقِلُ اِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ لِىْ حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ

৪৫৭৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ..... হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার মুযানী (রা)-কে তাঁর মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যান। তখন মা'কিল তাঁকে বলেন : আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে আমার শ্রুত হাদীস বর্ণনা করবো। যদি আমি জানতাম যে, আমার আরও আয়ু আছে তবে আমি তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দাকে আল্লাহ্ কোন প্রজাকূলের (জনতার) উপর দায়িত্বশীল করেছেন অথচ সে যখন মারা যায় তখনও সে তার প্রজাকূলের প্রতি প্রতারণাকারী থাকে তবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দেন।

٤٥٧٨ـ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى الاَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ اَلاَ كُنْتَ حَدَّثْتَنِىْ هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ اَوْلَمْ اَكُنْ لاُحَدِّثَكَ ـ

৪৫৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ..... হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন যিয়াদ (র) মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর কাছে উপনীত হলেন। তিনি তখন (গুরুতর) পীড়ায় ভুগছেন। তারপর আবুল আশহাব (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী অধিক বলেছেন, আপনি আজকের আগে এ হাদীস আমার কাছে ব্যক্ত করেননি কেন? তিনি বলেন, আমি পূর্বে তোমার কাছে (ইচ্ছা করেই) ব্যক্ত করিনি, অথবা বলেছেন আমি তা (বিশেষ কারণে) তোমার কাছে ব্যক্ত করতে চাইনি।

٤٥٧٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِىْ مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ اِنِّىْ مُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ لَوْلاَ اَنِّىْ فِى الْمَوْتِ لَمْ اُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ اَمِيْرٍ يَلِىْ اَمْرَالْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ اِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

৪৫৭৯. আবূ গাস্সান মিসমাঈ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবূ মালীহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ মা'কিল (রা) ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-এর পীড়িত অবস্থায় তাঁর কাছে যান। তখন মা'কিল (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আমি এমন একটা হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করবো যে, যদি আমি মৃত্যুর মুখোমুখি না হতাম তবে তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন আমীর যার উপর মুসলিমদের শাসনভার অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টিত না হয় বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

٤٥٨٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ الْعَمِّىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ اَخْبَرَنِى سَوَادَةُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَاَتَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُوْدُهُ نَحْوَحَدِيْثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

৪৫৮০. উক্‌বা ইব্‌ন মুকাররাম আম্মী ..... আবূল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) পীড়িত হলেন। তখন উবায়াদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে রোগ শয্যায় দেখতে যান। অবশিষ্ট অংশ মা'কিল থেকে হাসান (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤٥٨١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَاِنَّمَا اَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ اِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَ هُمْ وَفِى غَيْرِهِمْ-

৪৫৮১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ..... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী আ'ইয ইব্‌ন আমর (রা) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি "নিকৃষ্টতম রাখাল (দায়িত্বশীল ও প্রশাসক) হচ্ছে অত্যাচারী শাসক।" তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। তখন সে বললো, বসে পড়! তুমি হচ্ছো নবী করীম ﷺ-এর সাহাবিগণের ভূষি স্বরূপ। জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যেও কি ভূষি রয়েছে? ভূষী তো তাদের পরবর্তীদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে।

٦- بَابُ غِلَظِ تَحْرِيْمِ الْغُلُوْلِ ٠

৬. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাৎ হারাম হওয়ার কঠোরতা

٤٥٨٢- حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَغِثْنِى فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَاُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِى فَاَقُوْلُ لاَاَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَغِثْنِى فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَغِثْنِى فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَغِثْنِى فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ-

৪৫৮২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন এবং (আমানতের ও গনীমতের) মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বিষয়টিকে ভয়াবহ ও অতি ভয়ংকর রূপে উপস্থাপন করলেন। তারপর বললেন : আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামত দিবসে যেন এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, আওয়াযকারী উট তার ঘাড়ের উপর সাওয়ার আর সে বলছে (ফরিয়াদ করছে,) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন!! তখন আমি বলবো : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি (এর পূর্বেও) তোমাকে (এ ব্যাপারে) জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন যেন এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, চিহি চিহি ঘোড়া তার কাঁধের উপর সাওয়ার আর সে ফরিয়াদ করছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলবো : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, আমি তো (এর পূর্বে) তোমাকে (এ ব্যাপারে) জানিয়ে দিয়েছি। আমি যেন কিয়ামত দিবসে তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, ভ্যাঁ ভ্যাঁ কারী ছাগল তার ঘাড়ে রয়েছে। সে বলছে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলব আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি তো তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, কোন আর্তনাদরতকে সে বয়ে নিয়ে আসছে আর ফরিয়াদ করবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আর আমি (ইতিপূর্বেই তা) তোমার নিকট প্রচার করেছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন উপস্থিত না পাই যে, তার ঘাড়ের উপর পতপত করে কাপড় উড়ছে আর সে ফরিয়াদ করছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলবো যে, তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি তো (ইতি পূর্বেই তা) তোমাকে জানিয়ে রেখেছি। আর এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যকার কাউকে এ অবস্থায় পাই যে, তার ঘাড়ে স্বর্ণ, রৌপ্য নিয়ে আসবে আর ফরিয়াদ করবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো : আমার তোমাকে সাহায্য করার কোন সাধ্য নেই, আমি তো (পূর্বেই সে বিষয়ে) তোমাকে অবহিত করে এসেছি।

٤٥٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ -

৪৫৮৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইসমাঈল (র)-এর সূত্রে আবূ হাইয়ান (র) থেকে ইসমাঈলের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٥٨٤- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَالِكَ يُحَدِّثُهُ وَحَدَّثَنَا بِنَحْوِمَا حَدَّثَنَا عَنْهُ اَيُّوْبُ -

৪৫৮৪. আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন শাখর দারিমী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল 'আত্মসাত করণ' এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এভাবে তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٥٨٥۔ وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَوَاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ۔

৪৫৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খাওয়াশ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখিত রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٧۔ بَابُ تَحْرِيْمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৭. পরিচ্ছেদ : কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ হারাম

٤٥٨٦۔ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الاَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَابَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ أَفَلاَ قَعَدَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْبَيْتِ اُمِّهِ حَتّٰى يَنْظُرَ أَيُهْدٰى اِلَيْهِ اَمْ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى عُنُقِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ۔

৪৫৮৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ (র) ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করলেন– যাকে ইব্‌নুল লুৎবিয়া নামে অভিহিত করা হতো। রাবী আমর ও ইব্‌ন আবূ উমর বলেন, সাদাকাত উসূলের জন্য। যখন সে ব্যক্তি ফিরে এলো তখন সে বললো, এটা আপনাদের (অর্থাৎ বায়তুল মালের) এবং ওটা আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার পর বললেন : সে কর্মচারীর কি হলো, যাকে আমি (তহ্‌শীলদার রূপে) প্রেরণ করি, আর সে বলে! ওটা আপনাদের আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে? সে তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন যে তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? মুহাম্মদের প্রাণ যে পবিত্র সত্তার হাতে তাঁর কসম! যে, কেউ এরূপ সম্পদের কিছুমাত্র হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন তাই সে তার ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে– (তার ঘাড়ের উপর) চিৎকার রত উট হবে অথবা হাম্বা-হাম্বারত গাভী হবে অথবা ম্যাঁ ম্যাঁরত বকরী হবে। তারপর তিনি দু'হাত উর্ধ্ব দিকে উঠালেন, এমন কি তাঁর বগল মুবারকের শুভ্রতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন : "হে আল্লাহ্! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি?" একথা তিনি দু'বার বললেন।

٤٥٨٧۔ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ ﷺ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ رَجُلاً مِنَ الاَزْدِ

عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ هُدِيَتْ لِىْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلاَ قَعَدْتَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْكَ وَأُمِكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدٰى اِلَيْكَ اَمْ لاَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ ـ

৪৫৮৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইব্‌নুল লুৎবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূলের উদ্দেশ্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। সে যখন (সাদাকার উসূলকৃত) মালামাল নিয়ে এসে নবী ﷺ -এর নিকট অর্পণ করলো, তখন সে বললো, এগুলো হচ্ছে আপনাদের, আর ওটা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার পিতা–মাতার ঘরে বসে থেকে দেখলে না কেন, তোমার জন্য উপঢৌকনাদি প্রেরিত হয় কিনা? তারপর নবী ﷺ খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর রাবী সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ননা দেন।

٤٥٨٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ هِشَامٌ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اَسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِىْ سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْاُتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُم وَهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ حَتّٰى تَاْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِىَ اللّٰهُ فَيَاْتِىْ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ أَفَلاَ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ حَتّٰى تَاْتِيَهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللّٰهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ عَرِفَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِىْ وَسَمِعَ اُذُنِىْ ـ

৪৫৮৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা (র)....... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে বনু সুলাইম গোত্রের সাদাকা উসুল করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। লোকটিকে ইব্‌ন উৎবিয়া বলে ডাকা হতো। যখন সে (কাজ সম্পাদন করে) আসলো, তখন তিনি তার হিসাব-নিকাশ চাইলেন। সে বললো, এগুলো হচ্ছে আপনাদের মাল আর ওটা (আমাকে প্রদত্ত) উপঢৌকন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতামাতার ঘরে বসে থাকলেন না কেন? তোমার উপঢৌকন এসে পৌঁছে যেতো। যদি তুমি সত্যবাদী হও। তারপর তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে খুৎবা দিলেন। তাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন : "আমি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করি যার দায়িত্ব আল্লাহ্ আমার উপর অর্পণ করেছে। তারপর সে (কর্ম সম্পাদন করে) এসে বলে, এটা আপনাদের মাল আর এটা আমাকে হাদিয়া (উপঢৌকন) স্বরূপ দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতামাতার ঘরে বসে রইলো না। দেখত তার উপঢৌকন সেখানে তার কাছে পৌঁছছে কিনা ? যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে? আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মধ্যকার যে কেউ তার প্রাপ্য ব্যতিরেকে সে সব সম্পদের অংশবিশেষও হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে, আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে উপস্থিত হবে। তোমাদের মধ্যকার যে কেউ চিৎকাররত উট, হাম্বারত গাভী বা ম্যাঁ

ম্যাঁরত বকরী বহন করে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হবে, আমি তাকে সম্যক চিনতে পারবো। তারপর তিনি দু'হাত এমনিভাবে উর্ধ্বে তুললেন যে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বলছিলেন : হে আল্লাহ্! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি? রাবী বলেন, (সে দৃশ্যটি) আমার চোখ দেখেছে এবং (সে বক্তব্য) আমার কান শুনেছে।

٤٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ كَمَا قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ تَعْلَمُنَّ وَاللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَيْنِيْ وَسَمِعَ اُذُنَايَ وَسَلُوْا زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ فَاِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِيْ-

৪৫৮৯. আবূ কুরায়ব, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) বলেন, সুফিয়ান (র) সূত্রে হিসাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। আবদা ও ইব্‌ন নুমায়ের (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আবূ উসামা (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ আছে যে "সে যখন এলো তখন তার থেকে নবী ﷺ হিসাব নিলেন। ইব্‌ন নুমায়ের (র)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে "তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম! যার হাতে আমার প্রাণ তোমাদের মধ্যে কেউ এর কিছুই আত্মসাৎ করবে না ...... আর সুফিয়ান (র)-এর হাদীছে "আমার দু'টি চোখ দেখেছে, আমার দুটি কান শুনেছে।" এরপরে আছে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, কেননা তিনি তখন আমার সাথে উপস্থিত ছিলেন।

٤٥٩٠- حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ذَكْوَانَ (وَهُوَ اَبُوْ الزِّنَادِ) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيْرٍ فَجَعَلَ يَقُوْلُ هٰذَا اُهْدِيَ اِلَيَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لاَبِيْ حُمَيْدٍ السَّعْدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مِنْ فِيْهِ اِلَيَّ اُذُنِيْ-

৪৫৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সে প্রচুর মাল নিয়ে আসলো আর বলতে লাগলো এটা আপনাদের আর ওটা আমাকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়েছে। তারপর রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী উরওয়া (রা) বলেন, আমি আবূ হুমায়দ সাদী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নিজে কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনছেন ? জবাবে তিনি বললেন : তাঁর (পবিত্র) মুখ থেকে সরাসরি আমার কানে শুনেছি।

٤٥٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ

مِنْكُم عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ كَأَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَالَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَاَنَا اَقُوْلُهُ الاٰنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا اُوْتِيَ مِنْهُ اَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى۔

৪৫৯১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আদী ইব্ন আমিরা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে (তহ্শীলদার) নিযুক্ত করি, আর সে একটি সূঁচ পরিমাণ বা তার চাইতেও স্বল্প মাল আমাদের নিকট গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে। রাবী বলেন, তখন একজন কৃষ্ণকায় আনসারী (সাহাবী) তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার দায়িত্বভার আপনি বুঝে নিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ (কঠিন কথা) বলতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন : আমি এখনও বল্ছি, তোমাদের মধ্যকার যাকেই আমি কর্মচারী নিযুক্ত করি সে যেন অল্প বিস্তর যা-ই উসূল করে তা এনে হাযির করে, তারপর তাকে যাই দেয়া হয় তা-ই গ্রহণ করে এবং যা থেকে বারণ করা হয় তা থেকে বিরত থাকে (তার জন্য এটাই উত্তম)।

٤٥٩٢۔ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالُوْ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ۔

৪৫৯২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) .... ইসমাঈল (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٥٩٣۔ حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ۔

৪৫৯৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র)........ আদী ইব্ন 'আমীরা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٨۔ بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ الْاُمَرَاءِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : পাপের কাজ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। পাপের কাজে আনুগত্য হারাম।

٤٥٩٤۔ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوااللّٰهَ وَاَطِيْعُوالرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِمِنْكُمْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِى سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيْهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-

৪৫৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ ইব্‌ন জুবায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রাসূল এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকদের আনুগত্য করবে"– আয়াতখানা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন আদী সাহমী– (রা)-এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন নবী ﷺ তাঁকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। ইয়া'লা ইব্‌ন মুসলিম, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসখানা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٤٥٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ يَعْصِنِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرِ فَقَدْ عَصَانِىْ-

৪৫৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করলো। যে ব্যক্তি 'আমীরের' (শাসকের) আনুগত্য করে সে আমারই আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।

٤٥٩٦- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ-

৪৫৯৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আবূ যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো" অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٤٥٩٧- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِىْ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِىْ فَقَدْ عَصَانِىْ-

৪৫৯৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।

٤٥٩٨- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً

৪৫৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ... অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٩٩- وَحَدَّثَنِي اَبُوْكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ فِيْهِ اِلَى فِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ اَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৪৫৯৯. আবূ কামিল জাহদারী উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত রাবিগণের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٦٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ -

৪৬০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... হাম্মাদ ইব্‌ন মুনাব্বিহ-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٠١- وَحَدَّثَنِي اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلَى اَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ وَقَالَ مَنْ اَطَاعَ الاَمِيْرَ وَلَمْ يَقُلْ اَمِيْرِي وَكَذٰلِكَ فِيْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ -

৪৬০১. আবূ তাহির (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ হা... ন 'আমার আমীর' শব্দ স্থলে "শুধু আমীর' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাম্মাম (র)-এর হাদীছেও।

٤٦٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَ هُمَا عَنْ يَعْقُوْبَ قَالَ سَعِيْدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَاَثَرَةٍ عَلَيْكَ -

৪৬০২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে (পূর্ণ আনুগত্য করবে) তোমার সংকট কালেও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়, অনুরাগ ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তখনও।

٤٦٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوكُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ اَوْصَانِىْ اَنْ اَسْمَعَ وَأُطِيْعَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ -

৪৬০৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আশ'আরী......... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরম বন্ধু (ﷺ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি যেন (আমীরের নির্দেশ) শুনি ও মানি, যদি আমীর হাত পা কাটা (বিকলাংগ, অসুন্দর) গোলামও হয়।

٤٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ بِهٰذَا الْاَسْنَادِ وَقَالاَ فِى الْحَدِيْثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الاَطْرَافِ -

৪৬০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে "হাত-পা কাটা কাফ্রী গোলামও যদি আমীর হয়"।

٤٦٠٥- حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الاَطْرَافِ -

৪৬০৫. উবাদুল্লাহ ইব্‌ন মুআয (র) .... আবূ ইমরান সূত্রে উক্ত সনদে (যে রূপ ইব্‌ন ইদরীস বলেছেন।) বর্ণিত হাদীসে আছে "হাত পা কাটা গোলাম"।

٤٦٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِىْ تُحَدِّثُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا -

৪৬০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি, তিনি নবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জের ভাষণদানকালে তাঁকে বল্‌তে শুনেছেন "যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে"।

٤٦٠٧- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا -

৪৬০৭. ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত রিওয়ায়েতে 'কাফ্রী গোলাম' শব্দটি আছে।

٤٦٠٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا ـ

৪৬০৮. শু'বা (র) থেকে .... আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণনায় আছে "হাত পা কাটা হাবশী গোলাম"।

٤٦٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اَوْ بِعَرَفَاتٍ ـ

৪৬০৯. আবদুর রহমান ইব্ন বিশর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে "হাত-পা কাটা হাবশী" শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নেই। তাতে বর্ধিত বর্ণনা এতটুকু আছে। তিনি (বর্ণনাকারিণী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুসায়নের দাদী) মিনায় অথবা আরাফাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বল্তে শুনেছেন।

٤٦١٠- وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ زَيْدِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُوْلُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيْرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَّعُ حَسِبْتُهَا قَالَتْ اَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا ـ

৪৬১০. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুসাইন এর দাদী উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী (ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুসাইন) বলেন যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হজ্জ আদায় করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন অনেক কথাই বলেছিলেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদি তোমাদের উপর কোন হাত পা কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় (ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুসাইন বলেন)– আমার মনে পড়ে তিনি (দাদী আরও) বলেছেন– কালো (অর্থাৎ কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম) আর সে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে পরিচালিত করে তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে। (আনুগত্য করবে।)

٤٦١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ

৪৬১১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... ইব্ন উমর (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে তার প্রতিটি প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যাপারে আনুগত্য করা যাবৎ না তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ করা হয় তাতে আনুগত্য (করার বিধান) নেই।

٤٦١٢- حَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪৬১২. যুহায়র ইব্ন হার্ব, এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন নুমায়র (র) উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدٍ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَاَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَاَرَادَ نَاسٌ اَنْ يَدْخُلُوْهَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا لَوْدَخَلْتُمُوْهَا لَمْ تَزَالُوْا فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلاٰخَرِيْنَ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لاَطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

৪৬১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমীর নিযুক্ত করে দেন। সে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করলো এবং তাদেরকে তাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ করুন। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলো এবং অপর একদল বললো, আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগুন থেকেই আত্মরক্ষা করেছি। (সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠে না) (যথা সময়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা যদি (সত্যি সত্যি) তাতে ঝাঁপ দিতে তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে। অপরদলকে লক্ষ্য করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্র অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই সংগত (শরীআত সম্মত) কাজে।

٤٦١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْسَعِيْدٍ الاَشَجُّ (وَتَقَارَبُوْا فِى اللَّفْظِ) قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَرَ هُمْ اَنْ يَسْمَعُوْا لَهُ وَيُطِيْعُوْا فَاَغْضَبُوْهُ فِىْ شَىْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوْا لِىْ حَطَبًا فَجَمَعُوْا لَهُ ثُمَّ قَالَ اَوْقَدُوْا نَارًا فَاَوقَدُوْا نَارًا ثُمَّ قَالَ اَلَمْ يَاْمُرْكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَسْمَعُوْالِى وَتُطِيْعُوْا قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَادْخُلُوْهَا قَالَ فَنَظَرَ بَعْضَهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالُوْا اِنَّمَا فَرَرْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ النَّارِ فَكَانُوْا كَذٰلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِى ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَاخَرَجُوْا مِنْهَا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

৪৬১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হাবর এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)......... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক অভিযানে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং এক আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাদেরকে তার কথা শুনতে ও আনুগত্য করতে আদেশ করলেন। তারপর কোন ব্যাপারে তারা তাকে রাগিয়ে তুলল। সে তখন বললো, আমার জন্য কাঠ (কুড়িয়ে এনে) একত্রিত করো। তারা তা করলো। এরপর সে বললো, আগুন প্রজ্বলিত কর। তখন তারা আগুন প্রজ্বলিত করল। তারপর সে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদেরকে আমার কথা শুনতে এবং আমার আনুগত্য করার আদেশ

দেননি? তারা বললো, জী হ্যাঁ। তখন সে বললো, তাহলে তোমরা এ আগুনে ঢুকে পড়। তখন তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করলো। তারপর তারা জবাব দিলো- আমরা তো এ আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শরণ নিয়েছি। তাঁরা এ অবস্থায়ই রইলেন। (আগুনে ঝাঁপ দিলেন না।) তার ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া হলো। তারপর যখন তারা ফিরে এলো এবং নবী ﷺ-এর নিকট প্রসঙ্গটি বর্ণনা করলো তখন তিনি বললেন : যদি তারা তখন আগুনে প্রবেশ করত। তা হলে আর বেরোতে পারতো না। আনুগত্য কেবল সংগত (শরী'আত সম্মত) কাজে।

٤٦١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৪৬১৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...আ'মাশ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنْ لاَ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَه وَعَلَى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْمَاكُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

৪৬১৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে বায়আত হলাম এ মর্মে যে, সংকটের সময় ও স্বাচ্ছন্দের সময়, অনুরাগে ও বিরাগে এবং আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রধান্য দিলেও আমরা আনুগত্য করব। আর এ মর্মে যে, আমরা যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব বরণ করে নিতে কোনরূপ কোন্দল করবো না। আর এ মর্মে যে, আমরা যেখানেই থাকবো হক কথা বলব। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করবো না।

٤٦١٧- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ (يَعْنِىْ ابْنَ اِدْرِيْسَ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৬১৭. ইব্‌ন নুমায়র (র)....... উবাদা ইব্‌ন ওয়ালীদ সূত্রে এ সনদে হাদীসখানা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى الدَّرَا وَرْدِىَّ) عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَابْنُ الْهَادِ) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِبْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ بَايَعْنَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ اِدْرِيْسَ-

৪৬১৮. ইব্‌ন আবূ উমার (র)....... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে বায়আত হই। এরপর ইব্‌ন ইদরীস-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ عَنْ بُسْيِرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ

بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا اَصْلَحَكَ اللّٰهُ بِحَدِيْثٍ يَنْفَعُ اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرِهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَاَنْ لاَ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ قَالَ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ ـ

৪৬১৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ওহাব ইব্‌ন মুসলিম (র) .... জুনাদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) এর খেদমতে গেলাম। তখন তিনি রোগগ্রস্ত। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য করুন। আমাদেরকে এমন কোন হাদীস বলুন– যদ্বারা আল্লাহ্ আমাদেরকে উপকৃত করবেন; যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা বায়আত হলাম। তিনি তখন আমাদেরকে যে শপথ (বায়আত) গ্রহণ করান তার মধ্যে ছিল– আমরা শুনবো ও মানবো, (আনুগত্য করবে।) আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রধান্য দিলেও এবং যোগ্যপাত্রের সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না। তিনি বলেন– যাবৎ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।

٩ـ بَابُ فِي الْاِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدْلٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

৯. পরিচ্ছেদ : শাসক যখন আল্লাহ্ ভীতি ও ন্যায়ের আদেশ দেন তখন তার জন্য প্রতিদান রয়েছে

٤٦٢٠ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذٰلِكَ اَجْرٌ وَاِنْ يَاْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ ـ

৪৬২০. ইবরাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম (শাসক) ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং (দুশমনের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা পাওয়া যায় সে যদি মহান মহিয়ান তাক্‌ওয়া (বা আল্লাহ্ ভীতি) ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। আর যদি (শানকার্যে)-এর অন্যথা করেন তবে তা তার উপর বর্তাবে।

١٠ـ بَابُ الْاَمْرِ بِالْوَفَاءِ بَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ

১০. পরিচ্ছেদ : বায়'আত গ্রহণকৃত খলীফা পরম্পরায় তাদের বায়আতের (আনুগত্যের) শপথ অবশ্য পালনীয়

٤٦٢١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ

كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لاَنَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الاَوَّلِ وَاَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ـ

৪৬২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ হাসিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে পাঁচ বছর অবস্থান করেছি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলদের পরিচালনা (রাজত্ব) করতেন নবীগণ। তাঁদের মধ্যকার একজন নবী মৃত্যুবরণ করলে অপর একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পরে আর কোন নবী নেই বরং খলীফাগণ হবেন এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর হবেন। তখন তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন : তাহলে আপনি (এ ব্যাপারে) আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন : যাঁর হাতে প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করবে, তাঁরই আনুগত্য করবে এবং তাঁদেরকে তাঁদের হক (অধিকার) প্রদান করবে। আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

٤٦٢٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الاَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪৬২২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আশ'আরী (র)......... হাসান ইব্‌ন ফুরাতের পিতা (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦٢٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِبْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ اَثَرَةٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ اَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ ـ

৪৬২৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, আবূ কুরাইব, ইব্‌ন নুমায়র, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আলী ইব্‌ন খাশরাম ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... . আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার পরে স্বজনপ্রীতি ও তোমাদের কাছে আপত্তিকর অনেক ঘটনাই ঘটবে। তখন (সাহাবিগণ) তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যকার যারা তা পাবে তাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ্? তিনি বললেন : তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব তোমরা পালন করে যাবে, আর তোমাদের প্রাপ্যের (হকের) জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে।

٤٦٢٤ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ

اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ فَاَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ
فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ
وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِيْ جَشَرِهِ اِذْ نَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلَّ اُمَّتَهُ عَلٰى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ
شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِيْ اَوَّلِهَا وَسَيُصِيْبُ اٰخِرَهَا بَلاَءٌ وَاُمُوْرٌ
تُنْكِرُوْنَهَا وَتَجِيْءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِيْ ثُمَّ
تَنْكَشِفُ وَتَجِيْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ هٰذِهِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ
فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَأْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِيْ يُحِبُّ اَنْ يُؤْتٰى اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ
اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ اِنِ اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ
الْاٰخِرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اٰنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهْوٰى اِلٰى اُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ
بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا اَنْ نَأْكُلَ اَمْوَالَنَا بَيْنَنَا
بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ اَنْفُسَنَا وَاللّٰهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ
قَالَ اَطِعْهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَاعْصِهِ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ -

৪৬২৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবদু রাব্বিল কা'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদা) মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। লোকজন তাকে চারপাশ থেকে ঘিরেছিল। আমি তাদের নিকট গেলাম এবং তাঁর পাশেই বসে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, কোন সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম। আমাদের মধ্যকার কেউ তখন তার তাঁবু ঠিকঠাক করছিল, কেউ তীর ছুড়ছিল, কেউ তার পশুপাল দেখাশুনা করছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নকীব আওয়ায দিল সালাত (এর জামা'আত) প্রস্তুত! তখন আমরা গিয়ে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সমবেত হলাম। তিনি বললেন : আমার পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি যাঁর উপর এ দায়িত্ব বর্তায়নি যে, তিনি উম্মতের জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা তাদেরকে বাৎলে দেননি এবং তিনি তাদের জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেননি। আর তোমাদের এই উম্মাত (উম্মাতে মুহাম্মদ) এর প্রথম অংশে তার নিরাপত্তা নিহিত এবং এর শেষ অংশ অচিরেই নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমন সব ব্যাপারে সম্মুখীন হবে, যা তোমাদের নিকট আপত্তিকর। এমন সব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে যে, একটি অপরটিকে লঘুতর প্রতিপন্ন করবে। একটি বিপর্যয় আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে– এটাই আমার জন্য প্রাণ হরণকারী, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে (প্রাণান্তর তো হচ্ছে) এটা, এটা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে (রক্ষা পেতে) চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়– তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ্‌র ও আখিরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমনি আচরণ করে যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পসন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমাম (বা নেতা)-এর হাতে বায়আত হয়– (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে) তার হাতে হাত দিয়ে এবং অন্তরে সে ইচ্ছাপোষণ করে তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) কোন্দলে প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তী জনের গর্দান উড়িয়ে দেবে। (রাবী বলেন) তখন আমি তাঁর নিকটে ঘেঁষলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি সত্যিই আপনি (নিজ কানে) কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন? তখন তিনি তাঁর দু'কান ও অন্তঃকরণের দিকে দু'হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : আমার দু'কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তকরণ তা সংরক্ষণ করেছে। তখন আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, ঐ যে আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া (রা) (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করি আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে হানাহানি করি অথচ মহিমান্বিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন : হে ঈমানদারগণ! ব্যবসা সূত্রে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তোমরা পরস্পরে হানাহানি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। রাবী বলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারসমূহে তুমি তার আনুগত্য করবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার ব্যাপারসমূহে তার অবাধ্যতা করবে।

٤٦٢٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৪৬২৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা ইব্‌ন নুমায়র, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও আবূ কুরাইব (র)........ আমাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٢٦ـ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْالْمُنْذِرِ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِىِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ ـ

৪৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)........ আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদি রাব্বিল কা'বা সাইদী (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোককে কা'বার নিকট দেখলাম। এর পরবর্তীতে আ'মাশ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١ـ بَابُ الْاَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلاَةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

১১. পরিচ্ছেদ : শাসকের অত্যাচার অবিচার ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের সময় ধৈর্যধারণ

٤٦٢٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَلاَ

بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ ـ

৪৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)....... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলো এবং বললো আপনি অমুককে যেভাবে কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, সেভাবে আমাকেও কি কর্মচারী নিয়োগ করুন না! তখন তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা অনেক পক্ষপাতিত্ব দেখবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে যাবৎনা তোমরা হাওযে (কাউসারে) আমার সাথে মিলিত হও।

٤٦٢٨ـ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابْنَ ابحَارِث) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ وَحَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلاَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৬২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিছী (র)....... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাদীছখানা উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) .... শুবা (র) থেকেও উক্ত সনদে বর্ণণা করেছেন। তবে তিনি "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একান্তে মিলিত হন" উল্লেখ করেননি।

١٢ـ بَابُ فِىْ طَاعَةِ الاُمَرَاءِ وَاِنْ مَنَعُوا الْحُقُوْقَ ‧

১২. পরিচ্ছেদ : প্রাপ্য অধিকার না দিলেও শাসকদের অনুগত থাকা

٤٦٢٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْاَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَاْمُرُنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَاحُمِّلْتُمْ ـ

৪৬২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... ওয়াইল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইব্ন ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকেরা ক্ষমতাবান হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয়না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আর তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও

একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশআস ইব্ন কায়স (রা) তাকে (সালামাকে) টান দিয়ে এনে বললেন, তোমরা শুনবে এবং মান্‌বে (আনুগত্য করবে)। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত কর্তব্যের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।

٤٦٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَاحُمِّلْتُمْ -

৪৬৩০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... সিমাক (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন। আশআছ ইব্ন কায়স তাকে টান দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আনুগত্য করবে।

١٣- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفى كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

১৩. পরিচ্ছেদ : ফিৎনাকালে (দাংগা ও দুর্যোগ অবস্থায়) মুসলমানদের জামাআত আঁকড়ে থাকা অপরিহার্য। আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষিদ্ধ।

٤٦٣١- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْاَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَنْ يُدْرِكَنِىْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قَالَ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِىْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِىْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَرٰى اِنْ اَدْرَكَنِىْ ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ عَلٰى اَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -

৪৬৩১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না .... আবূ ইদরীস খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করতো আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এই ভয়ে পাছে না তা আমাকে পেয়ে বসে। তাই আমি (একবার) প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে। তারপর আল্লাহ্ আমাদের

জন্য এই কল্যাণ প্রদান করলেন। এ মঙ্গলের পরও কি কোন অমঙ্গল আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, ঐ অমঙ্গলের পর কি আবার মঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তাতে কলুষতা আছে। আমি বললাম, কি সে কলুষ? তিনি বললেন : তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে-যারা আমার প্রবর্তিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্য হিদায়াত অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়টাই তুমি দেখবে। তখন আমি বললাম, এ মঙ্গলের পর কি কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা তাতে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য তাদের পরিচয় ব্যক্ত করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের বর্ণ (বা ধরন-ধারণ) হবে আমাদের মতো এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বল্‌বে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে আমাদেরকে আপনি কি করতে বলেন? তিনি বললেন : তোমরা মুসলমানদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামাআত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন : তা হলে সে সব ফের্কা থেকে তুমি আলাদা থাকবে-যদিও তুমি একটি গাছের গোড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকতে হয় এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যু তোমার নাগাল পায়।

٤٦٣٢ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ ابْنُ حَسَّانٍ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِيْ ابْنَ سَلَّامٍ) حَدَّثَنَا زَيْدُبْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيْهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَم قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُوْنُ بَعْدِيْ ائِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ انْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْ اَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلاَمِيْرِ وَانْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِعْ ـ

৪৬৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন আসকার তামীমী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে; তারপর আল্লাহ্ আমাদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলের পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হাঁ। আমি বললাম এ অমঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি বললাম, এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হিদায়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাতও তারা অনুসরণ করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে, যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ। রাবী বলেন, আমি বললাম : তখন আমি কি করবো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন : তুমি অপরের কথা শুনবে এবং মানবে (আনুগত্য করবে) যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি আনুগত্য করবে।

٤٦٣٣ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ (يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ) حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى قَيْسِ بْنِ رِبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَيَّةٍ اَوْ يَدْعُوْ اِلَى عَصَبَيَّةٍ اَوْ يَنْصُرُ عَصَبَيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اُمَّتِىْ يَضْرِبُ بِرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ ـ

৪৬৩৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকে না।) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ভালমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে মু'মিনকেও পরোয়া করে না এবং যার সাথে সে চুক্তি হয় তার চুক্তি রক্ষা করে না, সে আমার (কেউ) নয়; আমিও তার (কেউ) নই।

٤٦٣٤ـ وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيدحَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَقَالَ لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ـ

৪৬৩৪. উবায়দুল্লাহ্ উমার কাওয়ারীরী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি لاَ يَتَحَاشَ স্থলে لاَ يَتَحَاشَى বলেছেন।

٤٦٣٥ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى اُمَّتِىْ يَضْرِبُ بِرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِىْ بِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

৪৬৩৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল (বিদ্রোহী হল) এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহিলিয়াতে মৃত্যুবরণ করলো। এবং যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে গোত্রের টানে ক্রুদ্ধ হয় এবং গোত্র প্রীতির জন্যেই যুদ্ধ করে সে আমার উম্মাত নয়। আর আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করে আমার উম্মাতেরই নেক্‌কার ও বদকার সকলের গর্দান কাটে, আর মু'মিনকেও পরোয়া করে না এবং যার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তার অঙ্গীকারও রক্ষা করে না, সে আমার উম্মাত নয়।

٤٦٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِالنَّبِيَّ ﷺ فِى الْحَدِيْثِ وَاَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৪৬৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং ইব্ন বাশ্শার ও গায়লান ইব্ন জারীর (র) হতে উক্ত সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু ইব্ন মুসান্না তাঁর বর্ণনায় নবী করীম ﷺ-এর উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে ইব্ন বাশ্শার তাঁর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বলে উল্লেখ করেছেন। যা উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٦٣٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ -

৪৬৩৭. হাসান ইব্ন রাবী' (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে, যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত (কিঞ্চিৎ পরিমাণ) সরে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল (তার মৃত্যু) জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

٤٦٣٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّجَاءِ الْعُطَارِدِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ اِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

৪৬৩৮. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজ অপছন্দ করে, তার উচিত ধৈর্যধারণ করা। কেননা এমন কেউই সুলতান থেকে (শাসকের আনুগত্য) থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিঘৎ পরিমাণ সরে যাবে এবং তারপর যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আর তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুই হবে।

٤٦٣٩- حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَاالْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُوْ عَصَبِيَّةً اَوْيَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ -

৪৬৩৯. হুরায়ম ইব্ন আবদুল আ'লা (র) .... জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান জানায় এবং গোত্রপ্রীতির কারণেই সাহায্য করে তার (তার মৃত্যু) জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

٤٦٤٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعٍ حِيْنَ كَانَ مِنْ اَمْرِ

الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اُطْرَحُوْا لاَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وِسَادَةً فَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اٰتِكَ لاَجْلِسَ اَتَيْتُكَ لاُحَدِّثَكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

৪৬৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বরী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী (রা)-এর নিকট এলেন যখন 'হাররা'-র দুঃখময় ঘটনা ঘটছিল। যুগটা ছিল ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার যুগ। তখন তিনি (ইব্ন মুতী)' বললেন, আবূ আবদুর রহমানের জন্য বিছানা পেতে দাও। তখন তিনি বল্লেন, আমি তোমার কাছে বস্তে আসিনি, এসেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যে হাদীস শুনেছি তা তোমাকে শুনাতে। আমি তাঁকে বল্তে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিন দলিল বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবনস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন শিকল নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে।

٤٦٤١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَتَى ابْنَ مُطِيْعٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ

৪৬৪১. ইব্ন নুমায়র (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে। তিনি ইব্ন মুতী'-এর কাছে গেলেন, ... অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٦٤٢ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ

৪৬৪২. আমর ইব্ন আলী (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (র) .... নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤ـ بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

১৪. পরিচ্ছেদ : মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী সম্পর্কে বিধান

٤٦٤٣ـ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الاُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ـ

৪৬৪৩. আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি' ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা-ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যক্তি উম্মাতের এ সংঘবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পাবে, তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে, চাই সে যে কেউ হোক না কেন।

٤٦٤٤ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِىُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا فَاقْتُلُوْهُ ـ

৪৬৪৪. আহমাদ ইব্‌ন খিরাশ, কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, হাজ্জাজ ..... আরফাজা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে তাদের সকলের হাদীসে "فاضربوا" (বা গর্দান মারবে) স্থলে "فاقتلوا" (তাকে হত্যা করবে) রয়েছে।

٤٦٤٥ـ وَحَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ ـ

৪৬৪৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এক নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা করবে।

١٥ـ بَاب اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ

১৫. পরিচ্ছেদ : দুই খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হলে

٤٦٤٦ـ وَحَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الْاٰخَرَ مِنْهُمَا ـ

৪৬৪৬. ওয়াহব ইব্‌ন বাকিয়া ওয়াসিতী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি দুই খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয় তবে তোমরা তাদের শেষজনকে হত্যা করবে।

١٦- بَابُ وُجُوْبِ الْاِنْكَارِ عَلَى الْاُمَرَاءِ فِيْمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكُ قِتَالِهِمْ مَاصَلُّوْا وَنَحْوِ ذٰلِكَ

১৬. পরিচ্ছেদ : শরীআত গর্হিত কাজে আমীরের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব, তবে যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না (ও অনুরূপ প্রসঙ্গ)

٤٦٤٧- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلاَنُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا -

৪৬৪৭. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ আযদী (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অচিরেই এমন আমীদের (শাসক) উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের (কিছু কাজ পছন্দ করবে এবং (কিছু) অপছন্দ করবে। যেজন তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যেজন তাদের অপছন্দ (প্রতিবাদ) করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যেজন তাদের পছন্দ করল এবং অনুরসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। লোকেরা জানতে চাইল আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে।

٤٦٤٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُعَاذٍ(وَاللَّفْظُ لاَبِىْ غَسَّانَ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىْ) حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَاالْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَفَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلاَنُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَاصَلَّوْا (اَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَاَنْكَرَبِقَلْبِهِ) -

৪৬৪৮. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের উপর এরূপ অনেক আমীর কর্তৃত্ব করবে তোমরা তাদের (কিছু কাজ) পছন্দ করবে এবং তাদের কিছু কাজ অপছন্দ করবে। যেজন তাদের অপছন্দ করল সে দায়মুক্ত হল এবং যে প্রত্যাখ্যান করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যেজন তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল।) লোকেরা জানতে চাইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন : না-যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে। (অপছন্দ করল) অর্থাৎ যেজন অন্তর থেকে তাদের অপছন্দ করল এবং অন্তর থেকে প্রত্যাখ্যান করলো।

٤٦٤٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَالِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ -

৪৬৪৯. আবূর রাবী আতাকী (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই হাদীসে "كَرِهَ" স্থলে "أَنْكَرَ" এবং "أَنْكَرَ" শব্দের স্থলে "كَرِهَ" রয়েছে।

٤٦٥٠- حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ الاَّ قَوْلَهُ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرْهُ-

৪৬৫০. হাসান ইব্ন রাবী' বাজালী (র) .... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এরপর রাবী (ইব্ন মুবারক) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে যান। তবে তিনি ঐ হাদীসে উল্লেখিত "مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ" ব্যক্যটি উল্লেখ করেননি।

١٧- بَابُ خِيَارُ الاَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

১৭. পরিচ্ছেদ : উত্তম শাসক ও অধম শাসক

٤٦٦٥١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَنُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لاَمَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ وَاِذَارَاَيْتُمْ مِن وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلاَتَنْزِعُوْا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

৪৬৫১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) .... আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে তোমরাও তাদের জন্য দু'আ কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি তারেদকে তরবারি দ্বারা অপসারিত করবো না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ প্রত্যক্ষ করবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।

٤٦٥٢- حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ (يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَخْبَرَنِىْ مَوْلٰى بَنِى فَزَارَةَ (وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ) اَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الاَشْجَعِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خِيَارُ

ائِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ ائِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تَبْغِضُوْنَهُمْ وَيَبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ افَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَااَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ الاَمَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاهُ يَاْتِىْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَايَأْتِىْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَيَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ (يَعْنِىْ لِرُزَيْقٍ) حِيْنَ حَدَّثَنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اللّٰهِ يَااَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهٰذَا اَوْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَثَى عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اىْ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ الاَّ هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৬৫২. দাঊদ ইব্ন রুশায়দ (র) ..... আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছেন তারা যাদের তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে। তাদের জন্য তোমরা দু'আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করেন। এবং তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সময় আমরা কি তাদেরকে অপসারিত করবো না ? তিনি বললেন : না যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে, (বললেন), না, যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। তবে যার উপর কোন শাসক নিয়োগ করা হবে আর সে তাকে আল্লাহ্র কোন নাফরমানী করতে দেখবে তখন ঐ শাসক যে বিষয়ে আল্লাহ্র নাফরমানীতে থাকবে সে বিষয়েটিকে ঘৃণা করতে থাকবে, কিন্তু আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেবে না।

এ হাদীসের একজন রাবী ইব্ন জারির (র) বলেন, আমি আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনাকারী রুযায়ককে এ হাদীস বর্ণনাকালে বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আবূ মিকদাম! সত্যিই কি আপনি মুসলিম ইব্ন কারযাকে আওফ ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ হাদীস বলতে শুনেছেন? রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাঁটুর উপর ভর করে কিবলামুখী হয়ে গেলেন এবং বললেন , সেই আল্লাহ্র কসম! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই আমি নিশ্চয়ই মুসলিম ইব্ন কারযাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আওফ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।

٤٦٥٣ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقٌ مَوْلٰى بَنِىْ فَزَارَةَ * قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৪৬৫৩. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র) ...... উক্ত সনদে আওফ ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨- بَابُ إِسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক যুদ্ধের অভিপ্রায়কালে সেনাদলের বায়আত গ্রহণ উত্তম এবং (বাবলা) বৃক্ষতলে বায়‘আতে (হুদায়বিয়ার) রিযওয়ান প্রসঙ্গ

٤٦٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلفًا وَاَرْبَعْمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ اٰخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَنَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ -

৪৬৫৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ’, আমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর) হাতে বায়আত হলাম। আর উমর (রা) তাঁর হাত ধরে (বায়আত গ্রহণ করেছিলেন) সামুরা (বাবলা) নামক গাছের তলে এবং তিনি বলেছেন, আমরা এ মর্মে তাঁর হাতে বায়আত হলাম যে, আমরা পলায়ন করবো না। কিন্তু “আমরা মৃত্যু (মৃত্যুবরণ করবো)” এ শপথ গ্রহণ করিনি।

٤٦٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ اِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَنَفِرَّ -

৪৬৫৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে ‘মৃত্যুর’ বায়আত গ্রহণ করিনি, আমরা তো তাঁর কাছে এ মর্মে বায়আত করি যে, আমরা পলায়ন করবো না।

٤٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ كَمْ كَانُوْا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ اٰخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الاَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيْرِهِ -

৪৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) .... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনতে পেলেন যে জাবির (রা)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হল, হুদায়বিয়ার দিন সাহাবীদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ’। আমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর) হাতে বায়আত হলাম, আর উমর (রা) তাঁর হাতে ধরে ছিলেন (বায়আত হয়েছিলেন) সামুরা (বাবলা) নামক গাছের তলে। জাদ্দ ইব্ন কায়েস আনসারী ছাড়া আমরা (সকলেই সেদিন তাঁর হাতে) বায়আত হয়েছিলাম। সে তাঁর উটের পেটের নীচে আত্মগোপন করে বসেছিল।

٤٦٥٧- وَحَدَّثَنِيْ اِبْرٰهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاَعْوَرُ مَوْلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ

صَلّٰى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ اِلاَّ الشَّجَرَةَ الَّتِىْ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ ـ

৪৬৫৭. ইবরাহীম ইব্ন দীনার (র) ..... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-এর নিকট শুনতে পেলেন, তাকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হল যে, নবী ﷺ যুল-হুলাইফা নামক স্থানে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন কি? তিনি বললেন না, তবে সেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর হুদায়বিয়ার গাছের নিকট ব্যতীত অন্য কোন গাছের নিকট তিনি বায়আত গ্রহণ করেননি।

রাবী ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আবূ যুবায়র (র) আমাকে বলেছেন, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার কূপের নিকট দু'আ করেছিলেন।

٤٦٥٨ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ) قَالَ سَعِيْدٌ وَاِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعْمِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ اُبْصِرُ لَاَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ ـ

৪৬৫৮. সাঈদ ইব্ন আমর আশআছী, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আহ্মাদ ইব্ন আবদা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমরা (সংখ্যায়) ছিলাম চৌদ্দশ'। তখন নবী ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকের দিন তোমরা গোটা বিশ্ববাসীর মধ্যে সর্বোত্তম। জাবির (রা) বলেন, যদি আমি দেখতে পেতাম তবে তোমাদেরকে অবশ্যই সেই গাছটির জায়গা দেখিয়ে দিতাম।

٤٦٥٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ اَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ـ

৪৬৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... সালিম ইব্ন আবূ জাআদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে গাছ তলায় উপস্থিত লোকদের সাহাবীদের (সংখ্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা যদি (সেদিন) এক লাখও হতাম তবুও (হুদায়বিয়ার কূপের পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আমরা সংখ্যায় ছিলাম পনের শ'।

٤٦٦٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى الطَّحَّانَ) كِلاَهُمَا يَقُوْلُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ اَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً ـ

৪৬৬০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমাইর ও রিফাআ' ইব্ন হায়ছাম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যদি সংখ্যায় এক লাখও হতাম তবুও অবশ্যই আমাদের জন্য (হুদায়বিয়ার কূপের সে বরকতময় পানি) যথেষ্ট হতো, আমরা সংখ্যায় ছিলাম পনের শ'।

٤٦٦١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ -

৪৬৬১. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবূ জাআদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিন আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, চৌদ্দশ'।

٤٦٦٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو (يَعْنِىْ اِبْنَ مُرَّةَ) حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ الشَّجَرَةِ اَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَكَانَتْ اَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِيْنَ -

৪৬৬২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (রা) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বৃক্ষতলে বায়'আত গ্রহণকারী (সাহাবী)-দের সংখ্যা ছিল তেরশ'। আসলাম গোত্রীয় লোকদের সংখ্যা ছিল মুহাজিরদের এক-অষ্টমাংশ।

٤٦٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৬৬৩. ইব্‌ন মুসান্না ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... শু'বা (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ وَاَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ اَغْصَانِهَا عَنْ رَاْسِهِ وَنَحْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلٰكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لَا نَفِرَّ -

৪৬৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেকে (হুদায়বিয়ার বায়আতের) বৃক্ষ দিবসে দেখেছি (আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম) নবী ﷺ তখন লোকদের বায়আত গ্রহণ করছিলেন আর আমি তাঁর মাথার উপর থেকে তার একটি ডাল উঁচু করে রেখেছিলাম। আমরা তখন সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ'। রাবী বলেন, আমরা তাঁর কাছে মৃত্যুর বায়আত গ্রহণ করিনি, বরং আমরা পালাবো না সে শপথ গ্রহণ করেছিলাম।

٤٦٦٥- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৪৬৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইউনূস (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٦٦- حَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ اَبِىْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِىْ قَابِلٍ حَاجِّيْنَ فَخَفِىَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَاِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ -

৪৬৬৬. হামিদ ইব্‌ন উমার (র) ... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলে আমার আব্বা সে বায়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, যারা সেদিন বৃক্ষতলায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর যখন আমরা হজ্জ (উমরা) করতে এসে সেখানে গেলাম তখন সে স্থানটি আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেল। যদি তোমাদের কাছে সে স্থানটি স্পষ্ট হয়ে থাকে তবে তোমরাই অধিক জান।

٤٦٦٧- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَلٰى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِي اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَنَسُوْهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ -

৪৬৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (হুদায়বিয়ার) গাছের ঘটনায় (হুদায়বিয়ার ঘটনায়) তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর তাঁরা সে স্থানটির অবস্থান ভুলে যান।

٤٦٦٨- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ اَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ اَعْرِفْهَا -

৪৬৬৮. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র) তার পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সেই গাছটি দেখেছি, কিন্তু পরে যখন সেখানে গেলাম, তখন আর তা চিনতে পারলাম না।

٤٦٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِيْ ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ -

৪৬৬৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদাইবিয়ার দিন আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে কিসের (কি শর্তে) বায়আত গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বললেন মৃত্যুর (আমৃত্যু জিহাদের)।

٤٦٧٠- حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ -

৪৬৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... সালামা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٦٧١- حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُوَ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ هٰذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلٰى مَاذَا قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ اُبَايِعُ عَلٰى هٰذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪৬৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) জনৈক আগন্তুক তাঁর কাছে আসলো এবং বললো এই যে, হানযালার পুত্র লোকের নিকট থেকে বায়আত নিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের বায়আত? বললেন, মৃত্যুর বায়আত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে আমরা আর কারো হাতে এর (মৃত্যুর) বায়'আত নেবো না।

١٩- بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : মুহাজিরের জন্য স্বদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ফিরে আসা হারাম

٤٦٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ -

৪৬৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা হাজ্জাজের কাছে উপস্থিত হলেন। সে বললো, হে আকওয়ার পুত্র! তুমি কি ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে মরুবাস শুরু করেছো? তিনি বললেন, না বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই আমাকে মরুবাসের (বেদুঈনের জীবন যাপনের) অনুমতি দিয়েছেন।

٢٠- بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

২০. পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের বায়আত এবং বিজয়ের পর হিজরত নেই কথাটির মর্ম।

٤٦٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ -

৪৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ, আবূ জা'ফর (র) ..... মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে (তাঁর নিকট) হিজরতের বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এলাম। তখন তিনি বললেন, হিজরত, তার অধিকারীদের জন্য অতিক্রান্ত হয়েছে। (সে ফযীলত আর কেউ পাবার অবকাশ নেই) তবে ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের (উপর অটল থাকার) বায়আত হতে পারে।

٤٦٧٤- وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ -

৪৬৭৪. সুয়াওদ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মক্কা বিজয়ের পর) আমার ভাই আবূ মা'বাদ (রা)-কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাকে হিজরতের বায়আত করান। তিনি তখন বললেন : হিজরত তার অধিবাসীদের সঙ্গে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি বললাম, তা হলে এখন কিসের উপর বায়আত নিবেন? তিনি বললেন, ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের বায়আত হতে পারে।

আবূ উস্‌মান (র) বলেন, পরে আমি আবূ মা'বাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে মুজাশি' (র)-এর কথা সম্পর্কে জানালাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে।

٤٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيْتُ اَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا مَعْبَدٍ-

৪৬৭৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আসিম (র) থেকে এই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, আমি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন, মুজাশি সত্য বলেছে। তিনি আবূ মা'বাদের নাম রিওয়ায়েতে উল্লেখ করেননি।

٤٦٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا-

৪৬৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিজয় দিবসে মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর হিজরত নেই (হিজরতের অবকাশ বাকী নেই) বরং এখন আছে জিহাদ আর (নেক-কাজের ও প্রয়োজনে হিজরাতের এবং জিহাদের নিয়্যত। আর যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তোমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যাও।

٤٦٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اٰدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ (يَعْنِىْ ابْنَ مُهَلْهِلٍ) ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৬৭৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, ইব্‌ন রাফি, আবদ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ..... মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا-

৪৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন : (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তোমরা বের হয়ে যাও।

٤٦٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَاْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤْتِيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ مَنْ يَتِرَكَ لَنْ عَمَلِكَ شَيْئاً -

৪৬৭৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে (একদা) জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ ওহে! তোমার কপাল! হিজরতের অবস্থা তো কঠিন। তোমার কাছে কি উট আছে ? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তার যাকাত দিয়ে থাকো ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি (পল্লী) জনপদের ওদিকে থেকেই আমল করে যাও, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কোন আমলই নিষ্ফল (বিনষ্ট) হতে দিবেন না।

٤٦٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ -

৪৬৮০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ...... আওযাঈ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার কোন আমলই নিষ্ফল (বিনষ্ট) হতে দিবেন না। তিনি এ হাদীসে আরও বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পানি পান করানোর দিন ওগুলোকে দোহন করে (গরীব-দুঃখীকে দান করে) থাকো ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

٢١- بَابُ كَيْفِيَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

২১. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের বায়আত গ্রহণ পদ্ধতি

٤٦٨١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ اِذَا هَاجَرْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَااَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ اَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلاَ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَامْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ اَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ مَااَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ اِلاَّ بِمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُوْلُ لَهُنَّ اِذَا اَخَذَا عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا ـ

৪৬৮১. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র) ..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন মহিলাগণ যখন হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে (মদীনায়) আসতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী অনুযায়ী 'পরীক্ষা' করা হতো। (সে বাণী হচ্ছে) হে নবী, যখন মু'মিন মহিলাগণ আপনার কাছে এমর্মে বায়'আত হতে আসে যে তাঁরা আল্লাহ্র সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবে না, ... (সূরা মুমতাহানা) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আয়েশা (রা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের যে কেউ এ সব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতো এতেই তারা বায়আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যখন তারা মৌখিকভাবে এসব অঙ্গীকার করতো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বলতেন : তোমরা চলে যাও, তোমাদেরকে বায়আত করে নিয়েছি। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পবিত্র হাত কোন দিন কোন (বেগানা) মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি-তবে তিনি মৌখিকভাবে বায়আত গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দিন মহিলাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত কোন দিন কোন (বেগানা) মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের পরই তিনি বলে দিতেন, তোমাদের মৌখিকভাবে বায়আত গ্রহণ করলাম।

٤٦٨٢ـ وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَامَسَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ اِلاَّ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَاِذَا اَخَذَ عَلَيْهَا فَاَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِىْ فَقَدْ بَايَعْتُكِ

৪৬৮২. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়েলী ও আবূ তাহির (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে মহিলাদের বায়আত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দিন তাঁর হাত দিয়ে কোন (বেগানা) নারীকে স্পর্শ করেননি। তিনি শুধু (মৌখিকভাবে) তাদের বায়আত গ্রহণ করতেন। আর যখন তিনি তাদের (মৌখিক) অঙ্গীকার নিয়ে নিতেন তখন (মুখেই) বলে দিতেন, এবার চলে যেতে পার, আমি তোমাদের বায়আত করে নিয়েছি।

٢٢ـ بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْمَا اسْتَطَاعَ ٠

২২. পরিচ্ছেদ : সাধ্যানুসারে আনুগত্য করার শর্তে বায়আত

٤٦٨٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَيُّوْبَ) قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَابْنُ جَعْفَرٍ) اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتَ ـ

৪৬৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট 'তোমার সাধ্যানুসারে' (আনুগত্যের) বায়আত গ্রহণ করতাম। তিনি আমাদেরকে বলে দিতেন, যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলাবে (তা করবে)।

٢٣- بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوْغِ

২৩. পরিচ্ছেদ : বালিগ হওয়ার বয়স

٤٦٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فِى الْقِتَالِ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِىْ وَعَرَضَنِىْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاَجَازَنِىْ قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ فَكَتَبَ اِلَى عُمَّالِهِ اَنْ يَفْرِضُوْا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَالِكَ فَاجْعَلُوْهُ فِى الْعِيَالِ-

৪৬৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ দিবসে (যুদ্ধে) আমাকে (যোদ্ধাদের সারিতে) পর্যবেক্ষণ করলেন তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে (যুদ্ধের জন্যে) অনুমতি দিলেন না। খন্দকের দিন তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তখন আমার বয়স পনের বছর। তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দিলেন। নাফি' বলেন, আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি তখন খলীফা ছিলেন। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কের সীমারেখা। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট এ মর্মে ফরমান পাঠালেন, তাঁরা যেন পনের বছর বয়সের লোকদেরকে (পূর্ণ) ভাতা প্রদান করেন এবং তাঁর নীচের বয়সের যারা-তাদেরকে পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরূপে গণ্য করেন।

٤٦٨٥- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِى الثَّقَفِىَّ) جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِىْ-

৪৬৮৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) .... উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে উক্ত সূত্রে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে আছে, আমি তখন চৌদ্দ বছরের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ছোট (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) বলে গণ্য করলেন।

٢٤- بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ اِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ اِذَاخِيْفَ وَقُوْعُه بِأَيْدِيْهِمْ

২৪. পরিচ্ছেদ : কাফির জনপদে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, যদি তা তাদের হাতে পড়ার (এবং অমর্যাদা হওয়ার) আশংকা থাকে।

٤٦٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ-

৪৬৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শত্রু এলাকায় কুরআন শরীফ নিয়ে ভ্রমণ করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٤٦٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ مُخَافَةَ اَنْ يَنَا لَهُ الْعَدُوُّ-

৪৬৮৭. কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ শত্রু দেশে কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করতে নিষেধ করতেন এই ভয়ে যে, পাছে তা শত্রুদের হাতে পড়ে যায়।

٤٦٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَافِرُوْا بِالْقُرْاٰنِ فَاِنِّي لاَ اٰمَنُ اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ قَالَ اَيُّوْبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوْكُمْ بِهِ-

৪৬৮৮. আবূর রাবী আতাকী ও আবূ কামিল (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন শরীফ নিয়ে ভ্রমণ করবে না, কেননা শত্রু তা পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিরাপদ মনে করি না। রাবী আইউব (রা) বলেন, শত্রুরা তা হস্তগত করেছে তোমাদের সাথে তা নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছে।

٤٦٨٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكَ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) جَمِيْعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَلَيْةَ وَالثَّقَفِيِّ فَاِنِّيْ اَخَافُ وَفِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَحَدِيْثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ مُخَافَةَ اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ-

৪৬৮৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন আবূ উমর ও ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যবর্তী রাবী ইব্‌ন উলাইয়া ও সাকাফীর বর্ণনায় "فَاِنِّي اَخَافُ" এবং আমি আশংকা করি রয়েছে। আর সনদের অন্য সূত্রের মধ্যবর্তী রাবী সুফিয়ান ও যাহ্হাক ইব্‌ন উসমানের বর্ণনায় "مُخَافَةَ اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ" 'দুশমন পেয়ে বসে এই আশংকায়' কথাটি রয়েছে।

٢٥- بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيْرِهَا

২৫. পরিচ্ছেদ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়াকে (প্রশিক্ষণ দিয়ে) প্রস্তুত করা

٤٦٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مُلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا-

৪৬৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া সমূহের দৌড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন, হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর যে ঘোড়াগুলোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি সেগুলোর দৌঁড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করান সানিয়া থেকে মসজিদে বনূ যুবায়ক পর্যন্ত। ইব্‌ন উমর (রা)ও ছিলেন সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে অন্যতম।

٤٦٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيْعِ وَأَبُوْ كَامِلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ (يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ) كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ -

৪৬৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, খালফ ইব্‌ন হিশাম, আবূর রাবী, আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ, আলী ইব্‌ন হুজর, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা, ইব্‌ন আবূ উমার, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) সকলেই .... নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অর্থযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদ ও ইব্‌ন উলায়্যা সূত্রে আইউব (র) বর্ণিত হাদীসে এতটুকু বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ইব্‌ন উমর) বলেন, আমি সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হই এবং আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়ে লাফিয়ে মসজিদে উঠে যায়।

٢٦- بَابُ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৬. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত

٤٧٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِيْ نَوَا صِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৬৯২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেবে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে মঙ্গল কিয়ামত পর্যন্ত নিহিত থাকবে।

٤٦٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ-

৪৬৯৩. কুতায়বা, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... নাফি' সূত্রে, তিনি ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে নাফি' (র) থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٩٤- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ قَالَ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْوِىْ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِاِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ-

৪৬৯৪. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী ও সালিহ্ ইব্ন হাতিম, ইব্ন ওয়ারদান (র) .... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটি ঘোড়ার ললাটের কেশ বিন্যাস করতে দেখলাম আর তিনি তখন বলছিলেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান (সাওয়াব) ও গনীমত।

٤٦٩٥- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৬৯৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٦٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَا صِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ-

৪৬৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ..... উরওয়া আল বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত আছে। (আর তা হল) প্রতিদান ও গনীমত।

٤٦٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَا صِى الْخَيْلِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ الاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

৪৬৯৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মঙ্গল গ্রথিত রাখা হয়েছে ঘোড়ার ললাটের সাথে। রাবী বলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিসের দ্বারা ? তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সাওয়াব এবং গনীমত।

٤٦٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ -

৪৬৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ...... হুসাইন (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন, তবে তিনি 'উরওয়া ইব্‌ন জা'দ' বলেছেন।

٤٦٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ كِلاَ هُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرِ الاَجْرَ وَالْمَغْنَمَ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمْعَ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৬৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... উরওয়া আল বারিকী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (এ সনদের) রাবী (শাবীব ইব্‌ন গারকাদা) সাওয়াব ও গণীমতের কথা উল্লেখ করেননি। (বলে আবূল আহওয়াসের বর্ণনায় আছে।) আর আবূ সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (শাবীব ইব্‌ন গারকাদ) উরওয়াহ্ বারিকী (রা) থেকে শুনেছেন তিনি শুনেছেন নবী ﷺ থেকে।

٤٦٧٠٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْعَيْزَارِبْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرِالْاَجْرَ وَالْمَغْنَمَ -

৪৭০০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন জা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি 'সাওয়াব ও গনীমতের' উল্লেখ করেননি।

٤٧٠١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَ هُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ-

৪৭০১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বরকত রয়েছে ঘোড়ার ললাটে।

٤٧٠٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا (خَالِدُ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعَ اَنَسًا يُحِدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৪৭০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... আবুত্ তাইয়াহ্ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন।

٢٧ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

২৭. পরিচ্ছেদ : কোন ধরনের ঘোড়া অপসন্দনীয়

٤٧٠٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ ـ

৪৭০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবূ যুরআ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'শিকাল' ঘোড়া পছন্দ করতেন না।

٤٧٠٤ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ اَنْ يَكُوْنَ الْفَرَسُ فِىْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى اَوْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَرِجْلِهِ الْيُسْرٰى ـ

৪৭০৪. মুহাম্মদ ইব্ন নুমায়র ও আবদুর রাহমান ইব্ন বিশ্‌র (র) .... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়েতে বর্ধিত এতটুকু আছে এবং 'শিকাল' হচ্ছে ঘোড়ার (পিছনের) ডান পায়ে ও বাম হাতে (সামনের পা) (সামনের পায়ে) অথবা ডান হাত ও বাম পায়ে শ্বেত বর্ণ হওয়া।

٤٧٠٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِىْ ابْنَ جَعْفَرٍ) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَفِىْ رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخْعِيَّ ـ

৪৭০৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এতে নাখঈ-কে উল্লেখ করেন নি।

٢٨ـ بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوْجِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৮. পরিচ্ছেদ : জিহাদে ও আল্লাহ্‌র রাহে বের হওয়ার ফযীলত

٤٧٠٦ـ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَابْنُ الْقَعْقَاعِ) عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ جِهَادُ فِيْ سَبِيْلِيْ وَاِيْمَانُ بِيْ وَتَصْدِيْقُ بِرُسُلِيْ فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنُ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ وَالَّذِيْ نُفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَامِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنَ دَمٍ وَرِيْحُهُ مِسْكٍ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَاقَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَدًا وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلاَيَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ اَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ ـ

৪৭০৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সে ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যে তাঁরই রাস্তায় বের হয়, আমারই রাস্তায় জিহাদ, আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রাসূলগণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে তখন আমারই যিম্মায় এ ব্যাপারে যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো, নতুবা সে তার যে বাসস্থান থেকে বেরিয়েছিল, তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনীমতসহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবো। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে যখমই হয় না কেন, কিয়ামতের দিন সে ঠিক যখম অবস্থায়ই আসবে; তার বর্ণ হবে রক্ত বর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর। কসম সেই পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের অভিযানে গমন করে যে কোন দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমার কাছে এমন সামর্থ্য নেই যে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেন তাঁদের সকলকে বাহন প্রদান করবো, আর তাঁদের নিজেদেরও সে সঙ্গতি নেই যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে। আর তাদের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, আমি যুদ্ধে বেরোবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে পিছনে থাকবে। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার একান্ত কামনা হয়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই, আবারও জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই।

٤٧٠٧ـ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْكُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهٰذَا الْاَسْنَادِ ـ

৪৭০৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (র) ..... উমারা (র)-এর সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ اِلاَّ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ-

৪৭০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ সে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন, যে তাঁরই রাস্তায় জিহাদ করে, তাকে ঘর থেকে বের করে কেবল তাঁরই রাস্তায় জিহাদ আর তাঁরই কালেমায় বিশ্বাস। (সে দায়িত্বটি হচ্ছে,) হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনীমতসহ সেই স্থানে ফিরিয়ে আনবেন-যেখান থেকে সে (জিহাদে) বেরিয়েছিল।

٤٧٠٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ-

৪৭০৯. আমর আন্-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এমন কেউ নেই যে আল্লাহ্র রাস্তায় যখম হয় আর আল্লাহ্ই সম্যক জানেন, কে তাঁর রাস্তায় যখম হবে সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, তার যখম দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে, তার রং হবে রক্তের, কিন্তু সুবাস হবে কস্তুরীর সুবাস।

٤٧١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ تَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا اِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ فَاَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِيْ وَلاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَقْعُدُوْا بَعْدِيْ-

৪৭১০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর একটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমান যে যখমেই আহত হয়, কিয়ামতের দিন তা ঠিক যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল সে রূপ হবে; রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, যার রং রক্তেরই রং হবে, আর সুবাস হবে কস্তুরীর সুবাস। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে সেই পবিত্র সত্তার কসম! যদি মু'মিনদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কোন সেনাদলের যারা

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়, তাদের পিছনে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমার সে সামর্থ নেই যা দিয়ে আমি তাদের সকলকে বাহন দিতে পারি, আর না তাদেরই সে সামর্থ আছে যে, (নিজ থেকে বাহন নিয়ে যুদ্ধযাত্রাকালে) আমার অনুসরণ করবে, আর আমার যুদ্ধ অভিযানে বের হয়ে যাওয়ার পর ঘরে বসে থাকতেও তাদের মন চায় না।

٥٧١١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَبِهٰذَا الْاَسْنَادِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْىٰ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ـ

৪৭১১. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি মু'মিনদের জন্যে কষ্টকর না হতো, তবে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি কোন সেনাদলের পিছনে বসে থাকতাম না। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ, আর এ সনদে বর্ণিত আছে যে, কসম সেই পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি মনেপ্রাণে কামনা করি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হই, তারপর জীবন লাভ করি ....আবূ যুর'আ কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤٧١٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِى الثَّقَفِىَّ) ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لاَ حْبَبْتُ اَنْ لاَ اَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ ـ

৪৭১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি পছন্দ করতাম যেন কোন সেনাদলের পিছনে থেকে না যাই। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তীদের হাদীসের অনুরূপ।

٤٧١٣ـ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلٰى قَوْلِهٖ مَاتَخَلَّفْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪৭১৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন যে তাঁর রাস্তায় বের হয়ে যায় .....। এ উক্তি পর্যন্ত; কোন সেনাদলের, যে দল আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে তার পিছনে থাকতাম না।

٢٩- بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى

২৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র পথে শাহাদতের ফযীলত

٤٧١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الاَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ لَهَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا اَنَّهَا تَرْجِعُ اَلَى الدُّنْيَا وَلاَ اَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلاَّ الشَّهِيْدُ فَاِنَّهُ يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِى الدُّنْيَا لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشِّهَادَةِ-

৪৭১৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এমন কেউ নেই যে মৃত্যুবরণ করেছে ও আল্লাহ্‌র কাছে তার সাওয়াব রয়েছে, সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে প্রসন্নবোধ করে—যদিও গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু তারই হয় তবুও— শহীদ ছাড়া; সে কামনা করবে ফিরে আসতে, যেন আবার দুনিয়ায় শহীদ হতে পারে। তা এ জন্যে যে, সে শাহাদতের ফযীলত প্রত্যক্ষ করে।

٤٧١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ مَاعَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ غَيْرُ الشَّهِيْدِ فَاِنَّه يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنْ الْكَرَامَةِ-

৪৭১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এমন কেউ নেই যে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপরও দুনিয়ায় ফিরে আসাটা পছন্দ করবে-যদিও বা গোটা দুনিয়ার সবকিছু তারই হয়, কেবল শহীদ ছাড়া; কেননা সে কামনা করবে যেন ফিরে আসে এবং দশবার শহীদ হয় তা এ জন্যে যে, সে শাহাদাতের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছে।

٤٧١٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَسِطِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَايَعْدِلُ الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَلاَتَسْتَطِيْعُوْهُ قَالَ فَاَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاَثًا كُلُّ ذَالِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ وَقَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى-

৪৭১৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের তুল্য আর কি আছে? তিনি বললেন : কেউ তা লাভ করতে পারবে না। রাবী বলেন, প্রশ্নকারীরা কথাটার দু'বার বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রত্যেকবারই তিনি বললেন : কেউ

তা পারবে না। তৃতীয়বার তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে অবিরাম সিয়াম পালনকারী, কিয়ামকারী, সালাতে দণ্ডায়মান, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের পূর্ণ অনুগত, সিয়ামে বা কিয়ামে যে ক্লান্তিবোধ করে না। (এভাবেই ইবাদত করতে থাকে) যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদ তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

٤٧١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৪৭১৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সুহায়ল (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٧١٨- حَدَّثَنِىْ حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَا اُبَالِىْ اَنْ لَا اَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اَنْ اَسْقِىَ الْحَاجَّ وَقَالَ اٰخَرُ مَا اُبَالِىْ اَنْ لَا اَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اَنْ اَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ اٰخَرُ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلٰكِنْ اِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الْاٰيَةَ اِلٰى اٰخِرِهَا-

৪৭১৮. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বারের নিকটেই ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কোন সৎ কাজই না করি তাতে আমার কোন পরওয়া নেই-তবে আমি হাজীদেরকে পানি পান করাব। (অর্থাৎ আমার মতে এটিই সর্বাধিক সাওয়াবের কাজ।) অপর একজন বলে উঠলো, মুসলমান হওয়ার পর আমি আর কোন সৎ কাজই না করি তাতে আমার কোন পরোয়া নেই, তবে আমি মসজিদুল হারামের সংস্কার (প্রভৃতি) করে যাবে। অপর একজন বলে উঠলো-আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ তোমরা যা যা বলেছো তার চাইতে উত্তম। তখন উমর (রা) তাদেরকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরের সামনে তোমরা চেঁচামেচি করো না। সেটা ছিল জুমু'আর দিন। বরং যখন জুমু'আর সালাত হয়ে যাবে, তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে তোমরা যে ব্যাপারে বাদানুবাদ করছো, তা জিজ্ঞাসা করে নেবো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা (সেই প্রেক্ষিতে) নাযিল করলেন ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (وَجَٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)-

হাজীদের পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি ওদের (সমতুল্য) মনে কর, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে .... (৯:১৯)

٤٧١٩- وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ تَوْبَةَ -

৪৭১৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিম্বরের কাছে ছিলাম' বাকী হাদীস আবূ তাওবা এর হাদীসের অনুরূপ।

٣٠- بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৩০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রাস্তায় সকাল সন্ধ্যায় বের হওয়া

٤٧٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

৪৭২০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কানাব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র রাহে 'একটি সকাল' অথবা 'একটি বিকাল' অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবের চাইতে উত্তম।

٤٧٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالْغَدْوَةُ يَغْدُوْهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

৪৭২১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র রাহে যে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল (ব্যয় করেই তা) দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সে সবের চাইতেও উত্তম।

٤٧٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

৪৭২২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র রাহে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল (অতিবাহিত করা) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের চাইতেও উত্তম।

٤٧٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اُمَّتِيْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ وَلَرَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

৪৭২৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি না আমার উম্মাতের কতিপয় লোক হতো ..... এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাহে একটি বিকাল অথবা একটি সকাল (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের চাইতেও উত্তম।

٤٧٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَ بِىْ وَاِسْحٰقَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوْبَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ -

৪৭২৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) আবূ আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র রাহে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে) অতিবাহিত করা ঐসব বস্তুর চাইতে উত্তম যেগুলোর উপর সূর্য উদিত হয়ে থাকে এবং অস্তমিত হয়।

٤٧٢٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً -

৪৭২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুহযায (র) .... আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ..... সম্পূর্ণ অনুরূপ।

٣١- بَابُ بَيَانِ مَا اَعَدَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْمُجَاهِدِ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

৩১. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে মুজাহিদদের জন্যে আল্লাহ্ যে মর্যাদার স্তর রেখেছেন

٤٧٢٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ اَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَاُخْرٰى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ وَمَا هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৪৭২৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) রূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবীরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আবূ সাঈদ (রা) তাতে চমকিত হয়ে গেলেন এবং

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যে কথাটি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন, তারপর বললেন : আর একটি (আমল এমন রয়েছে) যা দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশ'টি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দু'টো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের তুল্য। তখন তিনি বললেন : সেটি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন : আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ!!

٣٢ـ بَابُ مَنْ قُتِلَ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ اِلاَّ الدَّيْنَ

৩২. পরিচ্ছেদ : ঋণ ছাড়া শহীদদের সকল গুনাহ্ মাফ

٤٧٢٧ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ لَه رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ اَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِىْ ذَالِكَ ـ

৪৭২৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) (একদা)তাঁদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। তখন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত (শহীদ) হই তা হলে আমার সকল পাপ মোচন হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি বললে হে! তখন সে ব্যক্তি (আবার) বললো : আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত হই তা হলে আমার সকল গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ তুমি যদি ধৈর্যধারণকারী, সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও, অবশ্য ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরাঈল (আ) আমাকে একথা বলেছেন।

٤٧٢٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرنَا يَحْيٰى (يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ـ

৪৭২৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হই .... লাইসের হাদীসের অনুরূপ।

٤٧٢٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِنْ ضُرِبْتُ بِسَيْفِى بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الْمَقْبُرِيِّ -

৪৭২৯. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আজলান (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন প্রত্যেকের বর্ণনায় কিছু কম-বেশি আছে যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এলো, তিনি তখন মিম্বরের উপরে (উপবিষ্ট) ছিলেন। সে ব্যক্তি বললো : আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আমার তরবারি দ্বারা নিহত হই .....। বাকী অংশ মাকবুরীর হাদীসের অনুরূপ।

٤٧٣٠- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ) عَنْ عَبَّاسٍ (وَهُوَابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ -

৪৭৩০. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালিহ্ মিসরী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে।

٤٧٣١- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى اَيُّوبَ حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ اِلاَّ الدَّيْنَ -

৪৭৩১. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়া (মিটিয়ে) ঋণ ছাড়া সব কিছু মাফ করিয়ে দেয়।

٣٣- بَابُ فِىْ بَيَانِ أَنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِى الْجَنَّةِ وَاَنَّهُمْ اَحْيَاءٌ وَبِنَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

৩৩. পরিচ্ছেদ : শহীদদের রূহ জান্নাতে আর তাঁরা জীবিত, তাঁরা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত হন

٤٧٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْنَا عَبْدَ اللّٰهِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ قَالَ اَمَا اِنَّا قَدْ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرْوَاحُهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَاْوِىْ اِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا قَالُوْا اَىَّ شَيْءٍ نَشْتَهِىْ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاَوْا اَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوْا مِنْ اَنْ يَسْاَلُوْا قَالُوْا يَارَبِّ نُرِيْدُ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا رَاٰى اَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا -

৪৭৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :) "যাঁরা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো তোমরা মৃত মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়"। (৩:১৬৯।) আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনি বললেন : তাদের রূহসমূহ সবুজ পাখির উদরে (রক্ষিত থাকে)-যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। অবশেষে সেই দীপাধারগুলোতে ফিরে আসে। একবার তাদের পালনকর্তা তাদের দিকে দেখলেন এবং বললেন : তোমাদের কি কোন আকাংখা আছে ? জবাবে তারা বললো : আমাদের আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, আমরা তো যথেচ্ছভাবে জান্নাতে বিচরণ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে এরূপ তিনবার করলেন। যখন তারা দেখলো, কিছু প্রার্থনা না করে তারা রেহাই পাচ্ছে না তখন তারা বললো : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আকাংক্ষা হয় যদি আমাদের রূহ্গুলোকে আমাদের দেহসমূহে ফিরিয়ে দিতেন আর পুনরায় আমরা আপনারই পথে নিহত (শহীদ) হতে পারতাম। যখন (আল্লাহ্) দেখলেন, তাদের আর কোন চাহিদাই অবশিষ্ট নাই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো (আর প্রশ্ন করা হলো না।)

٣٤- بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও রিবাত (শত্রুর মুকাবিলায় বিনিদ্রতা ও সীমান্ত প্রহরী)-এর ফযীলত

٤٧٣٣- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ-

৪৭৩৩. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুজাহীম (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, সর্বোত্তম লোক কে? তিনি বললেন : সে ব্যক্তি যে তার জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললো, তারপর কে? তিনি বললেন : যে মু'মিন কোন পাহাড়ী উপত্যাকায় নির্জনে অবস্থান করে, তার প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং তার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে বাঁচায় (কারো ক্ষতি করে না)।

٤٧٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ-

৪৭৩৪. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তি যে তার জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললো, তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন নিভৃত উপত্যকায় তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিবিষ্ট থাকে এবং লোকজনকে তার নিজ অনিষ্ট থেকে বাঁচায়।

٤٧٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فَقَالَ وَرَجُلٌ فِيْ شِعْبٍ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ رَجُلٌ-

৪৭৩৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উপত্যকায় অবস্থানকারী লোক', তারপর 'ঐ ব্যক্তি' তিনি বলেননি।

٤٧٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ اَوْ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلَّا فِيْ خَيْرٍ-

৪৭৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হল সে ব্যক্তির জীবন যে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার আওয়ায শুনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে যথাস্থানে সে (শত্রু) নিধন ও শাহাদতের সন্ধান করে। অথবা ঐ লোক যে ক্ষুদে ছাগপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর (যথারীতি) সালাত কায়েম করে, যাকাত দান করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে নিমগ্ন থাকে–মৃত্যু পর্যন্ত। লোকটি মঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।

٤٧٣٧ـ حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ وَيَعْقُوْبَ (يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ) كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ فِىْ شِعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ خِلاَفَ رِوَايَةِ يَحْيٰى ـ

৪৭৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হাযিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (কুতায়বা) বলেছেন, বা'জা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাদর এবং তিনি বলেছেন, فِىْ شُعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা থেকে ভিন্ন রকম বর্ণনা।

٤٧٣٨ـ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةَ وَقَالَ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ ـ

৪৭৩৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এতে রয়েছে ঃ "فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ"

٣٥ـ بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ

৩৫. পরিচ্ছেদ : হত্যাকারী ও নিহত দু' ব্যক্তি (এক সাথে) জান্নাতে প্রবেশ

٤٧٣٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالُوْا كَيْفَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ـ

৪৭৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আর উমার মাক্কী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দু'ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে অথচ উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বললেন, তা কেমন করে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেন : এক ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারীর প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেও মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করে।

٤٧٤٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪৭৪০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌র ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَامَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ اللّٰهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوْا كَيْفَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى الْاٰخَرِ فَيَهْدِيْهِ اِلَى الْاِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ ـ

৪৭৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... হাম্মাদ ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে সব হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করেন সেগুলোর এটিও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা এমন দু'ব্যক্তির জন্য বললেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে অথচ তাদের উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বললেন, তা কেমন করে ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন : এক জন নিহত (শহীদ) হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে তারপর আল্লাহ্ অপরজনের প্রতিও সদয় হবেন এবং তাকেও ইসলামের হিদায়াত দান করবেন। তারপর সেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে এবং শহীদ হয়ে যাবে।

٣٦- بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

৩৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, তারপর সে নিজে সঠিক পথে চলেছে

٤٧٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ اَبَدًا ـ

৪৭৪২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ আইউব, কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাফির এবং তার হত্যাকারী (মু'মিন) কখনও জাহান্নামে একত্রিত হবে না।

٤٧٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَجْتَمِعَانِ فِى النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ ـ

৪৭৪৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন হিলালী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন দু'বক্তি জাহান্নামে একত্রিত হবে না যে একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তখন প্রশ্ন করা হলো : তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেন : সে মু'মিন ব্যক্তি যে কোন কাফিরকে হত্যা করেছে তারপর নিজে সঠিক পথে চলেছে।

٣٧ـ بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَتَضْعِيْفِهَا

৩৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রাহে দানের ফযীলত ও তা ক্রমবর্ধিত হওয়া

٤٧٤٤ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيْ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِهٖ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَامَخْطُوْمَةٌ ـ

৪৭৪৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) এক ব্যক্তি লাগামযুক্ত একটি উটনী নিয়ে এসে বললো, এটা আল্লাহ্‌র রাহে (দান করলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি সাতশ' উটনী লাভ করবে যার প্রত্যেকটি লাগামসহ হবে।

٤٧٤٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ خَالِدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪৭৪৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

٣٨ـ بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِمَرْكُوْبٍ وَغَيْرِهٖ وَخِلَافَتِهٖ فِيْ اَهْلِهٖ بِخَيْرٍ

৩৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রাহের মুজাহিদগণকে বাহন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গকে উত্তমরূপে দেখা-শুনা করার ফযীলত

٤٧٥٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ كُرَيْبٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اُبْدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَدُلُّهُ عَلٰى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ ـ

৪৭৪৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, "আমার বাহন হালাক হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন প্রদান করুন।" তিনি বললেন : আমার কাছে তো তা নেই। সে সময় এক ব্যক্তি বললো, আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিচ্ছি, যে তাকে বাহন দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোন উত্তম বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে, তার জন্যে কর্ম-সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।

٤٧٤٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَاسُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৪৭৪৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, বিশর ইব্‌ন খালিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

٤٧٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ فَتًى مِنْ اَسْلَمَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ لِيْ مَااَتَجَهَّزُ قَالَ ائْتِ فُلاَنًا فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اَعْطِنِيْ الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلاَنَةُ اَعْطِيْهِ الَّذِيْ تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلاَتَحْبِسِيْ عَنْهُ شَيْئًا فَوَ اللّٰهِ لاَتَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ -

৪৭৪৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি' (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক যুবক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে যেতে চাই, অথচ আমার কাছে যুদ্ধোপকরণ নেই। তখন তিনি বললেন : অমুকের কাছে যাও, সে যুদ্ধের জন্য আসবাবপত্র প্রস্তুত করেছিল, কিন্তু পরে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে ব্যক্তি তার কাছে গেল এবং বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন সে সব যুদ্ধ সামগ্রী আমাকে দিয়ে দেন যা আপনি নিজে প্রস্তুত করেছিলেন। তখন সে ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) বললো, হে অমুক! আমি যে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করেছিলাম তা একে দিয়ে দাও এবং তার মধ্য থেকে কিছুই রেখে দিও না। আল্লাহ্‌র কসম! তার সামান্যতম অংশও তুমি রেখে দিলে আল্লাহ্ তাতে তোমাকে বরকত দান করবেন না।

٤٧٤٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ سَعِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا -

৪৭৪৯. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও আবূ তাহির (র) .... যায়েদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তার কোন গাজীকে যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দিল, সেও জিহাদ করলো, যে ব্যক্তি কোন গাজীর (মুজাহিদের) অনুপস্থিতে উত্তমরূপে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করলো, সেও জিহাদই করলো। (অর্থাৎ সেও জিহাদকারীর সমান সাওয়াব লাভ করবে)।

٤٧٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا كَثِيْرٌ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِى اَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا -

৪৭৫০. আবূ রাবী' যাহরানী (র) ..... যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী কোন গাজীকে যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দিল সেও জিহাদই করলো, আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতেই তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করলো, সেও জিহাদই করলো।

٤٧٥١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا اِلَى بَنِى لِحَيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا وَالاَجْرُ بَيْنَهُمَا -

৪৭৫১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুযায়ল বংশের অন্তর্ভুক্ত লিহ্ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন : প্রতি দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন যেন বাহিনীতে যোগদান করে, এতে সাওয়াব তারা দু'জনেই লাভ করবে।

٤٧٥٢- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ) قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُنِى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا بِمِثْلِهِ -

৪৭৫২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। (বাকী হাদীস) পূর্বানুরূপ।

٤٧٥٣- حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ (يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى) عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৭৫৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٥٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلَى بَنِى لَحْيَانَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى اَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ اَجْرِ الْخَارِجِ -

৪৭৫৪. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ লিহ্‌ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন : প্রতি দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন অবশ্যই (যুদ্ধে) বেরিয়ে যাওয়া উচিত। তারপর তিনি বাড়িতে অবস্থানকারীদেরকে বললেন : তোমাদের মধ্যকার যে কেউ যুদ্ধে গমনকারীর পরিবার পরিজন ও তা সহায়-সম্পদের উত্তমরূপে দেখাশুনা করবে সেও যুদ্ধে গমনকারীর অর্ধেক সাওয়াব লাভ করবে।

٣٩- بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ وَاِثْمُ مَنْ خَانَهُمْ فِيْهِنَّ

৩৯. পরিচ্ছেদ : মুজাহিদদের পরিবারের মর্যাদা এবং তাদের ব্যাপারে খিয়ানতকারীদের গুনাহ্

٤٧٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ اِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ-

৪৭৫৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদদের (পরিবারের) নারীদের মর্যাদা (জিহাদ গমন করে) পবিত্রতা বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্যে তাদের মায়েদেরে মর্যাদাতুল্য। বাড়িতে অবস্থানকারী যে ব্যক্তিই কোন মুজাহিদের পক্ষে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকে এবং তাতে সে কোনরূপ খিয়ানত (বা বিশ্বাসভঙ্গ) করে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং সে (মুজাহিদ) তার (খিয়ানতকারীর নেক) আমল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে যাবে। তোমাদের ধারণা কি? (অর্থাৎ সে কি আর কম নেবে? সমুদয় সাওয়াবই সে নিয়ে যাবে।)

٤٧٥٦- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ (يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ) بِمَعْنَى حَدِيْثِ الثَّوْرِىِّ-

৪৭৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (অর্থাৎ নবী ﷺ) বলেছেন : বাকী অংশ সাওরী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٤٧٥٧- حَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فَقَالَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ-

৪৭৫৭. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আলকামা ইব্‌ন মারছাদ (র) থেকে এ সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তিনি রিওয়ায়াত করেন যে, (মুজাহিদকে বলা হবে) 'তুমি তার নেক আমল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা কর নিয়ে যাও।' এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কি ধারণা? (মুজাহিদ কি তখন তার কোন সাওয়াব আর বাকী রাখবে?)

٤٠- بَابُ سُقُوْطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُوْرِيْنَ

৪০. পরিচ্ছেদ : ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য জিহাদের ফরয রহিত

٤٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ فِىْ هٰذِهِ الاٰيَةِ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا فَشَكَا اِلَيْهِ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَخْبَرَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِىْ هٰذِهِ الاٰيَةِ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِىْ رِوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ-

৪৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারা' (রা)-কে (কুরআন শরীফের) এ আয়াত : "মু'মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়।" সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ (রা)-কে তা লিখে রাখার জন্য একটি হাড় নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। তখন ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) তাঁর অন্ধত্বে) (ওযর সম্পর্কে) অনুযোগ করলেন। এ প্রসঙ্গে নাযিল হলো : "মু'মিনদের মধ্যে যারা সমস্যাগ্রস্ত নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা সমান নয়।" শুবা (র) বলেন, আমার কাছে সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন জনৈক ব্যক্তি সূত্রে, তিনি যায়দ (রা) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে " যারা বসে থাকে তারা সমান নয়।" বাকী হাদীস বারা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। ইব্‌ন বাশ্‌শার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে।

٤٧٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَلَّمَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَنَزَلَتْ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ-

৪৭৫৯. আবূ কুরায়ব (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত নাযিল হলো, তখন ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) সে ব্যাপারে তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর) সঙ্গে আলাপ করলেন। তখন নাযল হলো " غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ " অর্থাৎ যাদের কোন ওযর নেই ...।

٤١- بَابُ ثُبُوْتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيْدِ

৪১. পরিচ্ছেদ : শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার প্রমাণ

٤٧٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الاَشْعَثِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ) اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ اَيْنَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدَيْهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ وَفِىْ حَدِيْثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ-

৪৭৬০. সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আশআসী ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি (এসে) বললো, আমি যদি নিহত হই তবে কোথায় থাকবো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : জান্নাতে। লোকটি তখন তার হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং অবশেষে শহীদ হলো। সুওয়ায়দ (র)-এর বর্ণনায় আছে : উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো।

٤٧٦١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْا بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى النَّبِيْتِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيْصِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى (يَعْنِىْ ابْنَ يُوْنُسَ) عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى النَّبِيْتِ قَبِيْلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَمِلَ هٰذَا يَسِيْرًا وَاُجِرَ كَثِيْرًا ـ

৪৭৬১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ নাবীতের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি বলেন..... অন্য রিওয়ায়াতে আহ্‌মাদ ইব্‌ন জানাব মিস্‌সীসী (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একটি কবীলা-বনূ নাবীতের এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারপর সে অগ্রসর হলো এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হলো। তখন নবী ﷺ বললেন, এ লোকটি কম কাজ করে ও অনেক সাওয়াব পেয়ে গেল।

٤٧٦٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَاصَنَعَتْ عِيْرُ اَبِىْ سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِى الْبَيْتِ اَحَدٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا اَدْرِىْ مَا اسْتَثْنٰى بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُوْنَهُ فِىْ ظُهْرَانِهِمْ فِىْ عُلُوِّ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَا اِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُقَدِّمَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلٰى شَىْءٍ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا دُوْنَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْاَنْصَارِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ رَجَاءَةَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا فَاَخْرَجَ تَمَرَات مِنْ قَرنِه فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ اَنَا حَيِيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِىْ هٰذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ۔

৪৭৬২. আবূ বাকর ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন আবূ নাযর, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বুসায়সা (রা)-কে আবূ সুফিয়ানের (বাণিজ্যিক) কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। তখন আমি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাড়া ঘরে আর কেউই ছিল না। রাবী বলেন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, তিনি (আনাস) নবী ﷺ-এর কোন সহধর্মিণীর (না থাকার) কথাও বলেছেন কিনা। এরপর সে তার সঙ্গে কথা বলল, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এবং লোকাজনকে লক্ষ্য করে বললেন : আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজ আসে। যার সাওয়ারী মওজুদ আছে সে আমাদের সঙ্গে সাওয়ার হতে পারে। তখন কিছুলোক মদীনার উঁচু অনুকূল থেকে তাদের সাওয়ারী নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন : না, কেবল যাদের সাওয়ারী প্রস্তুত আছে তারাই যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিগণ রওনা করলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরে গিয়ে উপনীত হলেন। এর পরপরই মুশরিকরা এসে পৌঁছলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের কেউ যেন কোন ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রবর্তী না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি। এরপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। রাবী বলেন, উমায়র ইব্‌ন হুমাম আনসারী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার ন্যায় ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। উমায়র বলে উঠলেন, বাহ্, বাহ্, (কি চমৎকার)! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বাহ্ বাহ্ বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো হে ? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছু না! তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরূপ বলছি। তখন তিনি বললেন : তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাঁর তীরদান থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে যাই তবে তাও হবে এক দীর্ঘ জীবন। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তারপর যুদ্ধে নেমে পড়লেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন।

٤٧٦٣۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ۔

৪৭৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। আর তিনি ছিলেন তখন শত্রুর মুখোমুখি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : নিশ্চয়ই জান্নাত রয়েছে তরবারির ছায়ায়। তখন আলুথালু বেশের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে আবূ মূসা! আপনি কি নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি তার সাথীদের কাছে ফিরে গেলো। তারপর বললো, আমি তোমাদেরকে (বিদায়ী) সালাম জানাচ্ছি। এরপর সে তার তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলে তা দূরে নিক্ষেপ করলো। তারপর নিজ তরবারিসহ শত্রুদের কাছে গিয়ে উপনীত হলো। এবং তা দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল।

٤٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيْهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُوْنَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُوْنَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهُ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوْا لَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوْا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا قَالَ وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا وَإِنَّهُمْ قَالُوْا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا -

৪৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক নবী (সা) -এর কাছে এসে বললো, আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক দিন যাঁরা আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ্ শিক্ষা দেবেন। তখন তিনি আনসারদের সত্তর ব্যক্তিকে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন তাদের 'কুর্‌রা' (কারী সমাজ) বলা হতো। এঁদের মধ্যে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা কুরআন তিলওয়াত করতেন এবং রাতে (এর পাঠ অধ্যয়ন) শিক্ষা-চর্চায় অতিবাহিত করতেন, আর দিনের বেলায় (জলাশয়ে গিয়ে) পানি এনে মসজিদে রাখতেন এবং কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে (বিক্রয়লব্ধ অর্থে) সুফ্‌ফাবাসী এবং নিঃস্ব ফকীরদের জন্যে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতেন। এঁদেরেকেই নবী (সা) তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। ওরা রাস্তায়ই তাঁদের উপর আক্রমণ করলো এবং তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই তাঁদেরকে হত্যা করলো। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে দিন যে আমরা আপনার সন্নিধানে পৌঁছে গিয়েছি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-এর মামা হারাম (রা)-এর পিছন দিক দিয়ে এসে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে জান বের করে নিল। হারাম (র) বলে উঠলেন, কা'বার মালিকের কসম! আমি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবিগণকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের ভাইগণ নিহত হয়েছেন। আর তাঁরা বলেছেন, হে আল্লাহ্ আমাদের নবীকে সংবাদ পৌছে দিন যে, আমরা আপনার সন্নিধানে পৌছে গিয়েছি এ অবস্থায় যে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

٤٧٦٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ عَمِّيَ الَّذِيْ سُمِّيْتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَدْرًا قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ غُيِّبْتُ عَنْهُ وَاِنْ اَرَانِى اللّٰهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيَرَانِى اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ اَنْ يَقُوْلَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ اَنَسُ يَا اَبَا عَمْرٍو وَاَيْنَ فَقَالَ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ اَجِدُهُ دُوْنَ اُحُدٍ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِىْ جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ قَالَ فَقَالَتْ اُخْتُهُ عَمَّتِى الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ اَخِىْ اِلاَّ بِبَنَانِهِ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً قَالَ فَكَانُوْا يُرَوْنَ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِىْ اَصْحَابِهِ -

৪৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার যে চাচার নামানুসারে আমার নামকরণ করা হয়েছে, তিনি [আনাস ইব্ন নাযর (রা)] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। রাবী বলেন, এটা ছিল তাঁর জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি (প্রায়ই) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম যে যুদ্ধটি করেছিলেন, তাতে আমি শরীক হতে পারলাম না। এরপর যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর কোন যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দান করেন তা হলে আমি কি করি তা আল্লাহ্ দেখবেন। রাবী বলেন, এর বেশি কিছু বলতে তিনি ভয় পেলেন। তারপর উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সা'দ ইব্ন মুআয (রা) যখন সামনের দিক থেকে আগমন করলেন আনাস (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ আম্র! কোথায় (যাচ্ছো) ? তিনি বললেন, আহা, আমি উহুদ প্রান্ত থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাদের (কাফিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শবদেহে আশিটিরও অধিক তরবারি, বর্শা ও তীরের আঘাত পাওয়া যায়। রাবী আনাস (রা) বলেন, তাঁর বোন, আমার ফুফু রাবীআ বিন্ত নাযর (রা) বলেন, (শহীদের ক্ষত-বিক্ষত দেহের) কেবল তাঁর আঙ্গুলের জোড়া দেখেই তাঁকে আমি সনাক্ত করেছি। (অন্য কোন পরিচয়ই অবশিষ্ট ছিল না।) তখন আয়াত নাযিল হলো : "এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যায়ন করে দেখিয়েছে। তাদের কেউ তার (অঙ্গীকারকারী) ইতিমধ্যেই পূরণ করে ফেলেছে আর কেউ তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা মোটেই পরিবর্তিত হয়নি।" রাবী বলেন, সাহাবিগণ মনে করতেন যে এ আয়াতখানা তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছিল।

٤٢- بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৪২. পরিচ্ছেদ : যে আল্লাহ্র কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে সেই আল্লাহ্র রাহে (-র যোদ্ধা)

٤٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ اَنَّ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ اَعْلٰى فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৪৭৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক ব্যক্তি গনীমত লাভের জন্য যুদ্ধ করে, অন্য এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে স্মরণীয় হওয়ার জন্যে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহ্‌র রাহে (বলে গণ্য হবে) ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে আল্লাহ্‌র রাহে (যুদ্ধ করে)।

٤٧٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اَىُّ ذَالِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৪৭৬৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি গোত্রের স্বার্থে যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহ্‌র রাহে (যুদ্ধ বলে গণ্য হবে?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হবে, (কেবল) সেই আল্লাহ্‌র রাহে (বলে গণ্য হবে।)

٤٧٦٨- حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

৪৭৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে। ..... তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٧٦٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ اِلَيْهِ وَمَا رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَيْهِ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৪৭৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তখন সে ব্যক্তি বললো, এক ব্যক্তি ক্রোধের বশে যুদ্ধ করে এবং গোত্রের টানে যুদ্ধ করে। তখন তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। তাঁর এ মাথা তোলা শুধু এজন্যেই ছিল যে সে লোকটি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এ জন্যে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হবে, কেবল সেই আল্লাহ্‌র রাহে (যুদ্ধ করে)।

٤٣- بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

৪৩. পরিচ্ছেদ : লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়

٤٧٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى يُوْنُس بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ اَهْلِ الشَّامِ اَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لاَنْ يُقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اُلْقِىَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَالْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَما عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرانَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالِ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْقِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اُلْقِىَ فِىْ النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ اُلْقِىَ فِىْ النَّارِ-

৪৭৭০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) ..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকজন যখন আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলো, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল (র) বললেন, হে শায়খ! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন একখানা হাদীস আমাদেরকে শুনান। তিনি বললেন, হ্যাঁ, (শুনাবো)। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাঁকে হাযির করা হবে এবং (আল্লাহ্) তাঁর নিয়ামত-রাশির কথা তাঁকে বলবেন এবং সে তাঁর সবটাই চিনতে পারবে (তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : এতে তুমি 'কি আমল করেছিলে ? সে বলবে, আমি আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য যুদ্ধ করেছি এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে-যাতে লোকে তোমাকে বলে-তুমি বীর। তা তো বলা হয়েছে। এরপর আদেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির (বিচার করা হবে) যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাযির করা হবে। (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (তার স্বীকারোক্তি করবে) তখন তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন : এতে (বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে) তুমি কি আমল করলে ? সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি। তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞান অর্জন

করেছিলে এজন্যে-যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে-যাতে লোকে বলে-সে একজন কারী। তা তো বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির (বিচার হবে) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বচ্ছলতা এবং সর্ববিধ সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাযির করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাঁকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তি করবে।) তখন তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন : 'এর বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছো ? সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন অথচ আমি সে খাতে আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যে ব্যয় করিনি। তখন তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে-যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

٤٧٧١- حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ-

৪৭৭১. আলী ইব্ন খাশরাম (র) ..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় 'তাফাররাকা' এর স্থলে'তাফাররাজা' এবং 'নাতিলু আহলিশ শাম' এর স্থলে 'নাতিল আশ-শামী' বলে উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট হাদীস খালিদ ইব্ন হারিস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٤- بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

৪৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ করে যারা গনীমত লাভ করেছেন আর যারা গনীমত লাভ করেননি তাঁদের সাওয়াবের পরিমাণ সম্পর্কে।

٤٧٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ الْغَنِيْمَةَ اِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ اَجْرِهِمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَيَبْقٰى لَهُمُ الثُّلُثُ وَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ-

৪৭৭২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে যোদ্ধা বাহিনী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করলো এবং তাতে গনীমত লাভ করলো তারা (এ দুনিয়াতেই) আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় অগ্রিম পেয়ে গেল। তাদের জন্য কেবল এক-তৃতীয়াংশ বিনিময় অবশিষ্ট রইলো। আর যদি তারা কোন গনীমত লাভ করলো না, তাদের বিনিময় পূর্ণ করে দেয়া হবে (পাওনা রয়ে গেল)।

٤٧٧٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْهَانِئٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْحَبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ

غَازِيَةٍ اَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ اِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ اُجُوْرِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ اَوْسَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ اِلاَّ تَمَّ اُجُوْرُهُمْ ـ

৪৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল তামীমী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই বাহিনী মাত্রই যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করলো এবং গনীমত লাভ করলো, তারপর নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলো তাঁরা আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময়ই নগদ (অগ্রিম) পেয়ে গেল। আর যারা খালি হাতে বা ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো, তাদের পুরো বিনিময়ই পাওনা রয়ে গেল।

٤٥ـ بَابُ قَوْلِه اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّه يَدْخُلُ فِيْهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الاَعْمَالِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : নিয়্যাত অনুসারে আমলের সাওয়াব, জিহাদ প্রভৃত আমলও এর অন্তর্ভুক্ত

٤٧٧٤ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

৪৭৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটি আমল (ফলাফল) নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং কোন ব্যক্তি কেবল তাই লাভ করবে, যা সে নিয়্যাত করেছে। যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত তো আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্য (হিজরত বলে গণ্য হবে), আর যার হিজরত পার্থিব কোন লাভ বা কোন মহিলার পাণি গ্রহণের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যের হিজরত বলেই গণ্য হবে।

٤٧٧٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوالرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِى الثَّقَفِىَّ) ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْخَالِدِ الاَحْمَرُ سُلَيْمَانَ بْنُ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ وَيَزِيْدُبْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ بِاسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنٰى حَدِيْثِه وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৪৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ, আবূ রাবী আতাকী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আলা হামদানী ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... সুফিয়ান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বরাতে বলতে শুনেছি .....।

٤٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

৪৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদাত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব

٤٧٧٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اُعْطِيَهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ۔

৪৭৭৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে তা (অর্থাৎ তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন-যদিও সে (প্রত্যক্ষ) শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।

٤٧٧٧- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا وقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ الطَّاهِرِ فِىْ حَدِيْثِهٖ بِصِدْقٍ۔

৪৭৭৭. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন, যদিও সে তার শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।

٤٧- بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

৪৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ না করে, এমন কি মনের মধ্যে জিহাদের বাসনাও পোষণ না করে যে মারা যায় তার পরিণাম অশুভ।

٤٧٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ الْاَنْطَاكِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنُرٰى اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

৪৭৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহম আন্তাকী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ (কোনদিন) জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন, আমাদের মত হলো, এ হুকুম একান্তই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য।

٤٨- بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَه عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ أٰخَرُ

৪৮. পরিচ্ছেদ : অসুখ-বিসুখ বা ওজরের জন্যে যে জিহাদে যেতে পারলো না, তার সাওয়াব

٤٧٧٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ-

৪৭৭৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : মদীনার এমন কিছু লোক রয়েছে-যারা তোমাদের প্রতিটি পথ চলার এবং প্রান্তর অতিক্রমকালে তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছে। (সওয়াব লাভের বেলায়)। রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আটকে রেখেছে।

٧٩٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْسَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّا فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ اِلاَّ شَرِكُوْكُمْ فِى الْاَجْرِ-

৪৭৮০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ...... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকী' (র)-এর বর্ণনায় আছে "তাঁরা সাওয়াবে তোমাদের সঙ্গে শরীক রয়েছেন।"

٤٩- بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِى الْبَحْرِ

৪৯. পরিচ্ছেদ : সাগরের বুকে জিহাদের (নৌযুদ্ধের) ফযীলত

٤٧٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِىْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَيَضْحَكُ قَالَتْ مَايُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِمُلُوْكًا عَلَى الاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ (يَشُكُّ اَيُّهُمَا قَالَ) قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتِ مَايُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِى الْاُوْلٰى قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ

مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَفِيْ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ ـ

৪৭৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর ঘরে যেতেন। তিনি তাঁকে আপ্যায়িত করতেন। (পরবর্তী সময়ে)উম্মু হারাম (রা) ছিলেন, উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তাঁর ঘরে গেলেন এবং তিনি তাঁকে (যথারীতি) আপ্যায়িত করলেন। তারপর তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহ্র) মাথা বানিয়ে দিতে লাগলেন এবং এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি যখন জাগলেন তখন তিনি হাসছিলেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাসবার কারণ কি? তিনি বললেন : আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সম্মুখে পেশ করা হলো, যারা আল্লাহ্র রাহের যোদ্ধারূপে সাগরের বুকে আরোহণ করবে। তারা যেন সিংহাসনে আসীন রাজা-বাদশাহ। অথবা বলেছেন, রাজা-বাদশাহ্র মত সিংহাসনে আসীন হবেন। রাবী সন্দেহপোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ বাক্যটি বলেছেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের সঙ্গে শামিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন। এরপর তিনি মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। আবার জেগে হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন : আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে আমার সম্মুখে পেশ করা হয়, আল্লাহ্র রাহের যোদ্ধারূপে..... পূর্বের বাক্যের অনুরূপ। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের সঙ্গে শামিল করেন। তিনি বললেন : তুমি হবে তাদের প্রথম দলের একজন। পরবর্তী সময়ে উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে সমুদ্রপৃষ্ঠে (সাইপ্রাসের যুদ্ধ উপলক্ষে) আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে নির্গমনকালে সাওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

١٧٨٢ـ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَايُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِأَبِيْ أَنْتَ وَ أُمِّيْ قَالَ أُرِيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِيَ يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ الْبَحْرِكَالْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ فَقُلْتُ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُفَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا ـ

৪৭৮২. খালাফ ইব্ন হিশাম (র) ..... আনাস (রা)-এর খালা উম্মু হারাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের ঘরে এলেন এবং আমাদের এখানেই মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি যখন জাগলেন তখন তিনি হাসছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাসবার কারণ কি? আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। তিনি বললেন : আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হলো যে, আমার উম্মাতের মধ্যকার একদল লোক (দেখলাম) সমুদ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করবে রাজা-বাদশাহ্দের সিংহাসনে আরোহণের মতো। তখন আমি

আরয করলাম, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে শামিল রাখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে শামিল থাকবে। তারপর তিনি শুয়ে পড়েন এবং পুনরায় জাগ্রত হয়ে আবারও হাসতে থাকেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তিনি পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে শামিল রাখেন। তিনি বললেন : তুমি হবে প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন, তারপর পরবর্তীকালে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি সমুদ্রযুদ্ধে যাত্রা করেন এবং তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যখন তিনি ফিরে আসছিলেন তখন একটি খচ্চর তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলেন তখন খচ্চরটি তাঁকে নীচে ফেলে দেয়। তাতে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়। (এবং এভাবে তিনি শহীদ হন।)।

٤٧٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ اَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوْا عَلَىَّ يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ الْاَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৪৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস (রা)-এর খালা উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন এবং মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করলেন তারপর মুচকি হাসতে হাসতে জাগলেন। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাসবার কারণ কি? তিনি বললেন : আমার উম্মাতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হলো যারা ঐ সবুজ সাগরের বুকে আরোহণ করবে .....। তারপর হাম্মাদ ইব্ন যায়দের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٧٨٤- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ اَنَسٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ -

৪৭৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনাস (রা)-এর খালা বিন্ত মিলহান (রা)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর ইসহাক ইব্ন আবূ তালহা ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাব্বান (র)-এর হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٥٠- بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৫০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র রাহে প্রহরায় থাকার ফযীলত

٤٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ (يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ) عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ

سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَاِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ ـ

৪৭৮৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন বাহ্‌রাম দারেমী (র) ..... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একটি দিবস ও একটি রাতের সীমান্ত প্রহরা একমাস সিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত জাগার চাইতেও উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সাওয়াব জারী থাকবে। এবং তার (শহীদসুলভ) রিযিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিৎনাবাজদের থেকে নিরাপদে থাকবে।

٤٧٨٦ـ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى ـ

৪৭৮৬. আবূত্ তাহির (র) ..... সালমান আল-খায়র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আয়্যুব ইব্‌ন মূসা (র) থেকে লায়সের হাদীসের অনুরূপ অর্থযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥١ـ بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

৫১. পরিচ্ছেদ : শহীদের বর্ণনা

٤٧٨٧ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৪৭৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একব্যক্তি পথ চলাকালে একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল রাস্তায় পেয়ে তা সরিয়ে দিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কাজের মূল্যায়ন করলেন এবং (প্রতিদানে) তাকে মার্জনা করে দিলেন। তিনি আরও বললেন : শহীদ পাঁচ প্রকার : ১. প্লেগগ্রস্ত ২. উদরাময়গ্রস্ত ৩. ডুবন্ত (ডুবে মৃত) ৪. কোন কিছু চাপা পড়ে মৃত এবং ৫. মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাহে (প্রাণদানকারী) শহীদ।

٤٧٨٨ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ قَالَ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذًا لَقَلِيْلٌ قَالُوْا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَشَهِيْدٌ قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْكَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ ـ

৪৭৮৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্যকার কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? তাঁরা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে নিহত হয় সেই তো শহীদ।" তিনি বললেন : তবে তো আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হবে। তখন তাঁরা বললেন, তা হলে তাঁরা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাহে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ যে ব্যক্তি উদরাময়ে মারা যায় সেও শহীদ। ইব্ন মিকসাম (র) বলেন, আমি তোমার পিতার উপর এ হাদীসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আরও বলেছেন, এবং পানিতে ডুবে মারা যায় এমন ব্যক্তিও শহীদ।

٤٧٨٩- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدُ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ اَشْهَدُ عَلَى اَخِيْكَ اَنَّهُ زَادَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيْدٌ -

৪৭৮৯. আবদুল হামীদ ইব্ন বয়ান ওয়াসিতী (র) ..... সুহায়ল (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুহায়ল (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম (র) বলেন, আমি তোমার ভাইয়ের উপর এ হাদীসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি তাতে এতটুকুও অধিক বলেছেন, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মরলো সেও শহীদ।

٤٧٩٠- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ -

৪৭৯০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) এ সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বর্ধিত বলেছেন, যে ব্যক্তি ডুবে মরলো, সেও শহীদ।

٤٧٩١- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِمَ مَاتَ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُوْنِ قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

৪৭৯১. হামিদ ইব্ন উমর আল-বাক্রাভী (র) ..... হাফ্সা বিন্ত সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ 'আমরা কিসে মারা গেলেন? আমি বললাম, প্লেগগ্রস্ত হয়ে। তিনি (হাফসা) বলেন, তখন তিনি (আনাস) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্লেগ হচ্ছে প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তির জন্যে শাহাদত স্বরূপ।

٤٧٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

৪৭৯২. ওয়ালীদ ইব্ন শুজা' (র) ..... 'আসিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٢- بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

৫২. পরিচ্ছেদ : তীরন্দাযীর ফযীলত এবং এতে উৎসাহ প্রদান এবং তা শিক্ষা করে ভুলে যাওয়ার নিন্দা

٤٧٩٣- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرُوْبْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ -

৪৭৯৩. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র) ..... 'উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "এবং তোমরা তাদের মুকাবিলায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখো।" জেনে রাখো, এ শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী।

٤٧٩٤- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرُوْبْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي عَلِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ فَلَا يَعْجِزْ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ -

৪৭৯৪. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র) ....উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই অনেক ভূ-খণ্ড তোমাদের পদানত হবে। আর শত্রুদের মুকাবিলায় আল্লাহ্ই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তীর দ্বারা খেলার (তীরন্দাযীর) অভ্যাস ত্যাগ না করে।

٤٧٩٥- حَدَّثَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ بَكْرِبْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৪৭৯৫. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র) ..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ اَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَاَنْتَ كَبِيْرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةُ لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اُعَانِيْهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ اِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصَى -

৪৭৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইব্‌ন মুহাজির (র) ..... ফুকায়ম লাখ্‌মী (র) উকবা ইব্‌ন আমির (রা)-কে বললেন, এই দুই লক্ষ্যস্থলের মধ্যে বারবার আনাগোনা করা এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে

থাকবে। তিনি বললেন, আমি যদি একটি কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে না শুনতাম, তবে এ কষ্ট করতাম না। রাবী হারিছ বলেন, আমি ইব্‌ন শামাসাহ্ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কথাটি কি?' তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিখলো তারপর তার অভ্যাস ছেড়ে দিল সে আমাদের (উম্মতের দলভুক্ত) নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপ করলো।

٥٣- بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

৫৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার উম্মতের একদল লোক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের বিরোধীরা তাঁদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না

٤٧٩٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَبُوْ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ وهُمْ كَذَالِكَ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَالِكَ۔

৪৭৯৭. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূর রাবী' আতাকী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের একটি দল লোক সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত (অবিচল) থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এমন কি এভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে। কুতায়বা বর্ণিত হাদীসে "আর তারা তেমনি থাকবে" অংশটুকু নেই।

٤٧٩٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدَةُ كِلاَهُمَا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيَّ) عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ۔

৪৭৯৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদাই মানব জাতির উপর বিজয়ী (প্রভাব বিস্তারকারী) থাকবে। এমন কি এভাবে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আদেশ এসে পড়বে, তাদের বিজয়ী থাকাবস্থায়ই।

٤٧٩٩- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَرْوَانَ سَوَاءً۔

৪৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ...... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। মারওয়ানের হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

٤٨٠٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ -

৪৮০০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ দীন (ইসলাম) সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল এর পক্ষে লড়তে থাকবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত।

٤٨٠١- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوالزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৮০১. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্নুশ্ শাইর (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি জামাআত সর্বদাই সত্যের সপক্ষে লড়তে থাকবে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিজয়ী (প্রভাবশালী) রূপে।

٤٨٠٢- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُبْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ عُمَيْرَبْنَ هَانِئٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ اَوْخَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ -

৪৮০২. মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম (র) ..... উমায়র ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে মিম্বরের উপর (আসীন অবস্থায়) বলতে শুনেছি "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের একটি জামাআত আল্লাহ্র আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ (সহায়তা) ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহ্র আদেশ (তথা কিয়ামত) এসে পড়বে আর তারা তখনও লোকের উপর বিজয়ী থাকবে।"

٤٨٠٣- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ الاَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيْثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ اَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيْثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا

يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

৪৮০৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম্ম (র) বলেন, আমি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে এমন একটি হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যা ছাড়া নবী ﷺ-এর বরাতে অন্য কোন হাদীস মিম্বরের উপর থেকে বলতে তাঁকে আমি শুনিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের ব্যুৎপত্তি (সমঝ) দিয়ে থাকেন এবং মুসলমানদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করবে। যারা তাদের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করবে অথবা তাদের বিরুদ্ধে থাকবে তারা তাদের উপর বিজয়ী থাকবে। কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকবে।

٤٨٠٤ـ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِىُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ بِشَىْءٍ اِلاَّ رَدَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَاعُقْبَةُ اسْمَعْ مَايَقُوْلُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ اَعْلَمُ وَاَمَّا اَنَا فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ قَاهِرِيْنَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَجَلْ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيْحًا كَرِيْحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيْرِ فَلاَ تَتْرُكُ نَفْسًا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْاِيْمَانِ اِلاَّ قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ـ

৪৮০৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্‌ন শুমাসাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মাসলামা ইব্‌ন মুখাল্লাদ (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কিয়ামত কেবল তখনই কায়েম হবে যখন সৃষ্টির নিকৃষ্টতম লোকরা থাকবে, ওরা জাহিলিয়াত সম্প্রদায়ের লোকদের চাইতেও নিকৃষ্ট হবে। তারা আল্লাহ্‌র কাছে যে বস্তুর জন্যই দু'আ করবে তিনি তা প্রত্যাখান করবেন। তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন এমন সময় উকবা ইব্‌ন আমির (রা) সেখানে এলেন। তখন মাসলামা (রা) বললেন, হে উকবা, শুনুন, আবদুল্লাহ্ কি বলছেন? তখন উকবা (রা) বললেন, তিনিই তা অধিক জানেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহ্‌র বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়ে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট কিয়ামত এসে যাবে আর তাঁর এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ্ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, সে বায়ু প্রবাহটি হবে কস্তুরীর সুঘ্রাণের ন্যায়। এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মত। সে বায়ু এমন একটি লোককেও অবশিষ্ট রাখবে না যার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে। তাদের সকলকে তা কবজ করে নেবে। তারপর কেবল নিকৃষ্ট লোকগুলোই বাকী থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

٤٨٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ اَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ -

৪৮০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'পশ্চিম দেশীয়রা' (আরববাসীরা) বরাবর হকের উপর বিজয়ী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

٥٤- بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِى السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيْسِ فِى الطَّرِيْقِ

৫৪. পরিচ্ছেদ : ভ্রমণকালে বাহনের সুবিধাদির প্রতি খেয়াল রাখা এবং রাস্তার উপর রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ হওয়া।

٤٨٠٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخَصْبِ فَاَعْطُوْا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَاِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوْا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

৪৮০৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার অংশ আদায় করতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ততার মধ্যে ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাত্রি যাপনের জন্যে অবতরণ করবে তখন রাস্তা থেকে (নিরাপদ) দূরত্বে থাকবে। কেননা তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং কীট পতঙ্গের রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থল।

٤٨٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِيْ الْخَصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا وَاِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوْا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

৪৮০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন উর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা দাও। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বা অনুর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন তাড়াতাড়ি তাদের মগজ (চলার শক্তি) বাকী থাকতে তা অতিক্রম করে যাও। আর যখন রাত্রি যাপনের জন্যে কোথাও অবতরণ কর তখন পথ থেকে সরে থাকবে। কেননা তা হচ্ছে জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ও সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির রাত্রিবেলার আশ্রয়স্থল।

٥٥- بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيْلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

৫৫. পরিচ্ছেদ : সফর ক্লেশের অংশ বিশেষ। প্রয়োজন সেরে মুসাফিরের তাড়াতাড়ি পরিজনদের কাছে ফিরে আসা মুস্তাহাব।

٤٨٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ وَ اَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِىْ وَمَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مَالِكُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَىٌّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ اِلَى اَهْلِهِ قَالَ نَعَمْ-

৪৮০৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, ইসমাঈল ইব্ন আবূ উয়ায়স, আবূ মুসআব যুহরী, মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সফর ক্লেশের অংশ, তা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নিদ্রা ও পানাহারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের কেউ কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলেই সে যেন তাড়াতাড়ি করে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যায়। রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) বলেন, আমি (রাবী) মালিককে বললাম, সুমাই (র) কি আপনাকে আবূ সালিহ্ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসখানা সফর ক্লেশের অংশ ....বর্ণনা করেছেন? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٦- بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوْقِ وَهُوَ الدُّخُوْلُ لَيْلاً لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

৫৬. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে রাতে অতর্কিতে ঘরে ফেরা মাকরূহ

٤٨٠٩- حَدَّثَنِى اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلا وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غَدْوَةً اَوْعَشِيَّةً-

৪৮০৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো (গভীর) রাতে (সফর থেকে ঘরে) পরিবারবর্গের নিকট আসতেন না; বরং সকালে বা সন্ধ্যায় তাঁদের কাছে আসতেন।

٤٨١٠- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ لاَيَدْخُلُ-

৪৮১০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে এতে "لاَيطرق" এর স্থলে "لاَيَدْخُلُ" বর্ণনা করেছেন।

٤٨١١- حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلاً اَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ -

৪৮১১. ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তারপর আমরা যখন মদীনায় আসলাম এবং ঘরে ফিরতে উদ্যত হলাম তখন তিনি বললেন : একটু অপেক্ষা কর, আমরা রাতে বা সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রবেশ করবো এতে যাদের (স্ত্রীদের) চুল অবিন্যস্ত তারা চুল বিন্যস্ত করে নিবে এবং যাদের স্বামী প্রবাসে ছিল তারা গুপ্তাঙ্গের লোমরাশি পরিষ্কার করে নিবে।

٤٨١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰي حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَدِمَ اَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَيَاْتِيَنَّ اَهْلَهُ طُرُوْقًا حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ -

৪৮১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে তখন সে যেন রাতের আগন্তুকের মতো অতর্কিতে পরিবারবর্গের কাছে গিয়ে উপস্থিত না হয়, যাতে (দীর্ঘকাল) অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী তার গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করার এবং এলোকেশিনী তার কেশ বিন্যাস করার সুযোগ পায়।

٤٨١٣- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৮১৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) .....সাইয়ার (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨١٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِيْ ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ اَنْ يَاْتِيَ اَهْلَهُ طُرُوْقًا -

৪৮১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সফরের পর বাড়ি ফিরে তখন রাতের অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের মতো পরিবারের কাছে উপস্থিত হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٤٨١٥- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৪৮১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

٤٨١٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ اَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ -

৪৮১৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাতের বেলা অতর্কিতে ঘরে ফিরে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে কিংবা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٤٨١٧- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ لاَ اَدْرِيْ هٰذَا فِي الْحَدِيْثِ اَمْ لاَ يَعْنِيْ اَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ اَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ -

৪৮১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... সুফিয়ান (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত। আবদুর রাহমান (র) বলেন, সুফিয়ান (র) বলেছেন, "তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ ও দোষক্রটি অনুসন্ধান প্রসংগটি" হাদীসে আছে কি না তা আমার জানা নেই।

٤٨١٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَرَاهَةِ الطُّرُوْقِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَتَخَوَّنَهُمْ اَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ -

৪৮১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ..... জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে অতর্কিতে রাত্রিতে ঘরে ফিরা মাকরূহ হওয়া সংক্রান্ত কথা রিওয়াত করেছেন। তবে তিনি "তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ ও দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান" বাক্যটি উল্লেখ করেন নি।

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيْوَانِ

অধ্যায় : শিকার ও যবাহ্কৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

١- بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةِ

১. পরিচ্ছেদ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করা

٤٨١٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَىَّ وَاَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ لَهُ فَاِنِّىْ اَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَاُصِيْبُ فَقَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَاِنْ اَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَتَاْكُلْهُ-

৪৮১৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে (লেলিয়ে) দেই এবং তারা শিকার করে আমার জন্য রেখে দেয়, আমি তখন আল্লাহ্‌র নাম (অর্থাৎ) 'বিসমিল্লাহ্' বলি। (এ শিকারকৃত জন্তু আমি খেতে পারি কি?) তিনি বললেন : যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়লে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিলে তখন তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম, যদিও তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদিও তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে—যতক্ষণ তার সাথে অন্য কুকুর শামিল না হয়। আমি তাঁকে বললাম, আমি অনেক সময় শিকারের উদ্দেশ্যে 'মি'রাদ' (কাঠ বা পেরেকযুক্ত তীক্ষ্ণ ছড়ি ইত্যাদি) নিক্ষেপ করে থাকি, তাতে শিকার কুপোকাত করে ফেলে ? তখন তিনি বললেন : যখন তুমি 'মিরাদ' নিক্ষেপ কর এবং তার সম্মুখভাগ প্রবিষ্ট হয়ে শিকার মারা যায় তবে তুমি তা খেতে পারো। আর যদি পাশের ভাগ (আড়াআড়ি) লেগে শিকার মারা যায়, তবে তুমি তা খাবে না।

٤٨٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلاَّ اَنْ يَاكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ فَلاَتَاْكُلْ فَاِنِّى اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَاْكُلْ-

৪৮২০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করলাম, আমরা এমন একটা সম্প্রদায় যারা ঐ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুর দ্বারা শিকারে অভ্যস্ত। তখন তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ্ বলে) ছাড়বে, তখন তুমি তাদের শিকার করা পশু খেতে পারো, যদিও তারা তা হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তুমি তা অবশিষ্ট খাবে না। কেননা, আমার তাতে সন্দেহ হয় যে, সে হয়তো তার নিজের জন্যেই এ শিকার ধরে থাকবে। আর যদি এ শিকারে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুররাও যোগ দিয়ে থাকে তাহলে তুমি তা মোটেও খাবে না।

٤٨٢١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَاْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِنْهُ فَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّهُ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ فَاِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِىْ كَلْبًا اٰخَرَ فَلاَ اَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَهُ قَالَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهِ-

৪৮২১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বারী (র) ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'মিরাদ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন : যখন তার ধারালো অংশ দ্বারা শিকার নিহত হবে তখন তুমি তা খেতে পারবে, আর যখন তার পাশের অংশের (আড়াআড়ি) আঘাতে শিকার নিহত হবে, তখন তা (কুরআনে বর্ণিত) 'ওকীয' বা ভারী প্রস্তরাঘাতে মৃত পশু তুল্য হবে। সুতরাং তুমি তা খাবে না। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কুকুর সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : যখন তুমি (শিকারের উদ্দেশ্যে) তোমার কুকুর ছেড়ে দেবে এবং আল্লাহ্র নাম নিবে তখন তুমি তা খেতে পারো। আর যদি কুকুর তার থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা সেটা সে তার নিজের জন্যেই ধরেছে। আমি বললাম, যদি আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই আর কোন্ কুকুরটি শিকার ধরেছে তা ঠিক করতে না পারি (তখন কি করবো)? তিনি বললেন : তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তেই আল্লাহ্র নাম নিয়েছ (বিস্মিল্লাহ্ বলেছ) অন্যটির ব্যাপারে আল্লাহ্র নাম নাওনি।

٤٨٢٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

৪৮২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ুব (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'মিরাদ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٨٢٣- وَحَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ -

৪৮২৩. আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি' আবদী (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'মিরাদ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ... (বাকী অংশ) পূর্বরূপ।

٤٨٢٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيْتَ أَنْ يَكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلٰى غَيْرِهِ -

৪৮২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে 'মিরাদ' দ্বারা শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : যদি তীক্ষ্ণ অংশ দ্বারা বিদ্ধ করে হয়, তা খেতে পারো। আর যদি তার পার্শ্ব ভাগ লেগে নিহত হয় তাহলে সেটা 'ওকীয' (চাপায় মৃত-) শ্রেণীভুক্ত। আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্পর্কেও প্রশ্ন করি। তিনি বললেন : যা সে তোমার জন্য শিকার করে রাখে এবং তা থেকে সে না খায়, তুমি তা খেতে পার। কেননা তার ধরাটাই (শিকার করাই) ছিল যবাহ্। তবে যদি তুমি তার কাছে অন্য কুকুরও দেখতে পাও এবং তোমার আশঙ্কা হয় যে, শিকার ধরায় সেটাও শামিল ছিল এবং সে কুকুরই হয়তো শিকার হত্যা করেছে, তবে তুমি তা আহার করবে না। কেননা তুমি কেবল তোমার কুকুরের ব্যাপারেই আল্লাহ্র নাম নিয়েছ, (বিসমিল্লাহ্ বলেছ) অন্য কুকুরের ব্যাপারে নাওনি।

٤٨٢٥- وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ -

৪৮২৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দাহ্ (র) থেকে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٢٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيْلًا وَرَبِيْطًا بِالنَّهْرَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَهُ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهِ -

৪৮২৬. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল হামিদ (র)...... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদী ইব্ন হাতিম (রা) 'নাহ্রাইন'–এ আমাদের প্রতিবেশী, (ব্যবসায়ের) শরীক এবং সহকর্মী ছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি নবী ﷺ -কে এ মর্মে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আমার কুকুরকে (শিকার ধরার উদ্দেশ্যে) ছেড়ে দেই এবং পরে আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই, সেও শিকার ধরেছে। আসলে কোন্ কুকুরটি শিকার করেছে তা আমি ঠিক করতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (তাহলে) তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তেই আল্লাহ্র নাম নিয়েছ; অন্যটির ব্যাপারে আল্লাহ্র নাম নাওনি।

٤٨٢٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ-

৪৮২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٢٨- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ اَمْسَكَ عَلَيْكَ فَاَدْرَكْتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ وَاِنْ اَدْرَكْتَهُ قَدْقَتَلَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَاِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِيْ اَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَاِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ اِلاَّ اَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ اِنْ شِئْتَ وَاِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِيْ الْمَاءِ فَلاَتَاْكُلْ-

৪৮২৮. ওয়ালীদ ইব্ন শুজা' আস্-সাকূনী (র)...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : যখন তুমি তোমার কুকুর ছাড়বে তখন আল্লাহ্র নাম নেবে। তারপর সে যদি তোমার জন্য শিকার ধরে আর তুমি তা জীবিত অবস্থায় পাও, তবে তুমি তাকে যবাহ্ করবে। আর যদি নিহত অবস্থায় পাও অথচ সে তার কোন অংশ খায়নি, তাহলে তুমি তা খেতে পার। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাও আর শিকার মরে গেছে, তা হলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো জান না যে, কোন্ কুকুরটি শিকারকে হত্যা করেছে। আর যদি তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তবে আল্লাহ্র নাম নিয়েই নিক্ষেপ করবে। তারপর শিকার যদি একদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকে, (তারপর পাও আর) তাতে তোমার তীরের ক্ষত চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন দেখতে না পাও, তবে ইচ্ছে হলে তুমি তা খেতে পারো। আর যদি পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও তবে তা খাবে না।

٤٨٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ اِلاَّ اَنْ تَجِدَهُ قَدْوَقَعَ فِيْ مَاءٍ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِيْ الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْسَهْمُكَ-

৪৮২৯. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ুব (র) .. আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করবে তখন আল্লাহ্র নাম নেবে। যদি তুমি শিকার মৃত অবস্থায় পাও, তবে কিন্তু তা খেতে পার। কিন্তু যদি তা পানিতে পাও তবে খাবে না। কেননা, তুমি তো (নিশ্চিতভাবে) জান না যে, পানিই তাকে হত্যা করলো, নাকি তোমার তীর।

٤٨٣٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ نَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ وَاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ اَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَخْبِرْنِيْ مَاالَّذِيْ يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ اَنَّكُمْ بِاَرْضِ قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ تَاْكُلُوْنَ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ-

৪৮৩০. হান্নাদ ইব্ন সারী (র)........ আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমরা আহ্লে কিতাবের এলাকায় বসবাস করি, আমরা তাদের বাসনপত্রে আহার করে থাকি এবং আমাদের এলাকা শিকারের এলাকা। আমি আমার ধনুক দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করি আবার তার সঙ্গে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোন্টা হালাল হবে তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : তুমি যে বললে তোমরা কিতাবধারীদের এলাকায় বাস কর এবং তাদের বাসনপত্রে আহার কর; যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তবে তাদের পাত্রে আহার করবে না। আর যদি অন্য পাত্র না পাও, তবে তা ধুয়ে নিয়ে তারপর তাতে খাবে। তুমি যে বললে, তোমরা শিকারের এলাকায় বসবাস কর, (তার জবাব হচ্ছে) তোমার ধনুক দিয়ে যে শিকার হত্যা করবে তাতে আল্লাহ্র নাম নিবে, তারপরই তা খাবে। আর যা তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে তাতেও আল্লাহ্র নাম নিয়েই তবে খাবে। আর যা তোমার অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে এবং তা তুমি যবাহ্ করার সুযোগ পাবে, তবে তা খেতে পার।

٤٨٣١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ كِلاَهُمَا عَنْ حَيْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ صَيْدَ الْقَوْسِ

৪৮৩১. আবূ তাহির ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... হায়ওয়া (র) থেকে এ সনদে এ হাদীসখানা ইব্ন মুবারাক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ওয়াহব্ তার হাদীসে ধনুকের শিকারের কথা উল্লেখ করেননি।

٢- بَابُ اِذَا غابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

২. পরিচ্ছেদ : হারিয়ে যাওয়া শিকার পাওয়া গেলে

٤٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَا بَ عَنْكَ فَاَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَالَمْ يُنْتِنُ-

৪৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান আর-রাযী (র)....... আবূ সালাবা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করলে এবং তা (শিকার) তোমার নিকট থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এরপর তুমি তা পাও, তবে যতক্ষণ তাতে দুর্গন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তা খেতে পারো।

٤٨٣٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الَّذِيْ يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلْهُ مَالَمْ يُنْتِنْ-

৪৮৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ (র)....... আবূ সা'লাবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তার শিকার তিনদিন পরে পায় সে তা দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারবে।

٤٨٣٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثَهُ فِيْ الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَاَبِيْ الزَّاهِرِيَةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْعَلاَءِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُوْنَتَهُ وَقَالَ فِيْ الْكَلْبِ كُلْهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ اِلاَّ اَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ-

৪৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)....... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তাতে তিনি দুর্গন্ধ বা পচার কথা উল্লেখ করেননি এবং কুকুর (এর শিকার) সম্পর্কে বলেছেন : তিন দিন পরেও তা খেতে পারো– হ্যাঁ যদি পচে যায় তবে তা ফেলে দাও।

٣- بَابُ تَحْرِيْمِ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

৩. পরিচ্ছেদ : হিংস্র পশু ও নখরওয়ালা পাখি খাওয়া হারাম

٤٨٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ

اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ زَادَ اِسْحٰقُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهٰذَا حَتّٰى قَدِمْنَا الشَّامَ۔

৪৮৩৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)........ আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁতেল (ধারাল দাঁত বিশিষ্ট) হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। ইসহাক এবং ইব্‌ন আবূ উমর (র) তাঁদের হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী বলেছেন, আমরা সিরিয়ায় না যাওয়া পর্যন্ত তা শুনিনি।

٤٨٣٦۔ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ اَسْمَعْ ذٰلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِحِجَازٍ حَتّٰى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الشَّامِ۔

৪৮৩৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমরা হিজাযে আমাদের আলিমদের কাছে তা কখনও শুনিনি। শেষ পর্যন্ত আবূ ইদরীস (র) তা আমার কাছে বর্ণনা করেন। আর তিনি ছিলেন সিরিয়াবাসী ফিকাহ্‌বিদদের অন্যতম।

٤٨٣٧۔ وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو (يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ) اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَابْنُ اَبِىْ ذِيْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَغَيْرُهُمْ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَعَمْرٍو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الاَكْلَ اِلاَّ صَالِحًا وَيُوْسُفَ فَاِنَّ حَدِيْثَهُمَا نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ۔

৪৮৩৭. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)........... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। আবূ তাহির, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে এ সনদে ইউনুস ও আম্‌র-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই 'আহার করা' এর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সালিহ্ ও ইউসুফ-এর বর্ণনায় ('খাওয়ার' কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাদের বর্ণনায়) আছে, 'হিংস্র পশু থেকে তিনি নিষেধ করেছেন।

٤٨٣٨- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيّ) عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَاَكْلُهُ حَرَامٌ - وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْالطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৮৩৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সকল হিংস্র পশুই খাওয়া হারাম। আবূ তাহির (র) মালিক ইব্ন আনাস (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٨٣٩- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -

৪৮৩৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বরী (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং সকল প্রকার নখরধারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٨٤٠- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৮৪০. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)....... শু'বা (র) থেকে এ সনেদ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٨٤١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَاَبُوْ بِشْرٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -

৪৮৪১. আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র).......... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং নখরধারী পাখি (খেতে) নিষেধ করেছেন।

٤٨٤٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَاهُشَيْمٌ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ اَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ -

৪৮৪২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও আবূ কামিল জাহ্দারী (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন ......। বাকী অংশ শু'বা কর্তৃক হাকাম (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤ـ بَابُ اِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ

৪. পরিচ্ছেদ : সাগরের মৃত প্রাণী (মাছ) হালাল

٤٨٤٣ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّرَ عَلَيْنَا اَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقّٰى عِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍلَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا قَالَ نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ فَاَتَيْنَا فَاِذَا هِىَ دَابَّةٌ تُدْعٰى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لاَبَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوْا قَالَ فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِاَئةٍ حَتّٰى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَكَالثَّوْرِ اَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ فَلَقَدْ اَخَذَ مِنَّا اَبُوْ عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاَقْعَدَهُمْ فِىْ وَقْبِ عَيْنِهِ وَاَخَذَ ضِلْعًا مِنْ اَضْلاَعِهِ فَاَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ اَعْظَمَ بَعِيْرًا مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَئٌ فَتُطْعِمُوْنَهَا قَالَ فَاَرْسَلْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَاَكَلَهُ ـ

৪৮৪৩. আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং আবূ উবায়দাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। কুরায়শদের কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। তিনি পাথেয় স্বরূপ আমাদেরকে এক থলে খেজুর সাথে দেন। এছাড়া অন্য কিছু আমাদের জন্য তিনি পাননি। আবূ উবায়দা (রা) আমাদেরকে দৈনিক একটা করে খেজুর দিতেন। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তা দিয়ে আপনারা কিভাবে কি করতেন? আমি বললাম, আমরা তা চুষতাম– যেভাবে শিশু চুষে থাকে। তারপর এর উপর পানি পান করে নিতাম এবং তা আমাদের দিনরাতের জন্য যথেষ্ট হতো। এছাড়া আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে (বাবলা) গাছের পাতা পেড়ে পানিতে তা ভিজিয়ে (নিয়ে তারপর তা খেয়ে) নিতাম। রাবী বলেন, তারপর আমরা সাগর উপকূল দিয়ে চলতে লাগলাম। এমন সময় সমুদ্রোপকূলে উঁচু টিবির মতো কী যেন একটা আমাদের সম্মুখে উত্থিত হলো। আমরা যখন তার নিকটবর্তী হলাম তখন লক্ষ্য করলাম যে, উহা একটি জন্তু, যাকে 'আম্বর' (তিমি) বলা হয়। রাবী বলেন, আবূ উবায়দা (রা) বললেন, এতো মৃত জন্তু। তারপর বললেন, না, বরং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রেরিত দূত এবং আমরা আল্লাহ্র রাহেই রয়েছি। আর এখন তোমরা প্রাণান্তকর অবস্থায়,

সুতরাং তোমরা তা খেতে পারো। রাবী বলেন, তারপর দীর্ঘ একমাস আমরা তিনশ' লোক তা খেয়েই কাটালাম এবং আমরা মোটাতাজা হয়ে উঠলাম। রাবী বলেন, আমি দেখেছি, কি ভাবে কলসীর পর কলসী (মটকা) ভরে তৈল (চর্বি) আমরা তার চক্ষুর কোটর থেকে বের করি এবং তার দেহ থেকে এক একটি ষাঁড় পরিমাণ মাংসখণ্ড খসিয়ে নেই। তারপর আবূ উবায়দা (রা) আমাদের মধ্যকার তের জন লোককে ডেকে নিলেন এবং ঐ জন্তুটির চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। তিনি জন্তুটির পাঁজরের একটি অস্থি তুলে দাঁড় করালেন। তারপর আমাদের সবচাইতে বড় উটটির উপর হাওদা চড়ালেন আর সেই উটটি দিব্যি তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তারপর অবশিষ্ট গোশ্ত আমরা সিদ্ধ করে আমাদের পাথেয় রূপে নিয়ে আসলাম। যখন আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে কথা তাঁর কাছে বললাম। তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে এমন রিযিক যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যই বের করেছিলেন। তোমাদের কাছে কি তার অবশিষ্ট কিছু গোশ্ত আছে? তাহলে তোমরা আমাদেরও তা খেতে দাও। রাবী বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তার কিছু অংশ প্রেরণ করি এবং তিনি তা আহার করেন।

٤٨٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِأَةِ رَاكِبٍ وَاَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرًا لِقُرَيْشٍ فَاَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى اَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ فَاَلْقٰى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتّٰى ثَابَتْ اَجْسَامُنَا قَالَ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ اَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ اِلٰى اَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَاَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَجَلَسَ فِيْ حِجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَاَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ يُعْطِيْ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ اَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ-

৪৮৪৪. আবদুল জব্বার ইব্ন 'আলা (র)....... আমর (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা ছিলাম তিনশ' জন আরোহী এবং আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা) ছিলেন আমাদের আমীর। আমরা কুরায়শের একটি কাফেলার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলাম। অর্ধমাস পর্যন্ত আমরা সমুদ্রোপকূলে অবস্থান করি। আমরা সে সময় দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হই এবং আমরা (ক্ষুধার জ্বালায়) গাছের পাতা খেতে বাধ্য হই। এ জন্য এ বাহিনীর নাম পড়ে যায় 'জাইশুল খাবাত' বা 'পাতার বাহিনী' (পাতাখোর বাহিনী)। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য একটি জন্তু নিক্ষেপ করলো—যাকে 'আম্বর' বলা হয়। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত তা খেতে থাকি এবং তার তেল আমাদের গায়ে মালিশ করি, তাতে আমাদের দেহ বলিষ্ঠ হয়ে উঠে (পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা)। রাবী বলেন, আবূ উবায়দা (রা) জন্তুটির পাঁচজরের একটি অস্থি তুলে দাঁড় করালেন, তারপর বাহিনীর সচাইতে দীর্ঘকায় লোকটি এবং সবচেয়ে বড় উটটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর ঐ ব্যক্তিকে ঐ উটের উপর চড়িয়ে দিলেন। সে ব্যক্তি দিব্যি তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করে গেল।

ঐ জন্তুটির চোখের কোটরে অনেকগুলো লোক একত্রে বসলেন। রাবী বলেন, আর আমরা তার চোখ থেকে এত এত কলস (মটকা) ভর্তি চর্বি বের করি। রাবী আরও বলেন, আর আমাদের কাছে ছিল এক বস্তা খেজুর। আবূ উবায়দা (রা) তার থেকে আমাদের প্রত্যেককে এক মুষ্টি করে খেজুর দিলেন। তারপর (শেষদিকে) তিনি আমাদের জনপ্রতি একটি করে মাত্র খেজুর দিতেন। যখন তাও নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন আমরা তার অভাবটুকু (রীতিমতো) অনুভব করলাম।

٤٨٤٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ اِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَثًا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ -

৪৮৪৫. আবদুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র)........ আম্‌র (র) কে 'জাইশুল খাবাত' সম্পর্কে বলতে শুনছেন : এক ব্যক্তি প্রথমে তিনটি উট যবাহ্ করে, তারপর আরও তিনটি, তারপর আরও তিনটি। তারপর আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে তা করতে বারণ করেন।

٤٨٤٦- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ اَزْوَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا -

৪৮৪৬. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা আমাদেরকে একটি বাহিনীতে প্রেরণ করেন আর সে বাহিনীতে আমরা ছিলাম তিনশ' জন। আমরা আমাদের পাথেয় আমাদের কাঁধে বহন করেছিলাম।

٤٨٤٧- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ اَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً ثَلَاثَمِائَةٍ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنِيَ زَادُهُمْ فَجَمَعَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِيْ مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتّٰى كَانَ يُصِيْبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ -

৪৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)......... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনশ' লোকের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। এক পর্যায়ে তাঁদের পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন আবূ উবায়দা (রা) সকলের পাথেয় একই পাত্রে একত্রিত করে আমাদের নিত্যদিনকার খাদ্য সরবরাহ করতেন। শেষ পর্যন্ত এমন কি আমাদের ভাগে দৈনিক একট করে খেজুর পড়তো।

٤٨٤٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ (يَعْنِي ابْنَ كَثِيْرٍ) قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً اَنَا فِيْهِمْ اِلٰى سِيْفِ

الْبَحْرِ وَسَاقُوْا جَمِيْعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ـ

৪৮৪৮. আবূ কুরায়ব (র)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাহিনীকে সমুদ্রোপকূলের দিকে পাঠালেন, আমিও তাতে ছিলাম। হাদীসের বাকি অংশ আমর ইব্‌ন দিনার ও আবূ যুবায়র (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান (র)-এর হাদীসে আছে যে, 'সেনাবাহিনী আঠার রাত দিন পর্যন্ত তা থেকে খেয়েছিল।'

٤٨٤٩ـ وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ كِلاَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ ـ

৪৮৪৯. হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাহিনীকে জুহায়না গোত্রের এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। বাকি অংশ পূর্ববর্তীদের হাদীসের অনুরূপ।

٥ـ بَابُ تَحْرِيْمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

৫. পরিচ্ছেদ : গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম

٤٨٥٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ـ

৪৮৫০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের 'মুত্'আ 'বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে বারণ করেছেন।

٤٨٥١ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ـ

৪৮৫১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, অন্য এক সনদে এবং ইব্‌ন নুমায়র (র) ভিন্ন সূত্রে। আবূ তাহির, হারমালা, ইসহাক ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٨٥٢- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا اِدْرِيسَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ -

৪৮৫২. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করে দিয়েছেন।

٤٨٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ -

৪৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٨٥٤- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَمَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْحِمَارِ الاَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ اَحْتَاجُوْا اِلَيْهَا -

৪৮৫৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন, অথচ সেদিন লোকদের জন্য (তার অভাব ছিল) খুবই খাদ্যাভাব ছিল।

٤٨٥٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ فَقَالَ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَنَحَرْنَاهَا فَاِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِىْ اِذْ نَادٰى مُنَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اكْفَؤُا الْقُدُوْرَ وَلاَ تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيْمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ وَحَرَّمَهَا مِنْ اَجْلِ اَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ -

৪৮৫৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, খায়বারের দিন আমাদের দারুণ ক্ষুধা পেয়েছিল। আমরা সে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নগরের উপকণ্ঠে আমরা কিছু গৃহপালিত গাধা পেলাম। আমরা সেগুলো যবাহ্ করলাম। আমাদের ডেগ্‌চীসমূহ যখন টগবগ করছিল এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করল যে, ডেগ্‌চীগুলো উল্টিয়ে দাও এবং গৃহপালিত গাধার গোশতের একটুও খেয়ো না। আমি বললাম, কোন ধরনের হারাম করলেন ? রাবী বলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম এবং বললাম, চিরতরেই হারাম করেছেন। (কিংবা) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বাদ না রাখার কারণে তা হারাম করা হয়েছে।

٤٨٥٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفَى يَقُوْلُ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِىَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِى الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُوْرُ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اكْفَؤُا الْقُدُوْرَ وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ نَاسٌ اِنَّمَا نَهٰى عَنْهَا لاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ نَهٰى عَنْهَا اَلْبَتَّةَ -

৪৮৫৬. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)...... সুলায়মান শায়বানী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, খায়বারের রাতগুলোতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। যখন খায়বারের বিজয়ের দিন হলো, আমরা গৃহপালিত গাধাগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং সেগুলো যবাহ্ করলাম। তারপর যখন ডেগ্চীতে তা টগবগ করছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করল যে, ডেগ্চীগুলো উল্টিয়ে দাও এবং গৃহপালিত গাধাগুলোর কিছুই খেয়ো না। রাবী বলেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক বললো, যেহেতু গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আবার অন্যরা বললো, না, তা চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٤٨٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَابْنُ ثَابِتٍ) قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفَى يَقُوْلاَنِ اَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادٰى مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اكْفَؤُا الْقُدُوْرَ -

৪৮৫৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র)..... আদী ইব্ন সাবিত (র) বলেন, আমি বারা' ইব্ন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা কিছু সংখ্যক গৃহপালিত গাধা পেলাম। আমরা তা রান্না করছি; এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করলো, ওহে! তোমাদের ডেগ্চীগুলো উল্টিয়ে দাও।

٤٨٥٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ اَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرٍ حُمُرًا فَنَا دٰى مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اكْفَؤُا الْقُدُوْرَ -

৪৮৫৮. ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)......... বারা' (রা) বলেন, খায়বার দিবসে আমরা কিছু সংখ্যক গৃহপালিত গাধা পেয়ে যাই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করলো, ডেগ্চীগুলো উল্টিয়ে দাও।

٤٨٥٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ نُهِيْنَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ -

৪৮৫৯. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)....... সাবিত ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, আমাদেরকে গৃহপালিত গাধা (খাওয়া) থেকে বারণ করা হয়েছে।

٤٨٦٠- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُلْقِىَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ نِيْئَةً وَنَضِيْجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِاَكْلِهِ وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِىْ ابْنَ غِيَاثٍ) عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৪৮৬০. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত কাঁচা হোক বা রান্না করা হোক তা ফেলে দিতে নির্দেশ দেন। এরপর তা খেতে আদেশ করেননি। আবূ সাঈদ আল্-আশাজ্জ........... আসিম (র) থেকে এ সনদে উক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٨٦١- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اِنَّمَا نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ كَانَ حَمُوْلَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ اَنْ تَذْهَبَ حَمُوْلَتُهُمْ اَوْ حَرَّمَهُ فِىْ يَوْمِ خَيْبَرَلُحُوْمَ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ-

৪৮৬১. আহ্মাদ ইব্ন ইউসুফ আযদী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ জন্যেই তা নিষেধ করলেন কিনা যে, এগুলো লোকের পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। তাই পরিবহন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা অপছন্দ করলেন। কিংবা খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশত তিনি (চিরতরে) হারাম করে দিলেন।

٤٨٦٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَابْنُ اِسْمَاعِيْلَ) عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِىْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاهٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلٰى لَحْمٍ قَالَ عَلٰى اَىِّ لَحْمٍ قَالُوْا عَلٰى لَحْمِ حُمُرٍ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْنُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْذَاكَ-

৪৮৬২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).......... সালামা ইব্ন আকওয়া' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিমুখে অভিযানে বের হলাম। আল্লাহ্ তাদের জন্য বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন যখন সন্ধ্যা হলো, অনেক আগুন জ্বালানো হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, আগুনের এ ছড়াছড়ি কিসের জন্য ? লোকজন বললো, গোশত পাকানো হচ্ছে। তিনি বললেন, কিসের গোশ্ত ? তাঁরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এগুলো ফেলে দাও এবং ঐ (পাত্র)-গুলো ভেঙ্গে ফেল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমরা এগুলো ফেলে দেবো আর ঐ (পাত্র)-গুলো কি ধুয়ে নেবো ? তিনি বললেন, তাও করতে পারো।

٤٨٦٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ-

৪৮৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাযর (র)......... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ (র) এ সনদে (হাদীসখানা) বর্ণনা করেছেন।

٤٨٦٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ اَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادٰى مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَاِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا وَاِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِمَا فِيْهَا -

৪৮৬৪. ইব্‌ন আবূ উমর (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বার জয় করলেন তখন জনপদের বাইরে আমরা কতকগুলো গাধা পেয়ে গেলাম। আমরা তার কতেকটা রান্না করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করলো : জেনে রাখো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তা থেকে তোমাদেরকে বারণ করছেন। এগুলো হচ্ছে নাপাক– এগুলো শয়তানের কাজ। তখন ডেগ্‌চীগুলো উল্টিয়ে দেয়া হলো তাতে যা আছে তা সহ। তখন ডেগ্‌চীগুলো তাতে যা ছিল তা (গোশ্‌ত)-সহ টগবগ করছিল।

٤٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا طَلْحَةَ فَنَادٰى اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ اَوْنَجِسٌ قَالَ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا -

৪৮৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল যারীর (র)....... আনাস (রা), থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন খায়বারের দিন হলো, তখন জনৈক আগন্তক এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! গাধা সব খাওয়া হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর আর একজন এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! গাধাগুলো শেষ করে দেওয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন। কেননা তা হচ্ছে অপবিত্র। রাবী বলেন, তারপর ডেগ্‌চীগুলো সব তাতে যা আছে তার সবসহ উল্টিয়ে দেওয়া হলো।

٦- بَابُ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

৬. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার গোশত আহার করা

٤٨٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَ هْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِىْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ -

৪৮৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ রাবী' 'আতাকী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

٤٨٦٧- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ اَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَالْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْاَهْلِىِّ . وَحَدَّثَنِيهِ اَبُوالطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِى يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ وَاَحْمَدُبْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ كِلاَ هُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪৮৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, খায়বার যুদ্ধকালে আমরা ঘোড়া এবং বন্য গাধার গোশত খেয়েছি। পক্ষান্তরে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বারণ করেছেন।

আবূ তাহির, ইয়াকূব দাওরাকী ও আহ্মাদ ইব্ন উসমান নাওফলী (র) .... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٦٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيْعُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلْنَاهُ ـ

৪৮৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)....... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া যবাহ্ করেছি এবং তা খেয়েছি।

٤٨٦٩- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৪৮৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কুরায়ব (র)........ হিশাম (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧- بَابُ اِبَاحَةِ الضَّبِّ .

৭. পরিচ্ছেদ : গুঁই সাপ (শণ্ডা) হালাল

٤٨٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِاٰكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ ـ

৪৮৭০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)....... ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে গুঁইসাপ (অথবা পাহাড়ী 'শণ্ডা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : আমি নিজে তা খাইও না, এবং তা হারামও বলি না।

٤٨٧١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَاَكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ -

৪৮৭১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).. ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গুঁইসাপ (শণ্ডা) খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো; তখন তিনি বললেন : আমি তা খাই না এবং তা হারামও বলি না।

٤٨٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ -

৪৮৭২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারে বসা অবস্থায় গুঁইসাপ (শণ্ডা) খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। জবাবে তিনি বললেন, আমি খাইও না এবং হারামও বলি না।

٤٨٧٣- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ -

৪৮৭৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র)....... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٨٧٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الضَّبِّ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ اَيُّوْبَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِضَبٍّ فَلَمْ يَاْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَفِيْ حَدِيْثِ اُسَامَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِيْ الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ -

৪৮৭৪. আবূর রাবী, কুতায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্‌ব, ইব্ন নুমায়র, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)....... নাফি (র) সূত্রে ও ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে গুঁইসাপ সম্পর্কে লায়স কর্তৃক নাফি' থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে আইয়ুব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এতটুকু বেশি আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গুঁইসাপ (শণ্ডা) নিয়ে আসা হলো। তিনি তা আহার করেননি এবং হারামও বলেননি।' আর উসামা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, 'এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়ালো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিম্বরে আসীন ছিলেন।' ....।

٤٨٧٥- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَاُتُوْا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا فَاِنَّهُ حَلَالٌ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي -

৪৮৭৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর কতিপয় সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে সা'দ (রা) ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে গুঁইসাপের গোশত পরিবেশন করা হলো। তখন নবী ﷺ-এর একজন স্ত্রী আওয়ায দিয়ে বললেন, এটা কিন্তু গুঁইসাপের গোশত! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তা খেতে পারো, কেননা এটা হালাল, তবে এটা আমার (অভ্যস্ত) খাদ্য নয়।

٤٨٧٦- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ الشَّعْبِيُّ اَرَاَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ اَوْسَنَةً وَنِصْفٍ فَلَمْ اَسْمَعْهُ رَوٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِمْ سَعْدٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ -

৪৮৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না .... তাওবা আম্বরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী (র) আমাকে বলেছেন : তুমি কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাসান (রা) এর হাদীসটি শুনেছ? আমি তো প্রায় দু'বছর বা দেড় বছর ইব্‌ন উমর (রা)-এর সান্নিধ্যে বসেছি, কিন্তু তাঁকে এ হাদীসটি ছাড়া নবী ﷺ থেকে (এ বিষয়ে) অন্য কিছু রিওয়ায়াত করতে শুনিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী যাদের মধ্যে সা'দ (রা)ও ছিলেন, মুআয (রা) এর হাদীসের অনুরূপ।

٤٨٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَاُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِيْ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ اَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ اَنْ يَاْكُلَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فَقُلْتُ اَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ -

৪৮৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আমাদের খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে গেলাম। তখন ভুনা গুঁইসাপ আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মুবারক হাত সেদিকে প্রসারিত করলেন। মায়মূনা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত মহিলাদের একজন বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা খেতে ইচ্ছে করছেন সে সম্বন্ধে তোমরা

তাঁকে অবহিত কর। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুবারক তুলে নিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। যেহেতু এটা আমাদের এলাকায় নেই, তাই আমার কাছে (অভ্যাস না থাকার কারণে) তা অপছন্দনীয়। খালিদ (রা) বলেন, তারপর আমি তা (পাত্রটি) টেনে নিয়ে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখতে থাকলেন।

٤٨٧٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الاَنْصَارِىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ خَالِدَبْنَ الْوَلِيْدِ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا قَدِمَتْ بِهِ اُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ اِلَيْهِ طَعَامٌ حَتّٰى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمّٰى لَهُ فَاَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ اِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ اَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَحَرَامٌ الضَّبُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِىْ -

৪৮৭৮. আবূ তাহির ও হারমালা (র).... খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)– যাঁকে সায়ফুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র তরবারি) বলা হয়, তার থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন তাঁর ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর খালা। তখন তিনি (মায়মূনার) তাঁর কাছে ভুনা গুঁইসাপ দেখতে পেলেন, যা তাঁর (মায়মূনার) বোন হুফায়দা বিন্‌ত হারিস নাজ্‌দ থেকে এনেছিল। তিনি গুঁইসাপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন। নিয়ম ছিল কোন খাদ্যের বিবরণ ও তার নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত তা তার কাছে পরিবেশন করা হত না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গুঁইসাপের দিকে তাঁর হাত মুবারক প্রসারিত করলে উপস্থিত মহিলাদের একজন বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যা পেশ করছো সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত কর। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! ওটা গুঁইসাপ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুবারক তুলে নিলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! ওটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে যেহেতু ওটা আমার জন্মভূমিতে নাই তাই আমার কাছে ওটা অপছন্দীয় (অরুচিকর)। খালিদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি সেটা টেনে নিয়ে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার প্রতি তাকিয়ে রইলেন। তবে তিনি আমাকে নিষেধ করেন নি।

٤٨٧٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ وَقَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِىْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ

بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقَدَّمَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا حَتّٰى يَعْلَمَ مَا هُوَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَزَادَ فِيْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَكَانَ فِيْ حِجْرِهَا -

৪৮৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন নাযর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).......... তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর খালা মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে গুঁই সাপের গোশ্ত পেশ করা হলো, যা উম্মু হুফায়দ বিন্ত হারিস নজ্দ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন জা'ফর গোত্রের এক লোকের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বস্তুর পরিচয় না জানা পর্যন্ত তা খেতেন না। পরবর্তী অংশ বর্ণনাকারী ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে হাদীসের শেষাংশে তিনি অধিক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আসাম্ম মায়মূনা (রা) থেকে তাঁকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইব্ন আসাম্ম) তার (মায়মূনার) লালনপালনে ছিলেন।

٤٨٨٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيْدَ بْنَ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ -

৪৮৮০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ -এর নিকট দুটি ভুনা গুঁইসাপ (শণ্ডা) আনা হলো। পরবর্তী অংশ অন্যদের হাদীসের অনুরূপ। তবে বর্ণনাকারী (মামার) "মায়মূনা (রা) থেকে ইয়াযীদ ইব্ন আসাম্ম (র)" উল্লেখ করেননি।

٤٨٨١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ -

৪৮৮১. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (রা)-এর ঘরে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে গুঁইসাপের এর গোশত আনা হলো। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। ইব্ন মুন্কাদির পরবর্তী অংশ যুহ্রী (র)-এর বর্ণনার সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٨٨٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَهْدَتْ خَالَتِيْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪৮৮২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবূ বাক্র ইব্ন নাফি' (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা উম্মু হুফায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু ঘি, পনির এবং কয়েকটি গুঁইসাপ হাদিয়া প্রদান করেন। তিনি ঘি ও পনির থেকে কিছু খেলেন এবং অরুচিকর হওয়ার কারণে গুঁই খাওয়া বর্জন করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হয়। যদি হারাম হতো তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না।

٤٨٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الاَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عُرُوْسٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَرَّبَ اِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَاٰكِلٌ وَتَارِكٌ فَلَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتّٰى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اَنْهٰى عَنْهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِئْسَ مَاقُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُبْنُ الْوَلِيْدِ وَامْرَاَةٌ اُخْرٰى اِذْ قُرِّبَ اِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَاْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُوْنَةُ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هٰذَا لَحْمٌ لَمْ اٰكُلْهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوْا فَاَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْمَرْاَةُ وَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ لاَ اٰكُلُ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ شَيْئٍ يَاْكُلُ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৮৮৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইয়াযীদ ইব্ন আসাম্ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার এক নববিবাহিত লোক আমাদের দাওয়াত করলো এবং আমাদের সামনে তেরটি গুঁইসাপ পেশ করা হলো। আমাদের কেউ তা খেলো আর কেউ বর্জন করলো। পরদিন আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তাঁর পার্শ্ববর্তী লোকেরা বহু ধরনের উক্তি করতে লাগলো, এমনকি তাদের একজন বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি এটি খাই না, (এ থেকে) নিষেধও করি না আবার হারামও করি না। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তোমরা বড়ই মন্দ উক্তি করেছ। নবী ﷺ -কে হালাল ও হারাম নির্ণয় করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। তাঁর সাথে ফযল ইব্ন আব্বাস, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ও অন্য একজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তাঁদের কাছে একটি খাঞ্চা (দস্তর খান) পেশ করা হলো, তাতে গোশত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন মায়মূনা (রা) তাঁকে বললেন, এটা গুঁইসাপ এর গোশত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুবারক গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, এ গোশত আমি কখনোও খাইনি (তাই আমার রুচি হয় না)। তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা খাও। ফযল, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এবং সে মহিলা তা থেকে খেলেন। মায়মূনা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা আহার করেন, তা ছাড়া অন্য কিছুই আমি আহার করব না।

٤٨٨٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوالزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِضَبٍّ فَاَبٰى اَنْ يَاْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ لاَ اَدْرِىْ لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُوْنِ الَّتِىْ مُسِخَتْ -

৪৮৮৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (রা)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি গুঁইসাপ আনা হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন জানি না, এটা সে সকল উম্মাত থেকে হতে পারে, যাদের বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল।

٤٨٨٥- وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ تَطْعَمُوْهُ وَقَذِرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ اِنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَاِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِى طَعِمْتُهُ -

৪৮৮৫. সালামা ইব্ন শাবীব (র)......... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে গুঁই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি তোমরা খেও না। তিনি এটি অপছন্দ করলেন। তিনি আরও বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, নবী ﷺ এটিকে হারাম করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করছেন। কেননা, এটি প্রায় সকল রাখালের খাদ্য। আমার কাছে থাকলে আমিও খেতাম।

٤٨٨٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا بِاَرْضٍ مُضَبَّةٍ فَمَا تُفْتِيْنَا قَالَ ذُكِرَلِىْ اَنَّ اُمَّةً مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَاِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هٰذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِىْ لَطَعِمْتُهُ اِنَّمَا عَافَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমরা এমন এলাকায় বাস করি, যেখানে প্রচুর গুঁইসাপ (শান্ডা) আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দেন? অথবা বললেন, আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কী ফাত্ওয়া দেন? তিনি বললেন : আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল এর একটি গোত্রকে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনি আদেশও দেন নি, নিষেধও করেন নি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, পরবর্তী সময়ে উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্ এর দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করেন। এটা প্রায় সকল রাখালের খাদ্য। তা আমার কাছে থাকলে অবশ্যই আমি খেতাম। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অরুচির কারণে অপছন্দ করেছেন।

٤٨٨٧- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلِ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْنَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ اعْرَابِيًّا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى فِىْ غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَاِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ اَهْلِى قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاَثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَااَعْرَابِىُّ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ اَوْغَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّوْنَ فِىْ اْلاَرْضِ فَلاَاَدْرِىْ لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا فَلَسْتُ اٰكُلُهَا وَلاَ اَنْهٰى عَنْهَا -

৪৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমি এমন নিম্ন ভূ-ভাগে বাস করি যেখানে প্রচুর গুঁইসাপ পাওয়া যায়। আর এই আমার পরিবারের সাধারণ (প্রধান) খাদ্য। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমরা তাঁকে বললাম, আবার জিজ্ঞেস কর। সে আবার জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু তিনি এবারও কোন উত্তর দিলেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয়বারে তাকে ডেকে বললেন : হে বেদুঈন! আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়রের প্রতি অভিসম্পাত করেন, কিংবা ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের বিকৃত করে সরিসৃপ জাতীয় প্রাণীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। যা মাটিতে বিচরণ করতে থাকে জানি না, এটা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত কিনা। কাজেই আমি এটি খাইওনা, আবার এ থেকে নিষেধও করি না।

٨ـ بَابُ اِبَاحَةُ الْجَرَادِ

৮. পরিচ্ছেদ : টিড্ডি খাওয়ার বৈধতা

٤٨٨٧ـ حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ ـ

৪৮৮৮. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র)...... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি, তখন আমরা টিড্‌ডি খেতাম।

٤٨٨٩ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ اَبُوبَكْرٍ فِى رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ سِتٌّ وَقَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ ـ

৪৮৮৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) সকলেই ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর সূত্রে আবূ ইয়াফূর (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবূ বাকর (র) তাঁর রিওয়ায়তে সাতটি যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর ইসহাক বলেছেন, ছয়টির কথা এবং ইব্‌ন আবূ উমর (র) বলেছেন ছয়টি অথবা সাতটি।

٤٨٩٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدِبْنِ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ـ

৪৮৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) আবূ ইয়াফূর (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সাতটি যুদ্ধ।

٩- بَابُ اِبَاحَةِ الْاَرْنَبِ

৯. পরিচ্ছেদ : খরগোশ খাওয়ার বৈধতা

٤٨٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوْا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتّٰى اَدْرَكْتُ فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَبِلَهُ # وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ) كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بِوَرِكِهَا اَوْفَخِذَيْهَا -

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চলার পথে আমরা 'মাবরুয যাহ্‌রান' নামক স্থানে পৌঁছার পর একটি খরগোশকে উত্তেজিত করলাম। লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করলো এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তিনি বলেন, অবশেষে আমি ধাওয়া করে ওটা ধরে ফেললাম এবং আবূ তালহার নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি এটাকে যবেহ্ করলেন এবং এর পেছনের অংশ ও দুই রান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি এগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র)........ শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইয়াহ্‌ইয়া (র)-এর হাদীসে আছে এর পেছনের অংশ অথবা দুই রান।

١٠- بَابُ اِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهٖ عَلَى الْاِصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكِرَاهَةِ الْخَذْفِ

১০. পরিচ্ছেদ : যা দ্বারা শিকার করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সহায়তা লাভ করা যায় তার বৈধতা এবং কংকর (ও ঢেলা) নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া

٤٨٩٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِهٖ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ اَوْقَالَ يَنْهٰى عَنِ الْخَذْفِ فَاِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلَا يُنْكَاُ بِهِ الْعَدُوُّ وَلٰكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَاُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَاٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ اُخْبِرُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ اَوْيَنْهٰى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ اَرَاكَ تَخْذِفُ لَا اُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا -

৪৮৯২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বরী (র) ..... ইব্‌ন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) তাঁর সঙ্গীদের একজনকে কংকর (ঢেলা) ছুড়তে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, কংকর (ঢেলা) নিক্ষেপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কংকর ছোঁড়া পছন্দ করতেন না। অথবা বলেছেন, নিষেধ

করতেন। কারণ এর দ্বারা না শিকার করা যায়, আর না শত্রুকে ঘায়েল করা যায়; বরং এটি দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখে আঘাত করে। পরে তিনি পুনরায় তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখে বললেন, আমি তোমাকে জানালাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কংকর ছোঁড়া পছন্দ করতেন না, অথবা তা নিষেধ করতেন। এরপরও তোমাকে পাথর ছুঁড়তে দেখছি ? আমি তোমার সাথে এত এত দিন কথা বলব না।

٤٨٩٣- حَدَّثَنِي أَبُودَاوُدُ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৪৮৯৩. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন মা'বাদ (র)...কাহ্‌মাস (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٨٩٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيْثِهِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلٰكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيّ اِنَّهَا لاَتُنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَمْ يَذْكُرْتَفْقَأُ الْعَيْنَ -

৪৮৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন জা'ফর (র) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরোও বলেছেন ঃ এটা শত্রু ঘায়েল করে না, শিকারও মারতে পারে না বরং এটা দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখ ঘায়েল করে। ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) উল্লেখ করেছেন, এটা শত্রুকে ঘায়েল করে না। তিনি "চোখ ঘায়েল করার কথা" উল্লেখ করেননি।

٤٨٩٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيْبًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تُصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلٰكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لاَ اُكَلِّمُكَ اَبَدًا -

৪৮৯৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা)-এর কোন আত্মীয় সম্বন্ধীয় কঙ্কর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঙ্কর ছুড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটা না শিকার করতে পারে আর না শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে; বরং এটি দাঁত ভাঙ্গে আর চোখে আঘাত করে। সাঈদ (র) বলেন, লোকটি পুনরায় এ কাজ করলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে হাদীস শোনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটি নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করছো? তোমার সাথে আমি কখনো কথা বলবো না।

٤٨٩٦- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৪৮৯৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আইয়ূব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١- بَابُ الْأَمْرُ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيْدِ الشَّفْرَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : যবাহ্ ও হত্যা উত্তম পন্থায় করা ও ছুরি ধার করার নির্দেশ

٤٨٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ-

৪৮৯৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর 'ইহ্‌সান' (যথাসাধ্য সুন্দর রূপে সম্পাদন করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থার সাথে হত্যা করবে; আর যখন যবাহ্ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবাহ্ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবাহ্‌কৃত জন্তুকে শান্তি প্রদান করে (অহেতুক কষ্ট না দেয়)।

٤٨٩٨- وَحَدَّثَنَا ه يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِبْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِاِسْنَادِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنٰى حَدِيْثِهِ-

৪৮৯৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয় (র) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) তাঁরা সকলে খালিদ হায্‌যা (র) থেকে ইব্‌ন উলায়্যা (র) বর্ণিত হাদীসের সনদ ও অর্থের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

১২. পরিচ্ছেদ : কোন প্রাণী বেঁধে তাকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা

٤٨٩٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِبْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّيّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَالْحَكَمِ بْنِ اَيُّوْبَ فَاِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا قَالَ فَقَالَ اَنَسُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوأُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَاالْاِسْنَادِ ـ

৪৮৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক (র)-এর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আমার দাদা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে হাকাম ইব্‌ন আইয়ূব (র)-এর বাড়িতে গেলাম। সেখানে কিছু লোক একটি মুরগী বেঁধে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। তিনি বলেন, তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন প্রাণী বেঁধে সেটিকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন।

যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র), আবূ কুরায়ব (র), শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٠٠ـ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا ـ

৪৯০০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কোন 'প্রাণধারী' কোন কিছুকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানাবে না।

٤٩٠١ـ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَاَبُوْ كَامِلٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِى كَامِلٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَا مَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا ـ

৪৯০১. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ ও আবূ কামিল (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) একটি দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিলো। তারা ইব্‌ন উমরকে দেখে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, এ কাজ কে করলো? এমন কাজ যে করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অভিসম্পাত করেছেন।

٤٩٠٢ـ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوبِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُوْنَهُ وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَااِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا ـ

৪৯০২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) কিছু সংখ্যক কুরায়শ তরুণের কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিলো। আর তারা পাখির মালিকের জন্য প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর নির্ধারণ করছিলো। তারা ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, কে এ কাজ করলো? যে এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়।

٤٩٠٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا -

৪৯০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে, অন্য সনদে আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে, অপর একটি সনদে হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (র) ইব্‌ন জুরায়জ (র) ..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আবূ যুবায়র (র) আমাকে বলেছেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন প্রাণীকে বেঁধে হত্যা করতে (তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতে) নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْأَضَاحِيْ

অধ্যায় : কুরবানী

١- بَابُ وَقْتِهَا

১. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর নির্ধারিত সময়

٤٩٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِيْ جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الاَضْحٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَرٰى لَحْمَ اَضَاحِيَّ قَدْذُبِحَتْ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِلاَتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ اُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى (اَوْ نُصَلِّى) فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ -

৪৯০৪. আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... জুন্দাব ইব্ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদুল আয্হায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি সব কিছুর আগে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে তিনি কুরবানীর গোশত দেখতে পেলেন, যা তাঁর সালাত সম্পন্ন করার পূর্বেই যবাহ্ করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার সালাত আদায়ের পূর্বে (অথবা বললেন, আমাদের সালাত আদায়ের পূর্বে) তার কুরবানীর পশু যবাহ্ করেছে, সে যেন এর স্থলে অন্য একটি পশু যবাহ্ করে। আর যে ব্যক্তি যবাহ্ করেনি সে যেন আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বিস্মিল্লাহ্ বলে) যবাহ্ করে।

٤٩٠٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ سَلاَمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ اِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اِسْمِ اللّٰهِ -

৪৯০৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... জুন্দাব ইব্ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের সাথে সালাত সম্পন্ন করে কিছু বকরী দেখতে পেলেন, যা পূর্বেই যবাহ্ করা হয়েছে। তখন বললেন : সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবা্হ করেছে, সে

যেন এর স্থলে অন্য একটি বকরী যবাহ্ করে। আর যে যবাহ্ করেনি সে যেন এখন আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবাহ্ করে।

٤٩٠٦- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالاَ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ كَحَدِيْثِ اَبِى الاَحْوَصِ-

৪৯০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইসহাক্ ইব্ন ইব্রাহীম (র) ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা আবুল আহ্ওয়াস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ উল্লেখ করেছেন।

٤٩٠٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِىَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ اَضْحٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ-

৪৯০৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ..... জুন্দাব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি আযহার সালাত আদায় করেন। পরে তিনি খুত্বা দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে সে যেন এর স্থলে পুনরায় যবাহ্ করে। আর যে যবাহ্ করেনি, সে যেন এখন আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করে।

٤٩٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

৪৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... শু'বা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٠٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحّٰى خَالِى اَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِنْدِىْ جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ضَحّٰى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ-

৪৯০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবূ বুরদা (রা) সালাতের পূর্বে কুরবানী করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ওটা গোশতের বকরী। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমার নিকট ছয় মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে। তিনি বললেন : সেটি যবাহ্ কর। তুমি

ছাড়া অন্য কারো জন্য তা যথার্থ হবে না। এরপর তিনি বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবাহ্ করলো, সে কেবল নিজের জন্যই যবাহ্ করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতের পর যবাহ্ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের তরীকা অনুযায়ী কাজ করলো।

٤٩١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ خَالَهُ اَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ وَاِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيْكَتِي لِاُطْعِمَ اَهْلِي وَجِيْرَانِي وَاَهْلَ دَارِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعِدْ نُسُكًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَقَالَ هِيَ خَيْرُ نَسِيْكَتَيْكَ وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ-

৪৯১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মামা আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) নবী ﷺ-এর যবাহ্ এর আগে যবাহ্ করলেন (প্রশ্নের জবাবে) তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজকের দিনে গোশ্ত তলব করা ভাল নয়। তাই আমি আমার পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বাড়ির লোকদেরকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কুরবানী করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি পুনরায় কুরবানী কর। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট একটি ছোট বকরী আছে যা দুধের বয়স অতিক্রম করেছে, যেটি গোশতের দু'টি বকরীর চাইতেও উত্তম। তিনি বললেন : এটিই তোমার উত্তম কুরবানী হবে। আর তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জাযাআ (ছয় মাসের বকরী) যথেষ্ট হবে না।

٤٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَالَ خَالِي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ هُشَيْمٍ-

৪৯১১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন : সালাত আদায়ের পূর্বে কেউ কুরবানী করবে না। বারা' (রা) বলেন, এরপর আমার মামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আজকের দিনে তো গোশত তলব করা ভাল নয়। এরপর বর্ণনাকারী হুশায়ম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٤٩١٢- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتّٰى يُصَلِّيَ فَقَالَ خَالِي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي فَقَالَ ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِاَهْلِكَ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ ضَحِّ بِهَا فَاِنَّهَا خَيْرُ نَسِيْكَةٍ-

৪৯১২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং

আমাদের ন্যায় কুরবানী করে, সে যেন সালাতের পূর্বে কুরবানী না করে। পরে আমার মামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো আমার ছেলের পক্ষ থেকে কুরবানী করে ফেলেছি? তিনি বললেন : সেটা তো এমন জিনিস, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে (যবাহ্ করে) ফেলেছ। তিনি বললেন, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে, যা দু'টি বকরীর চাইতেও উত্তম। তিনি বললেন : তুমি সেটা কুরবানী কর। কেননা, সেটাই উত্তম কুরবানী হবে।

٤٩١٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الاِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُبِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا نُصَلِّيْ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ-

৪৯১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। এরপর আমরা ফিরে যাব এবং কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে করলো সে আমাদের সুন্নাত পালন করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবাহ্ করলো, সেটা কেবল গোশত হলো, যা সে তার পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো। কুরবানীর কিছুই হলো না। আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) আগেই যবাহ করে ফেলেছিলেন। তাই তিনি বললেন, আমার নিকট একটি ছয়মাসের বকরীর বাচ্চা আছে যা এক বছরের বাচ্চার চাইতেও উৎকৃষ্ট হৃষ্টপুষ্ট। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি সেটি কুরবানী কর। তোমার পরে আর কারো জন্য এটা (বাচ্চা) যথেষ্ট হবে না।

٤٩١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৪৯১৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩١٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوالاَحْوَصِ ح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَالصَّلاَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ-

৪৯১৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, হান্নাদ ইব্ন সারী, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। এরপর বর্ণনাকারী উপরোল্লেখিত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩١٦- وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لاَيُضَحِّيَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ قَالَ فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِىْ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ۔

৪৯১৬. আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ আদ্-দারিমী (র) .... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি এতে বললেন : সালাতের পূর্বে কেউ যেন কুরবানী না করে। এক ব্যক্তি বললো, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা অল্প দিন পূর্বে দুধ ছেড়েছে, যেটি গোশতের দু'টি বক্রীর চাইতে উত্তম (হৃষ্টপুষ্ট)। তিনি বললেন, ওটা কুরবানী কর। তোমার পর অন্য কারো জন্য জাযা'আ (এরূপ ছ'মাসের বাচ্চা কুরবানী করা) যথেষ্ট হবে না।

٤٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْدِلْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عِنْدِى الاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَاَظُنُّهُ قَالَ وَهِىَ خَيْرٌمِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ۔

৪৯১৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদা (রা) সালাতের পূর্বে যবাহ্ (কুরবানী) করলে নবী ﷺ বললেন : এর পরিবর্তে (আরেকটি কুরবানী) কর। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমার কাছে কেবল একটি ছ'মাসের বকরীর বাচ্চা আছে। শু'বা (র) বলেন, মনে হয় তিনি বলেছেন, সেটা এক বছরের বাচ্চার চাইতেও উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সেটির স্থানে এ'টি কুরবানী কর। আর তোমার পর অন্য কারো জন্য এটা যথেষ্ট হবে না।

٤٩١٨- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِىْ قَوْلِهِ هِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ۔

৪৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এটা 'এক বছরের বাচ্চার চাইতেও উত্তম' এ বাক্যের বর্ণনায় সন্দেহের উল্লেখ করেন নি।

٤٩١٩- وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مَنْ جِيْرَانِهِ كَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ أَفَاذْبَحُهَا قَالَ فَرَخَّصَ لَهُ فَقَالَ لاَ اَدْرِى أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ قَالَ وَانْكَفَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ اِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا اَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا ـ

৪৯১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, আম্র আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে, সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আজকের দিনে তো গোশতের প্রতি চাহিদার দিন ? এ সময় সে তার প্রতিবেশীদের অভাবের কথাও উল্লেখ করে। রাসূলুল্লাহ্ যেন তার কথাকে সত্য মনে করলেন। সে আরো বললো, আমার নিকট একটি ছ'মাসের বক্রীর বাচ্চা আছে, যেটি গোশতের দুটি বকরীর চাইতেও ভাল, আমি কি সেটি কুরবানী করব? আনাস (রা) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নাই, এ অনুমতি এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্যে ছিল কি না। আনাস (রা) আরো বলেন, (ভাষণের পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সে দু'টি যবাহ্ করলেন। আর লোকজন বক্রী পালের প্রতি এগিয়ে গেল এবং সেগুলো বণ্টন করল এবং অন্য বর্ণনায় ভাগ ভাগ (যবাহ) করলো।

٤٩٢٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَامَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ اَنْ يُعِيْدُ ذَبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ

৪৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন, এরপর খুতবা দিলেন এবং যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে তাকে পুনরায় কুরবানী করার আদেশ দিলেন। .... এরপর বর্ণনাকারী ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٤٩٢١ـ وَحَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ (يَعْنِى ابْنَ وَرْدَانَ) حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى قَالَ فَوَجَدَ رِيْحَ لَحْمٍ فَنَهَاهُمْ اَنْ يَذْبَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحّٰى فَلْيُعِدْ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا ـ

৪৯২১. যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হাস্সানী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। এরপর গোশতের ঘ্রাণ পেয়ে (সালাতের পূর্বে) কুরবানী করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের আগে যবাহ্ করেছে, সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে। এরপর বর্ণনাকারী ইব্ন উলায়্যা ও হাম্মাদ (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢۔ بَابُ سِنَّ الأُضْحِيَّةِ

২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর বয়স

٤٩٢٢۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَذْبَحُوا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ۔

৪৯২২. আহ্মদ্ ইব্ন ইউনুস (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কমপক্ষে এক বছরের পশু (বকরী) কুরবানী করবে। তবে এটা তোমাদের জন্য দুষ্কর হলে তোমারা ছ'মাসের মেষ-শাবক কুরবানী করতে পার।

٤٩٢٣۔ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوْا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ اَنْ يُعِيْدَ بِنَحْرٍ اٰخَرَ وَلاَ يَنْحَرُوا حَتّٰى يَنْحَرَ النَّبِىُّ ﷺ ۔

৪৯২৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) .... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন মদীনায় আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কিছু লোক এ মনে করে আগেই কুরবানী করে ফেললো যে, নবী ﷺ হয়ত কুরবানী করেছেন। নবী ﷺ যাঁরা তাঁর আগে কুরবানী করেছেন তাদেরকে পুনরায় আর একটি কুরবানী করার আদেশ দেন। আর তিনি আদেশ দিলেন, কেউ যেন নবী ﷺ এর কুরবানী করার পূর্বে কুরবানী না করে।

٤٩٢٤۔ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَلٰى صَحَابَتِهِ۔

৪৯২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র) ..... উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবিগণের মাঝে কুরবানীর পশুরূপে বণ্টন করার জন্য তাঁকে কিছু বকরী দিলেন। একটি বাচ্চা (এক বছরের) অবশিষ্ট থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, তুমি এটা কুরবানী কর। কুতায়বা (র) "اَصْحَابِهِ" শব্দের স্থলে "صَحَابَتِهِ" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٤٩٢٥۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا ضَحَايَا فَاَصَابَنِى جَذَعٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ اَصَابَنِى جَذَعٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ۔

৪৯২৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করলে আমার ভাগে একটি ছ'মাসের ছাগল পড়ে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ছ'মাসের একটি বাচ্চা পেয়েছি? তিনি বললেন তা-ই তুমি কুরবানী কর।

٤٩٢٦- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ) اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ) حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِى بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ اَصْحَابِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ-

৪৯২৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র) ..... উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবিগণের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করেন। এরপর রাবী উল্লেখিত অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلاَ تَوْكِيْلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ

৩. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পসন্দনীয় পশু, অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই যবাহ্ করা এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা মুস্তাহাব।

٤٩٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا-

৪৯২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো চিত্রা (ছাই) রং এর দু'টি দুম্বা নিজ হাতে যবাহ্ করেন। তিনি 'বিসমিল্লাহ্' পড়েন, 'আল্লাহু আকবার' বলেন এবং (যবাহ্‌কালে) তাঁর (মুবারক) পা দিয়ে সে দু'টির ঘাড় চেপে রাখেন।

٤٩٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا وَسَمّٰى وَكَبَّرَ-

৪৯২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'শিং ওয়ালা সাদা কালো বর্ণের দুটি দুম্বা কুরবানী করেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাঁকে দুম্বা দু'টি নিজ হাতে যবাহ্ করতে দেখেছি। আরও দেখেছি, তিনি সে দু'টির কাঁধের পাশে তাঁর পা মুবারাক দিয়ে চেপে রাখেন এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বলেন।

٤٩٢٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ نَعَمْ-

৪৯২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানী করেন। বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। শু'বা (র) বলেন, আমি কাতাদাকে বললাম, আপনি কি আনাস (রা) থেকে হাদীসটি শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ (শুনেছি)।

٤٩٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِه غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَيَقُوْلُ بِاسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

৪৯৩০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'আমি তাঁকে بِاسْمِ اللّٰهِ (و) اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলতেও শুনেছি।

٤٩٣١- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِى اَبُوْصَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَبْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَاُتِىَ بِه لِيُضَحِّىَ بِه فَقَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ اَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ! تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِه-

৪৯৩১. হারূন ইব্ন মা'রূফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিং বিশিষ্ট দুম্বাটি আনতে আদেশ দেন-যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিম্নাংশ কালো ছিল) এবং কালোর মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চতুর্দিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়েশা (রা)-কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। এরপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। এরপর সেটা যবাহ্ করলেন এবং বললেন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

(অর্থ ঃ আল্লাহ্র নামে। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ-পরিবার ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে এটা কবূল করে নাও।) এরপর এটা কুরবানী করেন।

٤- بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ اِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

৪. পরিচ্ছেদ : যা রক্ত ঝরায় তা দিয়েই যবাহ্ করা বৈধ। তবে দাঁত ও সকল হাড়-এর বহির্ভূত

٤٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَقُوا الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ ﷺ اَعْجِلْ اَوْ اَرْنِى مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

وَسَأُ حَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ‏.‏

৪৯৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র) ..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমরা আগামীকাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা করবো। অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নাই। তিনি বললেন, দ্রুত কর, রক্ত প্রবাহিত করে দাও অথবা (ভালভাবে দেখে বলিষ্ঠভাবে যবাহ্ করবে)। যা রক্ত প্রবাহিত করে, যার উপর আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় তা (দিয়ে যবাহ্কৃত জন্তু) খাও। তবে তা যেন দাঁত ও নখ না হয়। আমি তোমাদের নিকট এর কারণ বর্ণনা করছি। দাঁত হলো হাড় বিশেষ, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গনীমতের কিছু উট ও বক্রী পেলাম। সেগুলোর মধ্য হতে অবাধ্য হয়ে একটি উট ছুটে গেলে জনৈক ব্যক্তি তীর মেরে সেটাকে আটকিয়ে ফেললো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এসব উটের মধ্যেও বন্য (জন্তুর মতো স্বভাব) আছে। সুতরাং এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি যদি নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যায় তবে তার সাথে এরূপ আচরণই করবে।

٤٩٣٣- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏.‏

৪৯৩৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিহামার অন্তর্গত 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমরা বকরী ও উট পেলাম। কিছু লোক তাড়াতাড়ি করে ডেগের মধ্যে এগুলোর গোশত জোশ দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ দিলে ডেগগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হলো। এরপর একটি উট দশটি ছাগলের সমান গণ্য করলেন। বর্ণনাকারী হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٤٩٣٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ * وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ‏.‏

٤٩٣٧ـ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى ابْنِ اَزْهَرَ اَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ فَصَلّٰى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلاَ تَاْكُلُوْا ـ

৪৯৩৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ঈদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী সময় আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি খুতবার পূর্বে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। (খুতবায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনদিনের পর কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমরা তা খেয়ো না।

٤٩٣٨ـ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৪৯৩৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব, হাসান হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ, যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٣٩ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَاْكُلُ اَحَدٌ مِنْ لَحْمِ اُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ ـ

৪৯৩৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা) বলেছেন : কেউ যেন কুরবানীর গোশত তিনদিনের পরে না খায়।

٤٩٤٠ـ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِيْ ابْنَ عُثْمَانَ) كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ ـ

৪৯৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٤١ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُاَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمَ

الْاَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَيَاْكُلُ لُحُوْمَ الْاَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ ـ

৪৯৪১. ইব্‌ন আবূ উমর ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। সালিম (র) বলেন, এ জন্য ইব্‌ন উমর (রা) তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খেতেন না। ইব্‌ন আবূ উমর (فَوْقَ ثَلاَثٍ এর স্থলে) بَعْدَ ثَلاَثٍ (তিন-এর পরে বলেছেন।

٤٩٤٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَفَّ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى زَمَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدَّخِرُوْا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِىَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الْاَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالُوْانَهَيْتَ اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَقَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِىْ دَفَّتْ فَكُلُوْا اَدَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا ـ

৪৯৪২. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকর (র) বলেন, আমি বিষয়টি 'আম্‌রা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তিনি (ইব্‌ন ওয়াকিদ) সত্যই বলেছেন। আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে (ঈদুল) আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার (অনটনগ্রস্ত হয়ে) শহরে এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে অবশিষ্ট গোশতগুলো সাদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র তৈরী করছে এবং তার চর্বি গলাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা কি (এ প্রশ্ন কেন ?) তারা বললো, আপনিই তো তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : আমি তো বেদুঈনদের আগত (অসহায়) দলটির কারণে একথা বলেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাবে, জমা করে রাখবে এবং সাদাকা করবে।

٤٩٤٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوْا وَ ادَّخِرُوْا ـ

৪৯৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। আবার পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন, এখন তোমরা খেতে পার, পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখতে পার।

٤٩٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى فَاَرْخَصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرُ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ -

৪৯৪৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় তিনদিনের অধিক উটের গোশত খেতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিয়ে বললেন : তোমরা খেতে পার এবং পাথেয় হিসাবে রাখতে পার। (ইব্‌ন জুরায়জ বলেন) আমি আতাকে বললাম, জাবির (রা) কি আমাদের 'মদীনায় আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত' কথাটি বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٤٩٤٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نُمْسِكُ لُحُوْمَ الاَضَاحِىْ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا (يَعْنِى فَوْقَ ثَلاَثٍ) -

৪৯৪৫. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তিনদিনের বেশি) এ থেকে খাওয়ার এবং পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন।

٤٩٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪৯৪৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের ﷺ যুগে তা (কুরবানীর গোশ্‌ত) পাথেয়রূপে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে যেতাম।

٤٩٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ لاَتَاْكُلُوْا لُحُوْمَ الْاَضَاحِىْ فَوْقَ

الْاَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَيَاْكُلُ لُحُوْمَ الْاُضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ وقَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ ـ

৪৯৪১. ইব্ন আবূ উমর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। সালিম (র) বলেন, এ জন্য ইব্ন উমর (রা) তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খেতেন না। ইব্ন আবূ উমর (فَوْقَ ثَلاَثٍ এর স্থলে) بَعْدَ ثَلاَثٍ (তিন-এর পরে বলেছেন।

٤٩٤٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَفَّ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى زَمَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدَّخِرُوْا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِىَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الاَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالُوْانَهَيْتَ اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَقَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِىْ دَفَّتْ فَكُلُوْا اَدَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا ـ

৪৯৪২. ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকর (র) বলেন, আমি বিষয়টি 'আম্রা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তিনি (ইব্ন ওয়াকিদ) সত্যই বলেছেন। আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে (ঈদুল) আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার (অনটনগ্রস্ত হয়ে) শহরে এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে অবশিষ্ট গোশতগুলো সাদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র তৈরী করছে এবং তার চর্বি গলাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা কি (এ প্রশ্ন কেন ?) তারা বললো, আপনিই তো তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : আমি তো বেদুঈনদের আগত (অসহায়) দলটির কারণে একথা বলেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাবে, জমা করে রাখবে এবং সাদাকা করবে।

٤٩٤٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوْاوَ ادَّخِرُوْا ـ

৪৯৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। আবার পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন, এখন তোমরা খেতে পার, পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখতে পার।

٤٩٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى فَارْخَصَ لَنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرُ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ -

৪৯৪৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় তিনদিনের অধিক উটের গোশত খেতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিয়ে বললেন : তোমরা খেতে পার এবং পাথেয় হিসাবে রাখতে পার। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আমি আতাকে বললাম, জাবির (রা) কি আমাদের 'মদীনায় আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত' কথাটি বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٤٩٤٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نُمْسِكُ لُحُوْمَ الاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَاْكُلَ مِنْهَا (يَعْنِى فَوْقَ ثَلاَثٍ) -

৪৯৪৫. ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তিনদিনের বেশি) এ থেকে খাওয়ার এবং পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন।

٤٩٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৪৯৪৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের ﷺ যুগে তা (কুরবানীর গোশ্ত) পাথেয়রূপে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে যেতাম।

٤٩٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ لاَتَاْكُلُوْا لُحُوْمَ الْاَضَاحِيْ فَوْقَ

ثَلاَثٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَشَكَوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَاحْبِسُوْا اَوِ ادَّخِرُوْا قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى شَكَّ عَبْدُ الْاَعْلٰى -

৪৯৪৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে মদীনাবাসী! তোমরা তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খাবে না। ইব্‌ন মুসান্না (র) "ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ" (তিনদিন) শব্দ উল্লেখ করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুযোগ (আপত্তি) করলো যে, তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও খাদিম রয়েছে। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ। ইব্‌ন মুসান্না (র) বলেন, আব্দুল আ'লা (র) সন্দেহ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ "اَحْبِسُوْا" শব্দ বলেছেন না "اِدَّخِرُوْا" শব্দ।

٤٩٤٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلاَيُصْبِحَنَّ فِىْ بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ اَوَّلَ فَقَالَ لاَ اِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيْهِ بِجَهْدٍ فَاَرَدْتُ اَنْ يَفْشُوَ فِيْهِمْ -

৪৯৪৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করবে, সে যেন তৃতীয় রাতের পর তার ঘরে কুরবানীর কিছু সঞ্চিত না রাখে। আগামী বছর যখন সমাগত হলো, তখন লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমরা কি গত বছরের মত করবো? তিনি বললেন, না। সে বছর তো মানুষ খুব কষ্টে ছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম যাতে সকলের নিকট (গোশত) পৌঁছে যায়।

٤٩٤٩- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ يَاثَوْبَانُ اَصْلِحْ لَحْمَ هٰذِهِ فَلَمْ اَزَلْ اُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّٰى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ -

৪৯৪৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কুরবানীর পশু যবাহ্ করলেন। এরপর বললেন, হে সাওবান! এর গোশত ভালভাবে সংরক্ষণ কর। এরপর থেকে তিনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তাঁকে উক্ত গোশত থেকে আহার করাতে থাকি।

٤٩٥٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৪৯৫০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন রাফি, ইসহাক ইব্‌ন ইবরহীম-হান্‌যালী (র) ..... মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ্ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٥١- وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৪৯৫১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় আমাকে বললেন : এ গোশত ভাল করে রেখে দাও। আমি তা ভাল করে রেখে দিলাম। তিনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এ গোশত খেতে থাকেন। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হামযা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি 'বিদায় হজ্জের সময়' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٤٩٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا -

৪৯৫২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি কবর যিয়ারত থেকে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদের তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সঞ্চয় করে রাখতে পার। আমি আরো তোমাদের নিষেধ করেছিলাম চামড়া নির্মিত পাত্র ছাড়া অন্যান্য সকল পাত্রে তৈরি নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) থেকে, এখন তোমরা যে কোন পাত্রেই (নাবীয) পান করতে পারো। তবে যা নেশা সৃষ্টি করে তা পান করো না।

٤٩٥٣- حَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ سِنَانٍ-

৪৯৫৩. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম .....। এরপর বর্ণনাকারী আবূ সিনানের হাদীসের অনুরূপ অর্থে রিওয়ায়াত করেন।

٦- بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

৬. পরিচ্ছেদ : ফারা'ও আতীরা

٤٩٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَافَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِىْ رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ-

৪৯৫৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফারা ও 'আতীরা (রজব মাসের প্রথম দশদিনে যবাহ্‌কৃত পশু) বলতে (ইসলামে) কিছু নাই। ইব্‌ন রাফি (র) তার রিওয়ায়াতে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, ফারা' হলো (উটের) প্রথম বাচ্চা, যা তারা যবাহ্ করতো।

٧- بَابُ نَهْىِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيْدُ التَّضْحِيَةِ اَنْ يَاْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ اَوْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا

৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে প্রবেশ করলো এবং কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করলো তার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ।

٤٩٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّىَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قِيْلَ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لٰكِنِّىْ اَرْفَعُهُ-

৪৯৫৫. ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ (কর্তন) না করে। সুফিয়ান (র)-কে বলা হলো, কেউ কেউ তো হাদীসটিকে মারফূ' (সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে) বর্ণনা করে না। তিনি বললেন, আমি কিন্তু মারফূ'-ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেই বর্ণনা করি।

٤٩٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ اُضْحِيَّةٌ يُرِيْدُ اَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَاْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا -

৪৯৫৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন প্রথম দশদিন উপস্থিত হয় আর কারো নিকট কুরবানীর পশু থাকে, যা সে যবাহ্ করার নিয়্যত রাখে, তবে সে যেন তার চুল না ছাঁটে এবং নখ না কাটে।

٤٩٥٧- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ -

৪৯৫৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।

٤٩٥٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمَرَ اَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৪৯৫৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম হাশিমী (র) ..... উমর অথবা আমর ইব্‌ন মুসলিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٥٩- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَاِذَا اُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَاْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّيَ -

৪৯৫৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আম্বারী (র) ..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির নিকট কুরবানীর পশু আছে যা সে যবাহ্ করবে সে যেন যিলহাজ্জ এর নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে।

٤٩٦٠- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْاَضْحٰى فَاطَّلٰى فِيْهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَمَّامِ اِنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هٰذَا اَوْ يَنْهٰى عَنْهُ فَلَقِيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو-

৪৯৬০. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ..... আমর ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আম্মার আল-লায়সী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কুরবানীর ঈদের পূর্বক্ষণে হাম্মামে (গোসলখানা) ছিলাম। কিছু লোক চুন ব্যবহার (দ্বারা নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার) করেছিল। হাম্মামে উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) তা অপছন্দ করেন। পরে আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এ হাদীসটি তো মানুষ ভুলে গিয়েছে এবং ছেড়ে দিয়েছে। নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ... বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) থেকে মুআয (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক শব্দাবলী বর্ণনা করেন।

٤٩٦١- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَخِيْ ابْنِ وَهْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمْ-

৪৯৬১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দুর রাহমান ইব্‌ন ওয়াহাব (র)-এর ভাতিজা ...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ..... অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস।

٨- بَابُ تَحْرِيْمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবাহ্ করা হারাম। যে এরূপ করে তার প্রতি লা'নত।

٤٩٦٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا اَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ

اَبِىْ طَالِبٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ اِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ اِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِىْ بِكَلِمَاتٍ اَرْبَعٍ قَالَ فَقَالَ مَاهُنَّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ ـ

৪৯৬২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আবূ তুফায়ল আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, নবী ﷺ আপনাকে গোপনে কি বলতেন ? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন, নবী ﷺ মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি বললো- হে আমীরুল মু'মিনীন! সে চারটি কথা কি? তিনি বললেন ১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে লা'নত করে, আল্লাহ্ তাকে লানত করেন ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ্ করে আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন ৩. ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ লা'নত করেন, যে কোন বিদআতী (শরীআতে কোন বিষয় অনুপ্রবিষ্টকারী) আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি যমীনের (সীমানার) চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহ্ লা'নত করেন।

٤٩٦٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبِرْنَا بِشَىْءٍ اَسَرَّهُ اِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا اَسَرَّ اِلَىَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ مِنْ اٰوٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ـ

৪৯৬৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ তুফায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে গোপনে যা বলেছেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছু অবহিত করুন। তিনি বললেন, মানুষের কাছে গোপন রেখেছেন এমন কিছুই তিনি আমার কাছে একান্তে বলেননি। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ্ করে আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন; যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন; যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে লা'নত করে আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন এবং যে ব্যক্তি চিহ্নসমূহ (যমীনের) পরিবর্তন করে, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন।

٤٩٦٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ اَبِىْ بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِىٌّ اَخَصَّكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ فَقَالَ مَاخَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً اِلَّا مَا كَانَ فِىْ

قِرَابِ سَيْفِى هٰذَا قَالَ فَاَخْرَجَ صَحِيْفَةً مَكْتُوْبٌ فِيْهَا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا ـ

৪৯৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে কিছু বলে গেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি এমন কোন বিষয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে বলে যাননি; তবে আমার তরবারির এ খাপটিতে যা আছে তা ছাড়া। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটি সহীফা (খাতা) বের করলেন, যাতে লেখা ছিল-'আল্লাহ্ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ করে, আল্লাহ্ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে যমীনের চিহ্নসমূহ চুরি করে, আল্লাহ্ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে তার পিতাকে লা'নত করে। আল্লাহ্ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়।'

ইফা — উন্নয়ন/২০০৯-২০১০/অঃ সঃ/ ৪৩৭৩— ৩২৫০